কিরণাবলী

(দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

কিরণাবলী

কিরণাবলী

[বিস্তৃত বিবৃতি ও অনুবাদ সহিত]

দ্বিতীয় খণ্ড

(সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য প্রকরণ)

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী

প্রকাশক :
শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণি
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রথম প্রকাশ : শ্রীগুরু-পূর্ণিমা, ১৩৮৫

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীদুর্গাদাস পাণ্ডা, এম. এ. বি-এড
দেবাশীষ প্রেস
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

অনন্তাখ্যমপাদানং মানমেয়প্রকাশকম্ ।
নামং নামং স্বয়ংজ্যোতির্ব্যাখ্যামি কিরণাবলীম্ ॥
উদয়নভণিতিমুদাত্তামতিমিতপদসন্ধানদুরবগাহাম্ ।
বিশদীকরবাণি যতো দয়তাং ভগবান্ কণভুঙ্ মুনিঃ ॥

প্রাক্-কথন

শ্রীভগবানের কৃপায় আজ আচার্য উদয়নকৃত কিরণাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর দীর্ঘ বাইশ বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইয়াছে। কর্মান্তরে ব্যাপৃত থাকায় এই সময়ের মধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপন-কার্যের ব্যাঘাত উপস্থিত না হইলেও গ্রন্থরচনা ও সম্পাদনের পর্যাপ্ত অবসর ছিল না। কিন্তু, সঙ্কল্প স্থির ছিল যে সুযোগ আসিলেই উক্ত কার্যে যত্নবান্ হইব এবং অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিব। কারণ, ইহা প্রতিনিয়তই অনুভব করিতেছিলাম যে ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের যে চর্চা সমগ্র ভারতে এবং বিশেষ করিয়া মিথিলায় ও বঙ্গদেশে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অব্যাহত গতিতে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে তাহার ধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। আজ জীবনসায়াহ্নে এইরূপ মনে হইতেছে যে অদূর ভবিষ্যতে ইহা বিলুপ্তপ্রায় হইবে। জীবনদীপ নির্বাপিত হইবার পূর্বে অধীত বিদ্যাকে প্রচারিত করিয়া ইহাই প্রমাণিত করিবার বাসনা যে ভবিষ্যতের মননশীল বিদ্যার্থিবৃন্দ এ কথা জানিবার সুযোগ পাইবেন যে সংস্কৃত শিক্ষার প্রাচীন যে-পদ্ধতি সগৌরবে দুহাজার বৎসর ধরিয়া আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল বিংশ শতকের শেষার্ধেও তাহার জ্যোতি অনির্বাণ ছিল।

একথা সত্য যে বৈশেষিক দর্শনের রহস্য-বিশ্লেষণ দুষ্কর কার্য। কণ্টকাকীর্ণ এই তপস্যার পথে পাথেয় একমাত্র শাস্ত্রব্যসনী মনীষিবৃন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আশীর্বাদ। যাঁহাদের সস্নেহ আশীর্বাদে এই শাস্ত্রের রহস্যজাল ভেদ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি আজ জীবনের এক পরম আনন্দময় মুহূর্তে তাঁহাদের স্মরণ করিবার জন্য চিত্ত স্বতঃই আকুল হইয়া উঠিতেছে।

সে আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বেকার কথা। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের প্রথম পাঠ গ্রহণ করি হালিসহর-নিবাসী তর্করসিক বাণীকণ্ঠ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সন্নিকটে। তাহার পর নব্যন্যায়শাস্ত্রের মর্মার্থদর্শী অধ্যাপক পণ্ডিতপ্রবর তারানাথ ন্যায়তর্কতীর্থ মহাশয়ের নিকট অধ্যয়নের সুযোগ উপস্থিত হয়। পরে নৈয়ায়িক-কুলচূড়ামণি মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট সুদীর্ঘ সাত বৎসর কাল ধরিয়া ন্যায়শাস্ত্রের সেবা করিয়াছি। তাঁহার শরীর অসুস্থ

হইলে বিশ্রুতকীর্তি নৈয়ায়িকপ্রবর মহামহোপাধ্যায় ফণিভূষণ তর্কবাগীশ মহাশয়ের নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। ইহার পর বৈয়াকরণকেশরী মহামহোপাধ্যায় হারাণচন্দ্র শাস্ত্রী মহোদয়ের নিকট সুদীর্ঘ ছয় বৎসর নানা শাস্ত্রের সহিত ন্যায়-শাস্ত্রেরও চর্চা করিয়াছিলাম। পরে যাঁহার অকৃপণ স্নেহে লালিত-পালিত হইয়া কিরণাবলী ও তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থের গম্ভীর তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সামর্থ্য অর্জন করিয়াছিলাম, সেই নৈয়ায়িক-ধুরন্ধর সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ মহোদয়ের নিকট সুদীর্ঘকাল ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করি। প্রথম খণ্ডের প্রকাশে তিনি যে সস্নেহ অবধানে আমাকে চালিত করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার স্বভাব-সুলভ লোকোত্তর চরিত্র-সম্পদ্ ও ছাত্র-বাৎসল্যের পরিচয়ই প্রদান করে।

বর্তমান খণ্ড প্রকাশে স্থলবিশেষে আমার পরমসুহৃদ্ ন্যায়বৈশেষিকাচার্য শ্রীমধুসূদন ন্যায়াচার্য ও স্থলান্তরে পরমকল্যাণভাজন শ্রীদিননাথ মহাচার্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যে আনুকূল্য প্রদান করিয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাদিগকে সাধুবাদ অর্পণ করি। পরিণত বয়সে ঈদৃশ দুষ্কর কার্য যাহাতে নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয় তাহার জন্য আমার প্রিয় শিষ্য কুরুক্ষেত্র-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-বিভাগের প্রধান আয়ুষ্মান্ ডক্টর গোপিকামোহন ভট্টাচার্য এম্, এ, ন্যায়তীর্থ সবিশেষ যত্ন লইয়াছেন। ইহার মুদ্রণ কার্য যাহাতে যথাসম্ভব সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় তজ্জন্য কলিকাতা বাসন্তী-দেবী কলেজের অধ্যাপিকা পরম কল্যাণীয়া আয়ুষ্মতী ডক্টর অণিমা সাহা এম. এ. নিরলস ভাবে পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রীভগবানের কাছে উভয়ের নিরাময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

সংস্কৃত-পুস্তক ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী আদরণীয় শ্রীমান্ শ্যামাপদ ভট্টাচার্য বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ না করিলে সম্পাদন কার্য বিলম্বিত হইত। বর্তমান সময়ে শ্রীমান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশনের ব্যবস্থা করিতেছেন। ইহাতে অধ্যাপক ও বিদ্যার্থিবৃন্দের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতেছে; এজন্য তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসার পাত্র। দেবাশীষ প্রেসের অধিকারী শ্রীদুর্গাদাস পাণ্ডা ও তাঁহার সহযোগিবৃন্দ প্রচুর উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থের মুদ্রণের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলকেই আমার সস্নেহ আশীর্বাদ অর্পণ করিতেছি।

ভূমিকা

ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের উৎপত্তির ইতিহাস ঘন কুজ্ঝটিকাজালে আবৃত হইয়া আছে। বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে ইহার প্রথম অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ঋষি বলিতেছেন—হে মৈত্রেয়ি, আত্মদর্শন করিতে হইবে, আত্মশ্রবণ করিতে হইবে, আত্মমনন করিতে হইবে।[১] এই যে আত্মমনন, মনে হয় ইহা যুক্তির সাহায্যে আত্মানুসন্ধান ব্যতীত অপর কিছু নহে। আবার যখন কাঠকোপনিষদে বলা হইয়াছে—পরা বিদ্যা কুতর্কের দ্বারা লভ্য নহে—[২] তখনও বুঝা যায় যে, সুপ্রাচীন যুগে যাঁহারা কেবল যুক্তির সাহায্যে তত্ত্বনিরূপণে প্রয়াসী হইয়াছিলেন তাঁহাদেরই লক্ষ্য করিয়া ঋষি বলিতেছেন যে, চরম তত্ত্ব কুতর্কের অতীত। এতদ্ব্যতীত আমরা জানি যে, অজাতশত্রু ও জনকের রাজসভায় দার্শনিক বিচার অনুষ্ঠিত হইত। ইহা হইতেও অনুমান করা যায় যে, সেকালে সুধীসমাজ ন্যায় বা তর্কের সহিত পরিচিত ছিলেন। এ স্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, যাঁহারা বৈদিক ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল থাকিয়া ন্যায় বা যুক্তিতর্কের অনুশীলন করিতেন, তাঁহারা আস্তিক বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং যাঁহারা বৈদিক ধর্মের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়া স্বকীয় ধীশক্তির সাহায্যে মনন করিতেন তাঁহারা বেদবিরোধী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। মহামহোপাধ্যায় কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, এই দ্বিতীয় সম্প্রদায়ই প্রাগ্‌বৌদ্ধযুগে বৈদিক-কর্মকাণ্ডবিরোধী সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রস্থানরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। বৌদ্ধ নথির সাহায্যে তাঁহারা প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন যে, সাংখ্য ও বৈশেষিক প্রস্থানদ্বয়ই পরবর্তী যুগে বৌদ্ধ ধর্মের মূল উৎস। কালক্রমে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে যখন বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুদয় হয় তখন বৈদিকধর্মের যাঁহারা ধারক এবং বাহক তাঁহারা কেবলমাত্র শ্রৌত প্রমাণের উপর নির্ভর না করিয়া যতদূর সম্ভব যুক্তি ও তর্কের দ্বারাও নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে রক্ষা করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ফলে বৈদিক ন্যায় ও অবৈদিক বৈশেষিক যুক্তির সমন্বয়ে বৌদ্ধ ধর্মের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্ট হইতে থাকে।

১। বৃ. উ. ৪।৫

২। ক. উ. ২।৯

তাঁহারা আরও মনে করেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকেই ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যথাযথভাবে নির্ণীত হয়, যদিও কণাদ ও গৌতমরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ বৈশেষিক ও ন্যায়সূত্রগুলি পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া মনে করিবার ন্যায়সঙ্গত কারণ আছে।[১]

প্রচলিত ন্যায়সূত্র ও বৈশেষিকসূত্রের রচয়িতা গৌতম ও কণাদ। গৌতমের অপর নাম অক্ষপাদ এবং কণাদের অপর নাম কণভুক্, কণভক্ষ, যোগী, উলূক এবং কাশ্যপ। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, গৌতম ও কাশ্যপ এই দুইটি গোত্রনাম। চৈনিক গ্রন্থ হইতে কণাদ অথবা উলূক সম্বন্ধে কিছু প্রবাদ সংগ্রহ করা যায়।[২] কোন সময় সৃষ্টির শেষে এক তীর্থক এ জগতে আবির্ভূত হন। তাঁহার নাম ছিল উলূক। দিবাভাগে তিনি গহন অরণ্যে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন এবং রাত্রিকালে যখন সমস্ত জগৎ নিদ্রিত হইত তখন তিনি আহারান্বেষণে বাহির হইতেন। এইরূপ বৃত্তি উলূক অর্থাৎ পেচকের তুল্য হওয়ায় তাঁহার নাম হইয়াছিল উলূক। তিনি যখন রাত্রিকালে আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেন তখন তাঁহার তপঃক্লিষ্ট আকৃতি দেখিয়া তরুণীগণ ভীত হইতেন। এজন্য তাঁহাকে গোপনে আহার-সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতে হইত। অন্যের অলক্ষ্যে ধান্যসংগ্রহস্থানে যাইয়া তিনি যে ধান্যমঞ্জরী চয়ন করিতেন তাহার দ্বারাই তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। এইজন্যই তাঁহাকে 'কণভক্ষ' বলা হইত। আমাদের মনে হয় যে, এই প্রবাদের মূলে বিশেষ কোন সত্য নাই। তিনি পরমাণু-সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই প্রতিবাদিগণ তাঁহাকে কণাদ বলিয়া উপহাস করিতেন। যদিও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে অণু লইয়া আলোচনা হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি অণু বা কণ যে বৈশেষিক দর্শনের বিশেষত্ব—ইহা বাদরায়ণসূত্র এবং ধর্মোত্তরকৃত ন্যায়বিন্দু-টীকার প্রামাণ্যে সমর্থন করা যাইতে পারে।[৩] কণাদ সম্বন্ধে আরও একটী প্রবাদ আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কণাদ কঠোর যোগাভ্যাসের ফলে ঈশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার তপশ্চর্যায় প্রসন্ন হইয়া ঈশ্বর উলূকের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং ষট্‌পদার্থের উপদেশ প্রদান করেন।[৪]

১। A Primer of Indian Logic, part I. sec iii, pp. ix-xii

২। Vais'eshika Philosophy, p. 5

৩। ব্রহ্মসূত্র, ২।২-১১ ; ন্যায়বিন্দুটীকা, পৃঃ ৮৬

৪। Vais'eshika Philosophy, p.6

বায়ুপুরাণে বর্ণিত আছে যে, অক্ষপাদ, কণাদ-উলূক এবং বৎস—ইঁহারা সকলেই মহেশ্বরের সপ্তবিংশ অবতার সোমশর্মার শিষ্য এবং পরম শৈব ছিলেন।[১]

প্রচলিত সূত্রগুলির রচনাকাল আজ পর্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, বৈশেষিকসূত্রগুলি যে কেবল চরকের পূর্বে রচিত হইয়াছিল তাহাই নহে, চরকের পদার্থবিদ্যাও বৈশেষিকের পদার্থ-বিদ্যার উপরেই প্রতিষ্ঠিত।[২] এতদ্ব্যতীত বৈশেষিকসূত্রে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। আত্মা অনুমানের বিষয় অথবা অহংপ্রত্যয়গম্য ইহা বৈশেষিকসূত্রে আলোচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু আত্মার নাস্তিত্ব সম্বন্ধে সূত্রে কোনও উল্লেখ নাই। সুতরাং ডঃ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, প্রচলিত সূত্রগুলি বৌদ্ধ দর্শনের আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী।[৩] তিনি আরও বলিয়াছেন যে, কণাদসূত্রে যে বৈশেষিক সিদ্ধান্ত সংগৃহীত হইয়াছে উহা কোনও সুপ্রাচীন মীমাংসাপ্রস্থানের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই অনুমানের অনুকূলে তিনি যুক্তি দেখাইয়াছেন যে, বৈশেষিকসূত্রকার শাস্ত্রের উপক্রমে ধর্মের ব্যাখ্যাপ্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়া উপসংহারে বৈদিককর্মানুষ্ঠানের দ্বারা অদৃষ্টোৎপত্তি হইলে অভ্যুদয় হয়, ইহা বলিয়াছেন।[৪] ডঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে ডঃ দাশগুপ্তের মতটী নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ধর্ম-শব্দের প্রয়োগ দেখিলেই মীমাংসাপ্রস্থানের কথা স্মরণ করা যুক্তিসঙ্গত হয় না। প্রকৃতপক্ষে বৈশেষিকসূত্রে ধর্ম-শব্দ মীমাংসা-প্রস্থানের ন্যায় প্রবৃত্তি-লক্ষণার্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু নিবৃত্তি-লক্ষণার্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।[৫] আমরা অবশ্য অন্য কারণেও ডঃ দাশগুপ্তের মত গ্রহণ করিতে সম্মত নহি। আমাদের মনে হয়, বৈশেষিকসূত্রে ধর্ম-শব্দ পদার্থ-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে ; ইহার সহিত মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত চোদনা-লক্ষণ ধর্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। অধ্যাপক জেকবির মতে ২০০ হইতে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ন্যায়সূত্র ও ব্রহ্মসূত্র রচিত হয় এবং বৈশেষিক ও মীমাংসাসূত্রের রচনাকাল ইহার অল্প-পূর্ববর্তী। জেকবি মনে করেন যে ন্যায়সূত্রে নাগার্জুনের (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতক)

১। Tarkabha'sha', intro. p. v

২। A History of Indian Philosophy, Vol. 1., p. 280

৩। ibid, p. 281

৪। ibid, p. 280

৫। Indian Philosophy, Vol. II., p. 179, f. n. 2

শূন্যবাদ খণ্ডিত হইয়াছে এবং অসঙ্গ ও বসুবন্ধুর (খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যভাগ) বিজ্ঞানবাদ খণ্ডিত হয় নাই।[১] কিন্তু ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং তাৎপর্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ন্যায়সূত্রে (৪।২।২৬) বিজ্ঞানবাদই খণ্ডিত হইয়াছে। আরও কথা এই যে, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ যে সর্বপ্রথম নাগার্জুন-অসঙ্গ-বসুবন্ধু কর্তৃক জগতে প্রচারিত হইয়াছিল তাহার অনুকূলে কোন দৃঢ়তর প্রমাণ নাই। যাহা হউক, ন্যায়সূত্র সম্বন্ধে জেকবি যাহা বলিয়াছেন তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া লইলেও বৈশেষিকসূত্রের রচনাকাল সম্বন্ধে তাঁহার উক্তির সমর্থক কোন তথ্যই পাওয়া যায় না। উই ও র‍্যাণ্ডেল প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, ন্যায়সূত্র অপেক্ষা বৈশেষিকসূত্রই প্রাচীনতর। তাঁহাদের মতে বৈশেষিকসূত্রগুলি দেখিয়াই স্থলবিশেষে ন্যায়সূত্রগুলি রচিত হইয়াছিল।[২] তাঁহারা আরও মনে করেন যে, কণাদসূত্রে ও প্রশস্তপাদ-বিরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহে ন্যায়দর্শনের কোনও প্রভাব লক্ষিত হয় না অথচ গৌতমসূত্রে ও বাৎস্যায়নভাষ্যে বৈশেষিকদর্শনের সুস্পষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাঁহারা ইহাও দেখাইয়াছেন যে, ১৮ খ্রীষ্টাব্দে জৈনগণের মধ্যে যে পৃথক্ শাখা স্থাপিত হয় তাহাতেও বৈশেষিক সংগ্রহের উল্লেখ দেখা যায়।[৩] কুপ্পুস্বামী শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষিবৃন্দও মনে করেন যে বৈশেষিকসূত্রই প্রাচীনতর। কিন্তু একথা সর্ববাদিসম্মত নহে। অধ্যাপক শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের মতে বৈশেষিকসূত্র ন্যায়সূত্র হইতে অর্বাচীন। কারণ ন্যায়সূত্রে কেবলমাত্র শ্রুতি-প্রমাণই উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু বৈশেষিকসূত্রে অনেক স্থলে স্মৃতি-প্রমাণের উল্লেখ দেখা যায়। আরও কথা এই যে, ন্যায়সূত্রে যাহা অতি নিপুণতার সহিত একটী সূত্রে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাই বৈশেষিকসূত্রে বিস্তৃতভাবে একাধিক সূত্রে গ্রথিত হইয়াছে। এইরূপ নানা যুক্তির সাহায্যে শ্রীযুত ন্যায়তীর্থ বৈশেষিকসূত্রের অর্বাচীনতা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।[৪] কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বৈশেষিকের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ বৈশেষিকশাস্ত্রকে কৌটিল্যের পরবর্তী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। কিন্তু কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে যোগ-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়[৫] তাহার অর্থ বৈশেষিক

১। Journal of the American Oriental Society XXXI, 1911

২। Vais'eshika Philosophy, p. 16, f.n. 1 ; Indian Logic in the Early Schools, intro, p. 7., f. n. 1

৩। Vaisheshika Philosophy, p. 34

৪। Calcutta Review, Vol. 183, No. 3, p. 341-9

৫। Arthasha'stra Part I., p. 27

শাস্ত্র এবং ঐ অর্থেই বাৎস্যায়নভাষ্যে যোগ-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।[১] সুতরাং বৈশেষিকশাস্ত্র অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা অর্বাচীন নহে। যাঁহারা বৈশেষিক দর্শনকে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে করেন তাঁহারা বলেন যে, বৌদ্ধ দর্শনের 'নির্বাণ' বৈশেষিকের অসৎকার্যবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং জৈন দর্শনের অস্তিকায় ও অণুবাদের মূলেও বৈশেষিক দর্শনের প্রভাব বিদ্যমান আছে।[২] অবশ্য একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, জৈনদর্শন-প্রতিপাদিত অণু হইতে বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু সম্পূর্ণ পৃথক্। জৈন দর্শনে সকল অণুই সমানগুণবিশিষ্ট। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনে মূর্ত বস্তুগুলির যে যে গুণ থাকে তাহাদের উপাদানীভূত পরমাণুসমূহেও সেই সেই গুণ স্বীকৃত আছে অর্থাৎ সকল পরমাণু সমানগুণবিশিষ্ট নহে।

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, বৈশেষিক দর্শন অতিশয় প্রাচীন। কিন্তু বর্তমান সময়ে বৈশেষিক দর্শনের সিদ্ধান্ত যে সূত্রগুলির মধ্যে সংগৃহীত রহিয়াছে তাহারা অতি প্রাচীন নহে। উপলভ্যমান গৌতমসূত্রগুলির মধ্যে যাদৃশ পরিপাটী লক্ষিত হয় কণাদসূত্রগুলির মধ্যে তাহা দেখা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, সূত্র-গ্রন্থের উপর যে ভরদ্বাজ-কৃত বৃত্তিগ্রন্থ ছিল তাহা অধুনা লুপ্ত। আর সূত্রের উপর রাবণকৃত যে বিস্তৃত ভাষ্য[৩] রচিত হইয়াছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, ভরদ্বাজবৃত্তি ও রাবণভাষ্য যখন পাওয়া যাইতেছে না তখন কণাদসূত্রকেই বৈশেষিক দর্শনের প্রাচীনতম গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

বৈশেষিক দর্শনের উপলভ্যমান দ্বিতীয় প্রাচীন গ্রন্থ প্রশস্তপাদরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহ। যদিও প্রশস্তপাদের আবির্ভাব-কাল যথাযথভাবে নির্ণীত হইবার কোন সম্ভাবনাই নাই তথাপি অনেকেই মনে করেন যে, তাঁহার রচিত গ্রন্থই বৈশেষিক দর্শনের প্রথম প্রামাণিক প্রকরণ-গ্রন্থ। কারণ তাঁহারা বলেন যে, বৈশেষিক দর্শনের প্রসিদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি (যাহা অপরাপর দর্শনে উদ্ধৃত, আলোচিত ও খণ্ডিত হইয়াছে) উপলভ্যমান কণাদসূত্রে পাওয়া যায় না, কিন্তু পদার্থধর্মসংগ্রহে তাহাদের উল্লেখ দেখা যায়। যে যে বিষয়ে নৈয়ায়িক

১। বাৎস্যায়নভাষ্য, ১।১।২৯

২। Indian Philosophy, Vol. II, p. 177

৩। প্রকটার্থবিবরণ, পৃঃ ৪৯৯

মতের সহিত বৈশেষিক মতের পার্থক্য দেখা যায় প্রশস্তপাদ সেগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। দ্বিত্ব, পাকজোৎপত্তি, বিভাগজবিভাগ প্রভৃতি বৈশেষিকের নিজস্ব সিদ্ধান্ত বলিয়া সম্প্রদায়ক্রমে প্রচলিত বিষয়গুলি প্রশস্তপাদরচিত পদার্থধর্মসংগ্রহে দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কণাদসূত্রে ইহাদের সম্বন্ধে কোন আলোচনাই নাই। 'বিশেষ' পদার্থ সম্বন্ধেও সূত্রে কোন আলোচনা দেখা যায় না। অথচ ভারতীয় সম্প্রদায়ে ইহাই প্রসিদ্ধ যে, বিশেষ-পদার্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়াই বৈশেষিক শাস্ত্রের ঐরূপ সংজ্ঞা হইয়াছে।[১] কিন্তু চৈনিক গ্রন্থে বলা হইয়াছে যে, বৈশেষিক-শব্দের অর্থ বিশিষ্ট বা উৎকৃষ্ট এবং বিশিষ্ট-ধীসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা রচিত হওয়ায় অন্য সকল শাস্ত্রের অপেক্ষা এই শাস্ত্রের উৎকর্ষ-নিবন্ধন 'বৈশেষিক' সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে।[২]

প্রশস্তপাদের উক্তি হইতে মনে হয় যে, তৎকৃত পদার্থধর্মসংগ্রহের পূর্বে কোনও বিস্তৃত ভাষ্যগ্রন্থ ছিল।[৩] আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে ঐ ভাষ্যগ্রন্থ রাবণ কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। কেহ কেহ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রাবণ প্রশস্তপাদের পরবর্তী।[৪] আবার অন্যেরা মনে করেন যে, বৈশেষিক দর্শনের প্রথম যুগে রচিত রাবণভাষ্যাদি গ্রন্থে যে নাস্তিকতার প্রভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল তাহা হইতে উহাকে মুক্ত করিবার জন্যই প্রশস্তপাদ গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[৫] এস্থলে ইহা স্মরণযোগ্য যে, শঙ্করাচার্যও বৈশেষিক দর্শনকে অর্দ্ধবৈনাশিক বলিয়াছেন।[৬] আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, প্রশস্তপাদের রচনা পদার্থধর্মসংগ্রহ নামেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল এবং সম্প্রদায়ক্রমে উহাকে ভাষ্যগ্রন্থ-রূপে বর্ণনা করা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, প্রশস্তপাদের রচনায় ভাষ্যগ্রন্থের লক্ষণ নাই। আর অন্য ভাষ্যগ্রন্থ না থাকায় তিনি স্বয়ং কণাদসূত্রের উপর ভাষ্যরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।[৭]

১। Tarkasaṁgraha, p. xxxvii ; Tarkabha'sha', p. ix

২। Vaish'eshika Philosophy, pp. 3-7

৩। পূর্বগ্রন্থেষু দুষ্টপ্রমেয়জ্ঞানেনাসত্যং বদন্তি, অমুনা তু গ্রন্থেন সম্যক্ প্রমেয়জ্ঞানাৎ সত্যং বদিষ্যন্তীত্যাশয়ঃ। কিরণাবলীভাস্কর, পৃঃ ৫

৪। Tarkasaṁgraha p. xl

৫। A Prim-r of Indian Logic, pp. xxvi-vii.

৬। শাঙ্করভাষ্য, ২।২।১৮

৭। বৈশেষিকদর্শন, ভূমিকা, পৃঃ ২:

প্রশস্তপাদ যে উদ্দ্যোতকর হইতে প্রাচীন ইহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। উদ্দ্যোতকর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে অথবা সপ্তম শতকের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি পরমার্থ ও ধর্মপালের পূর্ববর্তী ছিলেন।[১] ডঃ কীথ্ দৃঢ়ভাবে বলিয়াছেন যে, প্রশস্তপাদ নিশ্চয়ই বৌদ্ধাচার্য দিঙ্‌নাগের নিকট ঋণী।[২] কিন্তু সকলে এই মত সমর্থন করেন না। পক্ষান্তরে যদি ইহা বিশ্বাস করা যায় যে, বাৎস্যায়ন প্রশস্তপাদের পরবর্তী, তাহা হইলে বাৎস্যায়নের পরবর্তী দিঙ্‌নাগ নিশ্চয়ই প্রশস্তপাদের পরবর্তী হইবেন। প্রশস্তপাদ যে শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। কারণ শঙ্করাচার্য যাহা কণাদমত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা প্রশস্তপাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়।[৩]

বৈশেষিকসূত্র ও পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর যে সকল আচার্য টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, তাঁহাদের মধ্যে আচার্য ব্যোমশিব প্রাচীনতম।[৪] বহুদিন যাবৎ এই টীকাগ্রন্থ আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কয়েক বৎসর পূর্বে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধি আছে যে, ব্যোমশিব শব্দের পৃথক্ প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছিলেন, যদিও বৈশেষিক সম্প্রদায়ে উহা স্বীকৃত হয় নাই।[৫] এই কারণেই কেহ কেহ মনে করিয়াছেন যে, ব্যোমশিব অতিশয় প্রাচীন নহেন, তিনি শ্রীধরাচার্য ও আচার্য উদয়নেরও পরবর্তী।[৬] বারীন্দ্রকৃত (১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) 'রসসারে' এবং বল্লভকৃত 'লীলাবতী' গ্রন্থে আচার্য ব্যোমশিবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যোমশিবের পর আচার্য শ্রীধর ৯৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'ন্যায়কন্দলী' নামে পদার্থধর্মসংগ্রহের টীকা প্রণয়ন করেন। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, বাচস্পতিমিশ্রের গ্রন্থের সহিত কন্দলীকারের কোনও পরিচয় ছিল না; এবং উভয়েই বৌদ্ধাচার্য ধর্মোত্তরের নাম উল্লেখ

১। Vaish'eshika Philosophy, p. 18

২। Indian Logic and Atomism, pp. 93-110 ; The Vaish'eshika System, pp. 319-23

৩। Tarkasaṁgraha, p. xl.

৪। প্রশস্তপাদভাষ্য, চৌখাম্বা সংস্করণ, মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ-কৃত ভূমিকা, পৃঃ ১

৫। Sarasvati Bhavana Studies Vol, III. p. 109

৬। Tarkasmagraha, p. xlvi

করিয়াছেন। কিরণাবলী-গ্রন্থে অন্ধকারবিষয়ে যে মতটী খণ্ডিত হইয়াছে উহা কণ্ঠতঃ শ্রীধরের মত বলিয়া বর্ণিত না হইলেও ঐ মতের সহিত শ্রীধরের পরিচয় অস্বীকার করিতে পারা যায় না।

ন্যায়কন্দলীকারের পর বৈশেষিক সম্প্রদায়ের মুখ্যতম আচার্য উদয়ন। এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, নব্যন্যায়শাস্ত্রের বীজ বাস্তবিকপক্ষে উদয়নাচার্যের গ্রন্থরাজির মধ্যেই প্রথম নিহিত হইয়াছিল এবং তিনিই নব্যন্যায়ের ইতিহাসে আদিপুরুষ। কারণ যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারপ্রণালী নব্যন্যায়ের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য উদয়নের রচনায় সর্বত্রই তাহার অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। আচার্য উদয়ন যে ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে অনন্য-সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি ন্যায় ও বৈশেষিক প্রস্থানদ্বয়কে সংগৃহীত করিয়া ন্যায়বৈশেষিক-রূপ একটী অভিনব প্রস্থানের প্রবর্তন করিয়াছিলেন।[১] আমরা জানি যে, বৈশেষিক শাস্ত্রের সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তানুসারে উপমান এবং শব্দের পৃথক্-প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় নাই, কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রে উহাদের পৃথক্-প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। উদয়ন বৈশেষিক দর্শনের রহস্য বিবৃত করিতে যাইয়া ন্যায়মতানুসারেই শব্দ এবং উপমানের পৃথক্-প্রামাণ্য স্বীকার করিয়াছেন। আবার স্বপ্ন-অনুভূতির বিবৃতিপ্রসঙ্গে নৈয়ায়িক মতের অনুসরণ না করিয়া বৈশেষিকমতানুসারেই উহাকে একজাতীয়-স্মৃতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, আচার্য উদয়ন ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের সমন্বয়-সাধনে প্রথম প্রয়াস করিয়াছিলেন। আচার্য উদয়ন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা প্লাবিত ছিল। কিন্তু প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বী কূটতার্কিক বৌদ্ধাচার্যগণের বিরুদ্ধে আচার্য উদয়ন উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। 'আত্মতত্ত্ববিবেক' ও 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি' গ্রন্থ অলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, কিরূপ অনন্যসাধারণ মনীষার বলে তিনি প্রতিবাদিমতের দোষ উদ্ভাবন করিয়া উহাকে নিরস্ত করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। ঐতিহাসিক-গণ মনে করেন যে, কুমারিলভট্ট ও উদয়নাচার্য যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বৌদ্ধ মতকে নিরস্ত করিয়াছিলেন তাহা করিতে না পারিলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হইতে ভারতের জাতীয় জীবন কোনদিনই মুক্ত হইতে পারিত না। আচার্য উদয়নকৃত

১। Sarasvati Bhavana Studies, Vol. III., p. 110, f. n.

লক্ষণাবলীগ্রন্থে যে একটী শ্লোক পাওয়া যায় তাহার প্রামাণ্য স্বীকার করিলে উদয়নকে দশম শতকের চতুর্থ পাদে স্থাপিত করিতে হয়।[১] কিন্তু এই শ্লোকের প্রামাণ্য বর্তমানে সুধীসমাজে স্বীকৃত হয় না।[২] আমরাও উদয়নকে দশম শতাব্দীর লেখক বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ তিনি ভামতীকারের প্রতি যে অপূর্ব ও অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় উভয়ের মধ্যে কালের যথেষ্ট ব্যবধান ছিল। উদয়নকে দশম শতকের লেখক বলিলে বাচস্পতির সহিত তাঁহার সময়ের অতি স্বল্প ব্যবধান থাকে। আচার্য উদয়নের কিরণাবলী যে অতি দুরূহ গ্রন্থ তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কুসুমাঞ্জলি ও আত্মতত্ত্ব-বিবেকে উদয়ন প্রতিবাদিমতের খণ্ডন করিয়া স্বমত স্থাপিত করিয়াছেন। এজন্য তাঁহাকে সংযম আশ্রয় করিয়া পরিমিত ভাষা প্রয়োগ করিতে হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু পদার্থ-ধর্মসংগ্রহের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বৈশেষিক মত বিবৃত করিতে যাইয়া তিনি যে কেন সাতিশয় মিতবাক্ হইয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় না। কিরণাবলী-গ্রন্থে তিনি যে শৈলী আশ্রয় করিয়াছেন তাহাকে আয়ত্ত করিতে হইলে নিরতিশয় অভিনিবেশ প্রয়োজন। এইজন্যই বোধ হয় উদয়নের পরে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া বিশিষ্ট নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যগণ কিরণাবলী-গ্রন্থের উপর টীকা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এ গ্রন্থের গূঢ় রহস্য ভেদ করিতে হইলে ঐ সমস্ত টীকাগ্রন্থের সহিত সাক্ষাৎ পরিচয় একান্ত আবশ্যক।

প্রশস্তপাদকৃত পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর শ্রীবৎস নামে একজন বৈশেষিকাচার্য টীকা রচনা করেন। ইহা আমরা জৈন গ্রন্থকার রাজশেখরের উক্তি হইতে জানিতে পারি।

উদয়নের পরবর্তী প্রতিষ্ঠিত বৈশেষিকাচার্য ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য। তিনি উদয়নের বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং স্থলদ্বয়ে তাঁহার মত খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি উদয়নকে আচার্য বলিয়া বর্ণনা করেন নাই। এজন্য অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার সহিত উদয়নের কাল-ব্যবধান অতি অল্পই হইবে। ভট্ট বাদীন্দ্র, চিৎসুখাচার্য প্রভৃতি ত্রয়োদশ শতকের গ্রন্থকারগণ তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

১। তর্কাম্বরাঙ্কপ্রমিতেষ্বতীতেষু শকান্ততঃ।
বর্ষেষূদয়নশ্চক্রে সুবোধাং লক্ষণাবলীম্॥

২। বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান, বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা, পৃঃ ৫

বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, তিনি দ্বাদশ শতকের প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। গৌড়-মিথিলার প্রায় প্রত্যেক গ্রন্থকারই 'লীলাবতী'কে আকর-রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার উপর টীকা রচনা করিয়াছেন।

দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে শিবাদিত্য মিশ্র 'সপ্তপদার্থী' রচনা করেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, তিনিও উদয়নাচার্যের ন্যায় ন্যায় ও বৈশেষিক প্রস্থান-দ্বয়ের সমন্বয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। সপ্তপদার্থী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, শিবাদিত্যের রচনায় কিরণাবলীর প্রভাব পর্যাপ্তভাবে বর্তমান। বাদীন্দ্র-কৃত রসসারে ও চিৎসুখীর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'নয়নপ্রসাদিনী' টীকায় শিবাদিত্যের নাম ও তৎকৃত লক্ষণাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

শিবাদিত্যের সমসাময়িক বৈশেষিকাচার্য বাদিবাগীশ্বর 'মানমনোহর' নামক বৈশেষিক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থের নাম চিৎসুখীতে একাধিক স্থলে উদ্ধৃত হইয়াছে। শিবাদিত্যের পর 'প্রমাণমঞ্জরী'-কর্তা তার্কিকচূড়ামণি সর্বদেবের নাম উল্লেখযোগ্য। প্রমাণমঞ্জরী অতি প্রাচীন প্রামাণিক বৈশেষিক গ্রন্থ বলিয়া বিদ্বৎসমাজে আদৃত হইয়াছিল।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথম ভাগে (প্রায় ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দ) আমরা আর একজন বৈশেষিক আচার্যের নাম পাই। তিনি গুণকিরণাবলীর টীকা 'রসসার' প্রস্তুত করেন। তাঁহার নাম বাদীন্দ্র। এতদ্ব্যতীত প্রগল্ভাচার্য-কৃত দ্রব্যকিরণাবলী-প্রকাশের টীকায় দিবাকরোপাধ্যায় ও প্রভাকরোপাধ্যায় নামে দুইজন বৈশেষিকাচার্যের নাম পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয়, ইঁহারা দুইজনেই কিরণাবলীর উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ইঁহারা উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। এই সময়েই জগদ্‌গুরু নামে যে একজন ন্যায়বৈশেষিকাচার্য বর্তমান ছিলেন তাহা প্রগল্ভাচার্যের উল্লেখ হইতে প্রতীত হয়।

নব্যন্যায়ের প্রবর্তক তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশোপাধ্যায়ের (চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগ) পুত্র ও ছাত্র বর্ধমানোপাধ্যায় ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার বলিয়া পরিচিত। তাঁহার রচিত সকল টীকাগ্রন্থই 'প্রকাশ' নামে সুপরিচিত। তিনি কিরণাবলী ও লীলাবতীর উপর টীকা রচনা করেন। বিশেষজ্ঞগণের মতে তাঁহার অভ্যুদয়কাল চতুর্দশ শতকের তৃতীয় পাদ।

বর্ধমানোপাধ্যায়ের পরে আমরা প্রগল্ভাচার্যের উল্লেখ করিতে পারি। তিনি তত্ত্বচিন্তামণির চারিটী খণ্ডের উপর 'প্রগল্ভী' নামে টীকা রচনা করেন।

এতদ্ব্যতীত দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, গুণকিরণাবলীপ্রকাশ ও লীলাবতীর উপরে প্রগল্‌ভী নামে টীকাও প্রণয়ন করেন। তিনি প্রায় ১৪২৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন ও পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় পাদ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রগল্‌ভাচার্য বাঙালী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শ্রীমান্‌ ভট্টাচার্যও দ্রব্যকিরণাবলী ও বর্ধমানকৃত দ্রব্যপ্রকাশের উপর টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করা যায়।

বর্ধমানের পরবর্তী আচার্য মহানৈয়ায়িক মৈথিল জয়দেব মিশ্র (পক্ষধর)। তিনি বর্ধমানের দ্রব্যপ্রকাশের উপর টীকা ও লীলাবতীপ্রকাশের উপর 'লীলাবতী-বিবেক' নামে টীকা প্রণয়ন করেন। দ্রব্যপ্রকাশের টীকায় জয়দেব মিশ্র দর্পণকারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইনি সম্ভবতঃ যজ্ঞপত্যুপাধ্যায়ের প্রপিতামহ বটেশ্বরোপাধ্যায়। ইনি লীলাবতীর উপর টীকা রচনা করেন। জয়দেব মিশ্রের পরে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ভগীরথ ঠক্কুর বর্ধমানকৃত দ্রব্যপ্রকাশ, গুণপ্রকাশ ও লীলাবতীপ্রকাশের উপর 'প্রকাশিকা' নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। ভগীরথ ঠক্কুরের প্রায় সমকালবর্তী ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-মকরন্দকার রুচিদত্তের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি জয়দেবের শিষ্য ছিলেন। কিরণাবলীপ্রকাশের উপর তাঁহার গ্রন্থ 'দ্রব্যপ্রকাশবিবৃতি' সুধীসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার আবির্ভাবকাল ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পরে হইবে না। পঞ্চদশ শতকে মিথিলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্মার্ত গ্রন্থকার বাচস্পতি মিশ্রও লীলাবতীর উপর টীকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া সুধীগণ মনে করেন। তাঁহার সমসাময়িক আত্মীয় শঙ্করমিশ্র বৈশেষিক দর্শনের একাধিক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি 'কণাদরহস্য', 'কিরণাবলীনিরুক্তিপ্রকাশ', 'বৈশেষিকসূত্রোপস্কার', 'লীলাবতীকণ্ঠাভরণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

নবন্যায়শাস্ত্রে অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রঘুনাথ শিরোমণিও বৈশেষিক দর্শনে অভিনব গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশ, গুণকিরণাবলীপ্রকাশ ও ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশের উপর তাঁহার রচিত 'দীধিতি' গ্রন্থ বৈশেষিক সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ্‌। তিনি পঞ্চদশ শতকের তৃতীয় ভাগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রুচিদত্তের অল্পকাল পরেই বলভদ্রের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি শিবাদিত্যের সপ্তপদার্থীর উপর 'সন্দর্ভ' টীকা, সর্বদেবরচিত প্রমাণমঞ্জরীর উপর একখানি টীকা ও দ্রব্যপ্রকাশের উপর 'দ্রব্যপ্রকাশবিমল' নামে অতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ টীকা প্রণয়ন করেন। বলভদ্রের রচনায় বহু স্থলে রুচিদত্তের

গ্রন্থ আলোচিত হইয়াছে। ইনি প্রগল্‌ভাচার্যের শিষ্য ছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে তাঁহার আবির্ভাবকাল পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ। ইঁহার পরবর্তী আচার্য পদ্মনাভ মিশ্র। ইঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। এইজন্য 'সকলশাস্ত্রারবিন্দ-প্রদ্যোতন-ভট্টাচার্য' এই উপাধিতে তিনি পণ্ডিতসমাজে পরিচিত ছিলেন। তিনি বৈশেষিকভাষ্যের উপর 'সেতু'নামক টীকা, 'ন্যায়কন্দলীসার', 'কিরণাবলী-ভাস্কর' এবং দ্রব্যকিরণাবলীপ্রকাশের উপর 'বর্ধমানেন্দু' নামক টীকা রচনা করেন। পদ্মনাভ মিশ্রের পর মথুরানাথ ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তিনি দ্রব্যকিরণাবলী ও গুণকিরণাবলীর উপর 'রহস্য' নামে টীকা রচনা করেন। লীলাবতীর উপরেও তাঁহার টীকা-গ্রন্থ ছিল। তিনি দ্রব্যপ্রকাশ ও লীলাবতী-প্রকাশের টীকাও রচনা করেন। তাঁহার আবির্ভাব-কাল ষোড়শ শতকের শেষার্ধ। ইঁহার পরবর্তী গ্রন্থকার জগদীশ তর্কালঙ্কার। পদার্থধর্মসংগ্রহের উপর তিনি 'দ্রব্যসূক্তি' নামে টীকা রচনা করিয়াছিলেন। পণ্ডিতগণের মতে মথুরানাথ ও জগদীশের মধ্যে কালের ব্যবধান অত্যল্প।

জগদীশের পরে আমরা কয়েকজন নৈয়ায়িকের নামের সহিতই পরিচিত হইয়াছি—গোপীকান্ত ন্যায়ালঙ্কার, গোবিন্দ ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, রামনাথ বিদ্যা-বাচস্পতি, রামচন্দ্র ন্যায়বাগীশ, রামগোপাল সিদ্ধান্তপঞ্চানন। ইঁহাদের কেহই বৈশেষিকদর্শনের কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না তাহা আমাদের জানা নাই। ইঁহাদের মধ্যে রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতির অদ্যাপি অনাবিষ্কৃত 'লীলাবতী-বিবৃতিরহস্য' ও 'শব্দমণিরহস্য' অবশ্যই ন্যায়প্রস্থানেরই গ্রন্থ হইবে। দীধিতি-সম্প্রদায়ের সর্বশেষ ও চরম গ্রন্থকার গদাধর ভট্টাচার্য। তিনি অনুমানদীধিতি গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা বিস্তীর্ণ টীকা রচনা করিয়াছিলেন। আলোকের উপরও তাঁহার টীকাগ্রন্থ ছিল। তদ্‌রচিত বহু বাদগ্রন্থ আমাদের পরিচিত। কিন্তু, তিনিও বৈশেষিক প্রস্থানের কোনও টীকা রচনা করেন নাই। অভিজ্ঞগণের মতে তাঁহার প্রধান গ্রন্থরচনার কাল ১৬৪০-৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। গদাধরোত্তর যুগে কয়েকজন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক গ্রন্থকারের নাম আমরা জানি; কিন্তু একথা সত্য যে তাঁহারা কেহই পৃথগ্‌ভাবে বৈশেষিক দর্শনের গ্রন্থ বা টীকা রচনা করেন নাই। বৈশেষিক দর্শনের ক্রমবিকাশের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

সূচীপত্র

ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃঃ ৫৮-৫৯ ; ধর্মাধর্মকর্তৃত্বপদে কর্তৃত্ব বলিতে নিমিত্তত্ব-মাত্র বিবক্ষিত—প্রকাশকারের মত পৃঃ ৫৯ ; অধর্মান্যত্ববিশিষ্টধর্মজনকত্ববৃত্তিপদার্থ-বিভাজকোপাধিমত্ত্ব ও ধর্মান্যত্ববিশিষ্টাধর্মজনকবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব এই দুইটি সাধর্ম্য বিবক্ষিত হইয়াছে পৃঃ ৫৯-৬০ ; 'নহু জাত্যাদীনাম্' ইত্যাদি 'তস্মাৎ স্বাশ্রয়াবচ্ছেদমাত্রেণৈবোপযুজ্যন্ত ইতি' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৬০-২ ; ধর্মাধর্ম-জনকত্ব কেন দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়েরই সাধর্ম্য, জাত্যাদির নহে পৃঃ ৬৩-৪ ; 'কার্যত্বমভূত্বা' ইত্যাদি 'বিহায়েত্যেবকারার্থঃ' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৬৫ ; কোন্ পদার্থগুলি সকারণ পৃঃ ৬৬ ; কার্যত্বের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার—প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট-সত্তাবত্ত্বই কার্যত্ব (অভূত্বা ভাবিত্ব) পৃঃ ৬৬ ; অনিত্যত্বের ব্যাখ্যা—সত্তাবত্ত্ববিশিষ্ট ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বই অনিত্যত্ব পৃঃ ৬৬-৭ ; ব্যোমবতীকারের মত—স্বকারণসত্তাসম্বন্ধই কার্যত্ব পৃঃ ৬৭ ; ব্যোমবতীকারের মতে অনিত্যত্ব বলিতে প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবো-পলক্ষিত বস্তুসত্তাই বুঝায় পৃঃ ৬৮ ; উদ্দ্যোতকরের মত—প্রাগভাব ও প্রধ্বংসা-ভাবের দ্বারা উপলক্ষিত বস্তুসত্তাই অনিত্যত্ব পৃঃ ৭১ ; ন্যায়ভাষ্যকার ও ন্যায়বার্তিক-কারের মত পৃঃ ৭১ ; ন্যায়ভাষ্যকারমতে বস্তুর ধ্বংসই অনিত্যত্ব পৃঃ ৭১ ; ন্যায়-বার্তিককারের মতের সমীক্ষা পৃঃ ৭১-৭ ; অনিত্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে বার্তিককার-বর্ণিত মতবিশেষ—বিনাশহেতুভাবই অনিত্যতা পৃঃ ৭৩-৪ ; মতান্তর—অনিত্যতা বলিতে উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্য অত্যন্ততিরোভাবঃ পৃঃ ৭৫ : মতান্তর—যে ভাব পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয় ; উৎপন্ন হইয়া থাকে না, উহাই অনিত্য পৃঃ ৭৫-৬ ; উদ্দ্যোতকরের মতে যাহা অবধিকে অপেক্ষা করে তাহাই অনিত্য ; যাহা অবধিকে অপেক্ষা করে না তাহাই নিত্য পৃঃ ৭৬ ; 'কারণত্বঞ্চ' ইত্যাদি 'জ্ঞানঞ্চ গৃহ্যতে' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৭৬-৭ ; কারণত্ব-পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃঃ ৭৭-৮ ; কারণত্ব কার্যমাত্রপ্রতিযোগিক নহে—জ্ঞাতৃধর্মগত কার্যতা হইতে ভিন্ন যে কার্যতা তন্নিরূপিত কারণতা পারিমাণ্ডিল্যভিন্ন দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য পৃঃ ৭৮ ; কারণত্বকে পদার্থমাত্রের সাধর্ম্য বলিতে আপত্তি কি পৃঃ ৭৯-৮০ ; পারিমাণ্ডিল্যের পরিত্যাগে কন্দলীকার, সূক্তিকার প্রভৃতির যুক্তি পৃঃ ৮০-১ ; অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদি প্রতিযোগিরূপে স্ব স্ব ধ্বংসের কারণ হইলেও উক্ত কারণতা নিমিত্তকারণতা পৃঃ ৮১ ; পারিমাণ্ডিল্য-পদের অর্থ কেবল পরমাণু-পরিমাণই নহে দ্ব্যণুক-পরিমাণও বটে পৃঃ ৮২ ; ব্যোমবতীকারের মত পৃঃ ৮৩ ; এ বিষয়ে কন্দলীকার ও সূক্তিকারের অভিপ্রায় পৃঃ ৮৩ ; পরমমূলস্থ 'আদি' পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃঃ ৮৩ ; অন্ত্যাবয়বিগত রূপ ও রসের ন্যায়

কিরণাবলীকার তদ্‌গত স্পর্শকেও সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন, এবিষয়ে বক্তব্য পৃঃ ৮৩-৪; ভাস্করকারের মত পৃঃ ৮৪; অন্ত্যাবয়বিগত পরিমাণের পরিবর্জনের হেতু পৃঃ ৮৪; এ বিষয়ে বক্তব্য পৃঃ ৮৫; পূর্বোক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে দ্বিত্ব-সংখ্যার পরিবর্জন পৃঃ ৮৫; বিনশ্যদবস্থদ্রব্যগত সংযোগ, বিভাগ, বেগ ও ক্রিয়া সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে বহির্ভূত করা আবশ্যক পৃঃ ৮৫; অন্ত্যশব্দের নিষ্কাশন আবশ্যক পৃঃ ৮৬; চরম সংস্কারকেও বহির্ভূত করিতে হইবে পৃঃ ৮৬; 'দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চ' ইত্যাদি 'গুণাসমবায়িকারণতা চেতি চার্থঃ' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৮৭-৮; 'দ্রব্যাশ্রিতত্ব' পদের সাধারণ অর্থ দ্রব্য-সমবেতত্ব—কিরণাবলীকার দ্রব্যসমবায়িকারণকত্বকে দ্রব্যাশ্রিতত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ৮৮; উক্ত ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি পৃঃ ৮৮; 'অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ' এই পরমমূলগ্রন্থের অভিপ্রায় পৃঃ ৮৮-৯; পরমমূলস্থ 'চ'কার অনুক্তসমুচ্চয়ার্থক পৃঃ ৮৯; দ্রব্যাশ্রিতত্ব-পদের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার পৃঃ ৯০; এ বিষয়ে আলোচনা পৃঃ ৯০-১; 'সামান্যাদীনাম্' ইত্যাদি 'সত্তাবিরহঃ' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৯১; সামান্য প্রভৃতি পদার্থত্রয়ের অন্যতম সাধর্ম্য স্বাত্মসত্ত্ব অর্থাৎ সত্তাবিরহ। কিরণাবলীকার এস্থলে অভাব বলিতে অত্যন্তাভাবই বুঝিয়াছেন—সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে পর-সামান্য না থাকিলেও অপর-সামান্য থাকে কি না এবিষয়ে কিরণাবলীকারের সিদ্ধান্ত কি? —এ বিষয়ে আলোচনা পৃঃ ৯১-২; স্বাত্মসত্ত্বের ব্যাখ্যায় সেতুকার—স্বাত্মসত্ত্বের অর্থ প্রামাণিকত্ব—ঐরূপ অর্থ স্বীকারে আপত্তি—মথুরানাথের মতে স্বাত্মক অধিকরণে সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তিত্বই স্বাত্মসত্ত্ব—ইহাতে অসঙ্গতি পৃঃ ৯২-৩; সূক্তিকার সত্তাজাতি হইতে পৃথক যে বস্তুর স্বরূপসম্বন্ধ তাহাকে স্বাত্মসত্ত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ৯৩; ইহাতে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে—অতিব্যাপ্তি-নিরাসে বলিতে হইবে যে সত্তাজাতির বিরহবিশিষ্ট স্বরূপসত্তাই সামান্যাদি পদার্থের সাধর্ম্য পৃঃ ৯৩; উক্ত মতের খণ্ডন পৃঃ ৯৩; ব্যোমবতীকারের মত—উপচরিত সদ্‌বুদ্ধিনিয়ামকত্বই উহাদের সাধর্ম্য পৃঃ ৯৪; 'বুদ্ধিলক্ষণত্বম্' ইত্যাদি 'সামান্যাদিত্রয়েতি প্রমাণম্' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ৯৪; লক্ষণ-পদের অর্থ, বুদ্ধিলক্ষণত্ব আত্মাতেই সম্ভবপর, অন্যত্র নহে, লক্ষণ-পদটি প্রমাণ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিরণাবলীকার এস্থলে 'মাত্র' পদের অধ্যাহার আবশ্যক মনে করেন পৃঃ ৯৫; অনুবৃত্তি-বুদ্ধি, ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধি ও ইহ-বুদ্ধির দ্বারা সামান্য, বিশেষ ও সমবায় প্রমাণিত হওয়ায় সামান্যাদির বুদ্ধিমাত্রপ্রমাণত্ব সাধর্ম্য হইতে পারে পৃঃ ৯৫; প্রমাণ-পদের অর্থনিরূপণ—প্রমাকরণ অথবা প্রমা; ইহাদের কোনটিকেই এস্থলে

বৃত্তত্ব-রূপ বিশেষের স্বরূপ ব্যাহত হয় পৃঃ ১১৯ ; 'সমবায়স্যৈকত্বাচ্চ সমবায়ান্তরাপেক্ষায়ামনবস্থানাচ্চেতি' গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১১৯ ; সমবায়ে জাতিস্বীকারে অনবস্থা পৃঃ ১১৯ ; 'নিত্যত্বমনন্তত্বম্' ইত্যাদি 'কিঞ্চিদপি ন স্যাদিতি' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২০ ; নিত্যত্বের নির্বচন পৃঃ ১২০ ; ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্বই নিত্যত্ব পৃঃ ১২১ ; অকার্যত্ব অনন্তত্বের ব্যাপ্য পৃঃ ১২১ ; নিত্যত্বকে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব বলিলে উহা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্য হইতে পারে না পৃঃ ১২১-২ ; প্রকাশকারের মত পৃঃ ১২২ ; নিত্যত্ব অর্থে অনিত্যাবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ব পৃঃ ১২২ ; 'অর্থশব্দানভিধেয়ত্বং স্বসময়ার্থশব্দানভিধেয়ত্বম্' গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২২-৩ ; 'চকারাৎ কারণানপেক্ষত্বমিতি' গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৩ ; কারণাপেক্ষত্বকে সামান্যাদির সাধর্ম্য বলা হইয়াছে পৃঃ ১২৩ ; উহাতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা পৃঃ ১২৩ ; অতিব্যাপ্তির পরিহারে প্রকাশকারের প্রয়াস—কারণবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিবিভক্তোপাধিমত্বকে সাধর্ম্য বলা যায় পৃঃ ১২৩ ; 'উপলক্ষণঞ্চৈতদ্ অন্যদপ্যূহম্।' গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৩ ; 'তদ্‌যথা' ইত্যাদি 'নিত্যদ্রব্যসমবায়য়োরেব' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৩-৪ ; অনিত্যধর্মত্ব বিশেষভিন্ন পদার্থসমূহের সাধর্ম্য—অনিত্যধর্মত্বের অর্থ অনিত্যপদার্থবৃত্তিত্ব পৃঃ ১২৪ ; বিশেষ-পদার্থকে পরিবর্জন করিবার যুক্তি পৃঃ ১২৪-৫ ; নিত্যত্ব কর্মব্যতিরিক্ত পদার্থসমূহের সাধর্ম্য পৃঃ ১২৫ ; নিত্যত্বের নির্বচন পৃঃ ১২৫ ; প্রকাশকারের মতে নিত্যবৃত্তিবিভাজকোপাধিমত্ব নিত্যত্ব, এ বিষয়ে আলোচনা পৃঃ ১২৫-৬ ; অযোগিপ্রত্যক্ষত্ব দ্রব্যাদি চতুর্বিধ পদার্থের সাধর্ম্য পৃঃ ১২৬ ; এস্থলে অযোগিত্ব বলিতে যোগজপ্রত্যক্ষভিন্নত্ব এবং প্রত্যক্ষত্ব বলিতে প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব বুঝায় পৃঃ ১২৬ ; অসমবায়িকারণত্ব দ্রব্য ও গুণের সাধর্ম্য পৃঃ ১২৭ ; অসমবায়িকারণত্ব বলিতে কার্যকারণভাবসম্বন্ধনিরূপকসম্বন্ধোকার্থসমবায়নিরূপিতকারণত্বযোগিত্বকে বুঝায় পৃঃ ১২৭ ; এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পৃঃ ১২৭-৯ ; নিত্যদ্রব্যের সাধর্ম্য অসমবেতত্ব সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বাভাব পৃঃ ১২৯ ; 'ইদানীম্' ইত্যাদি 'অপিরভিব্যাপ্তৌ' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১২৯ ; পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যবর্ণন—দ্রব্যত্বই নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য পৃঃ ১২৯ ; অপি-শব্দের অর্থ সমুচ্চয় নহে, কিন্তু অভিব্যাপ্তি পৃঃ ১৩০ ; 'দ্রব্যত্বযোগো দ্রব্যসমবায়ঃ' ইত্যাদি 'পৃথিব্যাদিব্যক্তীরিতি বক্ষ্যতে' ইত্যন্ত গ্রন্থের

'কার্যকারণাবিরোধিত্বম্' ইত্যাদি 'ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৫৫-৬ ; প্রকাশকারের মতে নাশ্যনাশকভাবের অভাবই অবিরোধিত্ব পৃঃ ১৫৬ ; ব্যোমবতীকারাদির মত পৃঃ ১৫৬ ; অসমবায়িকারণ-নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ পৃঃ ১৫৬ ; সমবায়িকারণনাশেও কার্যদ্রব্যের নাশ পৃঃ ১৫৭ ; কার্যকারণাবিরোধিত্ব বলিতে প্রকাশকার কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তিজাতিমদ্‌বৃত্তিপদার্থ-বিভাজকোপাধিমত্ত্বকে বুঝিয়াছেন পৃঃ ১৫৯-৬৪ ; বিবৃতিকারের ব্যাখ্যা ও তাহার সমালোচনা পৃঃ ১৬২ ; ব্যোমবতীকারের মতে কার্যকারণাবিরোধিত্বকে দুইটি সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করা যায় পৃঃ ১৬৩ ; উক্ত মত সমীচীন নহে পৃঃ ১৬৩-৪ ; 'অন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্' ইত্যাদি 'ইতি ভবিষ্যতি' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬৪ ; অন্ত্য-বিশেষবত্ত্ব-পদের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার পৃঃ ১৬৪ ; স্বতোব্যাবর্তক বা বিশেষ পৃথিব্যাদি নববিধ পদার্থের সাধর্ম্য পৃঃ ১৬৫ ; অন্ত্য-পদের আবশ্যকতা পৃঃ ১৬৫ ; প্রকাশকারের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬৫ ; সেতুটীকাকারের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬৫-৬ ; সূক্তিকার অন্ত্যবিশেষবত্ত্বকে সর্বদ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই পৃঃ ১৬৭ ; 'অনাশ্রিতত্বমাধারৈকস্বভাবতা' ইত্যাদি 'নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ ইতি' ইত্যন্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৬৭-৯ ; 'পৃথিবীত্যাদি' গ্রন্থের ব্যাখ্যা—কিরণাবলীকার বহুত্বসংখ্যাকেই অনেকত্ব বলিয়াছেন পৃঃ ১৬৯ ; একভিন্নত্ব-রূপ অর্থগ্রহণে বাধা ১৬৯ ; কিরণাবলীকারের সমাধান যুক্তিসহ নহে—ভাস্করকারের মত—বিশদ আলোচনা পৃঃ ১৬৯-৭০ ; সূক্তিকারের মত—বহুসমবেতদ্রব্যবিভাজকো-পাধিমত্ত্বই অনেকত্ব পৃঃ ১৭১-২ ; রহস্যকারের মত পৃঃ ১৭২-৩ ; অপরজাতি-মত্ত্বের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃঃ ১৭৩-৪ ; সংস্কারবত্ত্বও ষড়্‌বিধ পদার্থের সাধর্ম্য পৃঃ ১৭৪ ; ইহার বিশদ বিবেচন পৃঃ ১৭৫-৬ : 'ক্ষিতিঃ' ইত্যাদি প্রশস্তপাদ-গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৭৬ ; ক্রিয়া-পদের অর্থ স্পন্দ, কিন্তু ঐরূপ অর্থস্বীকারে আপত্তি পৃঃ১৭৭-৮ ; 'আকাশেত্যাদি' প্রশস্তপাদ গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৭৮-৮০ । সর্বগতত্ব-পদে 'গত' এই অংশের অর্থনির্ণয় পৃঃ ১৮০ ; প্রকাশকারের মতে সংযোগসম্বন্ধা-বচ্ছিন্নমূর্তনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাবই সর্বগতত্ব—ইহার পরিষ্কার পৃঃ ১৮১ ; আকাশাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যরূপে বর্ণিত পরমমহত্ত্বের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৮২ ; 'পৃথিব্যাদীনাম্' ইত্যাদি প্রশস্তপাদ গ্রন্থের ব্যাখ্যা পৃঃ ১৮২-৪ ; ভূতত্ব জাতি নহে—

গ্রন্থ-পঞ্জী

কাঠকোপনিষৎ (ক, উ)

কিরণাবলী (এসিয়াটিক সোসাইটি সং)

ঐ, প্রকাশ-টীকা (ঐ)

ঐ, মকরন্দ বা বিবৃতি (ঐ)

ঐ, ভাস্কর-টীকা (Saraswati Bhavan Texts No. 1)

ঐ, রহস্য (পাণ্ডুলিপি, সংস্কৃত কলেজ)

ঐ, ব্যোমবতী-টীকা (চৌখাম্বা)

ঐ, সূক্তি-টীকা (ঐ)

ঐ, সেতু-টীকা (ঐ)

তত্ত্বচিন্তামণি (সোসাইটি সং)

ন্যায়কন্দলী (Vizianagram Series)

ন্যায়লীলাবতী (চৌখাম্বা)

ন্যায়লীলাবতী-কণ্ঠাভরণ (ঐ)

ন্যায়লীলাবতী-প্রকাশ (ঐ)

ন্যায়সূত্র (তর্কবাগীশ সম্পাদিত)

ন্যায়ভাষ্য (মেট্রোপলিটন সংস্কৃত সিরিজ)

ন্যায়বার্ত্তিক (ঐ)

ন্যায়বিন্দু-টীকা

পদার্থতত্ত্বনিরূপণ (সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা)

পদার্থধর্মসংগ্রহ (চৌখাম্বা)

পাণিনি সূত্র ও বার্ত্তিক

পাতঞ্জল যোগসূত্র

প্রকটার্থবিবরণ (Madras University Sanskrit series)

প্রশস্তপাদভাষ্য (চৌখাম্বা)

বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান বঙ্গে নব্যন্যায়চর্চা

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ (বৃ, উ)

ভাষাপরিচ্ছেদ
ঐ, দিনকরী-টীকা
ঐ, প্রভা-টীকা
বৈশেষিকদর্শন (তর্কালঙ্কার)
বৈশেষিকসূত্র (চৌখাম্বা)
ব্রহ্মসূত্র, শাঙ্করভাষ্য (নির্ণয়সাগর)
Arthashástra, Kautilya
Calcutta Review
A History of Indian Philosophy—Dr S. N. Dasgupta.
Indian Logic and Atomism—Dr A. B. Keith:
Indian Logic in the Early Schools—Randle.
Indian Philosophy Vol II—Dr S. Radha Krishnan
Journal of American Oriental Society XXVI, 1911
A Primer of Indian Logic—MM Kuppuswami Shastri
Saraswati Bhavan Studies Vol III.
Tarkabháshá
Tarkasaṁgraha
The Vaisheshika System
Vaisheshika Philosophy—Ui

দ্রষ্টব্য ঃ এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে বর্তমান গ্রন্থের ১ পৃষ্ঠা হইতে ১৪০ পৃষ্ঠা কয়েক বৎসর পূর্বেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ১০৫ পৃষ্ঠা হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গ্রন্থ অধুনা মুদ্রিত হইল। পূর্বে যে সকল সংস্করণ হইতে উদ্ধৃতি দেওয়া হয় সেগুলি বর্তমানে সুলভ না হওয়ায় অন্য উপলভ্যমান সংস্করণের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। পৃঃ ১০৪ পর্যন্ত মকরন্দ ও মকরন্দকার বলিয়া যেখানে উল্লেখ আছে উহা বিবৃতি অর্থাৎ প্রকাশবিবৃতি ও বিবৃতিকার বলিয়া বুঝিতে হইবে। দিনকরীর দুইটি সংস্করণ ব্যবহৃত হইয়াছে। পৃঃ ৮৮, ১৬ লাইনে 'অতিব্যাপ্তি হয়' এইস্থলে 'অতিব্যাপ্তি নিরস্ত হয়' এইরূপ পড়িতে হইবে। ১০৫ পৃঃ হইতে প্রশস্তপাদ গ্রন্থের পৃষ্ঠার উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্য, প্রয়োজনীয় অংশগুলি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত হইয়াছে।

॥ শ্রীঃ ॥

কিরণাবলী

যদি চ ধর্মা অপি ষড়্‌ভ্যো নাতিরিচ্যন্তে তথাপি ত এব পরস্পরমঙ্গভাপন্নাঃ পরস্পরবিবেকায়োপযোক্ষ্যন্ত ইতি পৃথগুচ্যন্ত ইত্যভিপ্রায়বানাহ ষণ্ণামপীতি।[১] অপি-রভিব্যাপ্তৌ।

যদিও ধর্মসমূহও (দ্রব্যাদি) ষড়্‌বিধ (পদার্থ) হইতে পৃথগ্‌ভূত নহে (ইহা সত্য), তাহা হইলেও (ধর্ম ও ধর্মীর) পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাব থাকায় ধর্মীগুলির পরস্পর বিবেকের নিমিত্ত (অর্থাৎ একটী ধর্মী হইতে অপর ধর্মীটিকে ব্যাবৃত্তভাবে বুঝিবার নিমিত্ত) ধর্মীগুলির উদ্দেশের পরেও ধর্মগুলির পৃথগ্‌ভাবে (উদ্দেশের) উপযোগ আছে। এই কারণেই ধর্মগুলির পৃথগ্‌ভাবে নির্বচন আবশ্যক — এই অভিপ্রায়েই (আচার্য প্রশস্তপাদ) 'ষণ্ণামপি' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। (এস্থলে) 'অপি' এই পদটী অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ 'ষণ্ণামপি' এই পরমমূলস্থ 'অপি' পদটীর অর্থ 'অভিব্যাপ্তি'।

দ্রব্য প্রভৃতি ষড়্‌বিধ পদার্থের উদ্দেশ করিয়া প্রশস্তপাদাচার্য 'ষণ্ণামপি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উহাদের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য নিরূপণে যত্নবান্ হইয়াছেন। 'সমানো ধর্মো যেষাং তে সধর্মাণঃ, তেষাং ভাবঃ সাধর্ম্যম্' এবং 'বিরুদ্ধো

---

১ ষণ্ণামপি পদার্থানাং সাধর্ম্যমস্তিত্বাভিধেয়ত্বজ্ঞেয়ত্বানি। প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৭

ধর্মো যেষাং তে বিধর্মাণঃ, তেষাং ভাবো বৈধর্ম্যম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তির সাহায্যে সমানধর্ম এবং বিরুদ্ধধর্মকে যথাক্রমে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য পদের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বর্তমান প্রকরণে সমানধর্ম বা বিরুদ্ধধর্ম বলিয়া যাহারা নিরূপিত হইবে সেই ধর্মগুলিও পূর্বোক্ত দ্রব্য প্রভৃতি ষড়্বিধ পদার্থের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত আছে। অতএব 'উদ্দেশগ্রন্থে'ও উহারা দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি সংজ্ঞার দ্বারা কথিত হইয়াছে। এজন্য দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থের নিরূপণের দ্বারা ফলতঃ উহাদেরও উদ্দেশাত্মক নিরূপণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহা মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে পুনরায় পৃথগ্ভাবে উহাদের নিরূপণের কোন অবসরই নাই। এই কারণে পদার্থোপদেশের পরেও যে সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য নিরূপণের অবকাশ আছে ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য আচার্য উদয়ন 'যদি চ ধর্মাঃ ·…' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে যদিও সমানধর্ম ও বিরুদ্ধধর্মগুলি বাস্তবিক পক্ষে পূর্বোদ্দিষ্ট দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি ষড়্বিধ পদার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে, ইহা সত্য; তাহা হইলেও সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-নিরূপণের প্রয়োজন অস্বীকার করা সম্ভব নহে। কারণ উদ্দেশ-প্রকরণের দ্বারা দ্রব্যাদি পদার্থগুলির সাধারণ জ্ঞান হইলেও উহার দ্বারা কোন্ পদার্থ কোন্ পদার্থের অপেক্ষায় অঙ্গী, প্রধান অর্থাৎ আধার এবং কোন্ পদার্থ কোন্ পদার্থের অপেক্ষায় অঙ্গ, অপ্রধান অর্থাৎ আধেয় হইবে তাহা জানা যায় নাই। এবং উহা অজ্ঞাত থাকায় পদার্থগুলির মধ্যে পদার্থবিশেষের সহিত অপর পদার্থের কি-পরিমাণ একরূপতা বা বিভেদ আছে তাহাও জানা যায় নাই। পদার্থগুলির মধ্যে পরস্পরের সহিত পরস্পরের একরূপতা ও বৈষম্য জানা না থাকিলে উহাদের তত্ত্বজ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য নিরূপিত হইলে পদার্থগুলির সমতা ও বৈষম্য জানা যাইবে এবং তত্ত্বজ্ঞানের ন্যূনতা পরিহৃত হইবে। এই কারণেই গ্রন্থকার সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-নিরূপণের প্রয়োজন অনুভব করিয়া পদার্থগুলির উদ্দেশের পরে উহাদের সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-নিরূপণে প্রয়াস পাইয়াছেন।

'ষণ্ণামপি' এই পরমমূলস্থ অপি-পদটী অভিব্যাপ্তি অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব-রূপ ধর্মগুলি যে দ্রব্যাদি ছয়টী পদার্থে অভিব্যাপ্ত আছে ইহাই অপি-পদের দ্বারা কথিত হইয়াছে।

অর্থাৎ যদি অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি নববিধ দ্রব্যের অন্তর্গত সকল দ্রব্যে না থাকিয়া মাত্র কতকগুলি দ্রব্যে এবং তুল্যভাবে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থে বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেও ফলতঃ ঐ ধর্মগুলির ষড়্‌বিধ পদার্থে বিদ্যমান থাকা সম্ভব হইতে পারে। অতএব যদি বলা যায় যে অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি ষড়্‌বিধ পদার্থের সাধর্ম্য তাহা হইলে পূর্বোক্ত রীতিতে কেহ কেহ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন। কিন্তু পরমমূলে অভিব্যাপ্ত্যর্থক অপি-শব্দটির প্রয়োগ থাকায় তাদৃশ ভ্রমের সম্ভাবনা নিরস্ত হইয়াছে। কারণ অসংখ্য পদার্থের অন্তর্গত একটিমাত্র পদার্থ-ব্যক্তিতেও যাহা থাকিবে না তাহাকে ষট্‌পদার্থে অভিব্যাপ্ত বলা যায় না। অনন্ত ব্যক্তির প্রত্যেকটিতে যাহা সমানভাবে বিদ্যমান থাকে তাহাই সেই স্থলে অভিব্যাপ্ত হয়। সুতরাং অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থে অভিব্যাপ্ত হইয়া আছে এইরূপ বুঝিলে ঐ ধর্মগুলি যে পদার্থগুলির অন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষে আছে এবং ব্যক্তিবিশেষে নাই এইরূপ আশঙ্কার অবকাশ থাকে না।

কিন্তু অপি-শব্দের পূর্বোক্ত অর্থ সমীচীন হয় না। কারণ পরমমূলকার এস্থলে ‘ষণ্ণাং পদার্থানাম্’ এইভাবে অসঙ্কোচেই ষড়্‌বিধ পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া ফলতঃ অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থ পাওয়া যাইতে বাধা হইবে না। অতএব তাদৃশ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য অপি প্রভৃতি পদান্তরের প্রয়োগ অনাবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হওয়াই সঙ্গত। সামান্য-বোধক পদের প্রয়োগস্থলে বাধা না থাকিলে যে অর্থের সঙ্কোচ বুদ্ধিস্থ হয় না, ইহাই শাব্দিকগণের অভিমত। সুতরাং ‘ষণ্ণাং পদার্থানাম্’ এইরূপ প্রয়োগ থাকায় অস্তিত্ব প্রভৃতি কথিত ধর্মগুলি যে একটিমাত্র পদার্থ-ব্যক্তিবিশেষকে পরিত্যাগ না করিয়া নিখিল দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের সাধারণ ধর্ম তাহা অতি স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে প্রশস্তপাদাচার্য অগ্রিম গ্রন্থে অপি-শব্দের অর্থাৎ অভিব্যাপ্তিবোধক পদান্তরের প্রয়োগ না করিয়াও সামান্যভাবে পদার্থের উল্লেখ করিয়া অন্যবিধ সাধর্ম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি সঙ্কোচের কোনও কারণ না থাকিলেও সামান্য-বোধক পদের প্রয়োগস্থলে সঙ্কুচিতভাবেই অর্থগ্রহণ রীতিসম্মত হইত, তাহা হইলে অবশ্যই ঐ সকল অগ্রিম স্থলেও তুল্যভাবেই আশঙ্কার সম্ভাবনা থাকিত এবং তাদৃশ সম্ভাবনার নিরসনকল্পে পদান্তর প্রযুক্ত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে

'পৃথিব্যুদকজ্বলনপবনাত্মমনসামনেকত্বাপরজাতিমত্ত্বে'[১] ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা প্রশস্তপাদাচার্য পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সাধর্ম্য-নিরূপণ করিয়াছেন। ঐ সকল স্থলে সাধর্ম্যগুলি যে পৃথিবী প্রভৃতিতে অভিব্যাপ্ত ইহাই বিবক্ষিত হইয়াছে। অথচ ইহা লক্ষণীয় যে পরমমূলকার ঐ সকল স্থলে অভিব্যাপ্তির বোধক কোন পদের প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। সুতরাং প্রশস্ত-পাদাচার্যের অভিপ্রায়ানুসারে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে সামান্যার্থবোধক পদ প্রযুক্ত হইলে অর্থসঙ্কোচের কারণ না থাকিলে অশেষতঃই অর্থগুলি উপস্থিত হইয়া থাকে এবং ফলতঃই বিধেয়াংশে উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকের অভিব্যাপ্তি বা ব্যাপকতা বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে। এই কারণেই অপি-শব্দের প্রয়োজন-ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার যাহা বলিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।[২]

প্রশস্তপাদগ্রন্থের সেতু-টীকায় পদ্মনাভমিশ্র পূর্বোক্তরূপে অপি-শব্দের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়া সমাধানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে সকল দ্রব্যে বা সকল গুণাদিতে অস্তিত্বাদি প্রভৃতি সাধর্ম্যগুলি নাই বলিয়া অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইতে পারে। তাদৃশ আশঙ্কার পরিহারমানসে অভিব্যাপ্ত্যর্থক অপি-শব্দ এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই তাঁহার বক্তব্য। কিন্তু আমরা এইরূপ ব্যাখ্যানেরও সমর্থন করিতে পারি না। কারণ 'ষণ্ণাং পদার্থানাম্' এই অংশের দ্বারা অসঙ্কোচিতভাবে ষট্পদার্থ গৃহীত হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কাই হইতে পারে না। আরও আশ্চর্যের কথা এই যে পদ্মনাভমিশ্র 'সেতু'-টীকায় পূর্বকথিত রীতিতে কিরণাবলীগ্রন্থের সমালোচনা করিলেও এই স্থলের কিরণাবলীর স্বকৃত ব্যাখ্যা 'ভাস্কর'-টীকায় কিরণাবলীকারের ব্যাখ্যারই

১ প্রশস্তপাদ, পৃঃ ৩৪

২ নন্ু চ মন্দমেতৎ - ষণ্ণামিত্যসঙ্কুচিতপদাদেব সর্বেষাং দ্রব্যাদীনাং প্রাপ্তেঃ সঙ্কোচাভাবে বিনিগমকাভাবেন সামান্যশব্দস্য সর্বপ্রত্যায়কত্বাৎ, অন্যথা পৃথিব্যুদকজ্বলনপবনাত্মমনসামনেকত্বা-পরজাতিমত্ত্বমিত্যত্রাপি সকলপৃথিব্যাদিপ্রাপ্ত্যর্থং কিঞ্চিদুপাদেয়ম্। সেতু, পৃঃ ১১৪

৩ অত্র ক্রমঃ—অপিরভিব্যাপ্তাবিত্যস্যাপিনা লক্ষণস্য লক্ষ্যেঽভিব্যাপ্তির্বোধ্যতেঽব্যাপ্তিশঙ্কা-নিরাকরণায়েত্যত্র তাৎপর্যম্। ন চ সর্বত্র তথাকরণাপত্তিরতিব্যাপ্তিনিরাকরণার্থমপি চ ক্বচিৎ করণাপত্তিরিতি বাচ্যম্। স্বতন্ত্রেচ্ছত্বাৎ স্থিতেরগতগতেশ্চিন্ত্যমানত্বাচ্চেতি। ঐ, পৃঃ ১১৪-১৫

সমর্থন করিয়াছেন।[১] সুতরাং আমরা কোনও ক্রমেই পদ্মনাভমিশ্রের ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি না।

'সূক্তি'-টীকাকার জগদীশ অপি-পদটিকে সমুচ্চয়-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন, অভিব্যাপ্তি-অর্থে নহে। তিনি মনে করেন যে পরমমূলকার অপি-পদের দ্বারা অভাবের সমুচ্চয় করিয়াছেন। যদিও এই ব্যাখ্যা কিরণাবলীর ব্যাখ্যার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নহে তথাপি উহাকে মূলগ্রন্থের স্বতন্ত্র ব্যাখ্যারূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে।[২]

কিন্তু আমরা মনে করি যে প্রকৃতস্থলে 'তাবৎ' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় অপি-শব্দটী বাক্যালঙ্কারেই প্রযুক্ত হইয়াছে। এক্ষেত্রে একথা বলা যায় না যে কোনও এক স্থলে বাক্যটীকে অলঙ্কৃত করা হইয়াছে বলিয়াই স্থলান্তরেও বাক্যগুলিকে অলঙ্কৃত করিতে হইবে। সুতরাং 'পৃথিব্যুদক...' ইত্যাদি স্থলে অপি-শব্দের প্রয়োগ না থাকায় কোনই ন্যূনতা হয় নাই। ব্যোমশিবাচার্যও অপি-শব্দের কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। সুতরাং ব্যোমশিবাচার্যের মতেও যে উহা বাক্যালঙ্কারেই প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা মনে করিতে কোনও বাধা নাই। যদি তিনি মনে করিতেন যে অপি-শব্দটী একটি বিশেষ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি কোন-না-কোন ব্যাখ্যা প্রদান করিতেন।

অস্তিত্বং বিধিমুখপ্রত্যয়বিষয়ত্বম্। প্রতিযোগ্যনপেক্ষ-নিরূপণত্বমিতি যাবৎ। অভিধেয়ত্বমভিধানযোগ্যমিতি। শব্দেন সঙ্গতিলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ। জ্ঞেয়ত্বং জ্ঞানযোগ্যতা। জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ।

(প্রকৃতস্থলে) বিধিমুখজ্ঞানবিষয়ত্বই অস্তিত্ব হইবে। প্রতিযোগি-নিরপেক্ষভাবে নিরূপণযোগ্যতাই উহার (অর্থাৎ তাদৃশ অস্তিত্বের) নিষ্কর্ষ হইবে। অভিধানযোগ্যতাই অভিধেয়ত্ব হইবে। শব্দের সহিত

১ সর্বস্থ দ্রব্যস্থেত্যাত্বভিব্যাপ্তিবোধকত্বান্নাপিবৈয়র্থ্যমিত্যাহ-অপিরিতি। ভাস্কর, পৃঃ ৪৯

২ অপিশব্দেনাভাবস্থাপ্যুপসংগ্রহঃ। সূক্তি, পৃঃ ১১৪

(অর্থের) সঙ্গতিরূপ যে সম্বন্ধ তাহাকেই অভিধানযোগ্যতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞানযোগ্যতাই জ্ঞেয়ত্ব হইবে। জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব-রূপ সম্বন্ধকেই জ্ঞানযোগ্যতা বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সাধর্ম্যনিরূপণে প্রবৃত্ত হইয়া প্রশস্তপাদ 'ষণ্ণামপি·· ···'ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা প্রথমতঃ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষড়্‌বিধ পদার্থের সমানধর্ম-রূপে অস্তিত্ব, অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার দ্বারা অস্তিত্ব প্রভৃতি ধর্মত্রয়ই যে দ্রব্যাদি ষড়্‌বিধ ভাবপদার্থে সমানভাবে বিদ্যমান আছে তাহাই বলা হইয়াছে।

অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ণয় করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার প্রথমতঃ বলিয়াছেন যে বিধিমুখ প্রত্যয়ের বিষয়ত্বই অস্তিত্ব। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে প্রত্যেক পদার্থটিকেই আমরা ভাবমুখে জানিতে পারি। এক্ষণে আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে, বিধিমুখ বলিতে আমরা কি বুঝি। সরলভাবে দেখিলে ভাবত্বপ্রকারক জ্ঞানকে বিধিমুখ প্রত্যয় বলিয়া গ্রহণ করা যায়। সুতরাং ভাবত্বপ্রকারকজ্ঞানবিষয়ত্বই অস্তিত্ব হইবে। দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত প্রত্যেক পদার্থেই ভাবত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিষয়ত্ব সম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হইবে না। অভাবের প্রতীতি ভাবত্বপ্রকারক না হওয়ায় উহাতে অতিব্যাপ্তিরও সম্ভাবনা নাই।

কিন্তু অস্তিত্বের পূর্বোল্লিখিত নির্বচনকে আপাতদৃষ্টিতে যত সহজ বলিয়া মনে হয় বাস্তবিকপক্ষে তাহা নহে। কারণ ভাবত্বের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম না হইলে প্রদর্শিত অস্তিত্বের স্বরূপও বুদ্ধিস্থ হইবে না, আর ইহাও সত্য যে ভাবত্বের স্বরূপ নির্বচন করা সুলভও নহে। আর যদিও বা কোন প্রকারে ভাবত্বের নির্বচন সম্ভবপর হয় তাহা হইলেও উক্ত স্থলে ভাবত্বকেই অস্তিত্ব বলা যাইতে পারে; ভাবত্বপ্রকারক-জ্ঞানবিষয়ত্বই যে অস্তিত্ব ইহা বলিবার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতস্থলে 'অস্তি' এই আকারের যে জ্ঞান তাহার বিষয়ত্বকে অথবা বিদ্যমানত্ব-প্রকারক জ্ঞানের বিষয়ত্বকে আমরা অস্তিত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ অভাব-পদার্থও ঐরূপ জ্ঞানের বিষয় হয়।[১]

---

১ নন্বস্তিত্বমস্তীতি বেদ্যত্বং, তদভাবেঽপ্যস্তীত্যত আহ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৭

সূত্রকার অভাবকে বর্জন করিয়াই ষড়্‌বিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে অস্তিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং যাহা অভাবেও থাকে তাদৃশ ধর্মকে অস্তিত্ব বলিয়া স্বীকার করা যাইবে না। অভাবও যে 'অস্তি' এই আকারের জ্ঞানের অথবা বিদ্যমানত্বপ্রকারক জ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে ইহা আমরা সহজেই বুঝিতে পারি। 'ভূতলে ঘটাভাবোঽস্তি, বিদ্যতে' এইরূপ প্রতীতি আমাদের সচরাচর হইয়া থাকে। এইরূপে বিধিমুখপ্রত্যয়-বিষয়ত্বের দ্বারা অস্তিত্বের নিরূপণ সম্ভব হয় না বলিয়াই কিরণাবলীকার 'প্রতিযোগি-নিরপেক্ষনিরূপণত্বকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন।[১]

দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত সকল পদার্থই প্রতিযোগিনিরপেক্ষভাবে নিরূপণ অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে। কিন্তু অভাব ঐরূপে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। প্রতিযোগীর দ্বারা বিশেষিত করিয়াই আমরা ঘটাভাব, পটাভাব প্রভৃতি অভাবকে জানিয়া থাকি। সুতরাং অস্তিত্বের পূর্বোক্ত নির্বচনে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির কোন আশঙ্কা আছে বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় না। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা বুঝিতে পারা যাইবে যে অস্তিত্বের উক্ত নিরূপণও নির্দোষ নহে। কারণ 'প্রমেয়' এই আকারের জ্ঞানে অভাবও বিষয় হওয়ায় উহাতেও প্রতিযোগিনিরপেক্ষনিরূপণ-বিষয়ত্ব থাকে। সুতরাং নিরুক্ত অস্তিত্ব অভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়।[২] আরও কথা এই যে বিধিমুখপ্রত্যয়ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে যদি প্রতিযোগিনিরপেক্ষ-নিরূপণবিষয়ত্বের উল্লেখ করা যায় তাহা হইলে উহার বিধিমুখত্ব থাকে কি না ইহাও চিন্তনীয়।

আচার্যপ্রদর্শিত অস্তিত্বের স্বরূপ-নির্বচনে দোষ দেখিয়া প্রকাশকার স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্বের নির্বচন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সমবায়ভিন্নত্ব, গুণত্বশূন্যত্ব এবং নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব এই বিশেষণত্রয়ের দ্বারা বিশেষিত যে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাবই অস্তিত্ব।[৩] যাহাতে উক্ত তিনটি

---

১ বিধিমুখপ্রত্যয়বেদ্যত্বস্বরূপমভাবেঽপ্যস্তীত্যত আহ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৭

২ যদ্যপি প্রমেয়ত্বেনাভাবো জ্ঞায়মানঃ প্রতিযোগ্যনপেক্ষনিরূপণ এবেত্যতিব্যাপ্তিঃ। ঐ

৩ তথাপ্যসমবায়িত্বে গুণত্বশূন্যত্বে চ সতি সবিকল্পকমাত্রাবিষয়ত্বং ভাবত্বম্। ঐ, পৃঃ ১৩৭-৮

বিশেষণের কোনও একটি বিশেষণ থাকিবে না অথবা বিশেষ্যাংশ 'সবিকল্পক-জ্ঞানবিষয়ত্ব' থাকিবে না তাহাতেই উক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে। এক্ষণে আমরা দেখিব যে দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত ছয়টি পদার্থে পূর্বোক্ত বিশিষ্টাভাব-রূপ অস্তিত্ব আছে কি না।

উক্ত বিশিষ্টাভাব দ্রব্যে বিদ্যমান আছে। কারণ, দ্রব্যসম্বন্ধে নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকৃত থাকায় উহাতে নির্বিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বাভাব-রূপ তৃতীয় বিশেষণটি নাই। অতএব একটি বিশেষণ না থাকায় বিশিষ্টাভাবটি দ্রব্যে বিদ্যমান আছে। গুণেও উক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে। কারণ গুণত্বশূন্যত্ব-রূপ দ্বিতীয় বিশেষণটি উহাতে নাই। ক্রিয়া ও জাতি নির্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হয়। সুতরাং তৃতীয় বিশেষণটি না থাকায় উক্ত বিশিষ্টাভাব ক্রিয়া ও জাতিতে বিদ্যমান আছে। সমবায়ভিন্নত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটি না থাকায় উক্ত বিশিষ্টাভাব সমবায়ে থাকিবে। অতএব পূর্বোক্ত রীতিতে পরিষ্কৃত অস্তিত্ব দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের সমানধর্ম হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়।

এক্ষণে আমরা পূর্বোল্লিখিত বিশেষণ-ত্রয়ের ব্যাবৃত্তি আলোচনা করিব। যদি 'সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়তা'তে সমবায়ভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণটি দেওয়া না হয় তাহা হইলে সমবায়ে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। কারণ সমবায়ে গুণত্ব শূন্যত্ব ও নির্বিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বাভাব এই দুইটি বিশেষণ এবং সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষ্য বিদ্যমান থাকায় উহাতে গুণত্বশূন্যত্ব ও নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব-বিশিষ্ট যে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাব-রূপ অস্তিত্ব নাই। সমবায় গুণে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় উহাতে গুণত্বশূন্যত্ব আছে। বৈশেষিকমতে সমবায় অতীন্দ্রিয় বলিয়া উহাতে নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব বিদ্যমান আছে। এবং সমবায় অনুমানগম্য হওয়ায় উহাতে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বও অবশ্যই থাকিবে। সুতরাং পূর্বোক্ত দুইটি বিশেষণ ও বিশেষ্য ইহারা মিলিতভাবে সমবায়ে থাকায় উহাতে গুণত্বশূন্যত্ব ও নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ববিশিষ্ট যে সবিকল্পকজ্ঞান-বিষয়ত্ব তাহার অভাব-রূপ অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। এইরূপ অব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়াই সমবায়ভিন্নত্ব-রূপ আর একটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আর পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির অবকাশ থাকে না। কারণ সমবায়ভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণটি সমবায়ে না থাকায় পূর্বোল্লিখিত বিশেষণত্রয়বিশিষ্ট সবিকল্পক-জ্ঞানবিষয়ত্বের অভাব উহাতে রহিল।

গুণত্বশূন্যত্ব-রূপ দ্বিতীয় বিশেষণটি প্রদত্ত না হইলে জ্ঞান প্রভৃতি সবিষয়ক গুণে লক্ষণের অব্যাপ্তি দুর্নিবার হইয়া পড়িবে। যদি ঐ বিশেষণটি দেওয়া না হয় তাহা হইলে সমবায়ভিন্নত্ব ও নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব এই দুইটি বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট যে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাবকে অস্তিত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাদৃশ অস্তিত্ব জ্ঞান প্রভৃতি সবিষয়ক বস্তুতে থাকিতে পারে না। কারণ জ্ঞান প্রভৃতি সবিষয়ক বস্তু বিষয়বিশেষিত হইয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, বিষয়ের দ্বারা বিশেষিত না হইয়া গৃহীত হয় না। এজন্য উহাতে নির্বিকল্পকা-বিষয়ত্ব বিদ্যমান আছে। আর উহা সমবায়াত্মক না হওয়ায় উহাতে সমবায়ভিন্নত্বও থাকিবে। এবং যেহেতু উহা সবিকল্পক জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ অনুব্যবসায়ের দ্বারা গৃহীত হয় সেজন্য উহাতে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষ্যাংশও অবশ্যই বিদ্যমান আছে। অতএব বিশেষণদ্বয় এবং বিশেষ্যাংশ এই তিনটি জ্ঞানাদিতে থাকায় পূর্বপ্রদর্শিত অস্তিত্ব উহাতে থাকিতে পারে না। কিন্তু গুণত্বশূন্যত্ব-রূপ বিশেষণটি লক্ষণে প্রবিষ্ট থাকিলে আর পূর্বোল্লিখিত অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ জ্ঞান প্রভৃতি পদার্থ গুণের অন্তর্গত হওয়ায় গুণত্বশূন্যত্ব-রূপ বিশেষণ উহাতে থাকিবে না এবং তাদৃশবিশেষণ-বিশিষ্টের অভাব উহাতে নিশ্চয়ই থাকিবে।

নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব-রূপ তৃতীয় বিশেষণটি পরিত্যক্ত হইলে লক্ষণটি দ্রব্যে অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ দ্রব্যে সমবায়ভিন্নত্ব, গুণত্বশূন্যত্ব ও সবিকল্পক-জ্ঞানবিষয়ত্ব এই তিনটিই যথাযথভাবে বিদ্যমান আছে। এজন্যই নির্বি-কল্পকাবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। ফলে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষণটি না থাকায় তাদৃশবিশেষণ-বিশিষ্ট যে সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব তাহার অভাব অবশ্যই থাকিবে।

কিন্তু প্রকাশকার অস্তিত্বের যাদৃশ নির্বচন করিয়াছেন তাহাতে আমাদের বিপ্রতিপত্তি আছে। কারণ তাদৃশ অস্তিত্ব যে বিশেষ-নামক পদার্থে আছে ইহা আমাদের মনে হয় না। সমবায়ভিন্নত্ব, গুণত্বশূন্যত্ব, নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব ও সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব—লক্ষণের এই চারিটি অংশই যথাযথভাবে বিশেষ-নামক পদার্থে বিদ্যমান আছে। বৈশেষিক সিদ্ধান্তে বিশেষ-পদার্থ অতীন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং বৈশেষিকসিদ্ধান্তানুসারে নির্বিকল্পকজ্ঞান-

বিষয়ত্ব কখনই বিশেষ-পদার্থে থাকিতে পারে না। এজন্য উহাতে নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব অবশ্যই রহিল। আর অনুমানগম্য হওয়ায় উহা সবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় হইবে। সমবায়ভিন্নত্ব ও গুণত্বশূন্যত্ব যে বিশেষে আছে, ইহা সুবিদিত। সুতরাং প্রকাশকার যেরূপে ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তিত অস্তিত্বের নির্বচন করিয়াছেন তাহাকে আমরা সমীচীন বলিয়া অভিনন্দিত করিতে পারি না।

এস্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে পূর্বে আমরা প্রকাশকার-বর্ণিত অস্তিত্বের নির্বচনপ্রসঙ্গে যে তিনটি বিশেষণের উল্লেখ করিয়াছি তাহাদের মধ্যে প্রথম বিশেষণটির অর্থাৎ সমবায়ভিন্নত্বের পরিবর্তে মুদ্রিত প্রকাশগ্রন্থে অসমবায়িত্বের[১] সন্নিবেশ আছে। যদি তদনুসারে আমরা অসমবায়িত্বকেই বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করি তাহা হইলে অবশ্যই বিশেষ-পদার্থে অস্তিত্ব-লক্ষণের অব্যাপ্তি-সম্ভাবনা নিরাকৃত হইবে। কারণ সমবায়-সম্বন্ধের সম্বন্ধী হওয়ায় বিশেষে অসমবায়িত্ব-রূপ বিশেষণটি থাকিবে না। অতএব বিশেষণটি না থাকায় বিশিষ্টাভাবটি থাকিবে এবং অব্যাপ্তি হইবে না।

কিন্তু এইরূপে বিশেষে অব্যাপ্তির আশঙ্কা পরিহৃত হইলেও সমবায়ে অব্যাপ্তির আশঙ্কা নিরস্ত হইবে না। কারণ সমবায় সমবায়ের সম্বন্ধী না হওয়ায় উহাতে অসমবায়িত্ব অবশ্যই থাকিবে। আর এ-কথা আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে গুণত্বশূন্যত্ব, নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব ও সবিকল্পকজ্ঞান-বিষয়ত্ব এই তিনটি অংশ সমবায়ে আছে। সুতরাং অসমবায়িত্ব-ঘটিত যে চারিটি অংশ তাহা থাকায় পূর্বকথিত অস্তিত্ব সমবায়ে থাকিতে পারে না। আরও কথা এই যে, মুদ্রিত পুস্তকের পাঠ অনুসারে অসমবায়িত্বের গ্রহণ করিলে গুণত্বশূন্যত্ব এবং নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব এই দুইটি বিশেষণেরও পৃথক্ কোন ব্যাবৃত্তি থাকে না। কারণ এই দুইটি বিশেষণের দ্বারা জ্ঞান প্রভৃতি গুণ ও ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে। অসমবায়িত্ব-বিশেষণের দ্বারা ঐ সকল গুণ ও দ্রব্যের সংগ্রহ হইতে পারে। কারণ সমবায়ের সম্বন্ধী গুণ ও দ্রব্য-পদার্থে অসমবায়িত্ব-রূপ বিশেষণাংশটি না থাকায় বিশিষ্টাভাবটি থাকিবেই। সুতরাং ঐ সকল গুণ ও দ্রব্যের সংগ্রহার্থ গুণত্ব-

১ অসমবায়িত্বে। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৭

শূন্যত্ব ও নির্বিকল্পকাবিষয়ত্ব এই দুইটি বিশেষণ নিষ্প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রয়োজনবোধেই প্রকাশকার সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষ্যে তিনটি বিশেষণেরই উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আমরা মুদ্রিত পাঠ অস্বীকার করিয়া অসমবায়িত্বের স্থলে অসমবায়ত্বকে অর্থাৎ সমবায়ভিন্নত্বকেই সমীচীন পাঠ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। রুচিদত্ত উক্ত স্থলে 'অসমবায় ইতি'[১] এইরূপ প্রতীক গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে যে ইহাতেও বিশেষ-পদার্থে লক্ষণের সমন্বয় হইতে পারে না। অবশ্য এ স্থলে বিশেষভিন্নত্ব-রূপ আর একটি বিশেষণ নিবিষ্ট হইলে বিশেষের সংগ্রহ হওয়া সম্ভব। কিন্তু এইরূপে অনেকগুলি ভিন্নত্বের নিবেশ করিয়া অস্তিত্বের যে লক্ষণটি প্রস্তুত হইবে তাহা বিদগ্ধসমাজে আদৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না। আরও বক্তব্য এই যে, আকাশ বা গুরুত্বত্ব প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় জাতিতেও উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে না বলিয়াই মনে হয়। শব্দাশ্রয়ত্ব-রূপ আকাশত্বের দ্বারাই যাহার নিরূপণ হয় এইরূপ আকাশের নির্বিকল্পকজ্ঞান না হওয়াই সম্ভব।[২] অতএব উহাতে সমবায়ভিন্নত্ব প্রভৃতি তিনটি বিশেষণ ও সবিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষ্য এই চারিটি অংশ বিদ্যমান থাকায় পূর্বোল্লিখিত বিশিষ্টাভাব-রূপ অস্তিত্ব থাকিবে না। তবে যদি আকাশের নির্বিকল্পক মনন স্বীকৃত হয় তাহা হইলে আর অব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের নির্বিকল্পতা অনায়াসে স্বীকার করা যায় না। আর যদি অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের নির্বিকল্পতা স্বীকৃতও হয় এবং ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা না থাকে তাহা হইলেও অতীন্দ্রিয় জাতিতে চারিটি অংশ বিদ্যমান থাকায় বিশিষ্টাভাব থাকিল না বলিয়া অব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইবে। এইরূপ পরমাণু প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যেও উক্ত লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। আমরা ঐ সকল স্থলেও সহসা নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। রুচিদত্তের ন্যায় যোগজ জ্ঞানের নির্বিকল্পতা অঙ্গীকার করা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।[৩] ধ্যানজ জ্ঞানে অশেষ বিশেষ প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং তাদৃশ জ্ঞানকে নির্বিকল্পক বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে।

---

১ মকরন্দ, পৃঃ ১৩৭

২ নন্বাকাশাদাবব্যাপ্তিস্তস্য সবিকল্পমাত্রবিষয়ত্বাৎ। ঐ, পৃঃ ১৩৮

৩ অথ যোগিনির্বিকল্পকমাদায় নোক্তদোষঃ। ঐ

আকাশে বা অতীন্দ্রিয় জাতি প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি বারণের নিমিত্ত যদি সবিকল্পকপ্রত্যক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বকে বিশেষ্য-রূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও অতিব্যাপ্তির পরিহার হইবে না। কারণ অতীন্দ্রিয়-প্রতিযোগিক অভাবে সবিকল্পকপ্রত্যক্ষজ্ঞানবিষয়ত্ব-রূপ বিশেষ্যাংশ না থাকায় উহাতে বিশিষ্টাভাবাত্মক অস্তিত্ব থাকিয়াই যাইবে।[1]

অস্তিত্বের নিরূপণ-প্রসঙ্গে রুচিদত্ত বলিয়াছেন যে, অতীন্দ্রিয়ভিন্ন-গুণত্বাভাব-সমানাধিকরণ নির্বিকল্পকজ্ঞানের অবিষয় এবং সবিকল্পকজ্ঞানের বিষয় এমন যে পদার্থবিভাজক উপাধি তাহার অভাবই অস্তিত্বের স্বরূপ।[2] ফলতঃ রুচিদত্ত পদার্থবিভাজক উপাধির বিশিষ্টাভাবকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন। দ্রব্যত্ব প্রভৃতি পদার্থবিভাজক উপাধিগুলি ষড়্‌বিধ পদার্থের অন্তর্গত দ্রব্য প্রভৃতিতে থাকায় সামান্যতঃ পদার্থবিভাজক উপাধির অভাবকে অস্তিত্ব বলা সম্ভব হয় না। এই কারণে উহাতে চারিটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ বিশেষণগুলির এক একটি এক এক পদার্থে না থাকায় বিশিষ্টাভাবটি ষড়্‌বিধ পদার্থে থাকিবে। পদার্থবিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব ও অভাবত্ব এই সাতটি ধর্মকে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে অভাবত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি অতীন্দ্রিয়ভিন্ন, গুণত্বাভাবের সহিত সমানাধিকরণ, নির্বিকল্পকজ্ঞানের অবিষয় এবং সবিকল্পকজ্ঞানের বিষয় হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সকল বিশেষণ-বিশিষ্ট যে পদার্থবিভাজক উপাধি তাহা বিদ্যমান থাকায় উক্ত বিশিষ্টাভাব অভাবে থাকিল না। অতএব অভাবে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। গুণত্বাভাব, নির্বিকল্পকবিষয়ত্বাভাব, সবিকল্পকবিষয়ত্ব এবং সমবায়ত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি সমবায়ে থাকিলেও অতীন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটি উহাতে না থাকায় পূর্বোক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে। এবং বিশেষেও ঐ বিশেষণটি না থাকায় উহাতেও বিশিষ্টাভাব থাকিবে। সুতরাং সমবায় ও বিশেষে লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে না।

---

১ অতীন্দ্রিয়াভাবেঽতিব্যাপ্তেশ্চ। মকরন্দ, পৃঃ ১৩৮

২ অত্র বদন্তি। অতীন্দ্রিয়ভিন্নগুণত্বাভাবসমানাধিকরণসবিকল্পকমাত্রবেদ্যপদার্থবিভাজকোপাধিশূন্যত্বে তাৎপর্যম্। ঐ

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে মুদ্রিত পুস্তকের পঙ্‌ক্তি অনুসারে আমরা 'গুণত্বাভাবসমানাধিকরণত্ব'কে দ্বিতীয় বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ বিশেষণটি 'গুণত্বাভাব'ই হইবে। গুণে গুণত্বাভাব-রূপ দ্বিতীয় বিশেষণটি নাই ; এজন্য উহাতে বিশিষ্টাভাব থাকিবে। কর্মে নির্বিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বাভাব-রূপ বিশেষণটি না থাকায় পূর্বোক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে এবং অব্যাপ্তি হইবে না। প্রত্যক্ষসিদ্ধ জাতিগুলিতেও ঐ বিশেষণটি না থাকায় লক্ষণের সঙ্গতি হইবে এবং অতীন্দ্রিয় জাতিগুলিতে অতীন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটি না থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইবে। প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত ঘট প্রভৃতি দ্রব্যগুলিতে নির্বিকল্পকজ্ঞানবিষয়ত্বাভাব না থাকায় এবং আকাশ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় দ্রব্যগুলিতে অতীন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-রূপ প্রথম বিশেষণটি না থাকায় লক্ষণের সঙ্গতি হইয়া যাইবে।

কিন্তু আমরা পূর্বোক্ত লক্ষণটিকে নির্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ অতীন্দ্রিয়ভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণটি অতীন্দ্রিয় বস্তুর অভাবে না থাকায় উক্ত বিশিষ্টাভাব উহাতে নিশ্চয়ই থাকিবে। সুতরাং রুচিদত্তকৃত নির্বচনটি আমাদের গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। এস্থলে অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে 'অতীন্দ্রিয় নহে' এই অংশটিকে পরিচায়কমাত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত উপাধির অভাবকে অস্তিত্ব বলিলে আর অতীন্দ্রিয় অভাবে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ উক্ত পরিচয়ের দ্বারা অভাবত্ব ও ক্রিয়াত্ব এই দুইটি পদার্থবিভাজক উপাধিই গৃহীত হইবে। এবং অভাবত্ব-রূপ প্রদর্শিত উপাধি সর্বত্র অভাবেই বিদ্যমান থাকায় অতীন্দ্রিয় অভাবে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। এইরূপ হইলে অপর বিশেষণগুলিও পরিচায়ক হইবে কিন্তু উহাদের কোনও প্রয়োজনই থাকিবে না। অতীন্দ্রিয় নহে অথচ ক্রিয়াত্বভিন্ন পদার্থবিভাজক উপাধিমাত্রের অভাবকে অস্তিত্ব বলিলেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া যায়। কারণ কেহ কেহ মনে করেন যে অভাবত্ব ও ক্রিয়াত্বভিন্ন দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অপর কোন পদার্থবিভাজক উপাধিই অতীন্দ্রিয়ভিন্ন বলিয়া পরিচিত হইতে পারে না।[১] অতএব অতীন্দ্রিয়ভিন্নত্ব ও ক্রিয়াভিন্নত্ব-রূপে পরিচিত পদার্থবিভাজক উপাধি একমাত্র অভাবত্বই

১ দ্রব্যত্বমেব নাস্তি গোত্বাদিবদনুপলব্ধেরিতি কেচিৎ। কিরণাবলী, পৃঃ ১৫৮

হইবে। উহা দ্রব্য প্রভৃতি ভাব-পদার্থে না থাকায় উহার অভাব ষড়্‌বিধ পদার্থেই থাকিবে। কিন্তু যদি ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থগুলিকে অভাবাভাব-রূপে বর্ণনা করা যায় তাহা হইলে ঐ সকল পদার্থে পূর্বোক্ত পদার্থবিভাজক উপাধির অভাব থাকিবে না। এই কারণে অতীন্দ্রিয়ভিন্নত্ব প্রভৃতি চারিটিকে বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে অতীন্দ্রিয় বস্তুর অভাবে যে অতিব্যাপ্তি প্রদর্শিত হইয়াছে তাহার উদ্ধার হইবে না। সুতরাং আমাদের মনে হয় যে পূর্বোক্ত নির্বচন সর্বথা সমীচীন হয় নাই।

এজন্যই বোধ হয় প্রকাশকার ভাবত্বকেই[১] অস্তিত্ব বলিয়াছেন। ভাবত্ব অভাবে থাকে না এবং দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত ছয়টি পদার্থেই থাকে। সুতরাং উহা দ্রব্য প্রভৃতি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে পূর্বোক্ত নির্বচনও আমাদের সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। কারণ ভাবত্বকে অস্তিত্ব বলিলে উক্ত ভাবত্বের স্বরূপ সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠিবে। যদি অভাবভিন্নত্বই ভাবত্ব হয় তাহা হইলে ঘটাভাবাভাবাত্মক ঘট-পদার্থে অভাবভিন্নত্ব অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। আর যদি দ্রব্যাদিষট্‌কান্যতমত্বকে[২] অর্থাৎ দ্রব্যভিন্নত্ববিশিষ্ট, গুণভিন্নত্ববিশিষ্ট, ক্রিয়াভিন্নত্ববিশিষ্ট, জাতিভিন্নত্ববিশিষ্ট ও বিশেষভিন্নত্ববিশিষ্ট হইয়া যাহা সমবায়ভিন্ন তদ্ভিন্নত্বকে ভাবত্ব বলা হয় তাহা হইলে উক্ত ভাবত্ব ঘটাদি পদার্থে অব্যাপ্ত হইবে না। কারণ ঘটাদি পদার্থগুলি ঘটাভাবাভাবাত্মক হইলেও উহারা দ্রব্যভিন্ন না হওয়ায় যাহা দ্রব্যভিন্ন তদ্ভিন্নত্ব ঐগুলিতে থাকিবে।

কিন্তু এস্থলে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে পূর্বোক্ত নির্বচনে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নিরস্ত হইবে ইহা সত্য, তথাপি উহা দ্রব্যত্বাদি-রূপ ছয়টি পদার্থবিভাজক উপাধির দ্বারা ঘটিত হওয়ায় ঐ সকল উপাধির জ্ঞান না হইলে উক্ত ভাবত্বের জ্ঞান সম্ভব হইবে না। সুতরাং আমরা তাদৃশ অতিশয় দুর্জ্ঞেয় ভাবত্বের দ্বারা সাধর্ম্যনিরূপণকে তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী বলিয়া

১ ......ভাবত্বং বা বিবক্ষিতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৮; তথাচ তদপেক্ষয়া ভাবত্বমেব লঘিতি তদেবাহ। মকরন্দ, পৃঃ ১৩৮-৩৯

২ যদ্বা দ্রব্যাদিষট্‌কান্যতমত্বমিত্যর্থঃ। ঐ, পৃঃ ১৩৯

মনে করি না। তবে যদি কোন প্রমাণের সাহায্যে ভাবত্বকে একটি অখণ্ড-শরীর উপাধি বলিয়া প্রমাণিত করা যায় তাহা হইলে উহা তত্ত্বজ্ঞানের উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু প্রত্যক্ষতঃ যে উক্ত উপাধির সিদ্ধি হইতে পারে ইহা আমরা মনে করি না। আর কোনও লিঙ্গ না থাকায় অনুমানের দ্বারাও ঐরূপ অখণ্ড উপাধি অনুমিত হইবে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং পূর্ব-কথিত ভাবত্বকে অস্তিত্ব বলা যায় না। কালসম্বন্ধিত্বকেও আমরা অস্তিত্ব বলিতে পারি না। কারণ উহা অভাবেও বিদ্যমান আছে[১]। এবং অস্তিত্বকে কেবল দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে।

সূক্তিটীকায় জগদীশ ভাবত্ববিশিষ্ট স্বরূপসত্ত্বকে অস্তিত্ব বলিয়াছেন এবং যাহা উভয়াবৃত্তি অর্থাৎ যে ধর্মটি দ্বিতীয় কোনও অধিকরণে আশ্রিত হয় না তাদৃশ ধর্মকেই স্বরূপসত্ত্ব বলিয়াছেন।[২] এই নির্বচনানুসারে তাদাত্ম্য অর্থাৎ তত্তদ্‌ব্যক্তিত্বকেই স্বরূপসত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাদৃশ স্বরূপসত্ত্ব তত্তৎ অভাবাত্মক ব্যক্তিগুলিতে থাকে বলিয়া অভাবে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়া সূক্তিটীকাকার স্বরূপসত্ত্বে ভাবত্ব-বিশেষণটির প্রয়োজন অনুভব করিয়াছেন। ঐরূপ হইলে ভাবত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হওয়ায় ভাবত্ববিশিষ্ট স্বরূপসত্ত্বাত্মক অস্তিত্বে আর অভাবের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু এস্থলেও আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্তপ্রকারে ভাবত্বের সুষ্ঠু নিরূপণ সম্ভব নহে এবং সেজন্য এই নির্বচনটিও আমাদের অভিনন্দনীয় হইতে পারে না। আরও কথা এই যে, ভাবত্বের স্বরূপ-নির্বচন করিতে পারিলে উহাই অস্তিত্ব হইতে পারে; সুতরাং বিশেষ্যাংশের অর্থাৎ স্বরূপসত্ত্বের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। সেতুটীকাকার অভাবাবিশেষ্যকজ্ঞানবিশেষ্যত্বকে ভাবত্ব বা অস্তিত্বের স্বরূপ বলিয়াছেন।[৩] আপাতদৃষ্টিতে ইহা মনে হইতে পারে যে এই লক্ষণটি অভাবে অতিব্যাপ্ত হইবে না। কারণ অভাব কখনও অভাবা-বিশেষ্যকজ্ঞানের বিশেষ্য হইতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে

---

১ নন্বস্তিত্বং কালসম্বন্ধিত্বং তচ্চাভাবেঽতিব্যাপ্তম্। রহস্য, পৃঃ ১৬১

২ অস্তিত্বং স্বরূপসত্ত্বং তচ্চোভয়াবৃত্তিধর্মবত্ত্বম্। অভাবস্যালক্ষ্যত্বে তু তাদৃশভাবত্বং বাচ্যম্। সূক্তি, পৃঃ ১১৪

৩ অভাবাবিশেষ্যকধীবিশেষ্যত্বস্য লক্ষণত্বাৎ। সেতু, পৃঃ ১১৫

বুঝিতে পারা যাইবে যে এই লক্ষণটিও নির্দোষ হয় নাই। কারণ ঘটও ঘটাভাবাভাবাত্মক বলিয়া ঘটাকারক জ্ঞানও অভাবাবিশেষ্যক হয় না। যদি বলা যায় যে, অভাবত্বাপ্রকারকজ্ঞানবিশেষ্যত্বই ভাবত্ব বা অস্তিত্বের স্বরূপ তাহা হইলেও উহা সমীচীন হইবে না। কারণ প্রমেয়াকারকজ্ঞান অভাবত্বা-প্রকারক হইলেও তাহার বিশেষ্যত্ব প্রমেয়ান্তর্গত অভাবেও বিদ্যমান আছে। সুতরাং উহা অভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

ন্যায়কন্দলীকার উক্ত অস্তিত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে স্বরূপবত্ত্বই অস্তিত্ব।[১] অর্থাৎ তাঁহার মতে দ্রব্যাদি পদার্থের নিজস্ব রূপই অস্তিত্ব। এস্থলে আমাদের মনে হয় যে কন্দলীকার নিজস্ব রূপ বলিতে সম্ভবতঃ উভয়াবৃত্তিধর্মকেই বুঝিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে জগদীশ সুক্তিটীকায় ইহাই কণ্ঠতঃ বর্ণনা করিয়াছেন।[২]

লীলাবতীকার আচার্য বল্লভ অস্তিত্ব-রূপ ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে বহুবিধ পূর্বপক্ষের অবতারণা করিয়া পর্যবসানে স্বকীয় সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যে সত্তাসম্বন্ধের জ্ঞানই অস্তিত্ব।[৩] ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যেক বস্তুতেই 'ইহা সৎ', 'ইহা সৎ' এইরূপ প্রতীতি আমাদের হইয়া থাকে। উক্ত প্রতীতি-গুলিকেই সত্তাসম্বন্ধের জ্ঞান বলিতে হইবে। এস্থলে সম্বন্ধ বলিতে সমবায় অথবা স্বসমবায়িসমবেতত্বকে বুঝিতে হইবে। যদিও সমবায় অথবা স্বসম-বায়িসমবেতত্ব এই দুইটির কোন একটি সম্বন্ধেই সত্তাজাতি সমবায়ে থাকে না ইহা সত্য, তথাপি ঐ সম্বন্ধের ভ্রমাত্মক জ্ঞান সমবায়ে সম্ভবপর হইতে পারে।[৪] অতএব তাদৃশ ভ্রান্তজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া সমবায়েও সত্তাসম্বন্ধ-বোধের সমন্বয় বুঝিতে হইবে। লীলাবতীকার নিজেই আরোপ ও অনারোপ এই উভয়-সাধারণভাবে সত্তাসম্বন্ধের বোধকেই অস্তিত্ব বলিয়াছেন। অভাবত্ব স্বরূপতঃ সত্তাসম্বন্ধের বিরোধী হওয়ায় অর্থাৎ 'সৎ' এইরূপ বোধের প্রতিকূল হওয়ায়

১ অস্তিত্বং স্বরূপবত্ত্বং ষণ্ণামপি সাধর্ম্যম্। যস্য বস্তুনো যৎ স্বরূপং তদেব তস্যাস্তিত্বম্। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৬

২ অস্তিত্বং স্বরূপসত্ত্বং তচ্চোভয়াবৃত্তিধর্মবত্ত্বম্ অভাবস্যালক্ষ্যত্বে তু তাদৃশভাবত্বং বাচ্যম্। সূক্তি, পৃঃ ১১৪

৩ নৈবম্। সত্তাসম্বন্ধবুদ্ধিস্তাবন্নাভাব ইত্যধ্যক্ষসিদ্ধম্। লীলাবতী, পৃঃ ৭৯৪

৪ ন চেয়মনারোপিতা, সমবায়ে তদভাবাৎ। ঐ

ভ্রান্তভাবেও অভাব-বিষয়ে ঐরূপ বোধ হইবে না।[১] এই কারণেই অভাবে পূর্ববর্ণিত অস্তিত্বের অতিব্যাপ্তি হইবে না। যদি স্বরূপতঃ অভাবত্বকে উক্ত বোধের বিরোধী না বলিয়া জ্ঞায়মান অভাবত্বকে অর্থাৎ অভাবত্বের জ্ঞানকে সত্তাসম্বন্ধবোধের বিরোধী বলা যায় তাহা হইলে অভাবে তাদৃশ অস্তিত্বের অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইয়া যাইবে। কারণ 'প্রমেয়ং সৎ' এই আকারের যে সত্তা-বোধ তাহাতে অভাবের ভান হইতে কোনও বাধা থাকিবে না। আর যদি স্বরূপতঃ অভাবত্বকে উক্ত বোধের বিরোধী বলা যায় তাহা হইলে পূর্বোক্ত প্রতীতিতে সেই সকল প্রমেয়ই বিষয় হইবে যাহাদের মধ্যে অভাবত্ব-নাই। এই কারণেই জ্ঞায়মান অভাবত্বকে বিরোধী না বলিয়া আমরা স্বরূপসৎ অভাবত্বকে বিরোধী বলিয়াছি। কিন্তু ইহাতেও ভাবাভাবসাধারণ-অভাবত্ব-পক্ষে ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থে উক্ত অস্তিত্বের সমন্বয় হইবে না। কারণ ঐ সকল পদার্থে ঘটাভাবাভাবত্ব-রূপ বিরোধী ধর্ম বিদ্যমান আছে। অবশ্য এস্থলে বক্তব্য এই যে যদি অভাবের অভাবকে ভাবাত্মক না বলিয়া অতিরিক্ত অভাবই বলা যায় তাহা হইলে পূর্বোক্ত নির্বচন নির্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইতে বাধা থাকিবে না।

লীলাবতীকার যে রীতিতে অস্তিত্বের নির্বচন করিয়াছেন তাহার রহস্য সম্পূর্ণভাবে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভবপর না হইলেও সে বিষয়ে আলোকপাত করা আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইবে না বলিয়া মনে হয়। আচার্য ব্যোমশিব স্বকীয় গ্রন্থে অস্তিত্বের স্বরূপনির্বচনে কোনও প্রয়াস গ্রহণ করেন নাই কিন্তু উহার আলোচনাপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে উহা 'অস্তি' বা 'সৎ' এই আকারে জ্ঞানাত্মক পদার্থ।[২] ফলতঃ তিনি অস্তিত্বকে গুণ-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। লীলাবতীকার যে অস্তিত্বকে সত্তাসম্বন্ধজ্ঞান-রূপেই বর্ণনা করিয়াছেন ব্যোমবতীকারের পূর্বোক্ত অন্তর্ভুক্তিই তাহার মূলরূপে সূচিত হইতে পারে।

---

১ তথা চৈবংবিধারোপস্যাভাবো বিরোধ্যেব। ন্যায়লীলাবতী, পৃঃ ৭৯৪-৫

২ শব্দব্যবহারস্য বিবক্ষিতত্বাদস্তেঃ শব্দরূপস্য ভাবোঽস্তিত্বং জ্ঞানমেব। যেন সত্তাস্তীত্যভি-ধানং প্রবর্ত্তত ইতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১১৮

পূর্বোক্ত বিচারসমূহের দ্বারা ইহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য-রূপ অস্তিত্বের নির্দোষ নির্বচন সহজ নহে। এজন্য আমরা প্রকারান্তরে অস্তিত্বের নির্বচনে যত্নবান্ হইব। প্রথমতঃ আমরা ভাবত্বকে অর্থাৎ দ্রব্যাদি সমবায়ান্ত ছয়টি পদার্থের অন্যতমত্বকেই অস্তিত্ব বলিব। এস্থলে ইহা বক্তব্য যে পূর্বেও আমরা অস্তিত্বের এইরূপ নির্বচন প্রদর্শন করিয়া তাহাতে অস্বরস উদ্‌ভাবন করিয়াছি। কিন্তু পূর্ব পূর্ব আচার্য-গণের রীতির অনুসরণ করিয়া আমরা তাদৃশ নির্বচনকেও শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারি। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে হেত্বাভাস-লক্ষণের নিরূপণপ্রসঙ্গে দীধিতিকার প্রভৃতি আচার্যগণ বহু প্রয়াস করিয়াও যখন সম্পূর্ণভাবে দোষরহিত হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণ রচনা করিতে ব্যর্থমনোরথ হইলেন তখন তাঁহারাও অনন্যোপায় হইয়া 'তাবৎ-অন্যতমত্ব'কেই হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিলেন।[১] তুল্য প্রণালীকে অবলম্বন করিয়া আমরাও উক্ত অন্যতমত্বকে অস্তিত্বের স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।[২] অথবা অভাবত্বাভাবই দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য-রূপ অস্তিত্বের স্বরূপ হইবে। যদিও ঘটাভাবাভাবত্ব-রূপ অভাবত্ব ঘট, পট প্রভৃতি বস্তুতে থাকায় উহাদের মধ্যে সামান্যতঃ অভাবত্বাভাব থাকিবে না ইহা সত্য, তথাপি অভাবত্ব-রূপ প্রতিযোগীতে সমবায়াসম্বন্ধিত্ব ও সমবায়ভিন্নত্ব এই দুইটি বিশেষণ যোগ করিলে এবং তাদৃশ বিশিষ্ট অভাবত্বের অভাবকে অস্তিত্ব বলিলে আর কোনও অনুপপত্তি হইবে না। কারণ ঘট, পট প্রভৃতি পদার্থে অভাবত্ব থাকিলেও সমবায়াসম্বন্ধিত্ব-রূপ বিশেষণটি না থাকায় ঐ সকল পদার্থে অভাবত্বের পূর্বোক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবে এবং সমবায়ে সমবায়ভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণ না থাকায় উহাতেও উক্ত বিশিষ্টাভাব থাকিবার কোনও বাধা হইবে না। এক্ষণে আর অভাবে উক্ত অস্তিত্বের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ উহাতে 'সমবায়াসম্বন্ধিত্ব' ও 'সমবায়ভিন্নত্ব' এই দুইটি বিশেষণ ও বিশেষ্যাংশ 'অভাবত্ব'—এই তিনটিই বিদ্যমান আছে। সুতরাং পূর্বপ্রদর্শিত রীতিতে

---

১ কেচিত্তু যাদৃশপক্ষক-যাদৃশসাধ্যক-যাদৃশহেতৌ যাবন্তো দোষাঃ সম্ভবন্তি তাবদন্যান্যত্বম্। সামান্যনিরুক্তি, পৃঃ ৩৫০-৫১

২ যদ্বা দ্রব্যাদিষট্‌কান্যতমত্বমিত্যর্থঃ। মকরন্দ, পৃঃ ১৩৯

অস্তিত্বের নির্বচন করিলে উহা নির্দোষই হইবে। উক্ত বিশেষণবিশিষ্ট অভাবত্ব অস্তিত্বের বিরোধী হওয়ায় উহার অভাবকে অস্তিত্বের স্বরূপ বলিলে ঐ কল্পনা উদ্ভট অথবা অস্তিত্ব-স্বরূপের বিরোধী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবায়সম্বন্ধিত্ব বলিতে অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্ব ইহাদের অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ত্বকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে 'সমবায়াসম্বন্ধিত্ব' ও 'সমবায়ত্ব' ইহাদের অন্যতররূপবত্ত্বকেও প্রকৃত স্থলে অস্তিত্ব বলিলে অতিব্যাপ্তি অথবা অব্যাপ্তি-দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না ইহা সত্য ; কিন্তু ঐরূপ নির্বচন আমাদের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। কারণ তাদৃশ রূপবত্ত্বের সহিত অস্তিত্বের কোনও সামঞ্জস্য না থাকায় পূর্বোক্ত নির্বচন উদ্ভট কল্পনা বলিয়া প্রতীত হইবে। অবশ্য একথা সত্য যে অন্যতরের মধ্যে প্রথমটি দ্রব্যাদি পাঁচটি পদার্থে থাকায় এবং দ্বিতীয়টি সমবায়ে বিদ্যমান থাকায় এবং উহাদের কোনটিই অভাবে না থাকায় প্রদর্শিত নির্বচনে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

এস্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে ভাষাপরিচ্ছেদকার পদার্থের সাধর্ম্যবর্ণনা-প্রসঙ্গে ষট্‌পদার্থের কোনও সাধর্ম্য প্রদর্শন করেন নাই। তিনি প্রথমে জ্ঞেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলিকে সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়া পরে দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থপঞ্চকেরই সাধর্ম্যের উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় যে ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্যবর্ণনায় পূর্ববর্ণিত জটিলতার আশঙ্কা করিয়াই ভাষাপরিচ্ছেদকার উহার পরিহার বাঞ্ছনীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু যাহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত হউক না কেন, আচার্যমতপরিত্যক্ত হওয়ায় আমরা উহাকে অভিনন্দনযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিব না। অবশ্য এস্থলে একথা বলা যাইতে পারে যে মুক্তাবলীগ্রন্থে যখন পদার্থের বিভাগপ্রসঙ্গে ভাবত্ব ও অভাবত্ব এই দ্বিবিধ বিভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তখন তদনুসারে ভাবত্ব যে ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য ইহা বুঝিতে কোনও বাধা হয় না। কিন্তু ইহা সত্য হইলেও সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য-প্রকরণে দ্রব্য প্রভৃতি ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে অস্তিত্বের কণ্ঠতঃ অনুল্লেখ কোনও প্রকারে সমর্থন-যোগ্য হইতে পারে না। আর যদি পূর্বকথিত যুক্তিতে ভাবপদার্থেও অভাবত্ব থাকায় অভাবত্বকে পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গ্রহণ করা অভিপ্রেত হয় তাহা

হইলে তাদৃশ বিশিষ্ট অভাবত্বের অভাব ষট্‌পদার্থের সমানধর্ম হইতে সমর্থ হওয়ায় সাধর্ম্যবর্ণনা-প্রসঙ্গে ঐ অংশের পরিবর্জন যে যুক্তিযুক্ত হয় নাই ইহাও আমরা মনে করিতে পারি। আরও কথা এই যে, যে-গ্রন্থে পদার্থের স্বরূপাদি আলোচিত হইয়াছে তাহাতে যে অস্তিত্বের কোনও বর্ণনা করা হয় নাই ইহাও সঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। এস্থলে কেহ কেহ এইরূপ মনে করিয়া থাকেন যে 'সপ্তানামপি সাধর্ম্যং জ্ঞেয়ত্বাদিকমুচ্যতে'[১] এই কারিকাংশস্থ 'আদি' পদের দ্বারা অস্তিত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে[২] এবং উহাই সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য। কিন্তু আমরা এইরূপ ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না, কারণ উহা আচার্যের উক্তিবিরুদ্ধ। আচার্য অস্তিত্বকে ষট্‌পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন, সপ্তপদার্থের নহে। অস্তিত্বকে সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য বলিলে উহা নিশ্চয়ই শাস্ত্রবিরোধী হইয়া যায়। যিনি অভাবত্বকে অস্তিত্বের বিরোধী বলিয়া জানেন না তাঁহাকে আমরা বৈশেষিকসিদ্ধান্তনিষ্ণাত বলিতে পারি না। অতএব সূক্তিটীকাকারের ন্যায় অস্তিত্বকে অভাবসাধারণ বলিলে[৩] উহা প্রগল্‌ভোক্তি হইতে পারে, কিন্তু বৈশেষিকসিদ্ধান্তানুমত হইবে না।

পরমমূলকার অস্তিত্বের ন্যায় অভিধেয়ত্ব ও জ্ঞেয়ত্বকেও দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়াছেন। অভিধেয়ত্বের নির্বচনপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার উহাকে অভিধানযোগ্যতা-রূপে বর্ণনা করিয়া উক্ত অভিধান-যোগ্যতার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শব্দের সহিত অর্থের সঙ্গতি-রূপ সম্বন্ধকে ঐ অভিধান-যোগ্যতার অবচ্ছেদক-রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে অভিধানযোগ্যতার অবচ্ছেদকীভূত যে ধর্ম তদ্বত্বকেই দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। এস্থলে অর্থোপস্থিতির অনুকূল যে শব্দবিশেষের উচ্চারণ তাহাকেই অভিধান বলিয়া বুঝিতে হইবে। অবশ্য যদি শব্দের সহিত অর্থের কোন সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে তাহা হইলেই শব্দবিশেষের উচ্চারণের ফলে শ্রোতৃগত অর্থবিশেষের উপস্থিতি সম্ভবপর হইবে। আর যদি শব্দবিশেষের সহিত অর্থবিশেষের সম্বন্ধ না থাকে তবে ঐরূপ শব্দ-

১ কারিকাবলী, কারিকা ১৩

২ প্রমেয়ত্বাদিকমিত্যাদিনাস্তিত্বপরিগ্রহঃ। দিনকরী, পৃঃ ১৬৮

৩ অপিশব্দেনাভাবস্যাপ্যুপসংগ্রহঃ। সূক্তি, পৃঃ ১১৪

বিশেষের উচ্চারণকে কখনই অভিধান বা অর্থোপস্থিতির অনুকূল ব্যাপার বলা যাইবে না। এই কারণেই শব্দবিশেষের সহিত অর্থবিশেষের যে সম্বন্ধ বা সঙ্গতি তাহাকেই অভিধানযোগ্যতার অবচ্ছেদক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার ভাবার্থ এই যে, শব্দের সহিত অর্থের সম্বন্ধবিশেষ আছে বলিয়াই যখন শব্দের অভিধান অর্থাৎ উচ্চারণ অর্থবোধে সমর্থ হয় তখন ঐ সম্বন্ধবিশেষকেই অভিধানযোগ্যতার অর্থাৎ উচ্চারণজন্যজ্ঞান-যোগ্যতার অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আর প্রকৃতস্থলে উচ্চারণজন্যজ্ঞানযোগ্যতার অবচ্ছেদকীভূত যে অর্থগত শব্দসম্বন্ধ তাহাকেই অভিধেয়ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ' এই আকারে সঙ্কেতবিষয়ত্ব বা অভিপ্রায়বিষয়ত্বকেই শব্দের অর্থগত সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থলে আমরা প্রকারান্তরেও অভিধানের তাৎপর্য বর্ণনা করিতে পারি। পদসাপেক্ষ যে অর্থোপস্থিতি তাহাকেই অভিধান বলা যাইতে পারে। যদি অর্থবিশেষের সহিত পদবিশেষের কোন সম্বন্ধ থাকে তাহা হইলেই পদ হইতে অর্থের উপস্থিতি সম্ভব হয়। সুতরাং তাদৃশ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই যদি অর্থ পদসাপেক্ষ উপস্থিতির যোগ্য হয় তাহা হইলে উক্ত সম্বন্ধই পদসাপেক্ষ অর্থোপস্থিতি-রূপ অভিধানের যোগ্যতাবচ্ছেদক হইবে।

এস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত উভয়বিধ ব্যাখ্যাতেই অর্থাশ্রিত পদসম্বন্ধকেই অভিধেয়ত্ব বলা হইয়াছে। পদসাপেক্ষ-উপস্থিতি-বিষয়ত্বকে অভিধেয়ত্ব না বলিয়া যোগ্যতাবচ্ছেদকীভূত ধর্মবত্ত্বকে অভিধেয়ত্ব বলিবার ইহাই তাৎপর্য যে, প্রথম পক্ষে ঘট-পটাদি অর্থের অনুপস্থিতিদশায় উহাতে অভিধেয়ত্বের হানি হইবে। কারণ বিষয়ত্বের জ্ঞানসমানকালীনত্ব সিদ্ধান্তিত থাকায় অনুপস্থিতিকালে কোন বস্তুকেই উপস্থিতির বিষয় বলা যায় না। আর, দ্বিতীয় পক্ষে পূর্বোক্ত দোষের আশঙ্কা হইবে না, কারণ অনুপস্থিতিকালেও অর্থের পদসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে—'অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্যঃ' এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাকেই শাস্ত্রে পদের অর্থগত সম্বন্ধ বলায় ঈশ্বরেচ্ছার নিত্যত্ব-নিবন্ধন কখনও উহার হানির সম্ভাবনা হইবে না।

'অভিধেয়ত্বমভিধানযোগ্যত্বম্' ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মথুরানাথ বলিয়াছেন যে, প্রকৃতস্থলে বাচক শব্দ অথবা কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাত-রূপ

উচ্চারণকে অভিধান বলা যায় না। বাচকশব্দ বা তাহার উচ্চারণ সবিষয়ক না হওয়ায় তদ্বিষয়ত্বকে অভিধেয়ত্ব বলা যায় না। যদিও শাব্দ অনুভব অর্থাৎ শাব্দবোধ জ্ঞানাত্মক হওয়ায় উহার বিষয়ত্ব সর্বথা অসম্ভব নহে তথাপি প্রকৃতস্থলে অভিধান-পদের শাব্দবোধ-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া তদ্বিষয়ত্বকে অভিধেয়ত্ব বলা সম্ভব হইবে না। কারণ ইহা বৈশেষিক শাস্ত্রের কথা। প্রাচীন বৈশেষিকসম্প্রদায় শাব্দবোধ বলিয়া কোন পৃথক্ জ্ঞান স্বীকার করেন নাই। অতএব বৈশেষিক শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা গ্রহণ করা যাইবে না। অবশ্য একথা স্বীকার্য যে এস্থলে শব্দজন্য অর্থোপস্থিতিকে অভিধান বলিলে তদ্বিষয়ত্বকে অভিধেয়ত্ব বলা অসম্ভব হইবে না। কিন্তু উহাও সঙ্গত হইবে না। কারণ ঐরূপ বলিলে ষট্পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তিত অভিধেয়ত্ব-রূপ অংশে শব্দজন্যত্ব-বিশেষণটি অব্যাবর্তক হইয়া যাইবে, যেহেতু উপস্থিতিবিষয়ত্বমাত্রই অভিধেয়ত্ব হইতে পারে। যদি বলা যায় যে প্রকৃতস্থলে শব্দজন্যত্ব-অংশকে পরিত্যাগ করিয়া উপস্থিতি-মাত্রকেই অভিধান বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং উপস্থিতিবিষয়ত্বই অভিধেয়ত্ব হইবে তাহা হইলে আপত্তি হইবে যে জ্ঞেয়ত্বের সহিত অভিধেয়ত্বের কোনও ভেদ থাকিবে না। অথচ গ্রন্থকার অভিধেয়ত্ব এবং জ্ঞেয়ত্ব এই দুইটিকেই পৃথক্পৃথগ্ভাবে ষট্পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।[১] এই কারণেই অভিধানবিষয়ত্বকে অভিধান না বলিয়া কিরণাবলীকার অভিধানযোগ্যত্বকেই অভিধান বলিয়াছেন। শব্দ ও অর্থের যে সঙ্গতি অর্থাৎ সঙ্কেত-রূপ সম্বন্ধ তাহাকেই অভিধানযোগ্যতা বলা হইয়াছে। অতএব অভিধান অর্থাৎ বাচক যে-শব্দ, সঙ্কেত-সম্বন্ধে তদ্বত্ত্বই আচার্যাভিপ্রেত অভিধেয়ত্ব হইবে।

জ্ঞেয়ত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে জ্ঞানযোগ্যতাই জ্ঞেয়ত্ব। জ্ঞানযোগ্যতা বলিতে জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাব-রূপ যে সম্বন্ধ তাহাকেই বুঝায়—অর্থাৎ জনকত্ব-সম্বন্ধে জ্ঞানবত্ত্বকেই জ্ঞেয়ত্ব বলা হইয়াছে।

---

১ নন্বভিধানং শব্দতদনুকূলকণ্ঠাদ্যভিঘাতো বা, তদ্বিষয়ত্বঞ্চাভিধেয়ত্বং, তচ্চ প্রসিদ্ধং শব্দাদের্নির্বিষয়কত্বাৎ। ন চাভিধানং শাব্দানুভবস্তদ্বিষয়ত্বমিতি বাচ্যং, প্রাচীনবৈশেষিকৈঃ শাব্দত্ব-জাতেরনভ্যুপগমাৎ। ন চাভিধানং শব্দজন্যজ্ঞানং তদ্বিষয়ত্বমভিধেয়ত্বমিতি বাচ্যং, 'শব্দজন্য' ইত্যস্য বৈয়র্থ্যাৎ তত্ত্যাগে চ দ্বিতীয়েন পৌনরুক্ত্যত্বাৎ। রহস্য, পৃঃ ১৬১-৬২

বৈশেষিকমতে জ্ঞায়মান লিঙ্গ অনুমিতির করণ-রূপে স্বীকৃত থাকায় প্রত্যেক পদার্থেই অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানের জনকতা স্বীকৃত হইয়াছে। এমন কোনও পদার্থ থাকিতে পারে না যাহাকে হেতু করিয়া কোন-না-কোন অনুমিতি সম্ভব হইতে পারে। সুতরাং জ্ঞায়মান লিঙ্গের করণত্ব স্বীকার করিলে জনকতাসম্বন্ধে জ্ঞানবত্ত্ব পদার্থমাত্রে বিদ্যমান থাকিবে।[১] অবশ্য প্রকৃতস্থলে আমরা জ্ঞানবিষয়ত্বকেও জ্ঞেয়ত্ব বলিতে পারি। যেহেতু ভাগবত জ্ঞান নিত্য ও সর্ববিষয়ক বলিয়া স্বীকৃত আছে, সেজন্য প্রত্যেক পদার্থেই সর্বদা জ্ঞেয়ত্ব সম্ভব হইতে পারে।[২] এস্থলে ইহাও বলা যাইতে পারে যে জন্যজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়াও জ্ঞানবিষয়ত্বকে ষট্ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে বর্ণনা করা সম্ভবপর হইবে। যদিও জ্ঞানাভাবকালে জ্ঞানবিষয়ত্ব থাকে না ইহা সত্য, তথাপি কালবিশেষে জ্ঞানবিষয়ত্ব থাকিলেই তাহাকে সাধর্ম্য বলিতে আপত্তি হইবে না। যাহা যাহার সাধর্ম্য তাহা যে সর্বদাই তাহাতে থাকিবে এমন কোনও নিয়ম নাই। পক্ষান্তরে কাদাচিৎক হইলেও সাধর্ম্য হইতে কোনও বাধা থাকিবে না। সুতরাং যদি জন্যজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞেয়ত্বের নির্বচন করা যায় তাহা হইলেও উহা অসমীচীন হইবে না।[৩]

জ্ঞেয়ত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে লীলাবতীকার পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানত্বকেই জ্ঞেয়ত্ব বলিয়াছেন।[৪] জ্ঞানবিষয়ত্বকে জ্ঞেয়ত্ব বলিলে জ্ঞানব্যক্তিভেদে বিষয়তা

---

১ সঙ্গতিঃ শক্তিতঃ শক্তিসম্বন্ধেন শব্দবত্ত্বমিত্যর্থঃ। বিষয়তাসম্বন্ধেন জ্ঞানবত্ত্বমিব জনকতাসম্বন্ধেন জ্ঞানবত্ত্বমপি ষণ্ণাং সাধর্ম্যং, বৈশেষিকনয়ে জ্ঞায়মানলিঙ্গস্যানুমিতিকরণতয়া পদার্থমাত্রস্যৈবানুমিতিকরণত্বাৎ। রহস্য, পৃঃ ১৬২

২ এতচ্চাস্মদাদিজ্ঞানাবিষয়তামভিপ্রেত্যোক্তম্। অন্যথা ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তায়াঃ সর্বদা সত্ত্বাদজ্ঞায়মানতাদৃশানুপপত্তেরিতি। মকরন্দ, পৃঃ ১৩৯

৩ প্রকাশকৃতস্তু অত্রাভিধানং শাব্দানুভবস্তদ্বিষয়ত্বমভিধেয়ং তচ্চানভিধানদশায়ামব্যাপ্তং বিষয়তায়া জ্ঞানসমানকালীনত্বনিয়মাদিত্যতো ব্যাচষ্টে অভিধেয়ত্বমিতি। অর্থস্তু পূর্ববৎ। ননু জ্ঞেয়ত্বং তচ্চাজ্ঞানদশায়ামব্যাপ্তং বিষয়তাজ্ঞানসমানকালীনত্বনিয়মাদিত্যতো ব্যাচষ্টে জ্ঞেয়ত্বমিতি। জ্ঞাপ্যজ্ঞাপকভাবেতি। জ্ঞানজনকত্বেত্যর্থঃ। তচ্চ সর্বদৈব বর্ততে স্বরূপযোগ্যতায়াঃ কদাপ্যনপায়াদিতি ভাব ইতি ব্যাচখ্যুঃ। তদসৎ, যদা কদাচিৎ সত্ত্বাদেব সাধর্ম্যত্বসম্ভবাদ্ ভগবজ্জ্ঞানবিষয়ত্বস্য সর্বদৈব সত্ত্বাচ্চেতি ধ্যেয়ম্। রহস্য, পৃঃ ১৬২-৩

৪ জ্ঞেয়ত্বমপি পরম্পরাসম্বন্ধং জ্ঞানত্বমেবানুগতম্। ন্যায়লীলাবতীকণ্ঠাভরণ, পৃঃ ৭৯৭

ভিন্ন হওয়ায় উহা দ্রব্য প্রভৃতি ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য হইতে পারে না। স্বাশ্রয়বিষয়ত্ব-রূপ পরম্পরাসম্বন্ধে জ্ঞানত্বকে জ্ঞেয়ত্ব বলিলে আর উক্ত দোষ হয় না। জ্ঞানত্বের আশ্রয়-রূপে জ্ঞানমাত্রের গ্রহণ হওয়ায় এবং উহাদের কাহারও-না-কাহারও বিষয়ত্ব পদার্থমাত্রে বিদ্যমান থাকায় তাদৃশ জ্ঞেয়ত্ব ষট্‌পদার্থের সাধারণ ধর্ম হইতে পারে। এইস্থলে অভাবে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা পরিহার করিবার জন্য অভাবত্বাসমানাধিকরণত্ববিশিষ্ট জ্ঞানত্বকেই জ্ঞেয়ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। লীলাবতীপ্রকাশে বর্ধমানও পূর্বোক্ত প্রণালীতেই জ্ঞেয়ত্বকে ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।[১] সুতরাং ঐ সকল গ্রন্থকার ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে বর্ণিত জ্ঞেয়ত্বকে ষট্‌পদার্থাতিরিক্ত পদার্থের বৈধর্ম্য বলিয়াও বুঝিয়াছেন।[২] যাহা হউক, কিরণাবলীকার বাচ্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্বকে ষট্‌পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন ; তদতিরিক্ত পদার্থের বৈধর্ম্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। এ বিষয়ে ব্যাখ্যার সমীচীনত্ব-অসমীচীনত্ব সুধীসমাজ বিবেচনা করিবেন।

আশ্রিতত্বমাশ্রয়তা[৩] স্বাভাবিকী। সা চ নিত্যদ্রব্যেষু নাস্তীত্যত আহ অন্যত্রেতি। নিত্যদ্রব্যাণি বিহায়েদং সাধর্ম্যমুক্তমিত্যর্থঃ।[৪] ননু সমবায়েঽপ্যেতন্নাস্তীতি চেন্ন। সমবায়স্য সমবায়ান্তরাভাবেঽপি স্বভাবত এবাধারসন্নিকৃষ্টত্বাৎ। তথাচ বক্ষ্যামঃ। চকারান্মূর্তত্বং[৫] বিহায় নিষ্ক্রিয়ত্বম্।

("আশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ" এই পরমমূলস্থ) আশ্রিতত্বকে স্বাভাবিক আশ্রয়তা বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু উহা (অর্থাৎ স্বাভাবিক আশ্রয়তা) নিত্য দ্রব্যে নাই। এই কারণে পরমমূলকার

---

১ ভাবত্বাভাবাসমানাধিকরণজ্ঞানবিষয়ত্বং জ্ঞেয়ত্বম্। ন্যায়লীলাবতীপ্রকাশ, পৃঃ ৭৯৭

২ জ্ঞেয়ত্বমভাবব্যাবৃত্তম্। ঐ

৩ আধেয়তা ইতি সোসাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ।

৪ উক্তমিতি পাঠঃ সোসাইটিপুস্তকে নাস্তি।

৫ মূর্তত্বমিতি পাঠঃ প্রামাদিকঃ।

'অন্যত্র' এই পদটি প্রয়োগ করিয়াছেন। নিত্য দ্রব্যগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া ইহা (অর্থাৎ আশ্রিতত্ব বা স্বাভাবিকত্ব) (অপর পদার্থগুলির) সাধর্ম্য হইবে—ইহাই অর্থ। (যদি প্রশ্ন করা যায় যে) সমবায়েও ত ইহা নাই (অতএব ইহা কিরূপে অপর সকল পদার্থের সাধর্ম্য হইবে)? (উত্তরে বলা যায় যে) তাহা নহে। কারণ সমবায়ের সমবায়ান্তর না থাকিলেও স্বভাবতঃ উহা আধারে সন্নিকৃষ্ট (বা সম্বদ্ধ) হইয়া থাকে। (একথা আমরা পরে আলোচনা করিব) (পরমমূলস্থ) চ-কারের দ্বারা মূর্ত ব্যতীত অপর সকল পদার্থের (অর্থাৎ অমূর্ত পদার্থের) ক্রিয়াশূন্যত্বকে সাধর্ম্য-রূপে সমুচ্চিত করা হইয়াছে।

"আশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পরমমূলকার 'আশ্রিতত্ব'কে নিত্য-দ্রব্য অর্থাৎ পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই পদার্থগুলি ব্যতীত অন্য সকল ভাব-বস্তুর সাধর্ম্য বলিয়াছেন। এই স্থলে যদি আশ্রিতত্ব বলিতে যে-কোন-সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব বা আধেয়তাকে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে উহা পার্থিবাদি পরমাণু প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ উহারাও সংযোগ-সম্বন্ধে দ্রব্যান্তরে অথবা কালিক-সম্বন্ধে কাল বা কালোপাধিক জন্য-বস্তুতে আশ্রিত হয়। এজন্য কিরণাবলীকার প্রকৃতস্থলে আশ্রিতত্বকে স্বাভাবিক আধেয়তা বলিয়াছেন।[১] সংযোগ বা কালিক-সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আধেয়তাকে স্বাভাবিক আধেয়তা বলা যায় না। কারণ সংযোগ-সম্বন্ধ ক্রিয়াসাপেক্ষ এবং এবং কালিক-সম্বন্ধ কালসাপেক্ষ হওয়ায় ঐ সকল সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আধেয়তা কখনই স্বাভাবিক আধেয়তা হইতে পারে না। স্বাভাবিক আধেয়তা বলিতে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেই বুঝিতে হইবে।

---

১ ননু সংযোগবৃত্ত্যা নিত্যদ্রব্যাণ্যপ্যাশ্রিতানি ইতি তদ্ব্যাবৃত্তিরযুক্তেত্যত আহ স্বাভাবিকীতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯

কারণ স্বকারণাধীন উৎপন্ন দ্রব্য স্বভাবতঃ নিজ অবয়বে সমবেত হইয়াই উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং তাদৃশ অবস্থাবিশেষকে কখনও পরিত্যাগ করে না। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ পদার্থসমূহও নিজ নিজ আধারে সমবেত হইয়া থাকে এবং ঐ অবস্থাকে কখনও পরিত্যাগ করে না। এই কারণেই সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেই স্বাভাবিক আধেয়তা বলিয়া বুঝিতে হয়। প্রকাশকারও 'স্বাভাবিকী' পদের ভাব-ব্যাখ্যায় সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তার কথাই বলিয়াছেন।[১]

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে ফলতঃ ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাই নিত্য-দ্রব্যভিন্ন অপর সকল পদার্থের সমান ধর্ম। এইরূপ হইলে উহা অবশ্যই সমবায়েরও ধর্ম হইবে। কিন্তু সমবায় সংখ্যায় একটিমাত্র হওয়ায় এবং সম্বন্ধ ও সম্বন্ধীর মধ্যে পরস্পর ভেদ অনুভবসিদ্ধ থাকায় সমবায় কখনও সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত বা আধেয় হইতে পারে না। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে তাদৃশ অব্যাপ্তির আশঙ্কা দৃঢ়মূল নহে। কারণ যাঁহারাই সমবায়কে পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন তাঁহাদের সকলেরই ইহা অনুমত যে সমবায় দ্রব্য প্রভৃতি আধারে সমবেত হইয়া থাকে। গুণের সমবায় যদি গুণীতে অর্থাৎ দ্রব্যে আশ্রিত না হয় তাহা হইলে সেই সম্বন্ধের দ্বারা গুণী কখনও গুণবিশিষ্ট হইতে পারে না। যে সম্বন্ধ অনুযোগীতে অনাশ্রিত তাহার দ্বারা কখনও আধার-আধেয়-ভাবের প্রতীতি উপপন্ন হইবে না। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে যে উক্ত সমবায় কি স্বাতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধে সমবায়ীতে আশ্রিত হইবে। যদি স্বাতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধকেই স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সমবায়ের আশ্রিতত্ব-নির্বাহক সেই সম্বন্ধ আবার কোনও সম্বন্ধে আশ্রিত হইবে এবং তাহার সম্বন্ধও পুনরায় অন্য কোনও সম্বন্ধে আশ্রিত হইলে মূলক্ষয়কারিণী অনবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং ফলে গুণ-গুণি-ভাব আকুলিত হইয়া পড়িবে। এই সকল কথা চিন্তা করিয়াই আচার্যগণ সমবায়কে স্ব-অনতিরিক্ত বিশেষণতা-নামক সম্বন্ধে আশ্রিত বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। অতএব সমবায়ে

১ সমবায়েনেত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯

স্বাত্মকসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা বা আশ্রিতত্ব থাকায় অব্যাপ্তির কোনও আশঙ্কাই থাকিবে না।[১]

এ স্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে সমবায়ের স্ব-অনতিরিক্ত সম্বন্ধে আশ্রিতত্ব যে প্রাচীন ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যগণের সিদ্ধান্ত ইহা সম্যগ্‌ভাবে উপলব্ধি করিতে না পারিয়া পরবর্তী অনেকানেক নব্যগ্রন্থকার উক্ত আশ্রিতত্বের অন্যথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সূক্তিটীকাকার জগদীশ স্বাভাবিক এবং ঔপাধিক অর্থাৎ সমবায় ও তদতিরিক্ত যে-কোন-সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আশ্রিতত্বকেই নিত্য-দ্রব্যভিন্ন সকল পদার্থেরই সাধর্ম্য বলিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিলে সংযোগ বা কালিক-সম্বন্ধে আশ্রিত পরমাণু-রূপ নিত্য-দ্রব্যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা উত্থিত হইবে। এজন্য তিনি পরমমূলস্থ 'নিত্যদ্রব্য' পদটির ব্যাখ্যায় বিভু-দ্রব্যকেই উহার অর্থ বলিয়াছেন। ইহাতে ফলতঃ আশ্রিতত্ব বিভু-দ্রব্যভিন্ন অন্য সকল পদার্থের সমানধর্ম হইবে। এক্ষণে আর পরমাণুতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ পরমাণু বিভু-দ্রব্য না হওয়ায় উহা লক্ষ্যেরই অন্তর্গত হইয়া যাইবে।[২] এস্থলে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে ঈদৃশ ব্যাখ্যা আচার্যমতবিরুদ্ধ হওয়ায় অপব্যাখ্যাই হইবে এবং শাস্ত্রসিদ্ধান্তানুসারী নহে বলিয়া সমর্থনযোগ্যও হইতে পারিবে না। প্রসঙ্গক্রমে আরও বলা যাইতে পারে যে জগদীশের ব্যাখ্যা সমর্থন করিলেও সর্ববাদিসম্মতভাবে আকাশ প্রভৃতি বিভু-দ্রব্যে অতিব্যাপ্তির পরিহার হইবে না। কারণ অনেক আচার্য আকাশ প্রভৃতি বিভু-দ্রব্যেরও কালিক-সম্বন্ধে মহাকালাশ্রিতত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন।

---

১ স্বাভাবিকী সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্না। স্বভাবত ইতি। স্বাত্মকবিশেষণতাসম্বন্ধেনেত্যর্থঃ। তথা চেতি। যথা হি সমবায়ঃ স্বাত্মকবিশেষণতাসম্বন্ধেনৈব বর্ত্ততে ন ত্বতিরিক্তবিশেষণতয়া তথা বক্ষ্যামঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৬৩

সমবায়েঽপি তেনৈবাধেয়তা। কিন্তু স্বাভিন্নেনৈব বিশেষণতায়াঃ স্বরূপসম্বন্ধানতিরেকাদিতি নাব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯

২ তথাচ ষণ্ণামপি পদার্থানাং নিত্যদ্রব্যেভ্যোঽন্যত্রৈবাশ্রিতত্বমাধেয়ত্বং সাধর্ম্যমিতি পূর্বেণান্বয়ঃ। তেন নিত্যানাং পরমাণূনামাশ্রিতত্বং ন ক্ষতিকরং তেষামপি লক্ষ্যত্বাৎ। সূক্তি, পৃঃ ১১৬

ব্যোমশিবাচার্য সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তাকেই আশ্রিতত্ব বলিয়াছেন। তাদৃশ আশ্রিতত্ব মুখ্য বা গৌণভাবে নিত্য-দ্রব্যে থাকে না। দ্রব্যাশ্রিত গুণাদির সম্বন্ধ যে সমবায় তাহা যদি দ্রব্যে আশ্রিত না হয় তাহা হইলে গুণ-গুণি-ভাবের প্রতীতি উপপন্ন হইতে পারে না। সম্বন্ধ অনুযোগীতে আশ্রিত হইয়াই আশ্রয়-আশ্রয়ি-ভাবের উপপাদন করে। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে গুণের সম্বন্ধ 'সমবায়' গুণীতেই আশ্রিত হয়। ইহা যদি সম্বন্ধান্তরে আশ্রিত হয় তাহা হইলে পূর্ববর্ণিত রীতিতে অনবস্থা দুষ্পরিহর হইয়া পড়িবে। এই কারণেই ইহা স্বীকার করিতে হয় যে স্বাত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সমবায় অনুযোগীতে আশ্রিত হইবে। এস্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে অপরাপর ক্ষেত্রে স্বাতিরিক্ত সম্বন্ধে আশ্রিতত্বের দৃষ্টান্ত থাকায় এবং স্বাত্মকসম্বন্ধে আশ্রিতত্বের দৃষ্টান্ত না থাকায় অথচ অনুযোগীতে আশ্রিত না হইলে গুণবত্তা প্রভৃতির প্রতীতি সম্ভবপর না হওয়ায় ব্যোমবতীকার স্বাত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধে সমবায়ের আশ্রিতত্বকে ঔপচারিক বলিয়াছেন। পূর্বে আমরা সমবায়ের যে বিবৃতি দিয়াছি একমাত্র সমবায়ের ঔপচারিক আশ্রিতত্ব ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাহার সহিত ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যার কোনও প্রভেদ নাই।[১]

এস্থলে যদি এইরূপ বলা যায় যে—যাহা আশ্রিত হয় তাহা স্বাতিরিক্ত কোনও সম্বন্ধেই আশ্রিত হয়, স্বাত্মক-সম্বন্ধে কদাচ আশ্রিত হয় না—তাহা হইলে গুণ-গুণী প্রভৃতির যে সমবায়নামক সম্বন্ধ তাহাও স্বাতিরিক্ত স্বরূপ-সম্বন্ধে গুণীতে আশ্রিত হইয়াই গুণ-গুণি-ভাবের নির্বাহ করিবে। সুতরাং সমবায়ে আশ্রিতত্ব থাকিলেও তাহা স্বাভাবিক অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইবে না। অতএব সমবায়ে স্বাভাবিক আশ্রিতত্ব অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণে প্রকাশকার 'আশ্রিতত্বাঞ্চান্যত্র......' ইত্যাদি পরমমূলগ্রন্থের অন্যবিধ ব্যাখ্যানও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে 'সংযোগান্য-

---

১ সমবায়স্য বৃত্তিরূপতয়া বৃত্তিমদাশ্রিতত্বোপলব্ধেঃ। বৃত্ত্যন্তরকল্পনায়ামনবস্থা স্যাদিত্যুপচরিতা বৃত্তিরিষ্যতে। সা চান্যনিমিত্তস্যাসম্ভবাদাশ্রিতত্বজ্ঞানহেতুঃ সমবায়ে বৃত্তিবিশেষ এব। আত্মবৃত্তিত্বে তু সমবায়স্য স্বয়ং বৃত্তিরূপত্বাদ্ বৃত্ত্যন্তরং নাপেক্ষিতমিত্যভ্যুপগমেনাশ্রিতত্বমেব। ব্যোমবতী, পৃঃ ১১৯

বৃত্ত্যাঽসমবায়ভিন্নভাবত্বম্'ই নিত্য-দ্রব্যব্যতিরিক্ত সকল পদার্থের সমানধর্ম।[১] 'সংযোগান্যবৃত্ত্যা' এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি উপলক্ষণ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।[২] 'সংযোগান্যবৃত্তি' এই প্রকৃতিভূত অংশের অর্থ সংযোগভিন্ন সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায়। এ স্থলে 'অসমবায়' এই পদটিকে অসমবেত-অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং 'সংযোগান্যবৃত্ত্যাঽসমবায়ঃ' এই অংশের অর্থ হইবে 'সমবায়বিশিষ্ট অথচ অসমবেত'। সমবায়বিশিষ্ট হইয়া অসমবেত হইতে আকাশ প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যই হইবে। সমবায় স্বয়ং অসমবেত হইলেও সমবায়বিশিষ্ট হইয়া অসমবেত হয় না। সুতরাং নিত্য-দ্রব্যগুলিই যখন সমবায়বিশিষ্ট হইয়া অসমবেত হয় তখন তদ্ভিন্নভাবত্ব-রূপ ধর্ম নিত্য-দ্রব্য-ব্যতিরিক্ত ভাব-বস্তুর সমানধর্ম হইতে পারিল।[৩] অভাবে যাহাতে অতিব্যাপ্তি বারিত হয় এজন্য ভাবত্ব এই অংশটি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এ স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অর্থের দিক হইতে নির্দোষ হইলেও শাব্দী রীতি লঙ্ঘন করায় অভিনন্দনীয় হইতে পারে না। কারণ 'অসমবায়' এই সমস্ত পদের একদেশভূত সমবায়-পদের যে 'সমবেত'-রূপ অর্থ তাহার সহিত ঐ সমাসের অনন্তর্গত 'সংযোগান্যবৃত্ত্যা' পদটির অর্থের অন্বয় সুলভ হইবে না। কিন্তু উপলভ্যমান প্রকাশ-গ্রন্থে পূর্বোক্তপ্রকার পাঠই পাওয়া যায়। সুতরাং আমরা অগত্যা ঐরূপ পাঠ-গ্রহণ করিয়া তদনুসারেই ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

উক্ত স্থলে ন্যায়কন্দলীকার আশ্রিতত্বকে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব-রূপ অর্থে গ্রহণ করেন নাই। তদীয় ব্যাখ্যানুসারে পরতন্ত্র-রূপে উপলব্ধির বিষয়ত্বই আশ্রিতত্ব।[৪] কিন্তু পরতন্ত্র-রূপে উপলব্ধি বলিতে সাধারণতঃ বিশেষণ-রূপে উপলব্ধিকেই বুঝায়। এইরূপ হইলে নিত্য-দ্রব্যে উহার অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর

---

১ প্রকাশ, পৃঃ ১৩৯

২ বয়ন্তু ব্রূমঃ। সংযোগান্যবৃত্ত্যা সমবায়েন লক্ষিতঃ সমবায়ীত্যর্থঃ। মকরন্দ, পৃঃ ১৪০

৩ অকারপ্রশ্লেষেণ বহুব্রীহিণা অসমবায়োঽসমবেত ইত্যর্থঃ। তথাচ সমবায়িত্বে সতি অসমবেতং যন্নিত্যদ্রব্যং তদ্ভিন্নভাবত্বমিতি পর্যবসিতোঽর্থ ইতি। ঐ, পৃঃ ১৪০

৪ আশ্রিতত্বঞ্চ পরতন্ত্রতয়োপলব্ধির্ন সমবায়লক্ষণা বৃত্তিঃ সমবায়ে তদভাবাৎ। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৬

হইবে। কারণ 'পরমাণৌ পারিমাণ্ডল্যম্' 'আকাশে শব্দঃ' ইত্যাদি আকারে বিশেষণ-রূপে নিত্য দ্রব্যেরও প্রতীতি হইতে দেখা যায়। আর যদি অন্যপ্রতীতির অধীন প্রতীতিকে পরতন্ত্র প্রতীতি বলা যায়, তাহা হইলে নিত্য-দ্রব্যের প্রতীতি অন্যপ্রতীতির অধীনই হইবে। নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ ব্যতীত প্রতীতিমাত্রই অন্যপ্রতীতির অধীন হইয়া থাকে। পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তুর প্রতীতি কখনও নির্বিকল্পক হইতে পারে না। সুতরাং ইহা দেখা যাইতেছে যে 'পরতন্ত্রতয়োপলব্ধিঃ' এই পদটির অর্থ বিশ্লেষণ করিলে উহা সুসঙ্গত বলিয়া প্রতিভাত হয় না। কেহ কেহ 'সমবেত' ও 'সমবায়' ইহাদের অন্যতরত্বকে আশ্রিতত্ব বলিয়াছেন। উক্ত অন্যতরত্ব কদাচ নিত্য-দ্রব্যে বা অভাবে অতিব্যাপ্ত হইবে না। কারণ উহারা সমবেত বা সমবায়াত্মক নহে। কিন্তু এস্থলে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে আশ্রিতত্বের পূর্ববর্ণিত অর্থ নিতান্তই অভিনব। কারণ আশ্রিতত্ব বলিতে আমরা কেহই ঐরূপ অর্থ বুঝি না। অবশ্য আশ্রিতত্বকে পৃথগ্‌ভাবে নিত্য-দ্রব্যব্যতিরিক্ত সকল পদার্থের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে। সুতরাং আচার্য উদয়ন যে স্বাভাবিক আশ্রিতত্বকে নিত্য-দ্রব্যভিন্ন অন্য পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াছেন তাহা সর্বথা সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়াছে।

মুক্তাবলীকার আশ্রিতত্ব-রূপ পূর্বোক্ত সাধর্ম্যের ব্যাখ্যাবসরে সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বকেই আশ্রিতত্ব বলিয়াছেন।[১] কেবল সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বকে আশ্রিতত্ব বলিলে তাদৃশ বৃত্তিত্ব সমবায়ে না থাকায় সমবায়ে অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে এই আশঙ্কা করিয়াই সম্ভবতঃ গ্রন্থকার 'সমবায়াদি' এই 'আদি' পদের সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহাতে আদি-পদের দ্বারা সংগৃহীত স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব সমবায়ে থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা পরিহৃত হইবে। এস্থলে মুক্তাবলীকারের অভিপ্রায়ানুসারে সমবায়ের স্বাধারবৃত্তিতার নিয়ামক যে স্বরূপ-সম্বন্ধ তাহাকে সমবায়ানাত্মক অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বাস্তবিকপক্ষে যদি স্বরূপ-সম্বন্ধটি সমবায়াত্মকই হইত তাহা হইলে আদি-পদের প্রয়োগ সর্বথা তাৎপর্যরহিতই হইয়া যাইত। কারণ সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিলেই স্বাত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-

১ আশ্রিতত্বং তু সমবায়াদিসম্বন্ধেন বৃত্তিমত্ত্বম্। সিদ্ধান্তমুক্তাবলী, পৃঃ ২৩৪

বৃত্তিতা গৃহীত হইত। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই মুক্তাবলীগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রভাটীকাকার স্বাত্মক-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতার কথা বলিয়াছেন।[১] আমাদের মনে হয় যে পূর্বোক্ত কারণে ঐ ব্যাখ্যা আদৌ সঙ্গত হয় নাই। আদি-পদের প্রয়োগ থাকায় সমবায়ের বৃত্তিতাকে অবশ্যই অন্য-কোন-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ হইলে কালিক বা সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতাও আশ্রিতত্ব-পদের দ্বারা সংগৃহীত হইবে। ঐরূপ বৃত্তিতা আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যে বিদ্যমান থাকায় উহা নিত্য-দ্রব্যে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে মুক্তাবলীস্থ আদি-পদের তাৎপর্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে দিনকর উপাধ্যায় সর্বাধারতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইতে ভিন্ন যে বৃত্তি-নিয়ামক সম্বন্ধ তাহাকেই সমবায়াদি-সম্বন্ধ-পদের অর্থ বলিয়াছেন।[২] এইরূপ হইলে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা এবং অতিরিক্ত-স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা—এই দ্বিবিধ বৃত্তিতাকেই সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিয়া বুঝিতে হইবে। কালিক বা দৈশিক স্বরূপ-সম্বন্ধ সর্বাধারতার নিয়ামক হওয়ায় তদবচ্ছিন্নবৃত্তিতা পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং আকাশ প্রভৃতি বিভু নিত্য-দ্রব্যে অতিব্যাপ্তির কোনও আশঙ্কা হইবে না। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পরমাণুগত সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা সর্বাধারতার নিয়ামক না হইলেও ঐরূপ বৃত্তিতাকে সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ ঐরূপ বৃত্তিতা বৃত্তি-নিয়ামক নহে। অতএব পরমাণু-রূপ নিত্য-দ্রব্যেও আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। বিভুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করিলেও উক্ত সংযোগ বৃত্তি-নিয়ামক না হওয়ায় সমবায়াদি সম্বন্ধের মধ্যে পরিগৃহীত হইবে না। কারণ পতনবিরোধী সংযোগকেই বৃত্তি-নিয়ামক সংযোগ-সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। বস্তুগুলির গুরুত্ব না থাকায় তাহাদের সংযোগ পতনবিরোধী হইবে না। পার্থিব ও জলীয় পরমাণুর গুরুত্ব থাকিলেও ঐরূপ অল্পিষ্ঠ গুরুত্ব পতনের কারণ না হওয়ায় পরমাণু-প্রতিযোগিক সংযোগকেও পতনবিরোধী বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। অতএব ঐ সকল সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতা সর্বাধারতার

---

১ সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিত্বৈতদন্যতরবত্ত্বরূপম্। প্রভা, পৃঃ ২৩৪-৫

২ সর্বাধারতানিয়ামককালিকসম্বন্ধাতিরিক্তসম্বন্ধেন। দিনকরী, পৃঃ ২৩৪

নিয়ামক সম্বন্ধ হইতে পৃথক্ সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইলেও ঐ বৃত্তিতাকে সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব নিত্য-দ্রব্যে উক্ত আশ্রিতত্বের অতিব্যাপ্তি চিরতরে পরিহৃত হইল। ঐরূপ সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বলিয়া ঘট-পটাদি জন্য-দ্রব্যের সংযোগ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা বা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা এবং গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ-পদার্থের সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা আর সমবায়ের স্বাতিরিক্তস্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা পাওয়া যাইবে। অভাবীয় স্বরূপ-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতা উক্ত সমবায়াদি-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিতার অন্তর্গত হইলেও 'ভাবত্বে সতি' এই বিশেষণের দ্বারা অভাবে অতিব্যাপ্তির নিরাকরণ হইবে। অতএব ভাবত্ববিশিষ্ট আশ্রিতত্বই নিত্য-দ্রব্যাতিরিক্ত সর্বপদার্থের সাধর্ম্য, ইহাই মুক্তাবলীগ্রন্থের নির্গলিত অর্থ। অবশ্য অভাব যদি লক্ষ্যান্তর্গত হয় তাহা হইলে 'ভাবত্বে সতি' এই বিশেষণাংশের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু বৈশেষিকসম্প্রদায়ে পদার্থগণনায় অভাবের উল্লেখ না থাকায় তন্মতানুসারে অভাবকে অলক্ষ্য বলিয়াই বুঝিতে হইবে। সুতরাং মুক্তাবলীকারের অভিপ্রায়ানুসারে ভাবত্ববিশিষ্ট আশ্রিতত্বকেই সাধর্ম্য বলিতে হইবে। এস্থলে ইহাই আমাদের বক্তব্য যে এই ব্যাখ্যা অর্থতঃ অসঙ্গত না হইলেও ইহাতে প্রাচীন সাম্প্রদায়িক তাৎপর্য রক্ষিত হয় নাই।

"আশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ" এই পরমমূলগ্রন্থস্থ 'চ' কারের তাৎপর্য-বর্ণনাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার উহাকে অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা অমূর্ত-পদার্থের নিষ্ক্রিয়ত্ব-রূপ পৃথক্ একটি সাধর্ম্য সূচিত করিয়াছেন।[১] অমূর্ত-পদার্থ বলিতে আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও গুণাদি সমবায়ান্ত পদার্থগুলিকে বুঝা যায়। কারণ চতুর্বিধ পরমাণু, মন ও দ্ব্যণুকাদি সাবয়ব দ্রব্যগুলি মূর্ত হইয়া থাকে। অতএব এই সকল পদার্থ-ব্যতীত পূর্বোক্ত পদার্থগুলি অমূর্ত-পদার্থ হইবে। কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, নিষ্ক্রিয়ত্বই হইবে ঐ সকল অমূর্ত-পদার্থের সমানধর্ম। আর বাস্তবিকপক্ষেও ঐ সকল পদার্থ ক্রিয়ারহিতই হইয়া থাকে। বিভুত্ব-নিবন্ধন আকাশাদি দ্রব্যের এবং অদ্রব্যত্ব-নিবন্ধন গুণাদি সমবায়ান্ত পদার্থের ক্রিয়া থাকিতে পারে না।

১ সমুচ্চেয়ান্তরাভাবাদনুক্তসমুচ্চয়ার্থশ্চকার ইত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪০

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, কোন কোন মূর্ত-দ্রব্যে উক্ত নিষ্ক্রিয়ত্ব-রূপ সাধর্ম্য অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইতেছে। আপত্তির অভিপ্রায় এই যে, যদি এমন কোন সাবয়ব দ্রব্য স্বীকার করা যায় যাহা কোন ক্রিয়া হইবার পূর্বেই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহা হইলে তাদৃশ সাবয়ব দ্রব্যে উক্ত নিষ্ক্রিয়ত্ব-রূপ সাধর্ম্য অতিব্যাপ্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। অবশ্য এস্থলে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, সচরাচর ঐরূপ সাবয়ব দ্রব্য সুলভ না হইলেও উহা একেবারে অসম্ভাবিত হইবে না। কারণ যাহা বিনাশী তাহা কদাচিৎ দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্ষণেও বিনষ্ট হইতে পারে। এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা যায় যে, নিষ্ক্রিয়ত্ব-পদের দ্বারা "কর্মবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিশূন্যত্ব"ই অমূর্ত-পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে অভিপ্রেত হইয়াছে।[1] 'দ্রব্যত্বব্যাপ্য' জাতি বলিতে আমরা আত্মত্ব, পৃথিবীত্ব, জলত্ব, ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে পাইয়া থাকি। ঐ সকল জাতিগুলির মধ্যে আত্মত্ব-জাতি কর্মবদ্ বা ক্রিয়াশীল বস্তুতে থাকে না। অতএব 'কর্মবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্য' জাতি বলিতে আত্মত্ব ব্যতীত উক্ত জাতিগুলিকে পাওয়া যায়। তাহাদের মধ্যে কোন জাতি আকাশাদি অমূর্ত দ্রব্যে বা গুণাদি সমবায়ান্ত কোন পদার্থেই থাকে না। অতএব ঐরূপ জাতিশূন্যত্বকে অর্থাৎ ঐরূপ জাতির অত্যন্তাভাবকে আমরা অমূর্ত-পদার্থের সাধর্ম্য বলিতে পারি। কোন সাবয়ব বস্তু অচিরবিনষ্ট হইলেও তাহাতে উক্ত জাতিগুলির মধ্যে কোন-না-কোন জাতি থাকিবেই, উহা কখনই জাতিশূন্য হইবে না। পূর্বোক্ত জাতিতে 'কর্মবদ্‌বৃত্তিত্ব' এই বিশেষণটি না দিলে উক্ত জাতিশূন্যত্ব-রূপ সাধর্ম্যটি আত্মাতে অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ ঐ বিশেষণটি না থাকিলে ফলতঃ দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিশূন্যত্বকেই অমূর্ত-পদার্থের সাধর্ম্য বলিতে হইবে। আত্মত্ব-জাতিও দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতির অন্তর্গত হওয়ায় এবং তাহার অভাব আত্মাতে না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু পূর্বোক্ত বিশেষণটি দিলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ আত্মত্ব-জাতি কর্মবদ্‌বৃত্তি হয় না। যাহারা কর্মবদ্‌বৃত্তি এবং দ্রব্যত্বের ব্যাপ্যজাতি-রূপে গৃহীত হয় তাহাদের মধ্যে কোনটিই আত্মাতে থাকে না। অতএব "কর্মবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি-

১ ন চ নিষ্ক্রিয়বিনষ্টে মূর্ত্তে ক্রিয়াত্যন্তাভাববত্ত্বমিত্যতিব্যাপকম্। কর্মবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিশূন্যভাবত্বস্য...বিবক্ষিতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪০

শূন্যত্বকে" অমূর্ত-পদার্থের সাধর্ম্য বলা যায়। দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্ব এই বিশেষণটি না দিলে অসম্ভব-দোষের আশঙ্কা থাকে। কারণ কর্মবদ্‌বৃত্তি জাতি বলিতে সত্তারও গ্রহণ হইবে। কিন্তু সত্তার অভাব কোন দ্রব্য বা গুণাদি পদার্থে থাকে না। যদি উক্ত বিশেষণটি প্রদত্ত হয় তাহা হইলে আর সত্তা বা দ্রব্যত্ব-জাতির গ্রহণ হইবে না। কারণ ঐ জাতিগুলি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য নহে।[১]

অথ সমবায়াদ্ বৈধর্ম্যমিতরেষাং সাধর্ম্যমাহ দ্রব্যাদীনামিতি।[২] সমবায়িত্বং সমবায়লক্ষণঃ সম্বন্ধঃ। অনেকত্বং স্বরূপভেদঃ। চকারাৎ সমবায়াদন্যত্বম্।

অনন্তর (গ্রন্থকার) 'দ্রব্যাদীনাম্' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা সমবায় হইতে (যাহা) বৈধর্ম্য (অর্থাৎ সমবায়ের পক্ষে যাহা বিরুদ্ধ ধর্ম) (এবং) অপরাপরের (অর্থাৎ অন্য সকল ভাব-পদার্থের) (যাহা) সাধর্ম্য (তাহা) বলিতেছেন। (এ স্থলে) সমবায়িত্ব বলিতে সমবায়-রূপ সম্বন্ধ (এবং) স্বরূপভেদকে অনেকত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। ('অনেকত্বং চ' এই পরমমূলগ্রন্থস্থ) চ-কারের দ্বারা (দ্রব্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে) সমবায়ভিন্নত্বকে সমুচ্চিত করা হইয়াছে।

'দ্রব্যাদীনাং পঞ্চানামপি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা প্রশস্তপাদ সমবায়িত্ব এবং অনেকত্বকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। সমবায়িত্ব বলিতে সাধারণতঃ সমবায়ের আশ্রয়ত্ব অথবা সমবেতত্বকে বুঝায়।[৩] প্রকৃতস্থলে উহাদের একটিকেও সমবায়িত্ব বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ যদি প্রথমটিকে অর্থাৎ সমবায়ের আশ্রয়ত্বকে

---

১ প্রকারান্তরেও নিষ্ক্রিয়ত্বের পরিষ্কার সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু গ্রন্থবাহুল্যভয়ে আমরা উহা হইতে বিরত রহিলাম।

২ দ্রব্যাদীনাং পঞ্চানামপি সমবায়িত্বমনেকত্বঞ্চ। প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৭

৩ যদ্যপি সমবায়িত্বং যদি সমবেতত্বং তদা নিত্যদ্রব্যাব্যাপ্তিঃ। সমবায়াশ্রয়ত্বঞ্চ সামান্যাদ্যব্যাপকং তয়োঃ সমবেতধর্মাভাবাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪০-৪১

সমবায়িত্ব বলা যায় তাহা হইলে জাতি ও বিশেষ-পদার্থে উহা অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ জাতি বা বিশেষ সমবায়ের আশ্রয় বা অনুযোগী হয় না। আর যদি সমবেতত্বকেই সমবায়িত্ব বলা হয় তাহা হইলে নিত্য-দ্রব্য, পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি পদার্থে উহা অব্যাপ্ত হইবে। কারণ নিত্য-দ্রব্য কখনও সমবেত অর্থাৎ সমবায়ের প্রতিযোগী হয় না। এইজন্য কিরণাবলীকার প্রকৃতস্থলে সমবায়-রূপ সম্বন্ধকেই সমবায়িত্ব বলিয়াছেন। এইরূপ বলিলে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সমবায়-রূপ সম্বন্ধ আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যে এবং জাতি ও বিশেষে বিদ্যমান আছে—অর্থাৎ সমবায়-রূপ সম্বন্ধ অনুযোগিত্ব-সম্বন্ধে নিত্য-দ্রব্যে এবং প্রতিযোগিত্ব-সম্বন্ধে জাতি ও বিশেষে থাকে। গুণ ও কর্মে অনুযোগিত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব এই উভয়সম্বন্ধেই সমবায় বিদ্যমান রহিয়াছে। কারণ গুণ ও ক্রিয়াতে সত্তা প্রভৃতি জাতি সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত হওয়ায় উহারা সমবায়ের অনুযোগী এবং গুণ ও ক্রিয়া স্বয়ং দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত হওয়ায় সমবায়ের প্রতিযোগী হইয়া থাকে। জন্য-দ্রব্যেও সমবায় পূর্বোক্ত উভয় সম্বন্ধেই বিদ্যমান থাকে। কারণ জন্য-দ্রব্যগুলি নিজ নিজ অবয়বে সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত হওয়ায় উহারা সমবায়ের প্রতিযোগী এবং গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতি জন্য-দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে থাকায় উহা সমবায়ের অনুযোগীও হয়। অতএব সমবায়-রূপ সম্বন্ধকে সমবায়িত্ব বলিলে উহা দ্রব্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য হইতে পারে। ফলতঃ ইহার দ্বারা অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোগিত্ব এই দুইটির অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ত্বকেই সমবায়িত্ব বলা হইয়াছে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে ব্যোমবতীকার এইভাবেই সমবায়িত্বের তাৎপর্য বর্ণনা করিয়াছেন[১] এবং ন্যায়কন্দলীকারও সমবায়িত্বকে সমবায়-রূপ বৃত্তিই বলিয়াছেন।[২]

কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সমবায়িত্ব-পদের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার কিরণাবলীকারের অনুসরণ না করিয়া স্বতন্ত্রভাবেই উক্ত পদের বিবৃতি

---

১ সমবায়ো বিদ্যতে যেষাং তে সমবায়িনস্তেষাং সমবায়লক্ষণা বৃত্তিরিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২০

২ সমবায়িত্বং সমবায়লক্ষণা বৃত্তিঃ। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৬

প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ পূর্বপ্রদর্শিত অর্থ গ্রহণ করিলে জাতি, বিশেষ ও নিত্য-দ্রব্যে অব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইবে। সুতরাং তিনি মনে করেন যে সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপধিমত্বকে সমবায়িত্ব অর্থাৎ দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] এস্থলে আমাদের ইহাই বক্তব্য যে এইরূপ ব্যাখ্যাকে সমবায়িত্ব-পদের অনুগুণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ এই ব্যাখ্যা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে প্রকাশকার স্বতন্ত্রভাবেই দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক, প্রকাশকার মনে করেন যে সমবেতবৃত্তিপদার্থ-বিভাজকোপাধিমত্বকে সমবায়িত্ব বলিলে অব্যাপ্তি-দোষের আশঙ্কা হইবে না। কারণ পদার্থবিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, বিশেষত্ব, ও সমবায়ত্বকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে সমবায়ত্বভিন্ন অবশিষ্ট পাঁচটি পদার্থবিভাজক উপাধি সমবেত-পদার্থে অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগিভূত পদার্থে থাকে। সুতরাং সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে যে দ্রব্যত্বাদি বিশেষত্বান্ত পাঁচটি উপাধিকে পাওয়া যায় তাহাদের এক একটি দ্রব্যাদি এক একটি পদার্থে বিদ্যমান রহিল। সমবেত-পদার্থ-রূপে ঘটের গ্রহণ হইবে। উহাতে দ্রব্যত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি থাকে। ঐ দ্রব্যত্ব আকাশাদি নিত্য-দ্রব্য ও দ্ব্যণুকাদি জন্য-দ্রব্যে থাকায় সর্বত্র দ্রব্যেই উক্ত উপাধি বিদ্যমান রহিল। এইরূপ সমবেত বলিতে রূপ, রস প্রভৃতি গুণের গ্রহণ হয়। গুণত্বাদি-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি ঐ সকল গুণে বিদ্যমান আছে। আবার সমবেত বলিতে আমরা ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ-পদার্থকেও গ্রহণ করিতে পারি। ক্রিয়াতে ক্রিয়াত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি, জাতিতে সামান্যত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি এবং বিশেষে বিশেষত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি বিদ্যমান থাকায় উহারাও পদার্থবিভাজক উপাধি বলিয়া গৃহীত হইবে। ঐ উপাধিগুলির মধ্যে ক্রিয়াত্ব ক্রিয়ায়, সামান্যত্ব সামান্যে ও বিশেষত্ব বিশেষে থাকে। সুতরাং অব্যাপ্তির প্রশ্নই উঠে না। সমবেত বলিতে সমবায়ের গ্রহণ না হওয়ায় সমবায়ত্বকে সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজক উপাধি বলিয়া গ্রহণ

---

১ তথাপি সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বং বিবক্ষিতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১

করা সম্ভব হয় না। সুতরাং সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

কিন্তু আমরা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকে অভিনন্দিত করিতে পারি না। কারণ প্রাচীনগণ স্বাত্মক-স্বরূপকেই সমবায়ের সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তদনুসারে সমবায়ও সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগী হওয়ায় সমবেত বলিয়া গৃহীত হয়। অতএব সমবায়ত্বও সমবেতবৃত্তিপদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গৃহীত হইবে। এইরূপ হইলে সমবায়বৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব-রূপ সাধর্ম্যের সমবায়ে অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হইয়া যাইবে।

প্রশস্তপাদাচার্য সমবায়িত্বের ন্যায় অনেকত্বকেও দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। সাধারণতঃ অনেকত্ব বলিতে আমরা সংখ্যা বা বুদ্ধিবিশেষবিষয়ত্বই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু এইরূপ হইলে দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের অন্তর্গত এক একটি ঘট-পটাদি-রূপ দ্রব্যব্যক্তিতে অনেকত্ব না থাকায় উহা অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। আর বুদ্ধিবিশেষবিষয়ত্ব-রূপ অনেকত্ব সমবায়ে থাকায় উহা সমবায়ে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। পূর্বোক্ত কারণেই কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে অনেকত্ব বলিতে স্বরূপভেদকেই বুঝিতে হইবে।[১] এইরূপ বলিলে পূর্বকথিত অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থ স্বরূপতঃ ভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু সমবায় এক, উহা স্বরূপতঃ ভিন্ন নহে।

এস্থলে অবশ্য ইহা বলা যাইতে পারে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে বিচার করিলে স্বরূপভেদ-রূপ অনেকত্ব সমবায়েও অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ ঘটপটাদি-দ্রব্যগত যে স্বরূপভেদ অর্থাৎ তত্তৎ-ব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ অথবা দ্রব্যে গুণ-ভেদ, গুণে দ্রব্য-ভেদ ইত্যাদি ভেদগুলি দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের ন্যায় সমবায়েও বিদ্যমান আছে। সুতরাং এইরূপে সমবায়েও অনেকত্ব বা স্বরূপভেদ অবশ্যই থাকিবে। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে যদিও পূর্বোক্তপ্রকারে ঘটপটাদিগত স্বরূপভেদ সমবায়েও বিদ্যমান আছে ইহা সত্য, তথাপি দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থ হইতে সমবায়ের যে বৈলক্ষণ্য আছে তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ দ্রব্যাদি পদার্থগুলির স্বসজাতীয়ব্যক্তি-ভেদ

---

১ অনেকত্বং স্বরূপভেদঃ। কিরণাবলী, পৃঃ ১৪০-৪১

বিদ্যমান আছে, কিন্তু সমবায়ের তাহা নাই। এই বৈলক্ষণ্যকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার সমবায়কে পৃথক্ রাখিয়া অনেকত্বকে দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন।

এক্ষণে আমরা পূর্বোক্ত অনেকত্ব বা স্বরূপভেদের একটি নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ উপন্যস্ত করিব। প্রকৃতস্থলে 'স্ববৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বে সতি তাদৃশপদার্থ-বিভাজকোপাধিসমানাধিকরণোভয়াবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদবত্ত্বম্'ই অনেকত্ব বা স্বরূপভেদ হইবে। তাদৃশ অনেকত্ব দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থে আছে, অথচ সমবায়ে নাই। অতএব ইহাতে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না। পূর্বকথিত তাৎপর্যেই ব্যোমবতীকার সমানলক্ষণযোগিত্ব-বিশিষ্ট ব্যক্তিভেদকেই অনেকত্ব বলিয়াছেন।[১] এক্ষণে আমরা পূর্বোক্ত নিষ্কৃষ্ট লক্ষণটির যথাযথ অভিপ্রায় বিবৃত করিব। প্রথমতঃ আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে প্রকৃতস্থলে স্ব-পদের দ্বারা কোন্ অর্থটিকে আমরা বুদ্ধিস্থ করিব। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে যখন ইহাই আমাদের আলোচ্য হইবে যে সমবায়ে উক্ত লক্ষণটির সমন্বয় হইতেছে কি না তখন সমবায়ই স্ব-পদের অর্থ হইবে; পক্ষান্তরে যখন আমরা আলোচনা করিব যে দ্রব্যাদিতে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইতেছে কি না তখন স্ব-পদের দ্বারা দ্রব্যাদিরই গ্রহণ হইবে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব যে সমবায়ে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হইতেছে কি না। সুতরাং লক্ষণস্থ স্ব-পদের দ্বারা সমবায়কেই বুঝিতে হইবে। স্ববৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব অর্থাৎ সমবায়বৃত্তিপদার্থবিভাজকো-পাধিমত্ত্ব সমবায়ে আছে, কারণ সমবায়ত্বই তাদৃশ পদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব হইয়া থাকে। কিন্তু তাদৃশপদার্থবিভাজকোপাধিসমানাধিকরণ-উভয়াবৃত্তিধর্মা-বচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদবত্ত্ব-রূপ লক্ষণের দ্বিতীয় অংশটি সমবায়ে নাই। কারণ তাদৃশপদার্থবিভাজক যে উপাধি অর্থাৎ সমবায়ত্ব তাহার সহিত সমানাধিকরণ অথচ উভয়ে অবৃত্তি অর্থাৎ অনাশ্রিত ধর্ম বলিতে দ্রব্যাদিগত ব্যক্তিত্বগুলি হইবে না; সমবায়ত্ব বা সমবায়গত ব্যক্তিত্বই ঐরূপ ধর্ম হইবে। আর সমবায়ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অথবা সমবায়গতব্যক্তিত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক যে ভেদ তাহা কখনই সমবায়ে থাকে না। অতএব সমবায়ে

---

১ সমানলক্ষণযোগিত্বে সতি ব্যক্তিভেদঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২১

উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না। পক্ষান্তরে দ্রব্য, গুণ প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থেই উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে। এক্ষণে স্ব-পদের দ্বারা ঘট-রূপ দ্রব্যকে গ্রহণ করা হইল। তদ্বৃত্তি পদার্থবিভাজকোপাধি যে দ্রব্যত্ব তাহা ঘটে আছে। এবং তাদৃশ পদার্থবিভাজক উপাধির সহিত সমানাধিকরণ অথচ উভয়াবৃত্তি ধর্ম যে ঘটগত তত্তৎ-ব্যক্তিত্ব তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ ঘটাদি দ্রব্যে বিদ্যমান আছে। এইরূপ গুণাদিগত পদার্থবিভাজক উপাধি যে গুণত্বাদি ধর্মগুলি তাহারা গুণাদিতে বিদ্যমান আছে এবং তাহাদের সহিত সমানাধিকরণ অথচ উভয়াবৃত্তি যে গুণাদিগত তত্তৎ-ব্যক্তিত্বরূপ ধর্মগুলি তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক ভেদ গুণাদি পদার্থে অবশ্যই থাকে। অতএব গুণাদি বিশেষান্ত পদার্থে লক্ষণ-সমন্বয়ের কোনও আপত্তি হইবে না।

যদি আমরা পূর্বোক্ত লক্ষণে 'স্ববৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বে সতি' এই বিশেষণাংশটি পরিত্যাগ করি তাহা হইলে সমবায়ে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ ঐ অংশটি পরিহার করিলে তাদৃশ পদার্থবিভাজক যে উপাধি অর্থাৎ স্ববৃত্তি পদার্থবিভাজক যে উপাধি তাহার সহিত সমানাধিকরণ যে উভয়াবৃত্তিধর্ম তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতার ভেদবত্ত্ব-মাত্রই দ্রব্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম হয়। দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় করিতে হইলে স্ব-পদার্থের দ্বারা দ্রব্যকেই গ্রহণ করিতে হইবে। দ্রব্যবৃত্তি পদার্থবিভাজক-উপাধিরূপে গৃহীত যে দ্রব্যত্ব তাহার সহিত সমানাধিকরণ এবং উভয়াবৃত্তি যে দ্রব্যগত তত্তৎ-ব্যক্তিত্বরূপ ধর্মগুলি তদবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদ ঘটপটাদি দ্রব্যের ন্যায় সমবায়েও বিদ্যমান আছে। এই কারণে 'স্ববৃত্তি-পদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বে সতি' এই অংশটি প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আর সমবায়ে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ স্ব-পদের দ্বারা দ্রব্যের গ্রহণ করা হইয়াছে। এজন্য তদ্গত পদার্থবিভাজক-উপাধি বলিতে দ্রব্যত্বকে পাওয়া যাইবে। তাদৃশ দ্রব্যত্ব সমবায়ে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে না। এই অভিপ্রায়েই ব্যোমবতীকার অনেকত্বকে সমানলক্ষণ-যোগিত্ববিশিষ্ট স্বরূপভেদ বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

অনেকত্বের পরিষ্কারপ্রসঙ্গে প্রকাশকার স্বাশ্রয়ভেদসমানাধিকরণপদার্থ-বিভাজকোপাধিমত্ত্বকেই অনেকত্ব বলিয়াছেন।[১] এইরূপ বলিলে সমবায়ে

১ তথাপি স্বাশ্রয়ান্যোন্যাভাবসমানাধিকরণপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বে তাৎপর্যম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১

অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। এস্থলে স্ব-পদের দ্বারা প্রথমতঃ কোনও একটি পদার্থবিভাজক উপাধিকে গ্রহণ করিতে হইবে। পরে ইহা দেখিতে হইবে যে উক্ত পদার্থবিভাজক উপাধিটি নিজ আশ্রয়ের যে ভেদ তাহার সহিত সমানাধিকরণ কি না। প্রকৃতস্থলে আমরা সমবায়ত্ব-রূপে পদার্থবিভাজক উপাধিটিকে স্ব-পদের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি না; কারণ সমবায়ত্বের যাহা আশ্রয় অর্থাৎ সমবায় তাহার ভেদ সমবায়ে থাকে না। কিন্তু স্ব-পদের দ্বারা দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অপর পদার্থবিভাজক উপাধিগুলিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ দ্রব্যত্বের আশ্রয় যে ঘটব্যক্তিবিশেষ তাহার ভেদ অন্য ঘটাদি দ্রব্যান্তরে বর্তমান থাকায় উহা স্বাশ্রয়ভেদের সহিত সমানাধিকরণ হইয়া থাকে। ঐরূপ পদার্থবিভাজক উপাধি দ্রব্যাদিতে থাকায় দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থে উক্ত সাধর্ম্যের সমন্বয় হইতে বাধা থাকে না।

এস্থলে ইহাই আমাদের বক্তব্য যে প্রকাশকারের ব্যাখ্যা দোষরহিত হইলেও উহা আচার্যের অনভিমত বলিয়া মনে হয়। কারণ আচার্য স্বরূপ-ভেদকেই অনেকত্ব বলিয়াছেন এবং প্রকাশকারের বিবৃতিতে স্বরূপভেদের কোনও প্রসঙ্গই নাই। পদ্মনাভ প্রভৃতি অপরাপর টীকাকারগণ পূর্বোক্ত রীতিতেই অনেকত্বের ব্যাখ্যান করিয়াছেন।[১] প্রকাশকারের ব্যাখ্যার দ্বারা ঐ সকল ব্যাখ্যা গতার্থ হওয়ায় উহাদের আলোচনা অনতিপ্রয়োজন।

আচার্যোক্ত স্বরূপভেদের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মথুরানাথ বলিয়াছেন যে 'স্ববৃত্তিভাববিভাজকোপাধিমৎপ্রতিযোগিকপ্রতিযোগ্যবৃত্তিভেদ'ই স্বরূপভেদ এবং তাদৃশ ভেদবত্ত্বই দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম।[২] এস্থলে স্ব-পদের দ্বারা লক্ষ্য-রূপে অভিমত বস্তুকে গ্রহণ করিতে হইবে। ঘটপটাদি দ্রব্যে লক্ষণসমন্বয়কালে স্ব-পদের দ্বারা ঘটপটাদি দ্রব্যগুলিই গৃহীত হইবে। তদ্বৃত্তি ভাববিভাজক-উপাধি যে দ্রব্যত্ব, তদ্বৎ অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট (অর্থাৎ উক্ত উপাধির অধিকরণ) যে অন্য ঘটপটাদি ব্যক্তি, তৎ-প্রতিযোগিক যে প্রতিযোগ্যবৃত্তি ভেদ অর্থাৎ 'তত্তদ্-ব্যক্তি র্ন' এই আকারের ভেদ তাহা স্ব-পদের দ্বারা

---

১ স্বাশ্রয়প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবসমানাধিকরণভাববিভাজকোপাধিমত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। সেতু, পৃঃ ১২০

২ রহস্য, পৃঃ ১৬৪

গৃহীত ঘট-পটাদি ব্যক্তিতে থাকায় লক্ষণসমন্বয় হইল। তুল্য প্রণালীতে গুণাদিতেও লক্ষণের সমন্বয় বুঝিতে হইবে। স্ব-পদের দ্বারা দ্রব্যের গ্রহণ হইলে যেমন দ্রব্যত্বই স্ববৃত্তি ভাববিভাজক-উপাধি হয় সেইরূপ স্ব-পদের দ্বারা গুণাদির গ্রহণ হইলে তদ্বৃত্তি ভাববিভাজক-উপাধি-রূপে গুণত্বাদির গ্রহণ হইবে। এবং ঐ উপাধির আশ্রয়ীভূত তত্তৎ-গুণাদি-প্রতিযোগিক ও প্রতিযোগ্যবৃত্তি যে তত্তৎ-গুণাদি ব্যক্তির ভেদ তাহা গুণাদিতে থাকায় উহা পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য হইতে পারিল। উক্ত ভেদে 'প্রতিযোগ্যবৃত্তি' ঐ বিশেষণটি প্রদত্ত না হইলে সমবায়ে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ সমবায়বৃত্তি ভাববিভাজক-উপাধি যে সমবায়ত্ব তাহার আশ্রয়ীভূত যে সমবায় তৎ-প্রতিযোগিক যে সমবায় ও ঘট এতদুভয়ের ভেদ তাহা সমবায়ে বিদ্যমান আছে। সুতরাং এইভাবে যাহাতে অতিব্যাপ্তি না হইতে পারে তাহার জন্যই ভেদে 'প্রতিযোগ্যবৃত্তি' এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর উক্ত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ প্রদর্শিত উভয়ভেদ নিজের প্রতিযোগী সমবায় ও ঘটে বিদ্যমান হওয়ায় উহা স্বীয় প্রতিযোগীতে অনাশ্রিত অর্থাৎ অবৃত্তি হয় নাই।

কিন্তু আমরা পূর্বোক্ত লক্ষণটিকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ ঘট-পটাদিতে লক্ষণসমন্বয়ের সময় স্ববৃত্তিভাববিভাজকোপাধিমৎপ্রতিযোগিক ও প্রতিযোগ্যবৃত্তি ভেদ-রূপে গৃহীত যে তত্তৎ-ঘটপটাদি ব্যক্তির ভেদ তাহা সমবায়েও বিদ্যমান আছে। অবশ্য এস্থলে যদি তত্ত্বচিন্তামণিকারস্বীকৃত স্বগর্ভবহুব্রীহিকে অবলম্বন করিয়া স্ববৃত্তিভাববিভাজকোপাধিমৎপ্রতিযোগিক-প্রতিযোগ্যবৃত্তিভেদবৎকত্বকে সমানধর্ম-রূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে প্রথম স্ব-পদের দ্বারা গৃহীত বস্তুরই তাদৃশভেদবৎক-রূপে গ্রহণ হওয়ায় আর সমবায়ে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ প্রথমতঃ স্ব-পদের দ্বারা সমবায়ের গ্রহণ করিলে যে ভেদটিকে পাওয়া যাইবে তাহার আশ্রয় সমবায় হইবে না এবং প্রথমতঃ স্ব-পদের দ্বারা দ্রব্যাদির গ্রহণ করিলে কথিত ভেদ-রূপে যে ভেদের গ্রহণ হয় তাহা সমবায়ে থাকিলেও সমবায়টি 'স্ব' না হওয়ায় তাদৃশ-ভেদবৎক হইবে না।

দ্রব্যং বিহায় পঞ্চানামাহ গুণাদীনামিতি। নির্গুণত্বং গুণাভাববিশিষ্টত্বং নিষ্ক্রিয়ত্বং ক্রিয়ায়া অসমবায়ঃ।

'গুণাদীনাং পঞ্চানামপি নির্গুণত্বনিষ্ক্রিয়ত্বে'[১] এই পরমমূলগ্রন্থের দ্বারা দ্রব্যব্যতিরিক্ত পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। (পরমমূলস্থ) নির্গুণত্ব-পদের অর্থ গুণাভাববিশিষ্টত্ব এবং নিষ্ক্রিয়ত্ব-পদের অর্থ ক্রিয়ার অসমবায়।

পরমমূলকার 'গুণাদীনাম্...' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা নির্গুণত্বকে গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন। রূপ, রস, প্রভৃতি গুণগুলি একমাত্র দ্রব্যেই আশ্রিত হইয়া থাকে। যদি গুণে গুণ স্বীকার করা হয় তাহা হইলে অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে। কারণ গুণগত গুণের ন্যায় তদ্‌গত গুণেও গুণত্বনিবন্ধন গুণান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং অনবস্থা-দোষ অপরিহার্য হইয়া পড়ে। অবশ্য যদিও উহাতে আত্মাশ্রয় বা অন্যোন্যাশ্রয়াদি দোষের সম্ভাবনা না থাকায় উহা বীজাঙ্কুরের ন্যায় মূলক্ষতিকর হইবে না ইহা সত্য, তথাপি প্রমাণসিদ্ধ নহে বলিয়াই গুণে গুণান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। পুষ্প, ফল প্রভৃতি পার্থিব বস্তুগুলিকে গন্ধ ও রসের আশ্রয় বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়। কিন্তু পুষ্পাশ্রিত গন্ধের গন্ধ কিরূপ অথবা ফলাশ্রিত রসের রস কীদৃশ এইরূপ প্রশ্ন কদাচ আমাদের মনে উত্থিত হয় না। অতএব গন্ধাশ্রিত গন্ধ বা রসাশ্রিত রস অপ্রামাণিক হওয়ায় উহা প্রমাণিত হইতে পারে না। এস্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে যদিও পুষ্পাশ্রিত গন্ধের গন্ধ কিরূপ বা ফলাশ্রিত রসের রস কিরূপ এইরূপ প্রশ্ন উদিত হয় না ইহা সত্য, তথাপি পুষ্পাশ্রিত গন্ধ কিরূপ অথবা ফলাশ্রিত রস কিরূপ এই প্রশ্ন অবশ্যই আমাদের মনে উদিত হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রশ্ন গন্ধগত বা রসগত বৈজাত্যেরই প্রশ্ন, গন্ধগত গন্ধের বা রসগত রসের নহে। দ্রব্যের ন্যায় গুণ বা ক্রিয়াতেও

---

১ প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৭

শাস্ত্রকারগণ বৈজাত্য অর্থাৎ জাতিবিশেষ স্বীকার করিয়াছেন। যাহা প্রামাণিক তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। অতএব গুণাদি পদার্থে বৈজাত্য বিদ্যমান থাকিলেও উহাতে গুণাদির বিদ্যমানতা প্রমাণিত না থাকায় গুণাদি পদার্থ নির্গুণ বলিয়াই প্রমাণিত হইয়াছে।

পূর্বে যে নির্গুণত্ব অর্থাৎ গুণাভাবকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে ইহাতে কেহ কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি ভাবভূত বস্তুই ধর্ম হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল ভাবভূত বস্তু সাধর্ম্য হইতে পারিলেও যাহা ধর্মভূতই নহে, অর্থাৎ যাহার ধর্মত্বই নাই, এইরূপ অভাবকে কিরূপে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে প্রথমতঃ পূর্বপক্ষীকেই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে তিনি গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতি পদার্থগুলিকে কি অভিপ্রায়ে ধর্ম বলিয়াছেন। তাঁহাকে অবশ্যই এক্ষেত্রে ইহা বলিতে হইবে যে যেহেতু ঐ সকল পদার্থের দ্বারা অবাধিত বিশিষ্ট ব্যবহার হইয়া থাকে, অর্থাৎ যেহেতু সকলেই 'গুণবান্', 'ক্রিয়াবান্', 'জাতিমান্' ইত্যাদি প্রকারে গুণ, ক্রিয়া, জাতি প্রভৃতির দ্বারা বিশিষ্ট ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাদৃশ ব্যবহারের কোন বাধাও উপলব্ধ হয় না, এজন্যই উহাদের ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা হয়। সুতরাং ইহা বলা যাইতে পারে যে পূর্বোক্তরূপ বিশিষ্ট ব্যবহারই যদি ধর্মত্বের নিয়ামক হয় তাহা হইলে ভাব-বস্তুর ন্যায় অভাবও নিশ্চয়ই ধর্ম হইবে। কারণ 'অঘটং ভূতলম্' এইরূপে ঘটাভাবের দ্বারা ভূতলে বিশিষ্ট ব্যবহার সর্বজনবিদিত এবং অবাধিত। সুতরাং তুল্যযুক্তিতে ভাবের ন্যায় অভাবেরও ধর্মত্ব প্রমাণিত হয় বলিয়া নির্গুণত্বকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে উল্লেখ করায় গ্রন্থের কোনও দোষ হয় নাই।[১]

---

১ নির্গতা গুণা যেভ্যস্তে নির্গুণাঃ, তেষাং ভাবো নির্গুণত্বং গুণাভাবঃ। অথাভাবস্য ভাবতয়া ধর্মত্বাভাব ইতি চেন্ন। বিশেষণত্বেন তদুপপত্তেঃ! তথাহি গুণাভাবেন সত্তাগুণাদিষন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং নির্গুণা ইতি ব্যবহারদর্শনাজ্‌ জ্ঞায়তে গুণাভাবস্য বিশেষণত্বেন ধর্মত্বমিতি। স চ পঞ্চস্ব সমানত্বাৎ সাধর্ম্যমিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২১

নির্গুণত্বং গুণাভাববিশিষ্টত্বং, নিষ্ক্রিয়ত্বং ক্রিয়াভাববিশিষ্টত্বম্। যথা ভাবোঽভাবস্য বিশেষণং স্ববিশিষ্টপ্রত্যয়জননাদেবমভাবোঽপি। তথাচোপনিবদ্ধমঘটং ভূতলমিতি। ভাবাভাবয়োরসম্বন্ধাৎ

গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তিত গুণাভাববিশিষ্টত্বের একদেশ যে গুণাভাব তাহাকে প্রকৃতস্থলে গুণের অত্যন্তাভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ যে-কোনও-প্রকার গুণাভাবকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্যের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কারণ গুণভেদ-রূপ গুণাভাব গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের বহির্ভূত ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যেও বিদ্যমান আছে। এই কারণে প্রকাশকার কিরণাবলীস্থ 'গুণাভাব' পদের ব্যাখ্যায় উহাকে গুণাত্যন্তাভাব বলিয়াছেন।[১] এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে প্রকৃতস্থলে গুণাত্যন্তাভাবকে গুণসামান্যাভাব[২] অর্থাৎ গুণত্বাবচ্ছিন্ন-সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক অভাব বলিয়াই বুঝিতে হইবে। অন্যথা রূপাদ্যভাবাত্মক গুণবিশেষাভাব বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যে থাকায় ঐ সকল দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি হইবে এবং 'সংযোগেন গুণো নাস্তি' ইত্যাদি-স্থলীয় গুণসামান্যাভাব দ্রব্যমাত্রেই বিদ্যমান থাকায় উহাতে অতিব্যাপ্তি হইবে।

কিন্তু ইহাতেও সর্বথা অতিব্যাপ্তি পরিহৃত হইবে না। কারণ উৎপত্তি-ক্ষণাবচ্ছেদে অথবা উৎপন্নবিনষ্ট ঘটে প্রদর্শিত গুণসামান্যাভাব বিদ্যমান আছে। অতএব ঘটাদি-রূপ দ্রব্যে উক্ত সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। এই অতিব্যাপ্তি-পরিহারের জন্য সূক্তিটীকাকার জগদীশ ও মুক্তাবলীকার গুণবদবৃত্তিধর্মবত্ত্বকেই নির্গুণত্ব-পদের তাৎপর্যার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া উহাকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন।[৩]

কথমভাবো বিশেষণমিতি চেৎ, অস্তি তাবদয়ং বিশিষ্টপ্রত্যয়ঃ, তদ্দর্শনাৎ সম্বন্ধমপি কল্পয়িষ্যামঃ। যদি সম্বন্ধমেব বিশেষণং মন্যসে। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৬-৭

১ গুণাভাবো গুণাত্যন্তাভাবঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১

২ সামান্যাভাবস্যাবশ্যবাচ্যত্বাৎ। মকরন্দ, পৃঃ ১৪১

নির্গুণত্বং যদি গুণাভাববত্ত্বং তদান্যোন্যাভাবমাদায় দ্রব্যে গতমত আহ গুণাভাবেতি। গুণাত্যন্তাভাবেত্যর্থঃ। স চ সামান্যাভাবো বিবক্ষিতঃ, নাতো বিশেষাভাবেন প্রসক্তিঃ। ভাস্কর, পৃঃ ৫১

৩ নির্গুণত্বং গুণবদবৃত্তিধর্মবদ্‌ভাবত্বম্, তেনাদ্যক্ষণে দ্রব্যস্য গুণবদন্যত্বেঽপি ন তত্রাতি-ব্যাপ্তিঃ। সূক্তি, পৃঃ ১২০

যদ্যপি গুণক্রিয়াশূন্যত্বমাদ্যক্ষণে ঘটাদাবতিব্যাপ্তং ক্রিয়াশূন্যত্বঞ্চ গগনাদাবতিব্যাপ্তং তথাপি গুণবদবৃত্তিধর্মবত্ত্বং কর্মবদবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বঞ্চ তদর্থঃ। মুক্তাবলী, পৃঃ ১৭৪-৭৫

এক্ষণে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ গুণবদবৃত্তিধর্ম বলিতে গুণত্ব প্রভৃতির গ্রহণ হইবে, কারণ উহা কখনও দ্রব্যে থাকে না। কিন্তু আমরা এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি না। কারণ উৎপন্ন-বিনষ্ট ঘটে উক্ত অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। উৎপন্নবিনষ্ট ঘটের যে ব্যক্তিত্ব তাহাও গুণবদবৃত্তিই হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তিত্ব উৎপন্নবিনষ্ট ঘটে থাকায় অতিব্যাপ্তির পরিহার হয় না। অতএব আমরা গুণবদ-বৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বকেই নির্গুণত্ব-পদের মর্মার্থ বলিয়া গ্রহণ করিব এবং উহাকেই দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিব। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ উক্ত ঘট-ব্যক্তিত্ব পদার্থবিভাজক উপাধি নহে। অবশ্য এস্থলে যদি এইরূপ বলা যায় যে উৎপন্নবিনষ্ট ঘট স্বীকার করা যায় না তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাও সমীচীন হইতে পারে। কিন্তু আমরা মনে করি না যে ঐরূপ অস্বীকারের কোন সঙ্গত কারণ আছে।

নিষ্ক্রিয়ত্বকে গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের অপর একটি সমানধর্ম বলা হইয়াছে। পূর্বে কিরণাবলীকার নির্গুণত্ব-পদের ব্যাখ্যায় উহাকে গুণাভাববিশিষ্টত্ব অর্থাৎ গুণাভাবই বলিয়াছেন। কিন্তু নিষ্ক্রিয়ত্ব-পদের ব্যাখ্যানাবসরে তিনি পূর্বের ন্যায় ক্রিয়াভাববিশিষ্টত্বকে নিষ্ক্রিয়ত্ব-রূপে বর্ণনা করেন নাই। পরন্তু তিনি ক্রিয়ার অসমবায়কেই নিষ্ক্রিয়ত্ব বলিয়াছেন। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে কিরণাবলীগ্রন্থের কোন ব্যাখ্যাকারই উক্ত দুইটি পদের বিভিন্নপ্রকার ব্যাখ্যার কোনও তাৎপর্য বর্ণনা করেন নাই। সকল ব্যাখ্যাকারই যেন পৃথগ্‌ভাবে নিষ্ক্রিয়ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়া উহাকে স্পন্দের অর্থাৎ ক্রিয়ার অত্যন্তাভাব বলিয়াছেন।[১]

আমরা এক্ষণে কিরণাবলীকারের অভিপ্রায় বুদ্ধিস্থ করিবার চেষ্টা করিব। 'ক্রিয়ার অসমবায়' বলিতে সাধারণতঃ ক্রিয়াপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট যে সমবায় তাহার অভাবকেই বুঝায় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা হইতে পারে না। কারণ মুদ্রিত কিরণাবলীগ্রন্থে সর্বত্রই 'অসমবায়ঃ' এইরূপ পুংলিঙ্গান্ত পাঠ পরিদৃষ্ট হয়। তদনুসারে 'সমবায়স্য অভাবঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকার করা

১ ক্রিয়া স্পন্দস্তদত্যন্তাভাবশ্চ। প্রকাশ, ১৪১

সম্ভব হয় না। কারণ ঐরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকার করিলে সমাসটি অব্যয়ীভাবই হইবে এবং অব্যয়ীভাবসমাসের নিয়মানুসারে সমস্ত পদটি নপুংসকলিঙ্গান্ত হইয়া 'অঘটম্' ইত্যাদির ন্যায় 'অসমবায়ম্' এইরূপ হইয়া যাইবে। সুতরাং এস্থলে নঞ্‌সমাসের সাহায্যে পদটির সাধুত্ব সাধন করিতে হইবে। তদনুসারে 'ন সমবায়ঃ' এইরূপ বিগ্রহবাক্য স্বীকার করিলে 'অসমবায়ঃ' এইরূপ পুংলিঙ্গান্ত পদটি নিষ্পন্ন হইবে। কিন্তু ইহাতে 'ক্রিয়ায়াঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের ক্রিয়াপ্রতিযোগিকত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া উহাকে 'সমবায়ে'র সহিত অন্বিত করা সম্ভব হইবে না। কারণ এইরূপ অন্বয় স্বীকার করিলে সাপেক্ষতা-নিবন্ধন সমাসই অসাধু হইয়া পড়িবে। সুতরাং 'ক্রিয়ায়াঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের অর্থ হইবে ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ব। উহার অন্বয় নঞর্থ-অভাবের সহিত করিতে হইবে। প্রদর্শিত সমাসে নঞের অর্থ 'অত্যন্তাভাব' নহে; 'অন্যোন্যাভাবই' হইবে। 'ন ব্রাহ্মণঃ' ইত্যাদিস্থলে 'ভেদ'ই নঞের অর্থ হইয়া থাকে। এইরূপ হইলে ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ববিশিষ্ট যে সমবায়-ভেদ তাহাই 'অসমবায়ঃ' এই পদের অর্থ হইবে। এইরূপ ভেদ একমাত্র দ্রব্যেই সম্ভব। কারণ ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ব দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং ইহা অসম্ভব-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। আর যদি 'অসমবায়ম্' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া 'সমবায়ের অত্যন্তাভাব' ইহাই উক্ত অব্যয়ীভাবসমাসের অর্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও 'ক্রিয়ায়াঃ' এই ষষ্ঠ্যন্ত পদের ক্রিয়াপ্রতিযোগিকত্ব-রূপ অর্থকে সমবায়-পদের অর্থের সহিত অন্বিত করা যাইবে না। কারণ শাব্দিকগণের মতে অব্যয়ীভাবসমাসবিশেষের অন্তর্গত পদের অর্থের সহিত সেই সমাসে অনিবিষ্ট অপর কোনও পদের অর্থের অন্বয় হয় না। অতএব এই মতেও ষষ্ঠ্যন্ত পদের অর্থ যে 'ক্রিয়ার সম্বন্ধিত্ব' তাহার অন্বয় নঞর্থ 'অত্যন্তাভাবে'র সহিতই করিতে হইবে। এইরূপ হইলে ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ববিশিষ্ট সমবায়াভাবই 'ক্রিয়ায়া অসমবায়ম্' পদের অর্থ হইবে। ইহাতে গুণাদি পদার্থে ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ববিশিষ্ট সমবায়াভাব না থাকায় অব্যাপ্তি-দোষ হইয়া যাইবে। এমন কি, ক্রিয়াসম্বন্ধিত্ব ও সমবায়াভাব এই দুইটি মিলিতভাবে কোথাও না থাকায় ঐরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট অভাব অলীকই হইয়া যাইবে। অতএব কোনও প্রণালীতেই কিরণাবলীগ্রন্থের সঙ্গত ব্যাখ্যা সম্ভব হয় না।

সুতরাং আমরা ঐ গ্রন্থকে স্পন্দের অত্যন্তাভাব-রূপ অর্থেই গ্রহণ করিলাম এবং ব্যাখ্যাতৃগণ সকলেই তাহা করিয়াছেন।[১] এইরূপ হইলে ঐ গ্রন্থকে লিপিকরপ্রমাদ মনে করিয়া আমরা উহার স্থলে 'ক্রিয়ায়া অভাবঃ' এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। ইহাতে ক্রিয়ার অর্থাৎ স্পন্দের অত্যন্তাভাবই নিষ্ক্রিয়ত্ব-পদের অর্থ হইবে। তাদৃশ অভাব গুণাদিতে বিদ্যমান থাকায় অব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু ইহাতেও বিভু-দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। কারণ বিভু-দ্রব্যে যে নিষ্ক্রিয়ত্ব অর্থাৎ ক্রিয়ার অত্যন্তাভাব থাকে ইহা কিরণাবলীকার পূর্বে বলিয়াছেন। পূর্বে তিনি নিষ্ক্রিয়ত্বকে অমূর্ত-দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতএব এস্থলে নিষ্ক্রিয়ত্ব পদের তাৎপর্যার্থ-রূপে কর্মবদবৃত্তিসত্তাভিন্নজাতিশূন্যত্বকেই গ্রহণ করিতে হইবে।[২] এইরূপ হইলে দ্রব্যগত দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি কর্মবদবৃত্তি অথচ সত্তাভিন্ন জাতিরূপে গৃহীত হইবে। ঐ সকল জাতির অন্তর্গত দ্রব্যত্ব-জাতি বিভু-দ্রব্যেও বিদ্যমান থাকায় দ্রব্যে তাদৃশ জাতিশূন্যত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং দ্রব্যগত ঐরূপ জাতিগুলির কোনও জাতি গুণাদিতে না থাকায় গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থের কোথাও ইহা অব্যাপ্ত হইবে না। কর্মবদবৃত্তিজাতি-রূপে সত্তারও গ্রহণ হয় এবং ঐ সত্তা গুণে থাকায় অব্যাপ্তি নিবারণের জন্য কর্মবদবৃত্তি জাতিতে সত্তাভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার কর্মবদবৃত্তিভাববিভাজকোপাধিমত্ত্বকেই নিষ্ক্রিয়ত্ব-পদের তাৎপর্যার্থ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[৩] ভাব-বিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, ক্রিয়াত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্বকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব-রূপ উপাধিটি কর্মবৎ-এ অবৃত্তি না হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। অবশিষ্ট পাঁচটি উপাধির এক একটি গুণাদি সমবায়ান্ত এক-এক-প্রকার পদার্থে থাকায় এবং উহাদের কোন উপাধিই দ্রব্যে না থাকায়

---

১ ক্রিয়া স্পন্দঃ তদত্যন্তাভাবশ্চ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১ ;......ইত্যত আহ স্পন্দ ইতি। মকরন্দ, পৃঃ ১৪১

২ তথাপি কর্মবদবৃত্তিসত্তাব্যাপ্যজাতিশূন্যভাবত্বং বিবক্ষিতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪১

৩ নিষ্ক্রিয়ত্বং ক্রিয়াবদবৃত্তিভাববিভাজকধর্মবত্ত্বম্। সূক্তি, পৃঃ ১২০

অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি হইবে না। কিন্তু আমাদের এই ব্যাখ্যায় গুণত্বাদি ভাব-পদার্থগুলিই সাধর্ম্য-রূপে পাওয়া যায়। পূর্বব্যাখ্যানুসারে তাদৃশজাতি-শূন্যত্ব-রূপ অভাবকেই আমরা সাধর্ম্য-রূপে পাইয়াছি। নিষ্ক্রিয়ত্ব-পদটি অভাববোধক হওয়ায়[১] আমরা প্রথমোক্ত ব্যাখ্যাকেই সমীচীনতর বলিয়া মনে করি।

দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণামিতি[২]। সত্তাসম্বন্ধঃ সমবায়-লক্ষণঃ। সামান্যবিশেষা দ্রব্যত্বাদয়স্তদ্বত্ত্বম্। নিরুপপদে-নার্থশব্দেন দ্রব্যাদয়স্ত্রয় এবাভিধীয়ন্তে, নাপরে। এষ এব স্বসময়ো বৈশেষিকাণাং স্বশাস্ত্রে ব্যবহারলাঘবায়। যথা[৩] ধারণাধ্যান[৪] সমাধিত্রয়মেকত্র সংযম ইতি যোগানু-শাসনে। দ্রব্যাদিত্রয়স্তু প্রত্যেকসমুদায়াভ্যামিতি বিশেষঃ। তদিদমুক্তং স্বসময়েতি। ধর্মাধর্মকর্তৃত্বঞ্চেতি। সাধর্ম্যদ্বয়সূচনায় চকারঃ। ধর্মকর্তৃত্বমধর্মং বিহায় অধর্মকর্তৃত্বঞ্চ ধর্মং বিহায়।

"দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাম্........." ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। (পরমমূলস্থ) সত্তাসম্বন্ধ-পদে সমবায়-রূপ সম্বন্ধকে বুঝিতে হইবে। (পরমমূলস্থ) ('সামান্যবিশেষবত্ত্বম্' এই-স্থলীয়) সামান্য-বিশেষ বলিতে দ্রব্যত্ব প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। তদ্বত্ত্বও (দ্রব্যাদিত্রয়ের) (অন্য একটি) সাধর্ম্য (হইবে)। উপপদরহিত

---

১ নিষ্ক্রিয়ত্বং কর্মত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাত্যন্তাভাববত্ত্বং যদ্যপ্যাকাশাদাবতিব্যাপ্তং তথাপি ক্রিয়াবদ্বৃত্তিভাববিভাজকোপাধিশূন্যত্বং তথেতি ভাবঃ। সেতু, পৃঃ ১২০-২১

২ দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাং সত্তাসম্বন্ধঃ সামান্যবিশেষবত্ত্বং স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্বং ধর্মাধর্মকর্তৃত্বঞ্চ। প্রশস্তপাদ, পৃঃ ১৮

৩ চকারোঽধিকঃ পঠ্যতে সোসাইটিপুস্তকে।

৪ ধ্যানধারণেতি পাঠান্তরম্। তন্ন সাধু, পাতঞ্জলসূত্রোক্তক্রমলঙ্ঘনাৎ।

অর্থ-শব্দের দ্বারা দ্রব্যাদি তিনটি পদার্থই অভিহিত হয়, অন্য (অর্থাৎ সামান্যাদি পদার্থ) নহে। ইহাই বৈশেষিকগণের নিজস্ব সঙ্কেত। স্বশাস্ত্রে ব্যবহার-লাঘবের জন্য (বৈশেষিক সম্প্রদায়) অর্থ-শব্দের এইরূপ সঙ্কেত করিয়াছেন। যেমন যোগশাস্ত্রে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি একত্রে সংযম-শব্দের অভিধেয় বলা হইয়াছে।[১] ইহাতে যোগশাস্ত্রের সহিত বৈশেষিকশাস্ত্রের প্রভেদ এই যে দ্রব্যাদি-ত্রয়ের এক-একটি এবং মিলিত দ্রব্যাদিত্রয় এই উভয়ই অর্থ-শব্দের অভিধেয় হইবে। (কিন্তু যোগশাস্ত্রে ধ্যান, ধারণা ও সমাধি এই তিনটির এক-একটি পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে সংযম-শব্দের অভিধেয় হয় নাই কিন্তু মিলিতভাবে এই তিনটি সংযম-শব্দের অভিধেয় হইয়াছে।) এই বিশেষেই (পরমমূলস্থ) স্বসময়-পদের তাৎপর্য হইবে। 'ধর্মাধর্মকর্তৃত্বঞ্চ' এই (পরমমূলস্থ) 'চ'কারটি পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে দুইটি সাধর্ম্যের সূচনা করিবার নিমিত্ত গৃহীত হইয়াছে। ইহার দ্বারা অধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া (অবশিষ্ট সকল দ্রব্য, গুণ ও কর্মের) ধর্মকর্তৃত্বকে (অর্থাৎ ধর্মকারণত্বকে) এবং ধর্মকে পরিত্যাগ করিয়া (অবশিষ্ট সকল দ্রব্য, গুণ ও কর্মের) অধর্মকর্তৃত্বকে (অর্থাৎ অধর্মকারণত্বকে) সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

---

১ ত্রয়মেকত্র সংযমঃ। পাতঞ্জলযোগসূত্র, বিভূতিপাদ, সূত্র ৪।

তদেতদ্ধারণাধ্যানসমাধিত্রয়মেকত্র সংযমঃ। একবিষয়াণি ত্রীণি সাধনানি সংযম ইত্যুচ্যতে। তদস্য ত্রয়স্য তান্ত্রিকী পরিভাষা সংযম ইতি। ব্যাসভাষ্য, পৃঃ ১২০

এস্থলে কিরণাবলীকার কণ্ঠতঃই ব্যাসভাষ্য হইতে উদ্ধৃতি করিতেছেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে পণ্ডিতপ্রবর বিন্ধ্যেশ্বরীপ্রসাদ দ্বিবেদী কর্তৃক সম্পাদিত পুস্তকে যেরূপে ব্যাস-ভাষ্যটি উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। যোগাঙ্গনির্দেশক সাধনপাদস্থ পাতঞ্জলযোগসূত্রে যে অষ্ট-অঙ্গের ক্রম বর্ণিত আছে তাহাতে ধারণার পরেই ধ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়, ধ্যানের পরে ধারণার নহে। তদনুসারে ব্যাসভাষ্যেও ঐ ক্রমই গৃহীত হইয়াছে। আমাদের মনে হয় যে দ্বন্দ্বসমাসে অল্পস্বরবিশিষ্ট পদের পূর্বনিপাত শাস্ত্রসম্মত এই সংস্কারবশেই সম্পাদক মহাশয় 'ধ্যানধারণা' এইরূপে উক্ত ব্যাসভাষ্যের পাঠ পরিবর্তিত করিয়াছেন।

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বর্ণনা করিতে যাইয়া আচার্য প্রশস্তপাদ সত্তাসম্বন্ধকেই উহাদের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। সম্বন্ধ বলিতে সাধারণতঃ সাক্ষাৎ ও পরম্পরা এই দ্বিবিধ সম্বন্ধই বুঝায়। এইরূপ হইলে স্বসমবায়িসমবেতত্ব-রূপ পরম্পরাসম্বন্ধ সামান্য প্রভৃতিতেও থাকায় ঐ সকল পদার্থে সত্তাসম্বন্ধ-রূপ সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি দুর্নিবার হইয়া পড়ে। এই কারণেই কিরণাবলীকার 'সত্তাসম্বন্ধ' এই স্থলে সম্বন্ধ-পদের তাৎপর্যব্যাখ্যায় উহাকে সমবায়-লক্ষণ অর্থাৎ সমবায়-রূপ সম্বন্ধই বলিয়াছেন। এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তির কোনও আশঙ্কাই থাকিবে না। কারণ সত্তার সমবায়-রূপ সম্বন্ধ কেবল দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থেই থাকে, সামান্য প্রভৃতিতে থাকে না। আচার্য প্রশস্তপাদ উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের আরও দুইটি সাধর্ম্যের কথা বলিয়াছেন—একটি সামান্যবিশেষবত্ত্ব এবং অপরটি স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্ব। সামান্যবিশেষ-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে সামান্যবিশেষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সকল দ্রব্যে বিদ্যমান দ্রব্যত্বকে সামান্য বলা যায় এবং দ্রব্যভিন্নে উহা বিদ্যমান না থাকায় উহাকে বিশেষও বলা যায়। 'দ্রব্যত্বাদয়ঃ' এইস্থলে 'আদি' বলিতে গুণত্ব, ক্রিয়াত্ব, পৃথিবীত্ব, রূপত্ব প্রভৃতি সামান্যবিশেষগুলি দ্রব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ জাতিগুলিও যে সামান্যবিশেষ ইহা অনায়াসেই বুদ্ধিস্থ হয়। কারণ পৃথিবীত্ব সকল পার্থিব বস্তুতে সমানভাবে বিদ্যমান থাকায় সামান্য হইবে এবং পৃথিবী-ব্যতিরিক্ত বস্তুতে না থাকায় বিশেষও হইবে। ক্রিয়াত্ব, রূপত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি তুল্যরূপেই সামান্যবিশেষ হইবে।

স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, বৈশেষিক সম্প্রদায় স্বকীয় শাস্ত্রে ব্যবহার-লাঘবের নিমিত্ত নিরুপপদ অর্থাৎ অপর কোনও উপপদের সহিত অসম্বদ্ধ অর্থ-পদের দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থে সময় অর্থাৎ সঙ্কেত স্বীকার করিয়াছেন। অতএব বৈশেষিকশাস্ত্রের সঙ্কেতানুসারে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থই অর্থ-পদের অভিধেয় হইবে। শাস্ত্রকারগণ ব্যবহার-লাঘবের জন্য পদবিশেষের বিশেষ সঙ্কেত স্বীকার করেন। দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহার সমর্থন করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে যোগশাস্ত্রেও সংযম-পদটি প্রচলিত অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই ; কিন্তু মিলিতভাবে

ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটিকে বুঝাইবার জন্যই ঐ শাস্ত্রে সংযম-পদের সঙ্কেত স্বীকৃত হইয়াছে। এইরূপ বৈশেষিকশাস্ত্রেও প্রচলিত অর্থে অর্থাৎ পদার্থমাত্রের বোধক-রূপে অর্থ-শব্দের ব্যবহার স্বীকার না করিয়া লাঘবের নিমিত্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থেই অর্থ-শব্দের সময় বা সঙ্কেত স্বীকৃত হইয়াছে। যোগশাস্ত্রোক্ত সংযম-পদের সহিত বৈশেষিকশাস্ত্রোক্ত অর্থ-পদের সঙ্কেতের বৈলক্ষণ্য এই যে যোগশাস্ত্রে পৃথকৃপৃথগ্‌ভাবে ধারণা, ধ্যান বা সমাধিকে সংযম বলা হয় নাই, মিলিতভাবেই ঐ তিনটিকে সংযম বলা হইয়াছে; কিন্তু বৈশেষিকশাস্ত্রে পৃথকৃপৃথগ্‌ভাবেও দ্রব্য, গুণ বা কর্ম অর্থ-পদের অভিধেয় বা অর্থ হইবে। 'দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাং সত্তাসম্বন্ধঃ' এই পরমমূলগ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে সত্তার দ্বারা উপলক্ষিত সমবায়কেই প্রকৃত স্থলে সত্তা-সম্বন্ধ বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] সত্তার দ্বারা উপলক্ষিত সমবায় বলিতে সত্তাপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়কে বুঝিতে হইবে। তাদৃশ সমবায় দ্রব্য, গুণ ও কর্মে থাকায় উহা দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইতে পারিবে। সত্তাপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় জাত্যাদি সমবায়ান্ত পদার্থে না থাকায় পূর্বকথিত সাধর্ম্য জাত্যাদি পদার্থে অতিব্যাপ্ত হইবে না।

এস্থলে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে যে সত্তাসম্বন্ধ অর্থাৎ সত্তাপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায় আছে তাহাতে "দ্রব্যং সৎ", "গুণঃ সন্", "ক্রিয়া সতী" ইত্যাদি অনুগত প্রতীতি প্রমাণ। এইরূপ হইলে 'সামান্যং সৎ,' 'সমবায়ঃ সন্' ইত্যাদি অনুগত প্রতীতির অনুরোধে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের ন্যায় জাত্যাদি পদার্থেও অবশ্যই সত্তা-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। কারণ বিশিষ্ট প্রতীতি কখনই বিশেষণের সম্বন্ধ না থাকিলে উৎপন্ন হইতে পারে না। অতএব সত্তা-রূপ বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্টভাবে 'সামান্যং সৎ,' 'সমবায়ঃ সন্' ইত্যাদি যে সকল প্রতীতি হয় তাহাতেও বিশেষণীভূত সত্তার সমবায়াত্মক সম্বন্ধ স্বীকার করা আবশ্যক হয়। এইরূপ

---

[১] সত্তায়াঃ সম্বন্ধঃ সত্ত্বোপলক্ষিতঃ সমবায় ইতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৪

হইলে সত্তা-সম্বন্ধ যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়েরই সাধর্ম্য এইরূপ উক্তি কিরূপে সমর্থনযোগ্য হইতে পারে।[১]

ইহার উত্তরে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে 'দ্রব্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতি মুখ্য হওয়ায় উহার দ্বারা দ্রব্যাদিত্রয়ে সত্তার সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় প্রমাণিত হইলেও 'সামান্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতি গৌণ হওয়ায় উহার দ্বারা জাত্যাদি সমবায়ান্ত পদার্থে সত্তার সম্বন্ধ অর্থাৎ সমবায় প্রমাণিত হইতে পারে না। এস্থলে ব্যোমবতীকারের ইহাই অভিপ্রায় যে 'দ্রব্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতিতে কোন বাধা না থাকায় ঐ সকল প্রতীতিকে আমরা সত্তা-রূপ বিশেষণের মুখ্য প্রতীতি বলিতে পারি। কিন্তু এইরূপ হইলেও 'সামান্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতিকে সত্তার মুখ্য প্রতীতি বলা যায় না। কারণ অনবস্থা-দোষ নিবন্ধন জাতিতে কোনও জাতি যে স্বীকার করা যায় না এবং সত্তা যে পদার্থ-রূপে সামান্য বা জাতির অন্তর্গত ইহা বৈশেষিকসিদ্ধান্তসম্মত। সুতরাং সামান্যাদিতে জাতি বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাতে সত্তা-রূপ জাতির প্রতীতিকে কখনই মুখ্য বলা যায় না; পরন্তু তাদৃশ প্রতীতিকে গৌণই বলিতে হইবে। এজন্য ঐরূপ প্রতীতির দ্বারা জাত্যাদি পদার্থে সত্তার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।[২] সুতরাং সত্তার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ যে সমবায় তাহা দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া এই ত্রিবিধ পদার্থেই স্বীকৃত হইবে। সামান্যাদিতে 'সামান্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতি থাকিলেও উহার দ্বারা সামান্যাদিতে সত্তার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ অর্থাৎ

---

১ ননু দ্রব্যাদিষু সত্তায়াঃ সদ্ভাবে কিং প্রমাণম্। সদ্দ্রব্যং সদ্‌গুণঃ সৎকর্মেতি প্রত্যয় এব। তথাহি সদিতি জ্ঞানং বিশেষ্যজ্ঞানত্বান্নর্তে বিশেষণাদ্ ভবতীতি সত্তাসদ্‌ভাবঃ। নন্বেবং তর্হি ত্রয়াণামিত্যযুক্তং সামান্যাদিষ্বপি সত্ত্বাদিতি জ্ঞানোৎপত্তেঃ। তথাহি সৎ সামান্যং সন্তো বিশেষাঃ সন্ সমবায় ইত্যপি বিশেষজ্ঞানদর্শনাদ্ বাচ্যঃ সত্তাসম্বন্ধ ইতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৪

২ তথাহি সামান্যাদিষু সত্তাসমবায়ে বাধকোপপত্তেঃ সৎ সদিতি জ্ঞানমুপচরিতম্। উপচারশ্চ প্রবর্তমানো নিমিত্তমপেক্ষত ইতি। স্বাত্মনা সাধারণধর্মেণোপচারনিমিত্তেন সত্তাবত্ত্বং সৎসদিতি প্রত্যয়জনকত্বম্। যত্র হি সত্তা সাধারণধর্মো দৃষ্ট ইতি তদুপলম্ভাৎ। সত্তাধ্যারোপঃ প্রবর্তত এবেতি সামান্যাদিষু সৎসমবায়ে বাধকোপপত্তেঃ। সৎ সদিতিজ্ঞানাদিতি জ্ঞানস্যান্যথাপি ভাবাদন্যথা-সিদ্ধের্হেতুরিতি। ন চ দ্রব্যাদিষু সৎ সদিতি জ্ঞানস্যাসাধারণধর্মাদেবোৎপত্তিরিতি বাচ্যম্। মুখ্যে বাধকাসম্ভবাৎ। ন চ মুখ্যং বিনা ক্বচিদুপচারো দৃষ্ট ইতি, দ্রব্যাদিষু সত্তাসমবায়াদেব সৎসদিতি জ্ঞানং দৃষ্টমিতি সিদ্ধম্। ঐ, পৃঃ ১২৫

সমবায় প্রকাশিত হইবে না। এই কারণেই প্রশস্তপাদাচার্য সত্তার সম্বন্ধকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে কোনও একজন একদেশী বলিয়াছেন যে যে-কোনও পদার্থকে বিশেষ্য-রূপে অবলম্বন করিয়া সৎ-এই আকারের প্রতীতি হউক না কেন উহা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সত্তা-রূপ বিশেষণসাপেক্ষই হইবে। বিশিষ্টপ্রতীতি-মাত্রই বিশেষণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। সুতরাং সত্তা-রূপ বিশেষণের সাক্ষাৎ-সম্বন্ধাধীন 'দ্রব্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতির ন্যায় 'সামান্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতিও মুখ্যই হইবে। এইরূপ হইলেও 'দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাং সত্তাসম্বন্ধঃ' এই গ্রন্থের দ্বারা যে সত্তার সম্বন্ধকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইবে না। কারণ উক্ত গ্রন্থে সম্বন্ধ-পদের দ্বারা সমবায়-রূপ সম্বন্ধই কথিত হইয়াছে।[১] উক্ত স্থলে সম্বন্ধ-পদের দ্বারা সম্বন্ধত্ব-রূপ সামান্যধর্ম-পুরস্কারে যে সমবায়-রূপ সম্বন্ধই অভিপ্রেত হইয়াছে, সংযোগ বা বিশেষ্য-বিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধ কীর্তিত হয় নাই, ইহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। সম্বন্ধত্ব-রূপ সামান্যধর্ম সংযোগে বিদ্যমান থাকিলেও প্রকৃতস্থলে সম্বন্ধত্ব-রূপে সংযোগের উপস্থিতি সম্ভব হয় না। কারণ সত্তা সংযোগ-সম্বন্ধের সম্বন্ধী হয় না। আর যদি বলা যায় যে সত্তা সংযোগ-সম্বন্ধের সম্বন্ধী না হইলেও উহা বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী হইয়া থাকে; অতএব প্রকৃতস্থলে সম্বন্ধত্ব-রূপে তাদৃশ বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধকে পাওয়া যাইতে পারে। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধও এস্থলে গৃহীত হইবে না। কারণ সত্তা উক্ত সম্বন্ধে সামান্যাদি পদার্থেই আশ্রিত হয়, দ্রব্যাদি পদার্থে নহে। সুতরাং দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে যে সত্তা-সম্বন্ধ উল্লিখিত হইয়াছে তাহা ফলতঃ সমবায়ই হইবে। অনবস্থাদি দোষবশতঃ সত্তা-রূপ জাতির সমবায়-সম্বন্ধ জাত্যাদি পদার্থে বাধা-

---

১ সত্তায়াঃ সম্বন্ধঃ সত্ত্বোপলক্ষিতঃ সমবায় ইতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৪

দ্রব্যগুণকর্মণাং সত্তাসম্বন্ধঃ সত্তাসমবায়ঃ। সূক্তি, পৃঃ ১২১

যদ্যপ্যেকার্থসমবায়াদয়ঃ সামান্যাদাবপি, তথাপি তন্নিরূপিতসমবায়ো নান্যত্রেতি ভাবঃ। সেতু, পৃঃ ১২২

প্রাপ্ত হওয়ায় প্রকৃত-গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য সত্তা-সম্বন্ধ অর্থাৎ সত্তার সমবায় দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে এবং উহাতে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি-দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না। আরও কথা এই যে 'দ্রব্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতির ন্যায় 'সামান্যং সৎ' ইত্যাদি প্রতীতিকে মুখ্য বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাদের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তাহা অতি স্পষ্ট। কারণ প্রথম প্রতীতিতে সত্তা সমবায়-সম্বন্ধে বিশেষণ হইবে আর দ্বিতীয় প্রতীতিতে সত্তা বিশেষণ-বিশেষ্যভাব-রূপ সম্বন্ধে বিশেষণ হইবে।[১] সুতরাং সত্তা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে বিশেষণরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় উভয় প্রতীতিকে তুল্যভাবে মুখ্য বলিলেও সত্তা-সম্বন্ধ যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে ইহাতে কোনও হানি হইবে না।

পূর্বে যে দ্রব্যাদিত্রয়ের ন্যায় সামান্য প্রভৃতির সম্বন্ধেও 'সৎ' এইরূপ প্রতীতিকে মুখ্য বলা হইল, ইহা সমীচীন হয় নাই। বিশেষ্যবিশেষণভাব প্রতীয়মান হইলেই যদি সেই সকল স্থলে বিশেষণের বিশেষণবিশেষ্যভাব-রূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ বিশেষ্যে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে গৌণপ্রতীতিই উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। কারণ 'সিংহো মাণবকঃ' ইত্যাদি স্থলেও মাণবকে সিংহত্ব-রূপ বিশেষণের প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব ঐ স্থলেও মাণবকে সিংহত্ব-রূপ বিশেষণের বিশেষণবিশেষ্যভাব-রূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ হইলে ঐরূপ প্রতীতিও সিংহত্বের মুখ্য প্রতীতি হইয়া যাইবে। সুতরাং সিংহত্বের সহিত একত্র আশ্রিত শৌর্য, ক্রৌর্য প্রভৃতি ধর্মের বিদ্যমানতাবশতঃই মাণবকে সিংহত্বের গৌণ প্রতীতির ন্যায় প্রকৃতস্থলেও সামান্যাদিগত সত্তা-প্রতীতিকে মুখ্য না বলিয়া গৌণ বলাই সঙ্গত।[২]

আরও কথা এই যে উভয়বাদিসম্মতরূপে সমবায়ে সত্তার ব্যাপকত্ব প্রমাণিত থাকায় এবং ব্যাপকীভূত সমবায় সামান্য প্রভৃতিতে না থাকায় সামান্য প্রভৃতিতে সত্তার অভাবও অবশ্যই প্রমাণিত হইবে। ব্যাপকাভাবের দ্বারা

---

১ অন্যে তু সৎসদিতি জ্ঞানস্য সত্তাবিশেষণজনিতত্বাদেকত্র সমবেতত্বেন বিশেষণমন্যত্র বিশেষণবিশেষ্যভাবেনেত্যুভয়ত্রাপি মুখ্যতাং ব্রুবতে। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৫

২ যত্র হি বিশিষ্টজ্ঞানং তত্র বিশেষণবিশেষ্যভাবস্ততো হি সামান্যাদিষ্বপি সৎসদিতি-বিশেষ্যজ্ঞানোৎপত্তের্বিশেষণবিশেষ্যভাব এব সম্বন্ধ ইতি উভয়ত্রাপি মুখ্যং সৎসদিতি জ্ঞানম্। এতচ্চাসৎ। ঐ

যে ব্যাপ্যাভাবের সিদ্ধি হয় ইহা সর্ববাদিসম্মত। অতএব সামান্য প্রভৃতি পদার্থে সত্তা না থাকায় ঐ-সকল-পদার্থবিশেষ্যক 'সৎ' এই আকারের প্রতীতিকে তৎসহচরিত-প্রমেয়ত্বাদিধর্মনিবন্ধন গৌণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সমবায়-সম্বন্ধ যে সত্তার ব্যাপক ইহা অনায়াসেই বুঝিতে পারা যায়। যাঁহারা সামান্য প্রভৃতিতে সত্তার বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করেন তাঁহারা সকলে ও আমরা উভয়েই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে সত্তার সমবায় স্বীকার করি। অতএব 'যত্র যত্র সত্তা তত্র সমবায়ঃ' এইরূপ নিয়ম প্রমাণিত থাকায় সমবায়কে অবশ্যই সত্তার ব্যাপক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই সমবায়-সম্বন্ধ যে সামান্যাদিতে নাই ইহাও আমরা উভয়েই স্বীকার করি। অতএব সত্তার ব্যাপকীভূত যে সমবায় তাহার অভাব সামান্যাদি পদার্থে থাকায় উহাতে অবশ্যই সত্তার অভাব প্রমাণিত হইয়া যায়। সুতরাং কোন ক্রমেই উভয়ক্ষেত্রে সত্তার প্রতীতিকে মুখ্য বলা যায় না।[১] সত্তার সমবায়ের ন্যায় একদেশিসম্মত উহার বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধকেও উহার ব্যাপক বলিয়া প্রমাণিত করা যায় না। কারণ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে আমরা উক্ত বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধ স্বীকার করি না। অথচ ঐ সকল পদার্থে সত্তা বিদ্যমান আছে। এই কারণে 'যত্র যত্র সত্তা তত্র বিশেষ্যবিশেষণভাবরূপঃ সম্বন্ধঃ' এইরূপ নিয়ম আমাদের উভয়ের সম্মত না থাকায় ঐ সম্বন্ধকে আমাদিগের নিকট সত্তার ব্যাপক বলিয়া প্রমাণিত করা যায় না। অতএব একদেশিসম্মত উক্ত বিশেষ্যবিশেষণভাব-রূপ সম্বন্ধ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে না থাকিলেও উহাতে সত্তার অবস্থিতিতে কোনও বাধা হইবে না। অতএব একদেশীর পক্ষে বিপরীত যুক্তির দ্বারা দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে সত্তার অভাব প্রমাণিত করা সম্ভব হয় না। এই কারণে 'দ্রব্যং সৎ' এইরূপ প্রতীতি মুখ্যই হইবে।

সামান্যবিশেষবত্ত্বকে দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থত্রয়ের অপর একটি সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। 'সামান্যবিশেষ' এই পদের দ্বারা সামান্য-রূপ বিশেষকে গ্রহণ

---

১ যত্র হি গুণকর্মসামান্যানাং বিশেষণত্বমুভয়ত্রাভিমতং তত্র তত্র সমবায়েনেতি দৃষ্টম্। সামান্যাদিষু সত্তায়াঃ সমবায়স্য ব্যাপকস্য ব্যাবৃত্তের্বিশেষণত্বস্য ব্যাপ্যস্য ব্যাবৃত্তিরিতি কেবলং তৎসহচরিতধর্মোপলব্ধেঃ সত্তাধ্যারোপ ইতি যুক্তম্। অন্যথা হি সর্বত্র গৌণপ্রত্যয়োচ্ছেদো মিথ্যাজ্ঞানস্য চেতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৫

করিতে হইবে। 'সামান্যরূপো যো বিশেষঃ' এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেই 'সামান্য-বিশেষ' পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।[১] বিশেষ-পদের দ্বারা ব্যাবৃত্ত ধর্মের উপস্থিতি হয়। কোনও-না-কোনও পদার্থবিশেষে যাহার অত্যন্তাভাব বিদ্যমান থাকে এইরূপ বস্তুকেই ব্যাবৃত্ত বলা যায়। 'কিঞ্চিন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব'ই ব্যাবৃত্তি। এই অর্থে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, ক্রিয়াত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে আমরা ব্যাবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কারণ দ্রব্যত্বের অত্যন্তাভাব গুণাদিতে, গুণত্বের অত্যন্তাভাব দ্রব্যাদিতে এবং ক্রিয়াত্বের অত্যন্তাভাবও দ্রব্যাদিতে বিদ্যমান আছে। অতএব কিঞ্চিন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব-রূপ ব্যাবৃত্তি থাকায় ঐ জাতিগুলিকে আমরা ব্যাবৃত্ত বলিয়া মনে করিতে পারি। তুল্যরূপে ঘটত্ব, পটত্ব, রূপত্ব, রসত্ব, উৎক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিও ব্যাবৃত্ত বলিয়া গৃহীত হইবে। এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পূর্বোক্ত জাতিগুলির সামান্যরূপতাও আছে। কারণ উহারা প্রত্যেকেই একাধিক অধিকরণে সমবেত ও নিত্য। অতএব সামান্যাত্মকবিশেষ-রূপে ঐ জাতিগুলি গৃহীত হইতে পারে এবং উহাদের মধ্যে কোনটি দ্রব্যে, কোনটি গুণে এবং কোনটি বা ক্রিয়াতে বিদ্যমান থাকায় সামান্যবিশেষবত্ত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্তিই হইবে।

এস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সামান্য-রূপ বিশেষ না বলিয়া যদি কেবল বিশেষকেই অর্থাৎ ব্যাবৃত্তধর্মকেই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইত তাহা হইলে উহা অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি এই উভয় দোষেই দুষ্ট হইয়া যাইত। কারণ বিশেষ বলিতে যেরূপ পূর্বোক্ত দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতির গ্রহণ হইয়া থাকে সেইরূপ জাতিত্ব-রূপ ধর্মেরও গ্রহণ হইতে পারে। কারণ উক্ত জাতিত্ব-রূপ ধর্ম দ্রব্যাদিতে না থাকায় উহা অবশ্যই ব্যাবৃত্ত হইবে। আর ঐ জাতিত্ব জাতি-পদার্থেও বিদ্যমান থাকায় বিশেষবত্ত্বটি সামান্যান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। এস্থলে আরও বলা যায় যে 'বিশেষ' বলিতে আমরা 'চরম বিশেষ'কেও গ্রহণ করিতে পারি। 'চরম বিশেষ' বলিতে যদি বৈশেষিকশাস্ত্রোক্ত বিশেষ-পদার্থ গৃহীত হয় তাহা হইলে উহা অবশ্যই অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ বৈশেষিকশাস্ত্রানুসারে

---

১ সামান্যরূপো বিশেষ ইতি বিগ্রহেণ জাতিমত্ত্বমাত্রমত্রোক্তম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪২

বিশেষ-পদার্থ একমাত্র নিত্য-দ্রব্যেই বিদ্যমান থাকে ; জন্য-দ্রব্য বা গুণাদি পদার্থে উহা থাকে না। এস্থলে অবশ্য এইরূপ বলা যাইতে পারে যে বিশেষ বলিতে যেমন অন্ত্য-বিশেষকে বুঝায়, সেইরূপ দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, ক্রিয়াত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকেও উহা উপস্থাপিত করিয়া থাকে। সুতরাং চরম-বিশেষ জন্য-দ্রব্য বা গুণাদিতে না থাকিলেও দ্রব্যত্ব প্রভৃতি অনন্ত্য-বিশেষ জাতিগুলি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে বিদ্যমান থাকায় বিশেষবত্ত্বের অব্যাপ্তি-দোষের আশঙ্কা থাকিবে না। কিন্তু তাহা হইলেও বিশেষ-পদের দ্বারা জাতিত্ব ও সমবায়ত্ব গৃহীত হওয়ায় জাতি প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহরই হইবে। এই কারণেই বিশেষবত্ত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম না বলিয়া সামান্য-বিশেষবত্ত্বকে সমানধর্ম বলা হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সামান্যাত্মক বিশেষ-রূপে জাতিত্ব ও সমবায়ত্বের গ্রহণ হইবে না ; ব্যাবৃত্ত জাতিগুলিকেই সামান্যাত্মক বিশেষ-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। ঐগুলি দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়েই বিদ্যমান আছে, অন্যত্র বিদ্যমান নাই।

প্রকৃতস্থলে 'যাহা একাধিক স্থানে আশ্রিত হয় তাহাই সামান্য' এইরূপে সামান্য-পদের অর্থ গৃহীত হইবে না ; কারণ ঐরূপ হইলে জাতিত্ব ও অভাবত্ব গৃহীত হইয়া যাইবে। কারণ জাতিত্ব-রূপ ধর্ম ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি নানা জাতিতে স্বরূপ-সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে এবং অভাবত্বও বিভিন্নপ্রকার অভাবে অথবা একবিধ অভাবেরই বিভিন্ন-প্রতিযোগিক বিভিন্ন অভাবে স্বরূপ-সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে। এজন্য জাতিত্ব ও অভাবত্ব-রূপ ধর্মও সামান্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। আর ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই যে উহারা সর্বত্র থাকে না বলিয়া ব্যাবৃত্তধর্ম-রূপে বিবেচিত হইতে পারে। সুতরাং উক্ত ধর্মগুলি সামান্যবিশেষ বলিয়া গৃহীত হইয়া যায়। এইরূপ হইলে জাতি ও অভাবের অন্তর্ভাবে সামান্যবিশেষবত্ত্ব অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। এজন্য প্রকৃতস্থলে সামান্য বলিতে যাহা একাধিক স্থানে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর জাতিত্ব ও অভাবত্বের গ্রহণ হইবে না। কারণ উহারা স্বরূপ-সম্বন্ধে আশ্রিত হইলেও সমবায়-সম্বন্ধে কুত্রাপি আশ্রিত হয় না। আরও কথা এই যে প্রকৃতস্থলে সামান্য-পদের অর্থে নিত্যত্বের প্রবেশ অনাবশ্যক বলিয়া যাহা সমবায়-সম্বন্ধে একাধিক স্থানে বিদ্যমান থাকে তাহাকেই আমরা সামান্য বলিব।

পূর্বোক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশকার[১] এবং তাঁহার অনুবর্তন করিয়া ভাস্করকারও[২] সামান্য-পদটিকে 'নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতত্বম্' এই লক্ষণ-লক্ষিত জাতি-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাদৃশ অর্থে বিশেষ্যাংশ-বিশেষের প্রয়োজন না দেখিয়া সামান্যবত্ত্বকেই দ্রব্যাদি-পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু আমরা তাদৃশ ব্যাখ্যার সমর্থন করি না। কারণ সামান্য-পদের জাতি-রূপ অর্থ গ্রহণ না করিয়া, অর্থাৎ নিত্যত্ব ও অনেকত্ব এই অংশদ্বয় বর্জন করিয়া যদি কেবল সমবায়ত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলেও আমরা সমবেতধর্মবত্ত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিতে পারি। কিন্তু গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ানুসারে সামান্য ও বিশেষ এই উভয় পদের তাৎপর্য যাহাতে রক্ষিত হয় সেইরূপ ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তদনুসারে যেরূপ ব্যাখ্যা হইবে তাহা আমরা পূর্বেই আলোচনা করিয়াছি। সুতরাং যদি কেহ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের অন্যবিধ সাধর্ম্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া জাতিমত্ত্ব বা সমবেতধর্মবত্ত্বের উল্লেখ করেন তাহা হইলে আমরা তাদৃশ ব্যাখ্যাকে গ্রন্থানুগ বলিয়া সমাদর করিতে পারিব না। পরমমূলগ্রন্থের পাঠানুসারে সত্তা-সম্বন্ধ, সামান্যবিশেষবত্ত্ব, স্বসময়ার্থ-শব্দাভিধেয়ত্ব এবং ধর্মাধর্মকর্তৃত্ব অর্থাৎ ধর্মাধর্মকারণত্ব এই চারিটি পৃথক্-পৃথগ্‌ভাবে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে, এবং 'চ'কারের[৩] দ্বারা এই সাধর্ম্য-চতুষ্টয়ের সমুচ্চয় কথিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার মিলিতভাবে ধর্মাধর্মকারণত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের চতুর্থ সাধর্ম্য না বলিয়া ধর্মকারণত্বকে অধর্ম-ব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের একটি পৃথক্ সাধর্ম্য এবং অধর্মকারণত্বকে ধর্মব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের একটি পৃথক্ সাধর্ম্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ দুইটি সাধর্ম্যকে সূচিত করিবার নিমিত্তই পরমমূলে 'চ'কারের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। মিলিতভাবে ধর্মাধর্মকারণত্বকে

---

১ যদ্যপি সামান্যবত্ত্বমেবেতরভেদগমকং তথাপি সামান্যরূপো বিশেষ ইতি বিগ্রহেণ জাতিমত্ত্বমাত্রমত্রোক্তম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪২।

২ লক্ষণন্তু জাতিমত্ত্বমাত্রং শেষবৈয়র্থ্যাৎ। ভাস্কর, পৃঃ ৫১

৩ প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৮

দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ কোনও একটি ধর্ম অর্থাৎ পুণ্য এমন নাই যাহা অধর্ম অর্থাৎ পাপের কারণ হয় এবং এমন একটি অধর্মও পাওয়া যাইবে না যাহা ধর্মের কারণ হয়। সুতরাং গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে পুণ্যবিশেষ তাহাতে অধর্মকারণত্ব এবং গুণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে পাপবিশেষ তাহাতে ধর্মকারণত্ব না থাকায় ধর্ম এবং অধর্ম এই উভয়ের কারণত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা যায় না কারণ তাদৃশ কারণত্ব ধর্ম ও অধর্মবিশেষে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণেই কিরণাবলীকার পরমমূলগ্রন্থকে বিভক্ত করিয়া ধর্মকারণত্বকে এবং অধর্ম-কারণত্বকে পৃথক্ পৃথক্ সাধর্ম্য বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] কিন্তু ধর্মকারণত্বকে দ্রব্যাদিত্রয়-সকলের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ এই পদার্থত্রয়ের অন্তর্গত অধর্মবিশেষে ধর্মকারণত্ব অব্যাপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ অধর্মকর্তৃত্বকেও অশেষতঃ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ ধর্মবিশেষে উহা অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণেই আচার্য উদয়ন ধর্মকারণত্বকে অধর্ম-ব্যতিরিক্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের এবং অধর্মকারণত্বকে ধর্মব্যতিরিক্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের পৃথক্ পৃথক্ সাধর্ম্য বলিয়াছেন।

এস্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে কর্তৃত্ব বলিতে কার্যানুকূল-প্রযত্নকে বুঝায় এবং ন্যায়মতানুসারে উহা আত্মারই ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত থাকায় যথাশ্রুত ধর্মকর্তৃত্ব বা অধর্মকর্তৃত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করা সমীচীন হইতে পারে না। কারণ অচেতন দ্রব্যাদির অন্তর্ভাবে উহা নিশ্চয়ই অব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণে এস্থলে নিমিত্তত্ব-মাত্রকেই প্রকাশকার কর্তৃত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[২]

এই স্থলে একটি আশঙ্কার অবতারণা করিয়া প্রকাশকার স্বতন্ত্রভাবে উক্ত দুইটি সাধর্ম্যের পরিষ্কার করিয়াছেন। যদি স্বীকার করা যায় যে,

---

১ নন্বু। সর্বগুণসাধর্ম্যমেতদ্ ধর্মস্যাধর্মাহেতুত্বাদিত্যত আহ ধর্মকর্তৃত্বমিতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩

নন্বু ধর্মকর্তৃত্বং নাধর্মেঽধর্মকর্তৃত্বঞ্চ ন ধর্ম ইত্যত আহ অধর্মমিতি। ধর্মমিতি চ। ভাস্কর, পৃঃ ৫১০২

২ কর্তৃপদং নিমিত্তপরম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩

এমন ধর্ম থাকিতে পারে যাহা অপর ধর্মের কারণ হয় নাই তাহা হইলে ঐ ধর্মাত্মক গুণটিতে ধর্মকারণত্ব না থাকায় উহাতে অধর্মান্যত্ববিশিষ্ট-ধর্মকারণত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হইবে; এবং এমন যদি কোন অধর্ম থাকে যাহা অধর্মান্তরের সৃষ্টি করে নাই তাহা হইলে ঐ অধর্মাত্মক গুণটিতে অধর্মকারণত্ব না থাকায় ধর্মান্যত্ববিশিষ্ট-অধর্মকারণত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। এই কারণে প্রকাশকার অধর্মান্যত্ববিশিষ্টধর্মজনকবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বকে অধর্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। এক্ষণে আর পূর্বোল্লিখিত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ উক্ত ধর্মটি ধর্মান্তরের জনক না হইলেও ধর্মজনক অপর গুণে আশ্রিত যে গুণত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি তাহা ধর্মাত্মক ঐ গুন-পদার্থটিতে বিদ্যমান আছে। আর যদি এমন কোন অধর্মাত্মক একটি বিশেষ গুণ স্বীকার যায় যাহা অপর কোনও অধর্মের সৃষ্টি করে নাই তাহাতেও অধর্মজনকত্ব-ঘটিত উক্ত সাধর্ম্য অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণেই ধর্মান্যত্ববিশিষ্ট-অধর্মজনকবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বকেই ধর্ম-ব্যতিরিক্ত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ অধর্মের জনক গুণান্তরে আশ্রিত যে গুণত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি তাহা উক্ত অধর্মেও বিদ্যমান আছে।[১]

দ্রব্য বা ক্রিয়া-বিশেষের সম্বন্ধেও পূর্বোক্ত আশঙ্কার অবকাশ আছে। এজন্য সেই স্থলেও দ্রব্যান্তরবৃত্তিদ্রব্যত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক-উপাধিকে এবং ক্রিয়ান্তরবৃত্তিক্রিয়াত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক-উপাধিকে গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তির নিরাস করিতে হইবে।

ননু জাত্যাদীনাং কথং নৈতৎ? উচ্যতে। দ্রব্যাদীনাং বিহিতনিষিদ্ধভাবনাবিষ্টানাং হি তদ্ধেতুত্বং, ন স্বরূপতঃ। ন চ ভাবনাবেশো জাত্যাদিষু স্বরূপতো দ্রব্যাদিকমনন্তর্ভাব্য সম্ভবতি, নিত্যত্বেনাব্যাপারত্বাৎ।

---

১ ন চ ধর্মমধর্মং বা গুণান্তরং যন্ন জনয়তি তদব্যাপকত্বম্‌, অধর্মান্যত্বে সতি ধর্মজনকবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ। ধর্মান্যত্বে সতি অধর্মজনকবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩

অনিত্যধর্মাযোগেনাব্যাপারিত্বাৎ। ন চ জ্ঞানমাত্রেণ তেষামুপযোগোঽভিযোগবদনিষেধাৎ। তস্মাৎ স্বাশ্রয়াবচ্ছেদ[1]মাত্রেণৈবোপযুজ্যন্ত[2] ইতি।

(পূর্বোক্ত বিষয়ে অর্থাৎ ধর্মাধর্মকারণত্বকে যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহাতে) প্রশ্ন হইতে পারে যে জাতি প্রভৃতি পদার্থগুলির কেন ইহা নহে (অর্থাৎ কেন ধর্মাধর্মকারণত্ব সাধর্ম্য হইবে না) ? (ইহার উত্তরে) বলা যায় যে বিহিত এবং নিষিদ্ধ ভাবনার দ্বারা (অর্থাৎ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মজন্য অপূর্ব বা সংস্কারের দ্বারা) যে সকল পদার্থ ব্যাপ্ত হয় তাহাদের পক্ষেই তদ্ধেতুত্ব (অর্থাৎ ধর্মাধর্মকারণত্ব) সম্ভব হয়, স্বরূপতঃ হয় না (অর্থাৎ যে-সকল পদার্থে পূর্বোক্ত সংস্কার হয় না, ধর্মাধর্মকারণত্বকে তাহাদের সাধর্ম্য বলা যায় না)। দ্রব্যাদি পদার্থের অন্তর্ভাব-ব্যতিরেকে স্বরূপতঃ জাতি প্রভৃতি পদার্থে ভাবনার আবেশ সম্ভব হয় না। কারণ নিত্যত্ব-নিবন্ধন ঐ সকল পদার্থ নির্ব্যাপার হইয়া থাকে। (কোনও) অনিত্য ধর্মের যোগ না হওয়ায় ঐ পদার্থগুলিকে ব্যাপারিত করা যায় না। ইহা বলা যায় না যে কেবল জ্ঞানের দ্বারা তাহাদের (অর্থাৎ জাতি পদার্থগুলির) (ধর্মাধর্মে) উপযোগ আছে। কারণ উহাদের সম্বন্ধে কোনও অভিযোগ (অর্থাৎ বিধি)[3] বা নিষেধ নাই। সুতরাং জাতি প্রভৃতি পদার্থগুলি

---

১ অবচ্ছেদকমাত্রেণেতি সোসাইটিধৃতপুস্তকপাঠঃ। স চ প্রামাদিকঃ তত্র অবচ্ছেদমাত্রেণ ব্যাবর্ত্তকতয়েতি ভাস্করব্যাখ্যানং প্রমাণম্। ভাস্কর, পৃঃ ৫৩

২ উপযুজ্যত ইতি সোসাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ। সোঽপি প্রামাদিকঃ। তত্রাপি উপযুজ্যন্তে প্রযোজকীভবন্তীতি ভাস্করপঙ্‌ক্তিঃ প্রমাণম্। ঐ

৩ এস্থলে প্রকাশকার ও মথুরানাথ উভয়েই 'নিয়োগবৎ' এইরূপ আর একটি পাঠ স্বীকার করিয়াছেন এবং উভয়েই নিয়োগ-পদের বিধি-রূপ অর্থ প্রদর্শন করিয়াছেন ঃ—নিয়োগবদিতি পাঠে নিয়োগোঽপি বিধিরিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৫ ; নিয়োগবদিতি ক্বচিৎ পাঠঃ, তত্রাপি নিয়োগোঽদৃষ্টজনকতাসাধকঃ। রহস্য, পৃঃ ১৬৯

নিজের আশ্রয়ীভূত দ্রব্যাদি পদার্থের অবচ্ছেদমাত্রের (অর্থাৎ ব্যাবৃত্তির) দ্বারাই (ধর্মাধর্মে) উপযোগী হইয়া থাকে।

পূর্ববর্তী গ্রন্থের দ্বারা জাতিবিশিষ্ট দ্রব্যাদি-পদার্থত্রয়েরই অদৃষ্টজনকত্বের কথা বলা হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে ভূমিত্ব-জাতিবিশিষ্ট দ্রব্য দানের কর্ম-রূপে পুণ্যের জনক হইয়া থাকে; সংযোগত্ব-জাতিবিশিষ্ট গঙ্গাজলপ্রতিযোগিক যে সংযোগ-রূপ গুণ তাহা পুণ্যের এবং সংযোগত্ব-জাতি-বিশিষ্ট চাণ্ডালপ্রতিযোগিক যে সংযোগ-রূপ গুণ তাহা পাপের জনক হইয়া থাকে। এইরূপ গমনত্ব-জাতিবিশিষ্ট তীর্থকর্মক যাত্রা-রূপ ক্রিয়া ধর্মের এবং গমনত্ব-জাতিবিশিষ্ট ম্লেচ্ছদেশকর্মক যাত্রা-রূপ ক্রিয়া অধর্মের কারণ হইয়া থাকে।[১] ইহার দ্বারা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে জাতিবিশেষবিশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়া ধর্ম এবং অধর্মের জনক হয়। এইরূপ হইলে প্রশ্ন হইতে পারে যে ঐ সকল দ্রব্যাদির পুচ্ছলগ্ন ঐ সকল জাতিগুলিই বা কেন ধর্ম বা অধর্মের সহায় হইবে না। দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের ন্যায় বিশেষণ-মর্যাদায় তৎপুচ্ছলগ্ন কথিত জাতিগুলিও যদি ধর্মাধর্মের জনক হয় তাহা হইলে ধর্মাধর্মজনকত্বকে কখনই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা যায় না। "নন্থ জাত্যাদীনাং কথং নৈতৎ" ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা আচার্য এই পূর্বপক্ষেরই অবতারণা করিয়াছেন।[২]

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, ধর্ম ও অধর্ম শ্রুতিমাত্রপ্রমাণগম্য হওয়ায় উহাদের কারণত্বও অবশ্যই শ্রুত্যেকগম্য হইবে। অন্য কোনও প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থবিশেষেই ধর্মাধর্মজনকত্ব অবগত হওয়া সম্ভব নহে। শ্রুতিতে যেস্থলে পূর্বসিদ্ধ বস্তুর সম্বন্ধে ধর্মকারণত্ব বলা হইয়াছে সেস্থলে বিহিতক্রিয়াজন্য ব্যাপারের দ্বারাই উহার ধর্মজনকত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

---

১ দ্রব্যমদৃষ্টসাধনম্ ভূমির্দীয়মানাভ্রিয়মাণা চ। গুণো গঙ্গাজলচাণ্ডালসংযোগঃ। কর্ম তীর্থযাত্রা ম্লেচ্ছদেশগমনঞ্চ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩.

২ নন্থ জাতিবিশিষ্টস্যৈব দ্রব্যাদেরদৃষ্টজনকত্বে বিশেষণস্যাপি জাতেস্তজ্জনকত্বমিত্যাহ নন্বিতি। ঐ

যেমন দানক্রিয়ার কর্মীভূত ভূমিকে যেস্থলে পুণ্যের জনক বলা হইয়াছে সেস্থলে দানক্রিয়াজন্য সংস্কার বা ভাবনার আশ্রয়-রূপে উহাকে ধর্মের জনক বলা হইয়াছে; কিন্তু শ্রুতি ব্যাপারানাশ্রয় ভূমিত্বজাতিবিশিষ্টকে অর্থাৎ কেবল ভূমিকে ধর্মের জনক বলেন নাই। ইহার তাৎপর্য এই যে দান-ক্রিয়াজন্যফলভাগিত্ব-রূপেই ভূমিকে পুণ্যের জনক বলা হইয়াছে। স্থল-বিশেষে শ্রুতি পূর্ব হইতে অসিদ্ধ বস্তুর অর্থাৎ ক্রিয়াবিশেষের ধর্মজনকত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই সেই স্থলে ঐ অসিদ্ধ বস্তু প্রযত্নের বিষয় হইলে ধর্মের জনক হইয়া থাকে। যেমন অশ্বমেধযাগাদি ক্রিয়া পূর্ব হইতে সিদ্ধ নাই। প্রযত্নবিশেষের দ্বারা উহা উৎপন্ন হইয়া ধর্মের জনক হইয়া থাকে। কিন্তু উহাতে ক্রিয়াত্ব-জাতি আছে বলিয়াই উহা ধর্মজনক হয় না। স্থলবিশেষে প্রসক্তের নিবৃত্তি দ্বারাও শ্রুতিতে ধর্মজনকত্ব কথিত হইয়াছে। এক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, পূর্বকথিত ত্রিবিধ প্রকারের কোনটিই জাতিতে সম্ভব হয় না। এজন্য শ্রুতিপ্রমাণিত ধর্মজনকত্ব জাত্যাদি পদার্থে থাকিতে পারে না। জাতি নিত্য। উহার উৎপত্তি নাই। এই কারণে ক্রিয়মাণতানিবন্ধন যে ধর্মজনকত্ব তাহা উহাতে থাকিতে পারে না। ক্রিয়াজন্যব্যাপারের আশ্রয় না হওয়ায় সিদ্ধবস্তু-সম্বন্ধী যে ধর্মজনকত্ব তাহাও জাতিতে থাকিতে পারে না। আর জাতি নিত্য হওয়ায় উহার নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। সুতরাং প্রসক্তের নিবৃত্তি দ্বারা যে ধর্মজনকত্ব তাহাও জাতিতে সম্ভব হইবে না।[১]

দ্রব্যাদি-অন্তর্ভাবে জাতিতে ভাবনার যোগ থাকিলেও স্বরূপতঃ উহাতে কোনও ভাবনার যোগ থাকিতে পারে না। দ্রব্যাদি-অন্তর্ভাবে যে ভাবনার যোগ জাতিতে সম্ভব হয় ইহা সহজে বুদ্ধিস্থ হয়। কারণ দানাদিক্রিয়াজন্য ভাবনার আশ্রয় যে ভূমি তাহাতে ভূমিত্ব-জাতি বিদ্যমান থাকায় ঐ জাতিটি সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভাবনাসম্বন্ধী হইবে। কিন্তু এইভাবে জাতি ভাবনার সম্বন্ধী হইলেও স্বরূপতঃ উহা ভাবনাত্মক বা সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভাবনার আশ্রয় না হওয়ায় উহাতে সিদ্ধবস্তুসম্বন্ধী ধর্মাধর্মজনকত্ব থাকিতে

---

১ অদৃষ্টজনকত্বং শ্রুত্যেকগম্যম্। সা চাসিদ্ধস্য ক্রিয়মাণস্যেষ্টসাধনত্বং, সিদ্ধস্য তু ব্যাপার-ভাগিত্বেন তথাত্বম্। ক্বচিৎ প্রসক্তস্য নিবৃত্তিস্তথাত্বেন বোধয়তি। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৩-৪৪

পারে না। জাতি নিত্য বলিয়া উহা স্বয়ং ব্যাপারাত্মক হইতেই পারে না। কারণ ব্যাপারের লক্ষণ জন্যতাগর্ভিত হওয়ায় নিত্য-বস্তু স্বরূপতঃ ব্যাপারাত্মক হয় না। এমন কি কোনও প্রক্রিয়ার সাহায্যেও উহাকে ব্যাপারিত করা যায় না; কারণ জাতি কখনও অনিত্য ধর্মের আশ্রয় হয় না।[১] জাতিসম্বন্ধে সাক্ষাৎ বিধি বা নিষেধ না থাকায় উহাকে ধর্ম বা অধর্মের জনক বলা যায় না। এস্থলে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে ধর্ম বা অধর্মের জনক যে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান জাতিও তাহার বিষয় হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানের বিশেষণ-রূপে প্রবিষ্ট জাতিও জ্ঞানের ন্যায় ধর্মে উপযোগী হইবে। ইহার সমাধানে আমরা বলিতে বাধ্য হইব যে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের বিষয়তাবচ্ছেদকীভূত জাতি তাদৃশ জ্ঞানের সাহায্য করিয়াই কার্যান্তর হইতে বিরত থাকে। অতএব ধর্মজনক ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই জাতি যে ধর্মজনক হইবে, এরূপ কথা বলা যায় না। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান যে ধর্মের জনক ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। 'দীয়মানা ভূমির্মদিষ্টসাধনা' অথবা 'ভূমিদানং মদিষ্টসাধনম্' এইরূপ ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান না হইলে ভূমিদান-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবে না—না হইলে পুণ্যাত্মক ধর্মও উৎপন্ন হইবে না। প্রত্যুত ঐরূপ ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান থাকিলে ঐ-জাতীয় ক্রিয়ার উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। ঈদৃশ অন্বয় ও ব্যতিরেকের দ্বারা ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের ধর্মজনকত্ব প্রমাণিত আছে। ঐ ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানের বিষয়ীভূত ভূম্যংশে ভূমিত্ব-জাতি অবচ্ছেদক-রূপে প্রবিষ্ট রহিয়াছে। অতএব জাতি যে ধর্মজনকজ্ঞানীয় বিষয়তার অবচ্ছেদক হয় ইহাও অনায়াসেই বুঝা যায়। কিন্তু এইরূপ হইলেও জ্ঞানাংশেই জাতির উপযোগ, ধর্মাংশে নহে। অতএব জাতির ধর্মাধর্মজনকত্ব সম্ভবপর হয় না।

বিশেষ বা সমবায়ও ধর্মাধর্মের জনক হইবে না। কারণ উহাদের ধর্মাধর্ম-জনকত্ব-প্রতিপাদক কোনও শ্রুতি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। এজন্য শ্রুতি-মাত্রগম্য ধর্মাধর্মজনকত্ব বিশেষ ও সমবায়ে সম্ভব হইবে না।[২] এক্ষণে

---

১ জাতিশ্চ ন স্বরূপতঃ কার্যা, নিত্যত্বাৎ; নাপি ব্যাপারভাগিতয়া, জন্যধর্মানাশ্রয়ত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৪

২ বিশেষসমবায়য়োশ্চাদৃষ্টজনকত্বে মানাভাব ইত্যর্থঃ। ঐ পৃঃ ১৪৪-৪৫

ইহা স্পষ্টই বুদ্ধিস্থ হইল যে ধর্মাধর্মজনকত্বকে যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা হইয়াছে তাহাতে কোনও অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি-দোষ নাই।

কার্যত্বমভূত্বা ভাবিত্বম্। অনিত্যত্বঞ্চ ভূত্বা অভাবিত্বং বিবক্ষিতম্।[১] অন্যথা কারণবতামেবেতি নিয়মো ন স্যাৎ। তদনপেক্ষান্ বিহায়েত্যেবকারার্থঃ।

কার্যত্ব বলিতে ('কার্যত্বানিত্যত্বে কারণবতামেব'[২] এই প্রশস্তপাদ-গ্রন্থের দ্বারা সকারণ বস্তুর সাধর্ম্য-রূপে যে কার্যত্ব ও অনিত্যত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কার্যত্ব বলিতে) 'অভূত্বা ভাবিত্ব' (অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাবত্ত্ব) এবং অনিত্যত্ব বলিতে 'ভূত্বা অভাবিত্ব' (অর্থাৎ সত্তাবত্তাবিশিষ্ট ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব) বিবক্ষিত হইয়াছে। অন্যথা (অর্থাৎ কার্যত্ব ও অনিত্যত্বকে উক্তপ্রকারে বিবক্ষিত না করিলে) 'কারণবতামেব' এই (পরমমূলস্থ) নিয়ম বাধাপ্রাপ্ত হইবে। 'যাহারা তদনপেক্ষ (অর্থাৎ কারণকে অপেক্ষা করে না) তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া' ইহাই এব-কারের অর্থ।

আচার্য প্রশস্তপাদ 'কার্যত্বানিত্যত্বে কারণবতামেব' এই গ্রন্থের দ্বারা কারণবান্ অর্থাৎ সকারণ বস্তু-সম্বন্ধে কার্যত্ব ও অনিত্যত্বকে পৃথক্‌পৃথগ্‌ভাবে সমানধর্ম বলিয়াছেন। কারণবান্ বা সকারণ বলিতে যে সকল পদার্থ কারণসাপেক্ষ অর্থাৎ যাহারা কারণের সাহায্যে আত্মলাভ করে তাহাদিগকে বুঝায়। প্রশস্তপাদকর্তৃক পরিগণিত ষড়্‌বিধ পদার্থের মধ্যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ত্রিবিধ পদার্থ নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব ঐ পদার্থগুলি সকারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে না। অবশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থের মধ্যে আত্মা, আকাশ, কাল, দিক্ ও পার্থিবাদি চতুর্বিধ

---

১ কার্যত্বমভূত্বা ভাবিত্বমনিত্যত্বং ভূত্বা অভাবিত্বং বিবক্ষিতম্ ইতি সোসাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ।

২ প্রশস্তপাদ, পৃঃ ২৯

পরমাণুকে পরিত্যাগ করিয়া পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্ব্যণুকাদি দ্রব্য, এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞান, কৃতি প্রভৃতি গুণকে পরিত্যাগ করিয়া অবশিষ্ট গুণ, অর্থাৎ জন্য-গুণ ও যাবতীয় কর্ম—এই পদার্থগুলি সকারণ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে; যেহেতু উহারা নিজেদের আত্মলাভে কারণের অপেক্ষা রাখে। অভাবের মধ্যে ধ্বংস সকারণ হইলেও প্রশস্তপাদগ্রন্থে পদার্থ-পরিগণনায় নামতঃ অভাবের কোনও উল্লেখ নাই বলিয়া প্রকৃতস্থলে অভাবও সকারণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। অতএব ইহা বুঝা যাইতেছে যে কার্যত্ব ও অনিত্যত্বকে প্রদর্শিত চতুর্বিধ দ্ব্যণুকাদি দ্রব্য, জন্য-গুণ ও কর্ম, এই সকল পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে।

কার্যত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকে কার্যত্ব বলেন নাই কিন্তু 'অভূত্বা ভাবিত্ব'কে অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাবত্ত্বকে প্রকৃতস্থলে কার্যত্ব বলিয়াছেন। যদিও অন্যান্যস্থলে কেবল প্রাগ-ভাবপ্রতিযোগিত্বকেই কার্যত্বের স্বরূপ বলা যায় তথাপি প্রকৃতস্থলে ঐরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইবে না। কারণ অস্মৎপ্রদর্শিত পূর্বব্যাখ্যানুসারে সকারণ-পদের দ্বারা অভাবের গ্রহণ হয় নাই। এক্ষণে যদি কেবল প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্বকেই কার্যত্বের লক্ষণ বলা যায় তাহা হইলে ঐ কার্যত্ব ধ্বংসা-ভাবেও থাকিবে। এইরূপ হইলে ধ্বংসাভাবে কার্যত্ব-রূপ সাধর্ম্যটি অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কাতেই কিরণাবলীকার 'অভূত্বা ভাবিত্ব'কে অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাবত্ত্বকে সকারণ বস্তুর সাধর্ম্য বলিয়াছেন। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ ধ্বংসাভাবে প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ব-রূপ বিশেষণাংশ থাকিলেও সত্তাবত্ত্ব-রূপ বিশেষ্যাংশ না থাকায় প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাবত্ত্ব উহাতে থাকিল না।

অনিত্যত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার 'ভূত্বা অভাবিত্ব'কে অর্থাৎ সত্তাবত্ত্ববিশিষ্ট ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বকে অনিত্যত্ব বলিয়াছেন। যদিও অন্যান্য-স্থলে কেবল ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বকেই অনিত্যত্বের স্বরূপ বলা যায় তাহা হইলেও প্রকৃতস্থলে কেবল উহাকেই অনিত্যত্ব বলা যাইবে না। কারণ পূর্বব্যাখ্যানুসারে অভাব সকারণ বলিয়া গৃহীত হয় নাই অথচ প্রাগভাবে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব থাকে। এইরূপে প্রাগভাব-অন্তর্ভাবে অনিত্যত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়াই কিরণাবলীকার সত্তাবত্ত্ববিশিষ্ট ধ্বংস-

প্রতিযোগিত্বকে অনিত্যত্বের স্বরূপ বলিয়াছেন। এক্ষণে আর ঐ অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ প্রাগভাবে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব থাকিলেও সত্তাবত্ত্ববিশিষ্ট ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব-রূপ বিশিষ্টটি থাকিবে না।[১]

এই স্থলে কার্যত্বের স্বরূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে, নিজ নিজ কারণ ও সত্তার সহিত যে সম্বন্ধ তাহাই প্রকৃতস্থলে কার্যত্ব হইবে।[২] পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি নিত্য-দ্রব্যে ও প্রাগভাবে স্বকারণ-সম্বন্ধ না থাকায় কার্যত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে না এবং ধ্বংসাভাবে স্বকারণ-সম্বন্ধ থাকিলেও সত্তা-সম্বন্ধ না থাকায় কার্যত্ব-লক্ষণ অতিব্যাপ্ত হইবে না। এস্থলে ব্যোমবতীকার প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন যে কোন কোন আচার্য 'অভূত্বা ভবনকে' কার্যত্ব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।[৩] ইহাতে মনে হয় যে কিরণাবলীকার যে 'অভূত্বা ভাবিত্ব' (অর্থাৎ ভবন)-কে কার্যত্ব বলিয়াছেন ইহা তাঁহার নিজস্ব আবিষ্কার নহে—তিনি নিশ্চয়ই কোনও প্রাচীনতর আচার্যের মতেরই অনুবাদ করিয়াছেন।[৪] সে যাহাই হউক, প্রকৃতস্থলে ব্যোমবতীকার কার্যত্বের ঐ লক্ষণটিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে নিজ কারণের ও সত্তার সহিত সম্বন্ধই ভবন। এবং তিনি মনে করেন যে এইরূপমাত্র বলিলেই যখন অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না তখন প্রকৃতস্থলে কার্যত্বের শরীরে 'অভূত্বা' এই অংশকে অন্তর্নিবেশিত করা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া বিবেচিত হইবে। কেবল স্বকারণ-সম্বন্ধকে কার্যত্ব বলিলে ধ্বংসাভাবে উহা অতিব্যাপ্ত হয় এবং কেবল সত্তা-সম্বন্ধকে কার্যত্ব বলিলেও আকাশাদি নিত্য-

---

১ কার্যত্বং যদি প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বমনিত্যত্বঞ্চ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বং বিবক্ষ্যেত তদা ধ্বংস-প্রাগভাবাতিব্যাপ্তিরিতি ব্যাচষ্টে। অভূত্বেতি উভয়ত্রাপি সত্তাবত্ত্বেন বিশেষণান্নোক্তদোষঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৫

২ অথ কিমিদং কার্যত্বং নামেতি? স্বকারণসত্তাসম্বন্ধস্তেন সত্তা কার্যমিতি ব্যবহারাৎ। ব্যোমমতী, পৃঃ ১২৯

৩ অভূত্বা ভবনমিত্যেকে। ঐ

৪ অনিত্যত্বের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করিব। ন্যায়দর্শনভাষ্যে ও ন্যায়বার্ত্তিকে এইরূপ উক্তি বহু স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দ্রব্যান্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়; এই কারণেই স্বকারণ ও সত্তা এই উভয়ের সম্বন্ধকে কার্যত্ব বলা হইয়াছে।

অনিত্যত্বের বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত যে বস্তুসত্তা তাহাই অনিত্যত্ব।[১] ইহার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছেন যে বস্তু যখন বিদ্যমান থাকে তখনই উহাতে সত্তা থাকে; কিন্তু ঐ কালে প্রাগভাব বা প্রধ্বংসাভাব থাকে না। সুতরাং ইহা বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে যে সত্তা প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত হইবে।[২] আরও কথা এই যে, 'সৎ' এইরূপ ব্যবহারেই সত্তার উপযোগ; 'অনিত্য' এইরূপ ব্যবহারে সত্তার উপযোগ দেখা যায় না। সুতরাং 'সত্তা'ই বা কিরূপে অনিত্যত্বের শরীরে প্রবিষ্ট হইতে পারে।[৩] অতএব কিরণাবলীকার যে 'ভূত্বা অভবনম্'ই অনিত্যত্ব হইবে; অর্থাৎ সত্ত্ববিশিষ্ট বিনাশিত্বই অনিত্যত্ব হইবে।[৪] এইভাবে অনিত্যত্বের ব্যাখ্যা প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা ব্যোমবতীকারের পূর্বোক্ত-যুক্তি-অনুসারেই খণ্ডিত হইয়া যাইবে। কারণ সত্তার সহিত বিনাশের সম্বন্ধ না থাকায় সত্তার দ্বারা উপলক্ষিত বিনাশকে অনিত্যত্ব বলা যায় না।[৫] ইহার উত্তরে স্বকীয় মতের সমর্থনপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে যদিও প্রধ্বংসাভাব ও প্রাগভাবের সহিত সত্তার সমান-কালীন সামানাধিকরণ্য থাকিতে পারে না ইহা সত্য, তথাপি স্মর্যমাণ প্রাগভাব ও অনুমীয়মান ধ্বংসাভাবের সহিত সত্তার উপলক্ষণ উপলক্ষিত ভাবের বাধা হইবে না। কোনও একটি ঘটকে আমরা উৎপন্ন ও বিনাশী বলিয়া ব্যবহার করি। কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশের পরস্পরসমানকালীন সামানাধিকরণ্য নাই বলিয়া যেমন এইস্থলে স্মর্যমাণ উৎপত্তি বিনাশে এবং

---

১ অনিত্যত্বং তু প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবোপলক্ষিতা বস্তুসত্তা। ব্যোমবতী, পৃঃ ১২৯

২ অথ বস্তুসত্তাকালে প্রাগভাবপ্রধ্বংসাভাবয়োরভাবাৎ কথমুপলক্ষণত্বম্। ঐ

৩ ন চানিত্যব্যবহারে সত্তা বিশেষণং বিলক্ষণত্বাৎ। তথাহি সত্তাবিশেষণং সৎসদিতি জ্ঞানমেব, জ্ঞানান্তরে তু সত্তায়া বিশেষণত্বেন সর্বত্র সত্তৈব বিশেষণং স্যাদিত্যতিপ্রসঙ্গঃ। ঐ

৪ তস্মাদ্ যদ্ ভূত্বাঽভবতি আত্মানং জহাতি তদনিত্যমিতি কেচিৎ। ঐ

৫ তদপ্যসৎ। বিনাশস্য বস্তুকালেঽসত্ত্বিত্বেন বিশেষণত্বাৎ। ঐ

অনুমীয়মান বিনাশ উৎপত্তিতে উপলক্ষিত হইয়া ব্যবহারের উপযোগী হয় সেইরূপ প্রকৃতস্থলেও স্মর্যমাণ ও অনুমীয়মান প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব সত্তা অংশে উপলক্ষণ হইতে পারে। যদিও অবশ্যই প্রকৃতস্থলে অনুমীয়মান প্রধ্বংসাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত সত্তা অথবা সত্তার দ্বারা উপলক্ষিত প্রধ্বংসাভাবকে অনিত্যত্বের স্বরূপ বলা যায় ইহা সত্য, তথাপি উদ্দ্যোতকর প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের দ্বারা উপলক্ষিত বস্তু-সত্তাকেই অনিত্যত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকার প্রধ্বংসাভাবমাত্রকেই অনিত্যত্ব বলিয়াছেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে ভাষ্যকারের অভিমত অনিত্যত্বকে আমরা সকারণ বস্তুর সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিতে পারিব না, কারণ উহা প্রাগভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা এস্থলে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও ন্যায়বার্তিককার উদ্দ্যোতকরের অভিপ্রায়ানুসারে অনিত্য-পদার্থের স্বরূপ-সম্বন্ধে নাতিবিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। ন্যায়দর্শনে 'আদিমত্ত্বাদ্ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ কৃতকবদুপচারাচ্চ' এই সূত্রের (২।২।১৪) ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন: 'সংযোগবিভাগজশ্চ শব্দঃ কারণবত্ত্বাদনিত্য ইতি।…কারণবত্ত্বাদ্ উৎপত্তিধর্মকত্বাদ্ অনিত্যঃ শব্দ ইতি, ভূত্বা ন ভবতি, বিনাশধর্মকঃ'। পূর্বোক্ত গৌতমসূত্রের সহিত 'কার্যত্বানিত্যত্বে কারণবতাম্' এই কণাদসূত্রের অত্যন্ত সামঞ্জস্য দেখা যায়। সূত্রস্থ 'আদিমত্ত্বাৎ' শব্দেরই ভাবার্থ 'কারণবত্ত্বাৎ', অর্থাৎ কারণবত্ত্বের সহিত অনিত্যত্বের ব্যাপ্যব্যাপকভাব-রূপ সম্বন্ধ আছে —কারণবৎ হইলেই বস্তু অনিত্য হইবে। সুতরাং যাহারা কারণবৎ অর্থাৎ জন্য-দ্রব্য, জন্য-গুণ ও কর্ম, তাহাদের সাধর্ম্য হইবে অনিত্যত্ব।

শব্দের অনিত্যত্বানুমানে, 'শব্দঃ অনিত্যঃ কারণবত্ত্বাৎ' এইরূপ প্রয়োগে 'কারণবত্ত্বাৎ' এই হেতুবাক্যের অর্থ 'উৎপত্তিধর্মকত্বাৎ'। কোনও বস্তু উৎপন্ন হইলে বিনাশের কারণগুলির সমাবেশে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী হয় অর্থাৎ কখনও না কখনও তাহার বিনাশ হইবেই। সুতরাং উৎপন্ন বস্তু-মাত্রই অনিত্য। এইজন্যই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন, 'অনিত্যঃ শব্দ ইতি—বিনাশধর্মক ইতি'। ইহা হইতে ভাষ্যকারের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপেই প্রতীত হয় যে বস্তুর ধ্বংসই অনিত্যত্ব। এস্থলে 'ভূত্বা ন ভবতি' এই বাক্যের দ্বারা উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংস-রূপ অর্থ কিরূপে প্রতীত হয় তাহা বিশদভাবে

আলোচনা করা প্রয়োজন। 'ভূ সত্তায়াম্' এই ভ্বাদিগণীয় ধাতুর অর্থ 'সত্তা' অর্থাৎ অস্তিত্ব। আর অভাব-রূপ অর্থ প্রকাশ করিতে আমরা যেরূপ 'নাস্তি' এইরূপ বাক্যের প্রয়োগ করিয়া থাকি প্রাচীনগণ সেইরূপ উক্ত অর্থ প্রকাশ করিতে 'ন ভবতি' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেন। সুতরাং 'ভূত্বা ন ভবতি' এইরূপ বাক্যের অর্থ হইবে 'যাহা উৎপন্ন হইয়া বিদ্যমান থাকে না।' ঈদৃশ অভাব ধ্বংসাভাবই হইবে। সুতরাং ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে উৎপন্ন বস্তুর ধ্বংসই অনিত্যতা ইহাকেই 'ভূত্বা ন ভবতি' এইরূপ ভাষার সাহায্যে বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে। কারণ শব্দ উৎপন্ন হইয়া ধ্বংস হয় অর্থাৎ উৎপন্ন বস্তু বিনাশী ইহাই ভাষ্যগ্রন্থের প্রকৃত উপক্রম। 'ভূত্বা' এই ক্বাচ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দটির দ্বারা উৎপত্তি-ধর্মক বস্তু উৎপন্ন হইয়া নাশের কারণ-সমবধানে অবশ্যই বিনষ্ট হয় ইহাই ভাষ্যকার প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন। 'ভূত্বা' শব্দটির দ্বারা উৎপত্ত্যনন্তর-রূপ অর্থ সূচিত হওয়ায় উৎপন্ন বস্তুকে আদিমান্ অর্থাৎ কারণবান্ বলিয়া জানিতে হইবে। প্রাগভাব উৎপন্ন হয় না। সুতরাং ইহা অনাদি কিন্তু সান্ত। কিন্তু ধ্বংস আদিমান্ অর্থাৎ কারণবান্। সুতরাং ভাষ্যকার 'ভূত্বা ন ভবতি' এইরূপ প্রয়োগের দ্বারা যাহাকে বুঝাইতেছেন সেই অভাব ধ্বংসাভাব এবং শব্দের অনিত্যত্ব বলিতে ধ্বংসাভাবপ্রতিযোগিত্ব-রূপ অর্থই ভাষ্যকারের সম্মত বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যাইতে পারে যে, ভাষ্যকার 'সাধ্যসাধর্ম্যাৎ তদ্ধর্মভাবী দৃষ্টান্ত উদাহরণম্' এই সূত্রস্থ (১।১।৩৬) ন্যায়ান্তর্গত পঞ্চাবয়ববাক্যের অন্যতম তৃতীয় অবয়ব 'উদাহরণের' লক্ষণে শব্দের অনিত্যত্বসাধনাভিপ্রায়ে 'শব্দোঽপ্যুৎপত্তিধর্মকত্বাদনিত্যঃ স্থাল্যাদিবৎ' ইত্যাদি উদাহরণ (দৃষ্টান্ত) প্রদর্শন করিয়া অনিত্যত্বের পরিচয় স্পষ্টভাবেই বুঝাইয়াছেন—তত্র যদুৎপদ্যতে তদুৎপত্তিধর্মকং তচ্চ ভূত্বা ন ভবতি, আত্মানং জহাতি নিরুধ্যত ইত্যনিত্যম্। এইস্থলে 'আত্মানং জহাতি' এই বাক্যেরই অর্থ 'যাহার স্বরূপ নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ যে উৎপত্তিধর্মক বস্তুটি বিনষ্ট হয় সেই বস্তুটিই অনিত্য'। আর সেই অনিত্যবস্তুর যাহা ধর্ম তাহাই ধ্বংস বা বিনাশ-রূপ অনিত্যত্ব। অবশ্য এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে যদিও ধ্বংস কারণবান্ অর্থাৎ উৎপত্তিধর্মক বটে তথাপি তাহার ধ্বংস না হওয়ায় ভাষ্যকারোক্ত অনিত্যত্ব ধ্বংসে থাকিতে পারে না। সুতরাং ভাষ্যকার যে অনিত্যত্বানুমানে

উৎপত্তিধর্মকত্বকে হেতু-রূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় না। কারণ উৎপত্তিধর্মকত্ব অনিত্যত্বের ব্যভিচারী। এজন্য অবশ্য কেহ কেহ এরূপ বলিয়াছেন যে উৎপত্তিধর্মক ভাব-পদার্থমাত্রই অনিত্য। ইহাতে অবশ্য ধ্বংসে অনিত্যেত্বর অব্যাপ্তির প্রসঙ্গই উত্থিত হয় না। বাস্তবিকপক্ষে প্রাচীনগণের ব্যাখ্যানুসারে উৎপত্তি কেবল ভাব-পদার্থেরই ধর্ম হইয়া থাকে। বস্তুর প্রথম ক্ষণে তাহার কারণের সহিত সমবায়-সম্বন্ধই যদি এখানে উৎপত্তি-পদার্থ বলিয়া ভাষ্যকারের অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে উহা ধ্বংসে না থাকায় তাঁহার হেতুটি ব্যভিচারী হয় নাই।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর অনিত্যত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মতবিশেষের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়ই অনিত্যত্ব।[১] বস্তুতঃ যাহার প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয়ই আছে উহাই অনিত্য অর্থাৎ প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়ের সম্বন্ধীই অনিত্য। কিন্তু তিনি এই মতকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কারণ কোনও ভাববস্তুই প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের সহিত সম্বদ্ধ না হওয়ায় উহাকে অনিত্য বলা যায় না।[২] আরও কথা এই যে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের সহচার সম্ভবপর না হওয়ায় যদি প্রাগভাব অথবা প্রধ্বংসাভাবের প্রত্যেককেই অনিত্যত্ব বলা যায় তাহা হইলে অনুৎপন্ন ভাব-বস্তু অথবা বিনষ্ট ভাব-বস্তুতে অনিত্যত্বের আপত্তি হইবে। আর যদি প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এতদুভয়কেই অনিত্যতা বলা যায় তাহা হইলে অনুৎপন্ন বস্তুতে প্রাগভাব এবং বস্তুর বিনাশের পর উহাতে প্রধ্বংসাভাব থাকায় বস্তুসত্তাকালে বস্তুবিশেষবিষয়ক অনিত্য-প্রতীতির প্রতি কোনও কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।[৩]

আরও বক্তব্য এই যে যদি অনিত্যের ভাবই অনিত্যতা হয় তাহা হইলে প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসাভাব কখনই অনিত্যতা হইতে পারে না। কারণ

---

১ কিং পুনস্তৎ? প্রাক্প্রধ্বংসাভাবাবিত্যেকে। একে তাবদ্বর্ণয়ন্তি যস্য প্রাক্প্রধ্বংসাভাবৌ স্তস্তদনিত্যমিতি। ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ২৮১

২ নাসম্বন্ধাৎ। ন হি প্রাক্প্রধ্বংসাভাবাভ্যাং ভাবঃ সম্বধ্যত ইতি। ঐ

৩ অনুৎপন্নে বস্তুনি প্রাগভাবোঽস্তি, উর্দ্ধং চ বস্তুনঃ প্রধ্বংসাভাবোঽস্তি ইত্যসতি প্রাক্প্রধ্বংসাভাবেঽনিমিত্ততোঽনিত্যপ্রত্যয়ঃ স্যাৎ। ঐ

প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব ইহারা উভয়েই অভাব। সুতরাং ইহারা ভাববোধক কোনও প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে না। অনিত্য বলিতে যাহার আত্যন্তিক ভাব নাই তাহাকেই বুঝায়। তাদৃশ অনিত্যের যাহা ভাব উহাই অনিত্যতা। প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব উভয়েই ভাবের নিষেধস্বরূপ হওয়ায় উহারা কখনই ভাব-বাচক প্রত্যয়ের দ্বারা অভিহিত হইতে পারে না। সুতরাং প্রাগভাব এবং প্রধ্বংসাভাবকে অনিত্যতা বলা যায় না।[১] এস্থলে আরও বলা যাইতে পারে যে 'অনিত্যস্য ভাবঃ অনিত্যতা' এইরূপ ব্যুৎপত্তি স্বীকার করিলে তল্-প্রত্যয়টি 'তস্য ভাবত্বতলৌ' এই পাণিনীয় সূত্রের দ্বারা বিহিত হইবে। পাণিনিসূত্রস্থ 'তস্য' এই পদের দ্বারা ধর্মীকে বুঝায়। ভাব-শব্দের দ্বারা উক্ত ধর্মীর যে ধর্ম তাহাই বুদ্ধিস্থ হয়। এস্থলে বক্তব্য এই যে অভাব কখনই ধর্ম হয় না। আর যদি বা অভাবই ধর্ম হয় তাহা হইলেও দেখা যায় যে ধর্মটি যখন থাকে তখন তচ্ছব্দবাচ্য ধর্মী থাকে না। আর যদি ধর্মী বিদ্যমান না থাকে তাহা হইলে 'অনিত্যস্য' এই ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা কোন সম্বন্ধকেই বুদ্ধিস্থ করা যায় না।[২]

আর যদি 'অনিত্য' এই পদের দ্বারা ইহাই বিবক্ষিত হয় যে যাহা উৎপন্ন হয় তাহা উৎপত্তির পূর্বে থাকে না তাহা হইলে আমরা বলিব যে ইহা আমাদের অনভিপ্রেত হইবে না। কারণ আমরাও অনিত্য বলিতে ইহাই বুঝি যে যাহা পূর্বে থাকে না এবং পরেও থাকে না। কিন্তু এইরূপ হইলেও প্রাগভাব ও ধ্বংস এই উভয়কে অনিত্যত্ব বলা চলিবে না। কারণ এক্ষেত্রেও ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা কোন সম্বন্ধ প্রতীত হইবে না। এইরূপ হইলে 'ঘটস্য প্রাগভাবঃ', 'ঘটস্য প্রধ্বংসাভাবঃ' এই ষষ্ঠীবিভক্তিঘটিত বাক্যের প্রয়োগ কিরূপে সম্ভবপর হইবে? ইহার উত্তরে অবশ্য এইরূপ বলা যাইতে পারে যে ঐরূপ স্থলে ষষ্ঠীবিভক্তির দ্বারা যে কোন সম্বন্ধ অভিহিত হয় নাই ইহা সত্য; কারণ, ঐরূপ বাক্যের অর্থ হইবে 'ঘট পূর্বে ছিল না অর্থাৎ পরে উৎপন্ন

---

১ প্রাক্প্রধ্বংসাভাবৌ চ ভাবপ্রতিষেধৌ, ন চাভাবো ভাবাভিধানেন বক্তুং যুক্তঃ। ন্যায়বার্তিক, পৃঃ ২৮৯

২ ষষ্ঠ্যর্থশ্চ নাস্তি তস্য ভাবস্ত্বতলাবিতি তস্যেতি ধর্ম্যপদিশ্যতে, ভাব ইতি ধর্মিণো ধর্মঃ, ন চ ধর্মকালে তচ্ছব্দবাচ্যো ধর্মী বিদ্যতে। ন চাবিদ্যমানস্য ষষ্ঠ্যা যোগ ইতি। ঐ

হইয়াছে' এবং 'বিনাশের পরে ঘট থাকিবে না'। এই জন্যই ঘটকে অনিত্য বলা হইয়াছে এবং তাদৃশ অনিত্য বস্তুর ভাবই অনিত্যতা হইবে।[১] কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকিয়াই যাইবে যে তাদৃশ অনিত্যতা বর্তমান বস্তুতে কেমন করিয়া সম্ভব হইবে। কারণ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয়ই অনিত্যতা হইলে বর্তমান বস্তুতে প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব না থাকায় উহাকে 'অনিত্য' এই শব্দের দ্বারা ব্যবহার করা যাইবে না। ইহার উত্তরে হয়ত কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ণ্বুল্-প্রত্যয়ান্ত পাচক, পাঠক প্রভৃতি শব্দ যেরূপ ত্রিকালবিষয়ক অর্থাৎ ঐ সকল শব্দের দ্বারা যেরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকালীন পাককর্তা প্রভৃতি অর্থের বোধ জন্মিয়া থাকে সেইরূপ ত্যপ্-প্রত্যয়ান্ত অনিত্য[২]-শব্দের দ্বারাও কালত্রয়বিষয়ক অর্থ উপস্থিত হইবে। ইহার ভাবার্থ এই যে, যে-কোনও কালে পাক করিলেই যেমন কাহাকেও পাচক বলা হয়—শব্দপ্রয়োগকালে যেমন পাকের আবশ্যকতা নাই, সেইরূপ যে-কোনও কালে অনিত্যতা অর্থাৎ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয় থাকিলেই তাহাকে অনিত্য বলা যাইবে, শব্দপ্রয়োগকালে অনিত্যতা অর্থাৎ প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয়েরই বিদ্যমানতা অপেক্ষিত নহে। কিন্তু এইরূপ বলাও সমীচীন হইবে না। কারণ ণ্বুল্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ত্রিকালবিষয়ত্ব প্রয়োগসিদ্ধ; কিন্তু ত্যপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের ত্রিকালবিষয়ত্ব প্রয়োগসিদ্ধ নহে। সুতরাং 'প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব এই উভয়ই অনিত্যতা' এই মত বার্ত্তিককারের অভিমত নহে।[৩]

বার্ত্তিককার অনিত্যত্বের স্বরূপপ্রসঙ্গে অপর একটি মতের আলোচনা করিয়াছেন। কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে বিনাশহেতুভাবই অনিত্যতা অর্থাৎ বিনাশের যাহা হেতু তাহার ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব বা বিদ্যমানতাই

---

১ ঘটস্য প্রাগভাবো ঘটস্য প্রধ্বংসাভাব ইত্যেতৎ কথম্? নাত্র ষষ্ঠ্যা সম্বন্ধোঽভিধীয়ত অপি তু প্রাগিদং বস্তু নাসীৎ পশ্চাজ্জাতমিত্যর্থঃ। ঊর্দ্ধ্বং চ বিনাশাদিদং বস্তু ন ভবিষ্যতীত্য-নিত্যমিত্যুচ্যতে। তস্য চ ভাবোঽনিত্যতেতি। ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ২৮১-২

২ ত্যব্ নে ধ্রুব ইতি বক্তব্যম্। পাণিনীয় ৪।২।১০৪ সূত্রস্থ বার্ত্তিক।

৩ অথ মন্যসে ত্যপোঽপি ত্রিকালবিষয়ত্বমিতি, তচ্চ নাদর্শনাৎ। ন হ্যসত্যনিত্যোঽনিত্য ইতি প্রয়োগং পশ্যামঃ। তস্মাত্ত্যপস্ত্রিকালবিষয়ত্বমযুক্তমিতি। অতো ন প্রাগভাবপ্রধ্বংসা-ভাবাবনিত্যতেতি। ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ২৮১-২

অনিত্যতা।[১] কিন্তু ইহাও সমীচীন নহে। কারণ বিনাশহেতুর অস্তিত্বের পূর্বেই ভাববস্তুতে 'অনিত্য' এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়া থাকে। কপাল ও কপালিকার বিভাগ যাহা ঘটবিনাশের হেতু তাহা উৎপন্ন হইবার পূর্বেই আমরা ঘটকে অনিত্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি। বিনাশহেতুভাবই যদি অনিত্যতা হয় তাহা হইলে বর্তমান ঘটাদি বস্তুকে অনিত্য বলিয়া মনে করা যুক্তিযুক্ত হইত না। আরও কথা এই যে বিনাশহেতুভাব থাকিলে 'বিনাশহেতু আছে' এইরূপই অনুভব হইয়া থাকে, 'অনিত্য' এইরূপ প্রতীতি হয় না। সুতরাং বিনাশহেতুর অস্তিত্বকে অনিত্যতা বলা যায় না।

এই কারণে কেহ কেহ বিনাশহেতুভাবের অন্যাদৃশ ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন। যাহার বিনাশহেতু আছে সে বিনাশী; আর যে যে বিনাশী সে অনিত্য।[২] কিন্তু এইরূপেও অনিত্যের নির্বচন সঙ্গত হয় না। কারণ যাহার বিনাশহেতু আছে তাহাকে বিনাশহেতুমান্ বলাই সঙ্গত, তাহাকে বিনাশী বলা যায় না। যাহার সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহাকে তৎ-সম্বন্ধীই বলা যুক্তিযুক্ত; অন্যের সহিত সম্বন্ধ বলিলে তাহা কখনই সমীচীন হয় না। দণ্ডের সহিত যাহার সম্বন্ধ আছে তাহাকে দণ্ডী বলা যায়, কিন্তু কুণ্ডলী বলা যায় না। যদি বলা যায় যে, কোন কোন স্থলে এমনও দেখা যায় যে যাহার সহিত সম্বন্ধ নাই তাহার সহিত সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্যও আমরা শব্দপ্রয়োগ করিয়া থাকি। সুতরাং প্রকৃতস্থলেও যাহার বিনাশহেতু আছে তাহাকে বুঝাইবার জন্য 'বিনাশী' এইরূপ শব্দপ্রয়োগ করিতে আপত্তি করা সঙ্গত হয় না। এস্থলে পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে আমরা 'বিনাশবচ্ছরীরম্' এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি। এক্ষেত্রে বিনাশের সহিত শরীরের সম্বন্ধ না থাকিলেও সম্বন্ধবাচক মতুপ্-প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সম্বন্ধ না থাকিলেই যে মতুপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের প্রয়োগ হইবে না, ইহা বলা সমীচীন হয় না। ইহার উত্তরে বলা যায় যে উক্ত উদাহরণে মতুপ্-প্রত্যয়ের প্রয়োগটি ঔপচারিক হইয়াছে। কারণ কুণ্ডল-সম্বন্ধ না থাকিলে যেমন 'কুণ্ডলী' এইরূপ প্রয়োগ সম্ভব হয় না, সেইরূপ

---

১ বিনাশহেতুভাব ইত্যন্যে। ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ২৮২

২ অথ মন্যসে যস্য বিনাশহেতুরস্তি তদ্ বিনাশবদ্, যদ্ বিনাশবৎ তদনিত্যমিতি। ঐ

বিনাশসম্বন্ধ না থাকিলেও 'বিনাশবচ্ছরীরম্' এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারে না। সুতরাং 'বিনাশবচ্ছরীরম্' এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হইলে আমাদের ঔপচারিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ ঐরূপ বাক্যের অর্থ হইবে 'যে শরীর অবশ্যই বিনাশপ্রাপ্ত হইবে'। সুতরাং উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে বিনাশহেতুভাবকে অনিত্যতা বলা যায় না।[১]

বার্ত্তিককার অনিত্যতার স্বরূপবর্ণনাপ্রসঙ্গে অন্য আর একটি মতের আলোচনা করিয়াছেন। ঐ মতানুসারে অনিত্যতার অর্থ হইবে—যাহা উপলব্ধির বিষয় হইয়া থাকে তাহার আত্যন্তিক তিরোভাব।[২] এই মতটিকে সাংখ্যমত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু সাংখ্যমতে ভাব-বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকৃত হয় না। সামগ্রীবিশেষের সমবধানে বস্তুর উপলব্ধি হয়; ইহাই বস্তুর জন্ম বা আবির্ভাব। আর সামগ্রীবিশেষের অসমবধানে বস্তুর অনুপলব্ধি হয়; ইহাকেই বস্তুর বিনাশ বা তিরোভাব বলা হয়। সুতরাং যাহা উপলব্ধির বিষয় তাহার অত্যন্তাভাব কখনই সাংখ্যমতে সম্ভব হয় না। ঐরূপ বলিলে সিদ্ধান্তবিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইবে। সাংখ্যমতে উপাদানের বিকারবিশেষই কার্য এবং বিকার ও উপাদান অভিন্ন। সুতরাং ঘটাদি-বিকার বিনাশপ্রাপ্ত হইলেও তাদৃশ বিকারের উপাদানভূত কপালাদি যাহা বিকার হইতে অভিন্ন তাহার উপলব্ধি বিদ্যমান থাকায় বিকারের আত্যন্তিক অনুপলব্ধি হয় না। এজন্য বার্ত্তিককার মনে করেন যে অত্যন্ত অনুপলব্ধিকে অনিত্যতা বলা যায় না।

পরিশেষে বার্ত্তিককার আর একটি মতের উল্লেখ করিয়া তাহাতেও দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। যে ভাব বা অবস্থা পূর্বে ছিল না, পরে উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন হইয়া পরে থাকে না তাহাকেই অনিত্য বলা হয়। এবং ঐরূপ অবস্থাই অনিত্যতা।[৩] অর্থাৎ এস্থলে বক্তব্য এই যে অনিত্য-শব্দের উত্তর

---

১ অথ মন্যসে দৃষ্টোঽয়ং প্রয়োগো বিনাশ্যেতচ্ছরীরমেতেঽধ্রুবা বিষয়া ইতি; ন, উপচারাৎ। বিনাশীত্যুপচারেণ প্রয়োগো বিনাশো যস্যাবশ্যন্তয়া ভবিষ্যতীতি। তস্মান্ন বিনাশ-হেতুভাবোঽনিত্যতা। ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ২৮৩

২ উপলব্ধিলক্ষণপ্রাপ্তস্যাত্যন্ততিরোভাবোঽনিত্যতা ইত্যন্যে। ঐ

৩ যে পুনর্বর্ণয়ন্তি—স এব ভাবোঽভূত্বা ভবন্ ভূত্বা চাভবন্ অনিত্য ইত্যুচ্যতে সা চাবস্থা

স্বার্থে তল্‌-প্রত্যয় প্রযুক্ত হওয়ায় অনিত্য ও অনিত্যতার মধ্যে কোন ভেদ নাই। কিন্তু উদ্দ্যোতকর এইরূপ মতকে সমীচীন বলিয়া মনে করেন নাই। কারণ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ভাব-প্রত্যয় কদাচ স্বার্থে বিহিত হয় না। যদি বলা যায় যে 'বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্'[1] এই সূত্রের দ্বারা স্বার্থে ভাব-প্রত্যয়ের বিধান প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা হইলেও উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ঐ সূত্রের দ্বারা স্বার্থে ভাব-প্রত্যয় বিহিত হয় নাই। কারণ উক্ত স্থলে 'বিনয়েন যোগঃ' এই অর্থেই ঠক্-প্রত্যয় বিহিত হইয়া থাকে, স্বার্থে নহে। এই প্রসঙ্গে উদ্দ্যোতকর আরও বলিয়াছেন যে যে সকল স্থলে স্থূলদৃষ্টিতে ভাব-প্রত্যয়বিশেষকে স্বার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় সে-সকল স্থলেও অনুমানের দ্বারা ঐ প্রত্যয়বিশেষ যে ভেদ-রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে।

এইরূপে উদ্দ্যোতকর অনিত্যতা-শব্দের বহুবিধ অর্থ আলোচনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন যে তাহা হইলে কি ইহাই বুঝিতে হইবে যে অনিত্যতা-শব্দের বাচ্য কোন অর্থই নাই। পরিশেষে সমাধানে তিনি বলিয়াছেন যে সত্তা দ্বিবিধ ; ইহার মধ্যে একটি অবধিকে অপেক্ষা করে, আর একটি করে না। যাহা উভয় অবধিকে অপেক্ষা করে ঐরূপ সত্তাই অনিত্যতা। আর যাহা অবধিকে অপেক্ষা করে না তাহাই নিত্যতা বলিয়া বুঝিতে হইবে।[2]

কারণত্বঞ্চ জ্ঞাতৃধর্মেতরকার্যাপেক্ষয়া। অন্যথা[3] পারিমাণ্ডিল্যাদিব্যবচ্ছেদস্ত্রয়গ্রহণঞ্চ নোপপদ্যেত।[4] পারি-

---

ভাবপ্রত্যয়েন অনিত্যতেত্যভিধীয়তে। এতত্তু ন যুক্তম্, স্বার্থে ভাবপ্রত্যয়স্যাদর্শনাৎ। ন্যায়বার্ত্তিক, পৃঃ ২৮৩

১ পাণিনি, ৫।৪।৩৪

২ তৎকিমিদানীমনিত্যতেত্যয়ং শব্দো নিরভিধেয় এব? নানভিধেয়ঃ। অবধ্যপেক্ষানপেক্ষাভেদাৎ সত্ত্বৈবোভয়থা—যোভয়ান্তপরিচ্ছিন্নবস্তুসত্তা সাঽনিত্যতেতি, যা তূভয়ান্তানবচ্ছিন্নবস্তুসত্তা সা নিত্যতা। ঐ, পৃঃ ২৮৪

৩ অন্যথা নেতি সোসাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ। স চ প্রামাদিক এব।

৪ নোপপদ্যতে ইতি সোসাইটিপুস্তকধৃতপাঠঃ।

মাণ্ডিল্যং পরমাণুপরিমাণম্। আদিগ্রহণাৎ পরমমহত্ত্বম্[১] অন্ত্যাবয়বিগত[২]রূপরসগন্ধস্পর্শপরিমাণানি, দ্বিত্বদ্বি-পৃথক্ত্বপরত্বাপরত্বানি বিনশ্যদবস্থদ্রব্যে[৩] সংযোগবিভাগ-বেগ[৪]কর্মাণি, অন্ত্যঃ শব্দঃ, চরমঃ সংস্কারো জ্ঞানঞ্চ গৃহ্যতে।

'কারণত্বঞ্চান্যত্র পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ[৫] এই মূলগ্রন্থস্থ কারণত্ব-পদার্থটি জ্ঞাতৃধর্মব্যতিরিক্ত কার্যকে অপেক্ষা করিয়া কথিত হইয়াছে। অন্যথা পারিমাণ্ডিল্যাদির পরিত্যাগ এবং ত্রিতয়ের (অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্মের) গ্রহণ উপপন্ন হইবে না। পরিমাণ্ডিল্য[৬] বলিতে পরমাণুর পরিমাণকে বুঝিতে হইবে। আদি-পদের গ্রহণবশতঃ (অর্থাৎ পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ এই স্থলীয় আদি-পদের প্রয়োগবশতঃ) পরমমহত্ত্ব, অন্ত্য অবয়বীর রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণ এবং দ্বিত্বসংখ্যা, দ্বিপৃথক্ত্ব, পরত্ব ও অপরত্ব এবং বিনশ্যদবস্থ দ্রব্যে আশ্রিত সংযোগ, বিভাগ, বেগ ও কর্ম এবং অন্ত্যশব্দ, চরমসংস্কার ও জ্ঞান এইগুলি গৃহীত হইয়াছে।

'কারণত্বঞ্চান্যত্র পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ' এই গ্রন্থের দ্বারা আচার্য প্রশস্তপাদ কারণত্বকে পারিমাণ্ডিল্য প্রভৃতি পদার্থ ব্যতিরিক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন। এস্থলে 'দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাম্......' ইত্যাদি পূর্ববর্তী গ্রন্থ হইতে দ্রব্যাদিত্রয়ের অনুষঙ্গ বুঝিতে হইবে। এই

---

১ দ্ব্যণুকপরিমাণমিত্যধিকঃ পাঠঃ কেষুচিদাদর্শপুস্তকেষু উপলভ্যতে।

২ গত ইতি সোসাইটিপুস্তকে নোপলভ্যতে।

৩ দ্রব্যনিষ্ঠসংযোগেতি পাঠঃ সোসাইটিপুস্তকে দৃশ্যতে।

৪ বেগ ইতি সোসাইটি পুস্তকেনাস্তি।

৫ বৈশেষিক সূত্র, পৃঃ ২৯

৬ অনেকানেক প্রাচীন পুস্তকে 'পারিমাণ্ডিল্য' এইরূপ প্রয়োগই দেখা যায়। আধুনিক পুস্তকে পারিমাণ্ডিল্যের স্থলে 'পারিমাণ্ডল্য' এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

কারণে প্রকৃতস্থলে প্রশস্তপাদগ্রন্থে দ্রব্যাদিত্রয়ের কণ্ঠতঃ উল্লেখ না থাকিলেও কারণত্বকে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

মূলস্থ কারণত্ব-পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে প্রকৃতস্থলে ইহা অর্থাৎ কারণত্ব কার্যমাত্রপ্রতিযোগিক নহে; অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে যে-কোন-কার্যতানিরূপিত কারণতাই কারণত্ব-পদের দ্বারা বিবক্ষিত হয় নাই। কিন্তু জ্ঞাতার অর্থাৎ জীবাত্মার ধর্মভূত যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, ইচ্ছা প্রভৃতি কার্যগুলি তদ্ভিন্নকার্যপ্রতিযোগিক অর্থাৎ উক্তজ্ঞাতৃধর্মগত কার্যতা হইতে ভিন্ন যে কার্যতা তাহার দ্বারা নিরূপিত কারণতাই পারিমাণ্ডিল্যাদিভিন্ন দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে। যদি কার্যতামাত্রনিরূপিত কারণতাই সাধর্ম্য-রূপে বিবক্ষিত হইত তাহা হইলে পূর্ব বাক্য হইতে 'ত্রয়াণাম্' এই অংশটির অনুষঙ্গ নিষ্প্রয়োজন হইয়া যাইত। কারণ দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের বহির্ভূত যে সামান্য প্রভৃতি পদার্থগুলি তাহারাও জ্ঞাতৃধর্ম যে জ্ঞান-রূপ কার্য তাহার কারণ হইয়া থাকে। ঘটত্বাদি জাতির আশ্রয়ভূত নিখিল ঘটের অলৌকিক প্রত্যক্ষে যে জ্ঞায়মান ঘটত্ব-রূপ সামান্য সন্নিকর্ষ-রূপে কারণ হয়, ইহা ন্যায়বৈশেষিকমতে স্বীকৃতই আছে। লৌকিক বা আলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের কারণতা যাঁহারা স্বীকার করেন তাঁহাদের মতে বিশেষ ও সমবায় তত্তদ্‌বিষয়ক যোগজ অলৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ হইবে। এই প্রণালীতে পারিমাণ্ডিল্য প্রভৃতিও স্ববিষয়ক অলৌকিক প্রত্যক্ষে কারণ-রূপে অপেক্ষিত থাকিবে। অতএব কারণত্ব পদার্থমাত্রের সাধর্ম্য হইতে পারিলেও উহাকে যে উক্তপদার্থব্যতিরিক্ত অর্থাৎ পারিমাণ্ডিল্যাদিভিন্ন দ্রব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হইয়া যায়। এই কারণেই কারণতাকে জ্ঞাতৃধর্মব্যতিরিক্ত কার্যের কারণতা বলা হইয়াছে। সুতরাং 'ত্রয়াণাম্' এই পদের অনুষঙ্গ এবং পারিমাণ্ডিল্যাদি পদার্থগুলির পরিবর্জন আবশ্যক হইয়াছে। কারণ দ্রব্যাদিপদার্থত্রয়ভিন্ন সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই পদার্থত্রয় জ্ঞাতৃধর্ম অর্থাৎ জ্ঞান হইতে ভিন্ন অন্য কোনও কার্যের প্রতি কারণ হয় না; এবং পারিমাণ্ডিল্য প্রভৃতিও জ্ঞাতৃধর্মাত্মক কার্যেরই প্রতি কারণ হয়, অন্যের প্রতি নহে। সুতরাং জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত কার্যের কারণতাকে কোনও পদার্থের সাধর্ম্য বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হইবে যে, উহা পারিমাণ্ডিল্যভিন্ন দ্রব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থেরই সাধর্ম্য।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রৈকালিক বস্তুরই যোগজ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের মতে বিশেষ ও সমবায়ের কারণতা প্রসিদ্ধ হইবে না; যেহেতু যোগজ প্রত্যক্ষে বিশেষ ও সমবায় প্রকাশিত হইলেও উহারা বিষয়-রূপে উক্ত প্রত্যক্ষের কারণ হয় না। কিন্তু ঐরূপ হইলেও সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক প্রত্যক্ষে জ্ঞায়মান সামান্য কারণ হইবে। সামান্যপ্রত্যাসত্তি-রূপে ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ জাতিগুলি অলৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হইলেও অতীন্দ্রিয় সামান্যগুলি কারণ হয় না। আর যদি জ্ঞায়মান সামান্যকে সন্নিকর্ষ না বলিয়া সামান্য-জ্ঞানকেই সন্নিকর্ষ বলা হয় তাহা হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিও কারণ হইবে না। সুতরাং কারণত্বকে পদার্থ-মাত্রের সাধর্ম্য বলা যায় না। আরও কথা এই যে অতীন্দ্রিয় সামান্য ও বিশেষাদিতে কারণত্ব অব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই জন্য 'ত্রয়াণাম্' এই পদের অনুষঙ্গ অবশ্যই করিতে হইবে। এই মতে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে কথিত কারণতাকে আর জ্ঞাতৃধর্ম-রূপ যে কার্য তদ্ভিন্ন কার্যের কারণতা-রূপে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন হইবে না। কারণ যে-কোন-কার্যতানিরূপিত কারণতাকেই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা যাইতে পারে। এই মতেও দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে 'পারিমাণ্ডিল্যাদিভিন্নত্ব' এই বিশেষণের প্রয়োজন আছে। পারিমাণ্ডিল্যাদি বস্তুগুলি দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের অন্তর্গত-হইলেও উহারা কারণ হয় না। অতএব পারিমাণ্ডিল্যাদি-অন্তর্ভাবে কারণত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিকে পরিহার করিবার জন্য দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ে পারিমাণ্ডিল্যভিন্নত্ব এই বিশেষণের সার্থকতা রহিয়াছে।

পূর্বোক্ত পক্ষে অর্থাৎ যোগজ প্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা অস্বীকৃত হইলে আদি-পদগ্রাহ্য অন্ত্যাবয়বিগত রূপ প্রভৃতির অলক্ষ্যতা-প্রতিপাদনের কোনও সার্থকতা দেখা যায় না; কারণ উহারা আমাদের লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে এবং লৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা সর্ববাদিসম্মত। সুতরাং দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের অন্তর্গত অন্ত্যাবয়বিগত রূপ প্রভৃতিতে কারণতা অর্থাৎ লৌকিক প্রত্যক্ষের কারণতা আছে। দ্রব্যাদিত্রয়ের অন্তর্গত বলিয়া ঐগুলি লক্ষ্য হইবে এবং তাহাতে কারণতা-রূপ সাধর্ম্য বিদ্যমান আছে। সুতরাং কারণতামাত্রই যদি এইস্থলে সাধর্ম্য-রূপে বিবক্ষিত হয় তাহা হইলে

অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদির পরিবর্জন নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। অথচ 'পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ' এই মূলস্থ আদি-পদের দ্বারা উহাদের পরিবর্জন করা হইয়াছে। মূলকারের এই পরিবর্জনের সার্থকতা-প্রতিপাদনের জন্যই কিরণাবলীকার কারণতাকে জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্তকার্যতানিরূপিত কারণতারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপ কারণতাই যদি দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হয় তাহা হইলে আদি-পদগ্রাহ্য বস্তুগুলির পরিবর্জন আবশ্যক হইবে; অন্যথা উহারা দ্রব্যাদিত্রয়ের অন্তর্গত বলিয়া লক্ষ্য হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রদর্শিত কারণতা-রূপ সাধর্ম্য উহাতে না থাকায় অব্যাপ্তি আছে। এই অব্যাপ্তিকে পরিহার করিবার জন্য উক্ত কারণত্ব-রূপ সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদির পরিবর্জন নিতান্তই আবশ্যক হইবে। এইরূপ হইলে জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্তকার্যতানিরূপিতকারণতা-বিবক্ষার প্রতি পারিমাণ্ডিল্য প্রযোজক হইবে না। এই অভিপ্রায়েই প্রকাশকার[১] পারিমাণ্ডিল্যাদি-পদের সমাসবর্ণনায় উহাকে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি বলিয়াছেন। ফলে তাদৃশ কারণত্বের অপ্রযোজক পারিমাণ্ডিল্য সমাস-মহিমাতেই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। আর যাহারা অবশিষ্ট রহিল তাহারাই তাদৃশকারণত্ব-বিবক্ষার প্রযোজক-রূপে পরিগণিত হইল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মূলগ্রন্থে কারণত্ব-রূপ সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে কেন পারিমাণ্ডিল্যের পরিবর্জন নির্দিষ্ট হইয়াছে তাহার তাৎপর্যব্যাখ্যায় কন্দলীকার, সূক্তিকার প্রভৃতি মনীষিগণ বলিয়াছেন যে সাধর্ম্য-রূপে উল্লিখিত মূলস্থ কারণত্ব-পদটি 'কারণতামাত্র' এই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; কারণ তাদৃশ কারণত্ব পদার্থ-মাত্রেরই সাধর্ম্য হইতে পারে। অতীন্দ্রিয় জাতি প্রভৃতি সাধারণভাবে সামান্যলক্ষণপ্রত্যাসত্তির অন্তর্গত না হইলেও প্রমেয়ত্বের দ্বারা অনুগত প্রমেয়-রূপে তাহারা সামান্যলক্ষণপ্রত্যাসত্তির অন্তর্গত হইবে। কারণ পদার্থমাত্রই প্রমেয় বলিয়া গৃহীত হয়। সুতরাং মূলকারীয় পারিমাণ্ডিল্যাদির পরিবর্জনের দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে সাধর্ম্য-রূপে কথিত কারণতা কারণত্বমাত্র

---

১ যদ্যপি যোগিপ্রত্যক্ষস্য বিষয়াজন্যতয়া পারিমাণ্ডল্যমপি ন জ্ঞাতৃধর্মজনকং তথাপ্যতদ্‌গুণ-সংবিজ্ঞানবহুব্রীহিণাদিপদগ্রাহ্যাণামস্মদাদিপ্রত্যক্ষজনকত্বাৎ তে ব্যবচ্ছেদ্যা দ্রষ্টব্যাঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৬

হইতে পারে না ; কিন্তু উহা নিমিত্তকারণতাভিন্ন কারণতা হইবে। তাদৃশ কারণতা সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে সম্ভব নহে। এজন্য দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ই উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইবে। ঐ সকল পদার্থের অন্তর্গত পারিমাণ্ডিল্য প্রভৃতিও নিমিত্তকারণাতিরিক্ত কারণ হয় না। অতএব লক্ষ্য হইতে ঐ সকল পদার্থেরও পরিবর্জন আবশ্যক হইবে। উপরিবর্ণিত প্রণালীতে ন্যায়-কন্দলীকার প্রভৃতি আচার্যগণ 'কারণত্বঞ্চান্যত্র পারিমাণ্ডিল্যাদিভ্যঃ' এই গ্রন্থের তাৎপর্য বিবৃত করিয়াছেন।[১]

যদিও অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদি প্রতিযোগি-রূপে নিজ নিজ ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে ইহা সত্য, তথাপি ঐ কারণতা নিমিত্তকারণতাই ; সমবায়ি-কারণতা বা অসমবায়িকারণতা নহে। অতএব ঐ সকল পদার্থান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তির অবকাশ থাকিতে পারে না। কিরণাবলীকারের মতানুসারে ধ্বংসের কারণতা লইয়া অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদিতে অতিব্যাপ্তির অবকাশ থাকিলেও পূর্বে কার্যত্বের যাদৃশ স্বরূপ উল্লিখিত হইয়াছে তদনুসারে ধ্বংস কার্যের অন্তর্গতই হয় না। অর্থাৎ পূর্বে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাকেই কার্যত্ব বলা হইয়াছে তাদৃশ সত্তা ধ্বংসে না থাকায় উহাকে কার্য বলিয়া পরিগণিত করা যাইবে না। সুতরাং কিরণাবলীকারের মতেও ধ্বংসের কারণতা অবলম্বনে অন্ত্যাবয়বিগত রূপাদিতে অতিব্যাপ্তির অবকাশ থাকিবে না।

জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্তকার্যনিরূপিতকারণতা-রূপ সাধর্ম্যের লক্ষ্য অর্থাৎ ধর্মী হইতে পরমাণু-পরিমাণকে পরিবর্জন করা হইয়াছে। ইহার কারণ এই যে পরমাণুপরিমাণকে পরিবর্জন করা না হইলে পরমাণুপরিমাণ-অন্তর্ভাবে কথিত কারণত্বরূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হয়। জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত কার্যের প্রতি পরমাণু-পরিমাণকারণ হইলে উহা দ্ব্যণুকপরিমাণের প্রতি কারণ হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভবপর হয় না। কারণ যখন কোনও পরিমাণ পরিমাণান্তরের প্রতি কারণ হয়, তখন ইহা দেখা যায় যে যাহা কার্যভূত পরিমাণ তাহা কারণভূত

---

১ তথাপি নিমিত্তকারণবিলক্ষণতয়েদং সাধর্ম্যমুক্তম্। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৮

তথা চ তেভ্যোঽন্যত্র দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাং কারণত্বং নিমিত্ততান্যকারণতাবচ্ছেদকজাতিমত্ত্বম্। সূক্তি, পৃঃ ১৩০

পরিমাণের সমানজাতীয় এবং উহা হইতে উৎকর্ষবিশিষ্ট। উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে কপালপরিমাণ হইতে ঘটের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। এস্থলে ঘটের পরিমাণ কপালপরিমাণের সমানজাতীয় অর্থাৎ উভয় পরিমাণই মহত্ত্বজাতীয় পরিমাণ এবং কপালপরিমাণ অপেক্ষা ঘটপরিমাণ উৎকৃষ্টতর। অন্যান্যস্থলেও পরিমাণসম্বন্ধে এইরূপ নিয়মই দেখা যাইবে। সুতরাং পরিমাণের স্বসমানজাতীয়োৎকৃষ্টপরিমাণজনকত্বই নিয়ম। যদিও দ্ব্যণুকপরিমাণ ও পরমাণুপরিমাণ উভয়ই অণুত্বের দ্বারা সমানজাতীয় তাহা হইলেও দ্ব্যণুক-পরিমাণ পরমাণুপরিমাণ অপেক্ষায় উৎকৃষ্টতর নহে। অণুপরিমাণের পক্ষে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্রত্ব অর্থাৎ অণুতরত্বকেই উৎকর্ষ বলিয়া বুঝিতে হইবে। মহৎপরিমাণের পক্ষে যেমন নিজের অপেক্ষায় মহত্তরত্বই উৎকর্ষ হয় সেইরূপ অণুপরিমাণের ক্ষেত্রে নিজের অপেক্ষায় অণুতরত্বই উৎকর্ষ হইবে। তাদৃশ উৎকর্ষ অর্থাৎ পরমাণুপরিমাণ অপেক্ষায় অণুতরত্ব-রূপ উৎকর্ষ দ্ব্যণুকপরিমাণে না থাকায় দ্ব্যণুকপরিমাণের প্রতি পরমাণুপরিমাণ কারণ হইতে পারে না। অন্য কোনও জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত সদ্ভূত কার্যের প্রতি পরমাণুপরিমাণের কারণত্ব প্রসক্তই হয় না। এই কারণে উক্ত কারণত্ব-রূপ সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে পরমাণুপরিমাণের পরিবর্জন আবশ্যক হইয়াছে।

মূলস্থ পারিমাণ্ডিল্য পদের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পরমাণুপরিমাণকেই পারিমাণ্ডিল্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এস্থলে প্রকাশকার কোনও মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু প্রকৃতস্থলে পরমাণু ও দ্ব্যণুক এতদুভয়ের পরিমাণকেই অর্থাৎ অণুত্বজাতীয় পরিমাণকেই পারিমাণ্ডিল্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ পরমাণুপরিমাণের ন্যায় দ্ব্যণুকপরিমাণও জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত সদ্ভূত কার্যের প্রতি কারণ হয় না। সুতরাং পরমাণুপরিমাণের ন্যায় দ্ব্যণুকপরিমাণেরও পরিবর্জন আবশ্যক হইবে। দ্ব্যণুকপরিমাণ কারণ হইলে উহা অবশ্যই ত্রসরেণুপরিমাণের কারণ হইবে। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না; কারণ ত্রসরেণুর পরিমাণ দ্ব্যণুকপরিমাণের সমানজাতীয় নহে, অর্থাৎ দ্ব্যণুকপরিমাণ অণুত্বজাতীয় আর ত্রসরেণুর পরিমাণ মহত্ত্বজাতীয়। উক্ত বিজাতীয়তা-নিবন্ধন উহাদের কার্যকারণভাব সম্ভব হয় না। সুতরাং কথিত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে দ্ব্যণুকপরিমাণেরও অপসারণ আবশ্যক। এস্থলে ইহা লক্ষণীয়

যে ব্যোমবতীকার পরমাণুপরিমাণকেই পারিমাণ্ডিল্য বলিয়াছেন[১]; কিন্তু কন্দলীকার ও সূক্তিকার দ্ব্যণুকপরিমাণকে পারিমাণ্ডিল্য না বলিলেও সূত্রস্থ আদিপদের দ্বারা উহারও সংগ্রহ হইবে এইরূপ বলিয়াছেন।[২]

সূত্রস্থ আদি-পদের দ্বারা কিরণাবলীকার পরমমহত্ত্ব, অন্ত্যাবয়বিগত রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও পরিমাণ এবং দ্বিত্বসংখ্যা, দ্বিপৃথক্ত্ব, পরত্ব ও অপরত্ব এবং বিনশ্যদবস্থদ্রব্যগত সংযোগ, বিভাগ ও ক্রিয়া এবং অন্ত্যশব্দ, চরম-সংস্কার ও জ্ঞান এইগুলির বিবক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ প্রদর্শিত কারণতাকে ঐগুলি ব্যতীত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পরমমহত্ত্ব পরিমাণ বলিতে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই বিভু দ্রব্যগুলির যে পরিমাণ তাহাকে বুঝিতে হইবে। এই পরিমাণগুলিও জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত কার্যের প্রতি কারণ হয় না। যদি জ্ঞানাদিভিন্ন অপর কোনও কার্যের প্রতি ইহারা কারণ হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে অবশ্যই কোন পরিমাণের প্রতি কারণ হইতে হইবে। কিন্তু পরমমহৎপরিমাণসজাতীয় কোন উৎকৃষ্টতর পরিমাণ না থাকায় উহারা কারণ হইতে পারে না। এইজন্যই পূর্বোক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে উহাদের পরিবর্জন আবশ্যক হইয়াছে।

অবয়বগত রূপরসাদি অবয়বিগত রূপরসাদির প্রতি কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং যাহা অন্ত্যাবয়বী অর্থাৎ চরম অবয়বী তাহা কাহারও অবয়ব না হওয়ায় উহার পক্ষে কেহই অবয়বী হইবে না; সুতরাং তদ্গত রূপরসাদিও কারণ হইবে না। এই নিমিত্তই উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে উহাদের পরিবর্জন করা হইয়াছে।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে কিরণাবলীকার অন্ত্যাবয়বিগত রূপ ও রসের ন্যায় অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শকেও উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়াছেন। কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে উহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ রূপরসাদির ন্যায় অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শও যে কেবল অবয়বিগত স্পর্শেরই কারণ হইবে তাহা নহে; যেহেতু স্পর্শ

---

১ পরিমণ্ডল্যাঃ পরমাণবস্তেষাং ভাবঃ পারিমাণ্ডল্যং পরমাণুপরিমাণম্। ব্যোমবতী পৃঃ ১৩১

২ আদিশব্দাদ্ দ্ব্যণুকপরিমাণম্। ন্যায়কন্দলী, পৃঃ ১৮

আদিপদেন দ্ব্যণুকপরিমাণম্। সূক্তি, পৃঃ ১২৯-৩০

অভিঘাতেরও প্রতি কারণ হইয়া থাকে। এইরূপ হওয়ায় অন্ত্যাবয়বীর সহিত দ্রব্যান্তরের যে অভিঘাত তাহার প্রতি তদ্গত স্পর্শ কারণ হওয়ায় তাদৃশ স্পর্শের পরিবর্জন অনাবশ্যক হইবে। এস্থলে ভাস্করকার বলিয়াছেন যে রূপরসাদির পরিবর্জন বর্ণনা করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার সহসা স্পর্শেরও পরিবর্জন উল্লিখিত করিয়াছেন।[১] অর্থাৎ ভাস্করকারের মতে স্পর্শের পরিবর্জন হইবে না। যেহেতু উপরিপ্রদর্শিত প্রণালীতে অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শও জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত কার্যের প্রতি কারণ বলিয়া প্রমাণিত হয়। এক্ষেত্রে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে 'অন্ত্যাবয়বিরূপ' ইত্যাদি 'পরিমাণানি' ইত্যন্ত দ্বন্দ্ব-সমাসের মধ্যে পৃথগ্ভাবে 'স্পর্শ' গৃহীত হয় নাই ; পরন্তু 'স্পর্শপরিমাণ' এইরূপ মধ্যপদলোপিসমাসনিষ্পন্ন একটি পদরূপেই পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রকাশকারের মতে 'স্পর্শসমানাধিকরণং পরিমাণম্' এইরূপ অর্থে 'স্পর্শপরিমাণ' পদটিকে গ্রহণ করাই সমীচীন।[২] ঐরূপ হইলে অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শের সহিত সমানাধিকরণ যে পরিমাণ তাহারই পরিবর্জন হয়, পৃথগ্ভাবে স্পর্শের পরিবর্জন হয় না। এতএব ইহা দেখা যাইতেছে যে অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শ কারণ হইলেও কোনও ক্ষতি হয় না।

অন্ত্যাবয়বিগত পরিমাণ যে কারণ হয় না ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যদি অন্ত্যাবয়বিগত পরিমাণ কারণ হয় তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই অবয়বিগত পরিমাণেরই কারণ হইবে, আর অন্ত্যাবয়বীর পক্ষে অপর কোনও অবয়বী সম্ভব না হওয়ায় উহার পরিমাণও অবয়বগত পরিমাণ হইবে না। অতএব উহা কারণও হইবে না। এইজন্যই উক্ত পরিমাণের পরিবর্জন আবশ্যক হইয়াছে।

সুতরাং পূর্বোক্ত সমাসের সার্থকতা রক্ষা করিতে হইলে পরিমাণে আর অন্ত্যাবয়বিগতত্ব-রূপ বিশেষণ আবশ্যক হইবে না। কারণ অন্ত্যাবয়বিগত পরিমাণই অন্ত্যাবয়বিগত স্পর্শের সহিত সমানাধিকরণ হইয়া থাকে।

---

১ নন্বন্ত্যাবয়বিস্পর্শো জনকো ভবত্যেব স্পর্শবদ্বেগবৎ সংযোগস্থাভিঘাতস্পর্শবৎ দ্রব্য-সংযোগস্থ নোদনায়াশ্চ ক্রিয়াং প্রতি জনকত্বাদিতি চেন্ন। স্পর্শপদস্যাত্র সম্পাতায়াতত্বাৎ। ভাস্কর, পৃঃ ৫৪

২ স্পর্শপদঞ্চ স্পর্শসমানাধিকরণপরিমাণমিতি মধ্যমপদলোপিসমাসেন স্বসহবৃত্তিপরিমাণোপ-লক্ষণম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৭

আমাদের মনে হয় যে লেখনপ্রমাদবশতঃই 'স্পর্শ' পদটি সমাসের অন্তর্গত হইয়াছে। যদিও কিরণাবলীপুস্তকের মুদ্রিত সকল সংস্করণেই ঐ পদটি উল্লিখিত দেখা যায় এবং যদিও প্রকাশকার 'স্পর্শের' উল্লেখযুক্ত পাঠই গ্রহণ করিয়া গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায় বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন ইহা সত্য তথাপি আমরা উহাকে প্রামাদিক বলিয়াই মনে করিব।

পূর্বোক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে দ্বিত্ব সংখ্যার পরিবর্জন করা হইয়াছে। যদিও পরমাণুগত দ্বিত্বসংখ্যা দ্ব্যণুকপরিমাণের প্রতি কারণ হওয়ায় কারণত্ব দ্বিত্বেরও সমানধর্ম হইতে পারে তথাপি প্রকৃতস্থলে অন্ত্যাবয়বিগত দ্বিত্বকেই পরিবর্জন করা হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। অন্ত্যাবয়বিগত দ্বিত্ব জ্ঞানভিন্ন কার্যের প্রতি কারণ না হওয়ায় জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্তকার্যনিরূপিতকারণতা-রূপ সাধর্ম্যের ধর্মী হইতে উহার পরিবর্জন আবশ্যক। যদিও প্রকাশকার উক্ত সাধর্ম্যের অলক্ষ্যভূত দ্বিত্বকে অন্ত্যাবয়বিবৃত্তি বলিয়াছেন[১] তথাপি অন্ত্য-পদের কোনও প্রয়োজন নাই বলিয়া বুঝিতে হইবে। যে-কোনও অবয়বিবৃত্তি দ্বিত্বই পরিমাণের জনক হয় না। দুইটি মাত্র সাবয়ব বস্তুর দ্বারা নির্মিত অবয়বীর পরিমাণের প্রতি সমবায়িকারণগত পরিমাণই অসমবায়িকারণ হইয়া থাকে। একমাত্র চরম অবয়ব যে পরমাণু তদ্গত দ্বিত্বসংখ্যাই দ্ব্যণুক-পরিমাণের প্রতি আরম্ভক হয়। সুতরাং উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে অবয়বিগত দ্বিত্বসংখ্যারই পরিবর্জন বুঝিতে হইবে।

বিনশ্যদবস্থদ্রব্যগত সংযোগ, বিভাগ, বেগ ও ক্রিয়া, এইগুলিও জ্ঞাতৃধর্মাতি-রিক্ত কার্যের প্রতি কারণ হয় না। এজন্য এইগুলিকেও উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে বহির্ভূত করা আবশ্যক। বিনশ্যদবস্থ দ্রব্য বলিতে বিনাশের উৎপত্তিকালীন দ্রব্যকে বুঝিতে হইবে। ঐ অবস্থায় দ্রব্যটি বিদ্যমান না থাকিলেও পূর্বোৎপন্ন তদ্গত সংযোগাদির বিদ্যমানতা অন্ততঃ কালকে আশ্রয় করিয়াও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ঐসকল স্থলে আশ্রয়নাশই আশ্রিতনাশের কারণ হওয়ায় আশ্রয়নাশের উৎপত্তিকালে আশ্রিতগুলির নাশ উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু আশ্রিতনাশের কারণ যে আশ্রয়নাশ তাহা পূর্বক্ষণে নাই। যাহা যাহার পূর্বক্ষণে থাকে না, তাহা তাহার কারণ

১ দ্বিত্বঞ্চান্ত্যাবয়বিবৃত্তিপরিমাণাজনকং বিবক্ষিতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৭

হইতে পারে না। সুতরাং আশ্রয়নাশজন্য আশ্রিতনাশের স্থলে আশ্রয়নাশের উৎপত্তিকালেও আশ্রিতবস্তুগুলির বিদ্যমানতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপস্থলীয় সংযোগ ও বিভাগ কারণ হইতে পারে না। কারণ সমবায়িকারণ না থাকায় পরবর্তিকালে কোনও কার্যদ্রব্য উৎপন্ন হইবে না। সুতরাং এই অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও সংযোগাদি গুণগুলি বা ক্রিয়া কারণ হয় না।

অন্ত্যশব্দও জ্ঞানাদ্যতিরিক্তের কারণ হয় না। অন্ত্যশব্দ বলিতে বীচিতরঙ্গন্যায়ে উৎপন্ন শব্দগুলির শেষ শব্দটিকে বুঝিতে হইবে। ঐ শব্দটিও কারণ হয় না। যেহেতু ঐ শব্দটি কারণ হইলে উহা নিজসন্তানগত পরবর্তী শব্দেরই কারণ হইবে। কিন্তু উক্ত শব্দসন্তান ঐ চরমশব্দটিতেই বিশ্রান্ত হওয়ায় স্বসন্তানগত পরবর্তী শব্দ বলিতে আর কোনও শব্দকে পাওয়া যায় না। এজন্য উহা কারণ হইবে না। সুতরাং উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে উহাকে বহির্ভূত করা নিতান্তই আবশ্যক হইবে।

চরম সংস্কারকেও উক্ত সাধর্ম্যের লক্ষ্য হইতে বহির্ভূত করা হইয়াছে। কোনও ভাবনাখ্য সংস্কার জ্ঞাতৃধর্মাতিরিক্ত কার্যের প্রতি কারণ না হওয়ায় সংস্কারমাত্রেরই লক্ষ্য হইতে পরিবর্জন অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব এস্থলে 'চরম' এই বিশেষণপদটি 'অন্ত্য' অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই। বৈশেষিকশাস্ত্রে গুণপ্রকরণে সংস্কারাখ্য পদার্থটি সর্বশেষে পঠিত হইয়াছে। পাঠক্রমে সংস্কারের চরমপাঠনিবন্ধনই 'শেষপরিপঠিত' অর্থে চরম-পদটির প্রয়োগ হইয়াছে। এস্থলে ভাস্করকার বলিয়াছেন যে পুংলিঙ্গে প্রযুক্ত চরম পদটিকে নপুংসকলিঙ্গে পরিবর্তিত করিয়া উহাকে জ্ঞান-পদের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।[১] সুতরাং সংস্কার ও চরমজ্ঞান ইহাদেরও লক্ষ্য হইতে বহির্ভাব বুঝিতে হইবে।

মুক্তির অব্যবহিত পূর্ববর্তী জ্ঞানই চরমজ্ঞান হইবে। উক্ত জ্ঞান কোনও ভাবকার্যের জনক না হওয়ায় উহাকে লক্ষ্য হইতে বহির্ভূত করা আবশ্যক। অনন্ত্য জ্ঞানগুলির ঘটাদি কার্যের প্রতি কারণত্ব অসম্ভব নহে। এই কারণেই

---

১ অত্র লিঙ্গব্যত্যয়েন চরমত্বং জ্ঞানবিশেষণম্। ভাস্কর, পৃঃ ৫৪

ঐগুলিকে লক্ষ্যের বহির্ভূত করা হয় নাই ; চরমজ্ঞানকেই লক্ষ্যের বহির্ভূত করা হইয়াছে।

দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চ দ্রব্যসমবায়িকারণকতা। এবং দ্রব্যত্বাদিসামান্যবিশেষপদার্থয়োরপ্রসঙ্গঃ। তথাপ্যব্যাপকমত আহ। অন্যত্রেতি। নিত্যদ্রব্যেভ্য[১] ইত্যুপলক্ষণম্। নিত্যগুণেভ্য[২] ইত্যপি দ্রষ্টব্যম্। নিত্যদ্রব্যাণি নিত্যগুণাংশ্চ বিহায়েদং পদার্থত্রিতয়সাধর্ম্য[৩]মিত্যর্থঃ। আদৌ সংযোগবিভাগৌ নিত্যবর্গঞ্চ বিহায় গুণাসমবায়িকারণকতা চেতি চার্থঃ।

'দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ'[৪] এই পরমমূলস্থ দ্রব্যাশ্রিতত্বপদটিকে দ্রব্যসমবায়িকারণকত্ব-রূপ অর্থে বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে দ্রব্যত্ব প্রভৃতি 'সামান্য এবং বিশেষ' পদার্থে (আর) অতিপ্রসক্তি হইবে না। তাহা হইলেও উহা অব্যাপক ত হইলই (অর্থাৎ উক্তপ্রকার দ্রব্যাশ্রিতত্বটি অর্থাৎ দ্রব্যসমবায়িকারণকত্বটি পরমাণু, আকাশ, কাল প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে না থাকায় অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইল)। এই কারণেই (পরমমূলে) 'অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ' এই কথা বলা হইয়াছে। 'নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ' এই পদটি উপলক্ষণ। (অতএব) 'নিত্যগুণেভ্যঃ (অন্যত্র)' এইরূপ প্রয়োগও বুদ্ধিস্থ হইবে। (সুতরাং) সকল নিত্যদ্রব্য ও সকল নিত্যগুণকে পরিবর্জন করিয়া ইহা (অর্থাৎ দ্রব্যসমবায়িকারণকত্ব) পদার্থত্রয়ের (অর্থাৎ

---

১ নিত্যদ্রব্যেত্যুপলক্ষণম্। সোসাইটিধৃতপুস্তকপাঠঃ।

২ নিত্যগুণেষপি দ্রষ্টব্যম্। ঐ

৩ ত্রয়ং সাধর্ম্যমিত্যর্থঃ। ঐ

৪ বৈশেষিকদর্শন, পৃঃ ৪০

দ্রব্য, গুণ ও কর্মের) সাধর্ম্য ইহাই তাৎপর্যার্থ। 'দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চ' এই পরমমূলস্থ 'চ'-কারের দ্বারা আদ্য সংযোগ, আদ্য বিভাগ এবং নিত্যবর্গ (অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য ও নিত্য গুণ) এইগুলিকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রব্যাদিত্রয়ের গুণাসমবায়িকারণকত্ব সাধর্ম্য-রূপে সূচিত হইয়াছে।

'দ্রব্যাশ্রিতত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দ্রব্যাশ্রিতত্বকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। সাধারণতঃ দ্রব্যসমবেতত্বকেই দ্রব্যাশ্রিতত্ব বলা হইয়া থাকে। দ্রব্যাশ্রিতত্ব পদের তাদৃশ অর্থ গ্রহণ করিলে সামান্য ও বিশেষে অতিব্যাপ্তি দুর্নিবার হইয়া পড়ে।[১] এজন্য কিরণাবলীকার উক্তপদের তাৎপর্যার্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে দ্রব্যসমবায়িকারণকত্বকেই অর্থাৎ দ্রব্য-রূপ সমবায়িকারণজন্যত্বকেই প্রকৃতস্থলে দ্রব্যাশ্রিতত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ সামান্য ও বিশেষ নিত্য পদার্থ বলিয়া উহারা কখনই দ্রব্যসমবায়িকারণক হইতে পারে না।

যদিও দ্রব্যাশ্রিতত্বপদের পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা সামান্য ও বিশেষে অতিব্যাপ্তি হয় ইহা সত্য, তথাপি অব্যাপ্তি নিরসন হয় না। কারণ পরমাণু, আকাশ, কাল প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যগুলিও প্রকৃতস্থলে লক্ষ্যভূত দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের অন্তর্গত। কিন্তু নিত্যত্ব নিবন্ধন উহারা দ্রব্যসমবায়িকারণক অর্থাৎ দ্রব্যাত্মক সমবায়িকারণজন্য হইতে পারে না। এইজন্যই অর্থাৎ এইভাবে অব্যাপ্তি হয় ইহা বুঝিয়াই পরমমূলকার লক্ষ্য হইতে নিত্য দ্রব্যগুলিকে পরিহার করিবার জন্য 'অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ' এই কথা বলিয়াছেন ইহার দ্বারা নিত্যদ্রব্যব্যতিরিক্ত যে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয় তাহাদিগকে উক্ত সাধর্ম্যের ধর্মি-রূপে গ্রহণ হইয়াছে। ফলে পূর্বোল্লিখিত অব্যাপ্তির অবকাশ থাকিবে না। কারণ প্রদর্শিত নিত্যদ্রব্যগুলি লক্ষ্যান্তর্গত হইল না। পূর্বে নিত্যদ্রব্যগুলিকেও লক্ষ্যান্তর্গত মনে করিয়াই অব্যাপ্তি

১ দ্রব্যাশ্রিতত্বং দ্রব্যসমবেতত্বং সামান্যে বিশেষে চ গতমিত্যন্যথা ব্যাচষ্টে। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৭-৪৮।

আশঙ্কিত হইয়াছিল। এক্ষণে ঐগুলি লক্ষ্য বহির্ভূত হওয়ায় আশঙ্কা পরিহৃত হইল। কেবল নিত্যদ্রব্যগুলিকে লক্ষ্যের বহির্ভূত করিলেই যে অব্যাপ্তি পরিহৃত হইবে তাহা নহে, কারণ নিত্যদ্রব্য হইতে ব্যতিরিক্ত পদার্থত্রয়ের মধ্যে ঈশ্বরীয় বুদ্ধি, প্রযত্ন প্রভৃতি বা নিত্যদ্রব্যগত পরিমাণ, সংখ্যা ইত্যাদি গুণগুলিও অন্তর্ভুক্ত আছে এবং নিত্যতানিবন্ধন উহারা দ্রব্য-সমবায়িকারণক হইতে পারে না। এইভাবে অব্যাপ্তির সর্বথা নিরসন হইল না মনে করিয়াই কিরণাবলীকার 'অন্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ' এই পরমমূলাংশের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে নিত্যদ্রব্য পদটিকে উপলক্ষণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যাহা নিজের প্রসিদ্ধার্থ বুঝাইয়া অতিরিক্ত আরও কিছু বুঝাইয়া থাকে শাস্ত্রকারগণ তাহাকেই উপলক্ষণ বলিয়া বর্ণনা করেন। সুতরাং প্রকৃতস্থলে 'নিত্যদ্রব্যেভ্যঃ' এই পদটি উপলক্ষণ হইলে উহা নিজ প্রসিদ্ধ অর্থ ব্যতীত আরও কিছু অর্থ বুঝাইবে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল। অতএব উপলক্ষণীভূত ঐ পদের দ্বারা 'অন্যত্র নিত্যগুণেভ্যঃ' এইরূপ একটি বাক্য আক্ষিপ্ত হওয়ায় নিত্য দ্রব্য ও নিত্য গুণ এই উভয়বিধ পদার্থই লক্ষ্য বহির্ভূত হইয়া যাইবে। ফলতঃ নিত্যদ্রব্য ও নিত্যগুণ ভিন্ন দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়কেই উক্ত সাধর্ম্যের ধর্মি-রূপে পাওয়া যাইবে। অতএব লক্ষ্যের অনন্তর্গত নিত্যগুণে দ্রব্যসমবায়িকারণজন্যত্ব-রূপ সাধর্ম্য না থাকিলেও ক্ষতি হইল না।

পরমমূলস্থ 'চ'কারের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার উহাকে অনুক্ত-সমুচ্চয়ার্থে গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে উক্ত 'চ'কারের দ্বারা আদ্যসংযোগ ও আদ্যবিভাগ এবং নিত্যবর্গ অর্থাৎ নিত্যদ্রব্য ও নিত্যগুণ এইগুলিকে পরিবর্জন করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের গুণাসমবায়িকারণজন্যত্ব-নামক দ্বিতীয় সাধর্ম্যটির আদ্যসংযোগ ও আদ্যবিভাগ এবং নিত্যদ্রব্য ও নিত্যগুণভিন্ন অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থত্রয় ধর্মী হইবে। আদ্যসংযোগ ও আদ্যবিভাগ বলিতে ক্রিয়াজন্য সংযোগ ও ক্রিয়াজন্য বিভাগকে বুঝিতে হইবে কারণ সংযোগজ সংযোগ বা বিভাগজ বিভাগ সংযোগবিভাগপূর্বক হওয়ায় আদ্যসংযোগ বা আদ্যবিভাগ-রূপে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং ক্রিয়াজন্য সংযোগ ও ক্রিয়াজন্য বিভাগই আদ্যসংযোগ ও আদ্য-বিভাগ হইবে। উক্ত আদ্যসংযোগ ও আদ্যবিভাগে ক্রিয়াই অসমবায়ি-

কারণ হওয়ায় গুণাসমবায়িকারণজন্যত্বের অব্যাপ্তি হয় বলিয়াই উক্ত সাধর্ম্যের ধর্মী হইতে ঐ সংযোগ ও ঐ বিভাগকে পরিবর্জন করা হইয়াছে। পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্য ও ঈশ্বরীয়জ্ঞান প্রভৃতি নিত্যগুণগুলির কোনও কারণ না থাকায় গুণাসমবায়িকারণজন্যত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি আশঙ্কা করিয়াই উহার ধর্মী হইতে ঐগুলিকেও পরিবর্জন করা হইয়াছে। অবশিষ্ট দ্রব্য, গুণ ও ক্রিয়াগুলির সর্বত্রই গুণাসমবায়িকারণজন্যত্ব থাকায় আর অব্যাপ্তি দোষ হইবে না। ক্রিয়াজন্য বেগকেও উক্ত সাধর্ম্যের ধর্মী হইতে বহির্ভূত করিতে হইবে। অন্যথা গুণাসমবায়িকারণজন্যত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি হইয়া যাইবে।[১]

মূলস্থ দ্রব্যাশ্রিতত্ব-পদের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার দ্রব্যসমবায়িকারণ-জন্যত্বকে দ্রব্যাশ্রিতত্ব বলেন নাই; তিনি যথাশ্রুতভাবেই দ্রব্যাশ্রিতত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন। পূর্বে পরমমূলকার কেবল আশ্রিতত্বকে অর্থাৎ দ্রব্যাদি-কোনওরূপ-বিশেষণবিবর্জিত আশ্রিতত্বকে দ্রব্যাদি ষড়্‌বিধ পদার্থের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়াছেন। তাহার দ্বারাই দ্রব্যাদি-ত্রয়েরও আশ্রিতত্ব-রূপ সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। কারণ ষড়্‌বিধ পদার্থে আশ্রিতত্ব থাকিলে তদন্তর্গত দ্রব্যাদিত্রয়েও অবশ্যই আশ্রিতত্ব থাকিবে। এজন্য অর্থপুনরুক্ততা-দোষের আশঙ্কায় প্রকৃতস্থলে নির্বিশেষণক আশ্রিতত্বকে সাধর্ম্য না বলিয়া দ্রব্যোপলক্ষিত আশ্রিতত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা হইয়াছে[২]। এই ব্যাখ্যায় যদিও দ্রব্যাশ্রিতত্ব পদের যথাশ্রুত অর্থ গৃহীত হইয়াছে ইহা সত্য, তথাপি ইহাকে সমীচীন বলা যায় না। কারণ দ্রব্যাদি-ত্রয়ের বহির্ভূত যে দ্রব্যত্বাদি জাতি বা বিশেষ তাহাতে দ্রব্যাশ্রিতত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি হয়; কারণ কথিত জাতি বা বিশেষ-পদার্থ দ্রব্যেই আশ্রিত হইয়া থাকে। এই কারণেই প্রকৃতস্থলে 'দ্রব্যাশ্রিত' পদের যথাশ্রুত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া দ্রব্যসমবায়িকারণজন্যত্ব-রূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। যদিও দ্রব্যভিন্ন অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না, অতএব সমবায়িকারণজন্যত্ব

১ অত্র কর্মজন্যবেগোঽপি ত্যাজ্যঃ। ভাস্কর, পৃঃ ৫৪

২ যদ্যপি চ ষণ্ণামাশ্রিতত্বাভিধানেন দ্রব্যাদীনামাশ্রিতত্বমুক্তম্, তথাপি দ্রব্যোপলক্ষিত-স্যেহাভিধানাদপুনরুক্তমিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৩৩

বলিলেই দ্রব্যরূপ সমবায়িকারণজন্যত্বই বলা হয় এবং প্রকৃতস্থলে দ্রব্যপদ-প্রয়োগের কোনও সার্থক্য থাকে না ইহা সত্য, তথাপি দ্রব্যভিন্ন গুণাদি পঞ্চবিধ পদার্থ যে সমবায়িকারণ হয় না তাহাই সূচিত করিবার নিমিত্ত পরমমূলকার দ্রব্যপদের প্রয়োগ করিয়াছেন—উহা সমবায়িকারণের স্বরূপ-কথনমাত্র, ব্যাবর্তক বিশেষণ নহে।

সামান্যাদীনামিতি। স্বাত্মসত্ত্বং সত্তাবিরহঃ।

সামান্যাদীনাম্……[১] এই মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে।

মূলকার সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ত্রিবিধ পদার্থকে একত্র গ্রহণ করিয়া উহাদের সপ্তবিধ সাধর্ম্যের কথা বলিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে স্বাত্মসত্ত্বকে প্রথমসাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিয়াছেন। সাধর্ম্য-রূপে গৃহীত স্বাত্ম-সত্ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে উহা সত্তার অভাব অর্থাৎ অত্যন্তাভাব। এই ব্যাখ্যার অনুসারে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে সত্তা-রূপ পরসামান্যের অত্যন্তাভাবই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম। এস্থলে আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে কিরণাবলীকার যথাকথিতভাবে সত্তার অত্যন্তাভাবকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন, কিন্তু অপরসামান্য উক্ত পদার্থত্রয়ে আশ্রিত হইবে কি না, তৎসম্বন্ধে তিনি নীরবই আছেন। অতএব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে অপরসামান্যবত্ত্বের সংশয় থাকিয়াই যায়। উক্ত আশঙ্কার উত্তরে বলা যায় যে যদিও কিরণাবলীকার কণ্ঠতঃ অপরসামান্য সম্বন্ধে নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি অপর কোনও সামান্য যে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থে থাকিতে পারে না তাহা অর্থতঃ বুঝিতে পারা যায়। কারণ ব্যাপকের অভাবের দ্বারা ব্যাপ্যের অভাব প্রমাণিত হইয়া থাকে। প্রকৃতস্থলে চরম-পরা যে সত্তাজাতি তাহা তদতিরিক্ত প্রত্যেকজাতির পক্ষে ব্যাপক হওয়ায় এবং ঐ সত্তাজাতির অত্যন্তাভাব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে থাকায় কোনও অপরা-জাতি যে উহাতে থাকিবে না, অর্থাৎ সকল অপরা-জাতির অত্যন্তাভাব যে উহাতে থাকিবে, এই তথ্য

---

১ বৈশেষিকদর্শন, পৃঃ ৩০

আক্ষেপলভ্য হইবে। অতএব পূর্বোক্ত সংশয়ের অবকাশ নাই এবং ফলতঃ সামান্যের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাবই উক্ত পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম হইবে। এই অভিপ্রায়ে ভাষাপরিচ্ছেদকার 'সামান্যপরিহীনাস্তু সর্বে জাত্যাদয়ো মতাঃ'[1] এই গ্রন্থ দ্বারা উহাকে সামান্যাদি পদার্থের সমানধর্ম বলিয়াছেন।

পূর্বে আমরা ইহা বলিয়াছি যে কিরণাবলীকার মূলস্থ 'স্বাত্মসত্ত্ব' পদটিকে 'সত্তার বিরহ' এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সাধারণতঃ উক্ত পদের ঐরূপ অর্থ হয় না বলিয়াই মনে হয়; এজন্য এইরূপ অর্থ করিবার প্রয়োজন বর্ণনা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে সেতুটীকাকার মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে স্বাত্মসত্ত্ব বলিতে প্রামাণিকত্বকে বুঝায়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে প্রামাণিকত্ব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম হইতে পারে না, কারণ সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের বহির্ভূত দ্রব্যাদি পদার্থসমূহেও প্রামাণিকত্ব বিদ্যমান আছে; সুতরাং প্রকৃতস্থলে স্বাত্মসত্ত্ব বলিতে সত্তার বিরহকেই বুঝিতে হইবে।[2] এই প্রসঙ্গে মথুরানাথ বলিয়াছেন যে স্বাত্মসত্ত্ব বলিতে স্বাত্মক অধিকরণে সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তিত্বকেই বুঝায়। কিন্তু ঐরূপ বৃত্তিত্ব অলীক হওয়ায় উহা 'স্বাত্মসত্ত্ব' পদের অর্থ-রূপে গৃহীত হইতে পারে না। অতএব প্রকৃতস্থলে সত্তার বিরহকেই স্বাত্মসত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।[3]

এস্থলে বক্তব্য এই যে আমরা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাগুলিকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ স্বাত্মসত্ত্ব বলিতে যে প্রামাণিকত্ব অথবা নিজের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব বুঝায় ইহা প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। কোনও রূপ ব্যুৎপত্তির সাহায্যেই আমরা 'স্বাত্মসত্ত্ব' পদের ঐরূপ অর্থ পাইতে পারি না। আরও কথা এই যে মূলকার কখনই উক্ত পদের উক্ত অর্থে তাৎপর্য বর্ণনা করিতে পারেন না, কারণ তিনি নিজেই দ্রব্যাদি পদার্থগুলিকে স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ সকল পদার্থকে পরিহার করিয়া সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে স্বাত্মসত্ত্বের কীর্তন করিয়াছেন। দ্রব্যাদি পদার্থগুলি

১ ভাষাপরিচ্ছেদ, শ্লোক ১৫

২ স্বাত্মসত্ত্বং প্রামাণিকত্বং দ্রব্যাদাবপীতি সত্তারাহিত্যমিত্যর্থঃ। সেতু, পৃঃ ১৩৩

৩ নন্বু স্বাত্মসত্ত্বং স্বস্মিন্ সমবেতত্বং, তচ্চাপ্রসিদ্ধমিত্যতো ব্যাচষ্টে সত্তাবিরহ ইতি। রহস্য, পৃঃ ১৭২

যে প্রামাণিক ইহা অবশ্যই মূলকারের পরিজ্ঞাত আছে। সুতরাং তিনি কখনই প্রামাণিকত্বকে স্বাত্মসত্ত্ব নামে গ্রহণ করিয়া উহাকে কেবল সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে কীর্তন করিতে পারেন না। অতএব প্রামাণিকত্বকে স্বাত্মসত্ত্ব পদের প্রাথমিক অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন হইতে পারে না। আর এস্থলে মথুরানাথ যাহা বলিয়াছেন তাহাও নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন যে স্বাত্মসত্ত্ব-পদের সাধারণভাবে অর্থ হয় স্বনিষ্ঠাধিকরণনিরূপিতস্বনিষ্ঠসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্ব। কিন্তু ঐরূপ অর্থ অলীক হওয়ায় উক্ত পদের সত্তাবিরহ-রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে যাহা অলীক তাহাকে কিরূপে কোনও পদের প্রাথমিক অর্থ-রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। সুতরাং 'স্বাত্মসত্ত্ব' পদের প্রাথমিক অর্থটি অলীক হওয়ায় সত্তাবিরহই উক্ত পদের অর্থ হইবে—মথুরানাথের এই বিবৃতিও আমাদের বুদ্ধিস্থ হয় না।

প্রকৃতস্থলে সূক্তিটীকাকার 'স্বাত্মসত্ত্ব' পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 'স্বাত্মক' যে সত্ত্ব অর্থাৎ সত্তা-জাতি হইতে পৃথক্ যে বস্তুর স্বরূপসত্ত্ব,[১] তাহাকেই অর্থ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব গ্রন্থকার স্বরূপসত্ত্বকেই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে অতিব্যাপ্তি দোষ হয়, কারণ সত্তাতিরিক্ত স্বরূপসত্তা স্বীকার করিলে দ্রব্যাদি পদার্থেরও স্বরূপসত্তা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব প্রকৃতস্থলে সত্তাজাতির বিরহবিশিষ্ট স্বরূপসত্তাকেই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিতে হইবে। কিন্তু ইহাতেও বিশেষ্যাংশ যে স্বরূপসত্তা তাহার ব্যাবৃত্তি পাওয়া যায় না। সুতরাং সত্তার বিরহকেই দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যাকে আমরা সর্বতোভাবে অভিনন্দনযোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ ইহাতে স্বাত্মসত্ত্ব-পদের যথাযথ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা রহিয়াছে।

কিন্তু এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে এইরূপ ব্যাখ্যাকে আমরা নির্দোষ বলিয়া মনে করিতে পারি না ; কারণ সূক্তিকার সত্তাজাতি স্বীকার করিয়াও পুনরায় পৃথগ্‌ভূত স্বরূপসত্তা স্বীকার করিয়াছেন। আমরা মনে করি যে

---

১ সামান্যবিশেষসমবায়ানাং স্বাত্মকমেব সত্ত্বং স্বরূপসত্ত্বং ন সত্তাজাতিরিত্যর্থঃ। সূক্তি, পৃঃ ১৩৩

সত্তাজাতি স্বীকার করিলে আর পৃথগ্‌ভূতস্বরূপসত্তা-স্বীকারের কোনও প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কারণ সত্তাজাতির দ্বারাই সর্বত্র 'সৎ' এই আকারের বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া যায়। অর্থাৎ দ্রব্যাদিপদার্থত্রয়ে সাক্ষাৎ সমবায়সম্বন্ধে সত্তা জাতির দ্বারা মুখ্যভাবে সদ্‌বুদ্ধি আর অন্যত্র উহার দ্বারাই পরম্পরাসম্বন্ধে উপচরিতভাবে সদ্‌-বুদ্ধির উপপত্তি হইয়া যায়।

পরিশেষে আমরা এস্থলে ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যা বর্ণনা করিতেছি। ব্যোমবতীকার স্বাত্মসত্ত্ব-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে উপচরিতসদ্বুদ্ধি-নিয়ামকত্বকেই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন।[১] আমাদের মনে হয় যে এই ব্যাখ্যাই সর্বোত্তম। যদিও সত্তার উপচার বলিতে স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব-রূপ পরম্পরাসম্বন্ধে সত্তাবত্ত্বকেই বুঝায় এবং জন্যপদার্থে অর্থাৎ সমবেত দ্রব্য, গুণ ও কর্মে স্বাশ্রয়াশ্রিতত্ব-রূপ পরম্পরাসম্বন্ধেও সত্তাসম্বন্ধিত্ব থাকে ইহা সত্য, তথাপি ঐ সকল স্থলে উক্ত পরম্পরাসম্বন্ধ সদ্বুদ্ধির নিয়ামক হইবে না। সাক্ষাৎসম্বন্ধের নিয়ামকত্ব না হইলেই অগত্যা পরম্পরাসম্বন্ধের নিয়ামকত্ব স্বীকার করিতে হয়। প্রকৃতস্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধের নিয়াকমত্ব সম্ভব হওয়ায় পরম্পরাসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকিলেও উহা সদ্বুদ্ধির নিয়ামক হইবে না। অতএব দ্রব্যাদি পদার্থের অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা অমূলকই হইবে।

বুদ্ধিলক্ষণত্বং বুদ্ধিমাত্রমমীষাং লক্ষণং প্রমাণং; ন তু দ্রব্যাদিবৎ প্রমাণান্তরমস্তীত্যর্থঃ। অনুবৃত্তবুদ্ধির্ব্যাবৃত্ত-বুদ্ধিরিহেতি বুদ্ধিরিত্যেব সামান্যাদিত্রয়ে প্রমাণমিতি।

মূলে বুদ্ধিলক্ষণত্ব-পদটি বুদ্ধিমাত্রই ইহাদের লক্ষণ অর্থাৎ প্রমাণ এই অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্রব্যাদি পদার্থের যেমন প্রমাণান্তর আছে ইহাদের (অর্থাৎ সামান্যাদিত্রয়ের) তাহা নাই—ইহাই ভাবার্থ। অনুবৃত্তবুদ্ধি, ব্যাবৃত্তবুদ্ধি এবং ইহ বুদ্ধি (এই তিন প্রকার বুদ্ধিই) সামান্যাদিত্রয়ের প্রমাণ হইবে।

---

১ স্বাত্মনা সাধারণধর্মেণোপচারনিমিত্তেন সত্ত্বং—সৎ সদিতি প্রত্যয়জনকত্বম্, মুখ্যে ত্বনবস্থাদিবাধকোপপত্তেঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৪২

স্বাত্মসত্ত্বের ন্যায় বুদ্ধিলক্ষণত্বও সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের অপর একটি সাধর্ম্য। সাধারণতঃ লক্ষণ-পদটি অসাধারণধর্ম-রূপ অর্থেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। লক্ষণ-পদের তাদৃশ অর্থ গ্রহণ করিলে প্রকৃতস্থলে 'বুদ্ধি যাহার অসাধারণ ধর্ম তাহার ভাবকে' বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিতে হয়। তাদৃশ বুদ্ধিলক্ষণত্ব আত্মাতেই সম্ভবপর; সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে উহা আদৌ সম্ভব নহে। ইহার কারণ এই যে ন্যায়বৈশেষিকশাস্ত্রে বুদ্ধিকে আত্মগুণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সকল কারণে কিরণাবলীকার বুদ্ধিলক্ষণ-পদটির অন্যপ্রকারে ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি লক্ষণ-পদটিকে প্রমাণ-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়া এবং লুপ্ত 'মাত্র' পদের অধ্যাহার করিয়া 'বুদ্ধিমাত্রই ইহাদের প্রমাণ' এইরূপ অর্থে বুদ্ধিলক্ষণ-পদের ব্যুৎপত্তিপ্রদর্শনপূর্বক তদীয় ভাবকে বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা ফলতঃ বুদ্ধিমাত্র প্রমাণত্বকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। সামান্যাদিত্রয়ে যে বুদ্ধিপ্রমাণকত্ব-রূপ সাধর্ম্যটি আছে এবং অন্যত্র উহা নাই ইহা প্রতিপাদন করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, দ্রব্যাদি পদার্থগুলির সম্বন্ধে বুদ্ধিভিন্ন অপর প্রমাণও আছে; কারণ শব্দ বা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারাও ঐ সকল বস্তু প্রমাণিত হইতে পারে। সামান্যাদি পদার্থত্রয় একমাত্র বুদ্ধির দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া থাকে। অনুবৃত্তি-বুদ্ধির দ্বারা সামান্য, ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ এবং ইহ-বুদ্ধির দ্বারা সমবায় প্রমাণিত হইয়া থাকে। সুতরাং সামান্যাদিত্রয়ে বুদ্ধিমাত্রপ্রমাণত্ব-রূপ সাধর্ম্য থাকিতে কোন বাধা নাই।

প্রকৃতস্থলে প্রমাণ বলিতে যদি 'প্রমার করণ' এই অর্থ গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে 'কেবল বুদ্ধির দ্বারা যাহা প্রমাণিত হয় তাহাকেই' বুদ্ধিলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে সামান্যে বুদ্ধিলক্ষণত্ব অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ ঘটত্ব, পটত্ব প্রভৃতি সামান্যগুলি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রমাণিত হওয়ায় উহাদের মধ্যে বুদ্ধিমাত্রপ্রমাণকত্ব থাকিবে না। আর যদি কিরণাবলীবর্ণিত প্রমাণ-পদটিকে ভাববাচ্যে গ্রহণ করিয়া প্রমাকেই উহার অর্থ করা যায়, তাহা হইলে বুদ্ধিমাত্রই যাহাদের সম্বন্ধে প্রমা তাহাদের ভাবকেই অর্থাৎ বুদ্ধিমাত্রপ্রমাসম্বন্ধিত্বকেই বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিতে হয়। ইহাতে দোষ এই যে প্রথমতঃ বুদ্ধিভিন্ন অন্য কোনও বস্তু প্রমা না হওয়ায় বুদ্ধিমাত্রই প্রমা এইরূপ উক্তির কোনও সার্থকতা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ ইহা

ঘটপটাদি পদার্থে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ ঐ সকল পদার্থেও বুদ্ধি-রূপ-প্রমাসম্বন্ধিত্ব বিদ্যমান আছে। এই সকল জটিলতা দেখিয়াই প্রকাশকার স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধিলক্ষণত্বের নির্বচন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে বুদ্ধিলক্ষণত্বের অন্তর্গত বুদ্ধি-পদটি সামান্যাভাবপ্রকারকভাববিশেষ্যক বুদ্ধিরূপ[১] বিশেষ অর্থে এবং লক্ষণ-পদটি লক্ষিত অর্থাৎ বিষয়-রূপ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ হইলে ফলতঃ সামান্যাভাবপ্রকারকভাববিশেষ্যক-প্রমিতিবিষয়ত্বই বুদ্ধিলক্ষণত্ব হইবে। তাদৃশ বুদ্ধিলক্ষণত্ব সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে বিদ্যমান থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে না। যদিও সামান্যাভাবপ্রকারকভাববিশেষ্যকপ্রমিতি বলিতে 'জাতি নিঃসামান্যা ঘটশ্চ গন্ধবান্' এইরূপ সমূহালম্বন জ্ঞানেরও গ্রহণ হয় এবং তাদৃশ জ্ঞানের বিষয়ত্ব ঘটাদি দ্রব্যে থাকায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইতে পারে সত্য, তথাপি সামান্যত্বাবচ্ছিন্নসমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতানিরূপিতাভাবত্বাবচ্ছিন্নপ্রকারতানিরূপিতপ্রমীয়বিশেষ্যত্বকে বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিলে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে না। কারণ পূর্বপ্রদর্শিত সমূহালম্বনজ্ঞানে যে ঘটাদিগত বিষয়তা তাহা নিরুক্তপ্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতাত্মক না হওয়ায় বুদ্ধিলক্ষণত্ব-রূপে গৃহীত হইবে না। প্রদর্শিত বুদ্ধিলক্ষণত্বের ঘটকীভূত অভাবীয়প্রতিযোগিতাতে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত না হইলে 'ঘটঃ স্বরূপেণ সামান্যাভাববান্' এইরূপ প্রমাজ্ঞানের বিশেষ্যতা ঘটে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। এইজন্য অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ঘটঃ স্বরূপেণ সামান্যাভাববান্' এই আকারের জ্ঞান যে প্রমাত্মক তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি; কারণ কোনও জাতি কোথাও স্বরূপসম্বন্ধে না থাকায় উক্ত সম্বন্ধ জাতির পক্ষে ব্যধিকরণসম্বন্ধই হইয়া থাকে। ব্যধিকরণসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক অভাব কেবলান্বয়ী হওয়ায় ঐরূপ অভাব ঘটপটাদি পদার্থে বিদ্যমান আছে। অতএব 'ঘটঃ স্বরূপেণ সামান্যাভাববান্' ইত্যাকারক জ্ঞান প্রমা হওয়ায় তদীয় বিশেষ্যতা ঘটে থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। উক্ত অভাবীয় প্রতি-যোগিতাতে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব-রূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হইলে আর উক্ত

১ বুদ্ধিপদস্য নিঃসামান্যত্বপ্রকারকভাববিষয়কপ্রমিতিপরতয়া……। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৮-৯

জ্ঞান গৃহীত হইবে না। কারণ ঐ স্থলে অভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয় নাই, স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইয়াছে। সমবায়সম্বন্ধে সামান্যের অভাব ঘটপটাদি দ্রব্যে না থাকায় 'ঘটঃ সমবায়েন সামান্যাভাববান্' এইরূপ জ্ঞান প্রমা বলিয়া গৃহীত হইবে না। উক্ত বুদ্ধিলক্ষণত্বের ঘটকীভূত অভাবীয় প্রতিযোগিতাতে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বের ন্যায় সামান্যত্বধর্মাবচ্ছিন্নত্বেরও প্রবেশ অবশ্যই করিতে হইবে। অন্যথা ঘটপটাদি দ্রব্যে কথিত সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ 'সমবায়েন ঘটত্বং নাস্তি' এই আকারের যে অভাব তাহাও সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক সামান্যাভাব-রূপে গৃহীত হইবে। ঐ অভাব পটে বিদ্যমান থাকায় 'পটো ঘটত্বাভাববান্' এইরূপ প্রমাজ্ঞানের বিশেষ্যত্ব পটে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। অভাবের প্রতি-যোগিতাতে সামান্যত্বধর্মাবচ্ছিন্নত্ব নিবেশিত হইলে আর পূর্বোক্ত প্রণালীতে জ্ঞান গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ ঐ অভাবের প্রতিযোগিতা সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হইলেও সামান্যত্ব-রূপ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় নাই ; 'সমবায়েন সামান্যং নাস্তি' এই অভাবের প্রতিযোগিতাই সামান্যত্ব-রূপ ধর্ম এবং সমবায়-রূপ সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। উক্ত অভাব দ্রব্য, গুণ বা কর্মে না থাকায় তাদৃশপ্রকারতানিরূপিতপ্রমীয়-বিশেষ্যতা-রূপ বুদ্ধিলক্ষণত্বের আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

প্রকারান্তরে বুদ্ধিলক্ষণত্বের নির্বচনপ্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে অনুগতত্ববুদ্ধি, ব্যাবৃত্তত্ববুদ্ধি ও অযুতসিদ্ধসম্বন্ধে সম্বন্ধিত্ববুদ্ধি এই ত্রিবিধ বুদ্ধির অন্যতম বুদ্ধির অসাধারণ প্রযোজকত্বই প্রকৃতস্থলে বুদ্ধিলক্ষণত্ব হইবে। যদিও 'এতে ঘটাঃ' এইরূপ অনুগতবুদ্ধির প্রযোজকত্ব ঘটত্ব-রূপ সামান্যের ন্যায় ঘটব্যক্তিতেও বিদ্যমান আছে ইহা সত্য, তথাপি প্রদর্শিত অনুগতবুদ্ধির অসাধারণপ্রযোজকত্ব ঘটে থাকিবে না, ঘটত্ব-রূপ সামান্যেই থাকিবে ; এবং ব্যাবৃত্তবুদ্ধিরও অসাধারণপ্রযোজকত্ব বিশেষেই থাকিবে ; আর সম্বন্ধবুদ্ধির প্রযোজকত্ব সংযোগাদি সম্বন্ধে থাকিলেও অযুতসিদ্ধভাবে সম্বন্ধিত্বের প্রযোজকত্ব সমবায়েই থাকিবে, সম্বন্ধান্তরে থাকিবে না। উক্ত ত্রিবিধ বুদ্ধিকে প্রাত্যক্ষিক বুদ্ধি বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে ; অন্যথা সামান্যাদি বিষয়ের প্রযোজকত্ব সম্ভব হইবে না। যদিও বৈশেষিকমতে বিশেষ ও সমবায়ের লৌকিকপ্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই তথাপি যোগজপ্রত্যক্ষকে গ্রহণ করিয়া বিশেষ ও সমবায়ে

সাধর্ম্যের সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। যোগজপ্রত্যক্ষেও বিষয়ের অপেক্ষা আছে, এইমতেই প্রদর্শিত-রূপে বুদ্ধিলক্ষণত্বের নির্বচন হইয়াছে ইহাই বুঝিতে হইবে।

সূক্তিটীকাকার বুদ্ধিলক্ষণত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে লক্ষণ-পদটিকে জনক-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়া বুদ্ধিমাত্রজনকত্বকেই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়াছেন।[১] সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে যে বুদ্ধিজনকত্ব আছে ইহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। অনুগতবুদ্ধির প্রতি সামান্য, ব্যাবৃত্তিবুদ্ধির প্রতি বিশেষ এবং ইহবুদ্ধির প্রতি সমবায় জনক হইয়া থাকে। বুদ্ধিমাত্রের জনকত্বকে উক্ত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য না বলিয়া, মাত্র-পদ বর্জনপূর্বক বুদ্ধিজনকত্বকে সামান্যাদিত্রয়ের সাধর্ম্য বলিলে উহা ঘটপটাদিদ্রব্যান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে; কারণ ঘটপটাদি দ্রব্যেও বুদ্ধিজনকত্ব বিদ্যমান আছে। লৌকিকপ্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে; সুতরাং ঘটের প্রত্যক্ষাত্মক বুদ্ধিতে উহার কারণতা বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্তি পরিস্ফুটই আছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে মাত্র-পদের প্রয়োগে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না; কারণ ঘটপটাদি দ্রব্য যে উহাদের প্রত্যক্ষেরই জনক হয় এইরূপ নহে; পরন্তু উহারা উহাদের স্বগত গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতিরও জনক হইয়া থাকে। অতএব বুদ্ধিমাত্রজনকত্ব উহাদের নাই। সামান্য কেবল অনুগতবুদ্ধিরই জনক হয়, অন্য কাহারও হয় না। বিশেষ লিঙ্গ-রূপে ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিরই জনক, উহা অন্য কাহারও জনক হয় না। এবং সমবায় ইহবুদ্ধিরই জনক হয় অন্যের নহে। অতএব বুদ্ধিমাত্রজনকত্ব-রূপ ধর্মটি সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে বিদ্যমান থাকায় এবং তদ্ব্যতিরিক্তে বিদ্যমান না থাকায় উহা সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইতে পারিবে।

যদিও বুদ্ধিলক্ষণত্বের উপরিবর্ণিত নির্বচন আপাতদৃষ্টিতে দোষশূন্য বলিয়া প্রতীত হয় তাহা হইলেও ইহা যে সর্বথা নির্দোষ তাহা বলা সম্ভব হয় না। কারণ উহা অন্ত্যাবয়বিগত রূপ-রসাদিগুণে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। সাধারণতঃ রূপ নিজের প্রত্যক্ষের এবং সাশ্রয়দ্রব্যোপাদনকদ্রব্যান্তরগত রূপের জনক হইয়া থাকে। এস্থলে আমরা যে রূপটির কথা বলিলাম তাহা

---

১ বুদ্ধিলক্ষণত্বং বুদ্ধিং প্রত্যেব জনকত্বম্। সূক্তি, পৃঃ ১৩৩

অন্ত্যাবয়বীর রূপ। অতএব স্বাশ্রয়দ্রব্যোপাদানক দ্রব্যান্তর না থাকায় উহা কোনও রূপের কারণ হইবে না; উহা বিষয়-রূপে কেবল নিজের প্রত্যক্ষের কারণ হইবে। এইরূপ হইলে উক্ত রূপে বুদ্ধিমাত্রজনকত্ব-রূপ সাধর্ম্যটি অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণে সংশোধিতরূপে বুদ্ধিমাত্রজনকত্বের ব্যাখ্যা করিয়া জগদীশ বলিয়াছেন যে বুদ্ধিভিন্ন অপরাপর ভাববস্তুর যাহা জনক তাহাতে যাহার বৃত্তি হইবে না এইরূপ ভাববিভাজক ধর্মকেই বুদ্ধিলক্ষণত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] এক্ষণে আর পূর্বোক্ত দোষের আশঙ্কা থাকিবে না। ভাববিভাজক ধর্ম বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি ছয়টি ধর্মকে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব-রূপ উপাধিত্রয় ভাববস্তুর জনকে অবৃত্তি হয় না, বৃত্তিই হইয়া থাকে। সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই পদার্থত্রয় হইতে বুদ্ধিব্যতিরিক্ত অন্য কোনও ভাববস্তু উৎপন্ন হয় না। অতএব বুদ্ধিভিন্ন ভাববস্তুর জনকে যাহা অবৃত্তি এইরূপ ভাব-বিভাজক ধর্ম বলিতে সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই তিনটি ধর্মকে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে কোনটিই দ্রব্যাদি পদার্থান্তরে না থাকায় এবং এক একটি সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে থাকায় উহা সামান্যাদিত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে গৃহীত হইতে পারিল।

পূর্বোক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া যদ্বা-কল্পে জগদীশ বলিয়াছেন যে মূলস্থ বুদ্ধিলক্ষণত্ব পদের অন্তর্গত বুদ্ধি-পদটি সামান্যতঃ-বুদ্ধি অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই; কিন্তু উহা সামান্যশূন্যত্ববিশিষ্ট যে ভাবত্ব তৎপ্রকারকযথার্থবুদ্ধি-রূপ বিশিষ্ট অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে; অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে সামান্যশূন্যত্ববিশিষ্ট-ভাবত্বপ্রকারকযথার্থবুদ্ধিবিশেষ্যত্বই বুদ্ধিলক্ষণত্ব হইবে এবং উহাই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সামান্যধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। ভাবত্ব দ্রব্যাদি ষড়্‌বিধ ভাবপদার্থেই থাকে; কিন্তু সামান্যশূন্যত্ব ষড়্‌বিধ ভাবপদার্থে থাকে না, উহা কেবল সামান্যাদি পদার্থত্রয়েই থাকে। অতএব সামান্যশূন্যত্ববিশিষ্ট যে ভাবত্ব তাহা জাতি, বিশেষ ও সমবায় এই ত্রিবিধ পদার্থেই থাকিবে। অতএব অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি না থাকায় পূর্বোল্লিখিত বুদ্ধিলক্ষণত্ব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সামান্যধর্ম হইতে পারে।

---

১ যুদ্ধ্যন্যভাবজনকাবৃত্তিভাববিভাজকধর্মবত্ত্বমিতি যাবৎ। সূক্তি, পৃঃ ১৩৩

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, বুদ্ধিলক্ষণত্ব-পদের উপরিবর্ণিত ব্যাখ্যাগুলিকে আমরা জগদীশের স্বোদ্ভাবিত বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ সর্বপ্রথম প্রকাশকারই প্রকারান্তরে ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। প্রকাশকারের ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে জগদীশ প্রকাশকারের ব্যাখ্যাকে ভঙ্গ্যন্তরে গ্রহণ করিয়া স্বকীয় ব্যাখ্যাকে উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা পূর্বে প্রকাশকারের ব্যাখ্যা বিবৃত করিয়াছি; সুতরাং পুনরুক্তিভয়ে আর উহার উল্লেখ করিব না।

বুদ্ধিলক্ষণত্ব-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে সেতুটীকাকারও প্রকাশকারের ব্যাখ্যারই অনুবর্তন করিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহার কথার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। ব্যোমবতীকারও এইস্থলে বিশেষভাবে নূতন কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে এস্থলে ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও অস্পষ্ট এবং সেই কারণে ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে তদীয় ব্যাখ্যার দ্বারা প্রকাশকারের বুদ্ধি প্রভাবিত হয় নাই।

'সামান্যং বিশেষ ইতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্' এই বৈশেষিক সূত্রস্থ[১] বুদ্ধ্যপেক্ষ-পদ এবং 'সামান্যাদীনাং ত্রয়াণাং স্বাত্মসত্ত্বং বুদ্ধিলক্ষণত্বম্' ইত্যাদি প্রশস্তপাদবাক্যস্থ বুদ্ধিলক্ষণত্ব-পদের প্রয়োগ দেখিয়া কেহ কেহ এইরূপ মনে করিয়াছেন যে প্রাচীন বৈশেষিকগণ সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থকে দ্রব্যাদি পদার্থের ন্যায় বাহ্য পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন না; পরন্তু তাঁহারা একপ্রকার বুদ্ধি বা অনুভবকে তত্তৎ পদার্থ বলিয়া মনে করিতেন। সংস্কৃতসাহিত্যে লক্ষণ-পদটি বহুস্থলে স্বরূপ-অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং বুদ্ধিলক্ষণ-পদের বুদ্ধিস্বরূপ এইরূপ অর্থ অতিপ্রসিদ্ধ। অতএব বুদ্ধিলক্ষণ-পদের প্রয়োগ দেখিয়া এইরূপ মনে করা স্বাভাবিক যে সামান্যাদি পদার্থত্রয় বুদ্ধিরই প্রকারভেদ। আরও কথা এই যে বৌদ্ধাদিশাস্ত্রে বুদ্ধিবিকল্প-রূপেই সামান্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। আর সামান্য যদি বুদ্ধিবিকল্পের অর্থাৎ চৈত্তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে তুল্যযুক্তিতে বিশেষ এবং সমবায়ও ঐ চৈত্তেরই অন্তর্ভুক্ত হইবে। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণের মধ্যেও অনেকেই সামান্যকে বুদ্ধিবিকল্পিত বলিয়াই মনে করিয়াছেন। সুতরাং এই সকল কারণে যদি কেহ কেহ বৈশেষিকমতের ব্যাখ্যাতেও সামান্যাদি পদার্থত্রয়কে বৌদ্ধপদার্থ বলিয়াই মনে

১ ১।২।৩

করেন তাহা হইলে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। তবে এ বিষয়ে প্রকৃতপক্ষে বৈশেষিকমতের যাহা স্বরস তাহাই আমরা উপনিবদ্ধ করিতেছি। সামান্য-পদার্থের বাহ্য অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বৌদ্ধসম্প্রদায় যে সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন সামান্যপদার্থের বিশেষ বিবেচনা করিবার সময় আমরা ঐ সকল যুক্তিখণ্ডন করিয়া বৈশেষিকমতের সিদ্ধান্ত যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে প্রয়াস পাইব।

প্রাসঙ্গিক বলিয়া বর্তমানে আমরা কেবল ইহাই বলিব যে যাঁহারা সূত্র ও পদার্থধর্মগ্রন্থস্থ পূর্বোদ্ধৃত মাত্র দুইটি পদকে অর্থাৎ 'বুদ্ধ্যপেক্ষম্' ও 'বুদ্ধিলক্ষণম্' এই পদদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া বৈশেষিকমতানুসারে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের বৌদ্ধত্ব-প্রতিপাদনে উদ্‌যুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পূর্বাপর গ্রন্থ আলোচনা না করিয়াই ঐরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কারণ সূত্রস্থ 'বুদ্ধ্যপেক্ষম্' এই পদটির দ্বারা সামান্য ও বিশেষ এই দুইটি সংজ্ঞা কেন প্রদত্ত হইয়াছে সূত্রকার কেবল তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন; উক্ত পদের দ্বারা সামান্যাদি পদার্থের বৌদ্ধত্ব-প্রতিপাদনে তাঁহার কিছুমাত্র আগ্রহও প্রকাশ পায় নাই। সূত্রকার ইহাই প্রতিপাদন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন যে জাতির সামান্য-সংজ্ঞা প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে জাতিপদার্থ বিভিন্ন ব্যক্তি সম্বন্ধে অনুগত প্রতীতির সাধক হয়। এই যে অনুগত প্রতীতি-রূপ বুদ্ধি তাহাকে অপেক্ষা করিয়াই জাতির সামান্য এই নাম হইয়াছে অর্থাৎ সামান্য এই নামটি অন্বর্থক, আকস্মিক নহে। বিশেষও ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিরই কারণ হয়। এইজন্য ব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিকে অপেক্ষা করিয়া ঐ ভেদক বস্তুটির নাম হইয়াছে বিশেষ। ইহাই সূত্রকারের 'বুদ্ধ্যপেক্ষম্' এই পদের স্বারসিক অভিপ্রায়। পরবর্তী সূত্রগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই সূত্রকারের অভিপ্রায় অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

বোধসৌকর্যের জন্য আমরা পরবর্তী সূত্রগুলি যথাক্রমে উদ্ধৃত করিতেছি :—

'ভাবোঽনুবৃত্তেরেব হেতুত্বাৎ সামান্যমেব'।[১]

'দ্রব্যত্বং গুণত্বং কর্মত্বঞ্চ সামান্যানি বিশেষাশ্চ'।[২]

'অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ'।[৩]

---

১ বৈশেষিকসূত্র, ১।২।৫ ২ ঐ, ১।১।৬ ৩ ঐ, ১।২।৭

এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে উপরি উদ্ধৃত সূত্রগুলির প্রতি মনোযোগ দিলেই সূত্রস্থ 'বুদ্ধ্যপেক্ষম্' পদের সূত্রকারীয় অভিপ্রায় স্পষ্ট হইবে। সুতরাং কেবল বিচ্ছিন্ন একটি পদের উপর নির্ভর করিয়া বৈশেষিকমতে ঐ সকল পদার্থকে বৌদ্ধ বলা সমীচীন হইবে না।

আরও কথা এই যে বৈশেষিকমতানুসারে সত্তা প্রভৃতি সামান্য যদি বুদ্ধি-রূপ অথবা বৌদ্ধসম্মত বিকল্প-রূপ পদার্থ হইত তাহা হইলে সূত্রকার ইহা কখনও বলিতে পারিতেন না যে গুণত্ব বা সত্তা-রূপ সামান্য চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। যাহা চক্ষুঃ বা ত্বগাত্মক বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা লৌকিকভাবে প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় তাহা কখনই বুদ্ধি-রূপ বা বিকল্প-রূপ হইতে পারে না। বৈশেষিকশাস্ত্রে বুদ্ধিকে মনোমাত্রগ্রাহ্যই বলা হইয়াছে। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা বুদ্ধির গ্রহণ হয়—ইহা কখনই বৈশেষিকের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সুতরাং সত্তা প্রভৃতি সামান্যের যখন বৈশেষিকমতে চক্ষুর্গ্রাহ্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে তখন ইহা কোনও ক্রমেই বলা সম্ভব হইবে না যে ঐসকল সামান্য বুদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আন্তর বস্তু। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত বস্তুর আন্তরত্ব স্বীকার করিলে ঘটপটাদি বস্তুই বা আন্তর হইবে না কেন? যাঁহারা বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহই এরূপ অপসিদ্ধান্তের প্রশ্রয় দেন নাই যে চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তুও আন্তর হইতে পারে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ সামান্যের প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার করেন না বলিয়াই তাঁহারা উহাকে বিকল্পাত্মক বলিয়াছেন। কিন্তু বিজ্ঞান-বাদিভিন্ন বৌদ্ধাচার্যগণ সামান্যকে আন্তরবস্তু বলিয়াই স্বীকার করেন নাই, বিকল্পাত্মক বাহ্যবস্তু বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। বাহ্যাস্তিত্ববাদী দার্শনিকগণের মধ্যে কেহই এমন কথা বলিতে পারেন না যে চাক্ষুষাদি-প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু আন্তর বা বিকল্পাত্মক। সুতরাং বৈশেষিক বাহ্যাস্তিত্ববাদী হইয়াও এবং সামান্যের চাক্ষুষাদি প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান স্বীকার করিয়াও ঐ সকল পদার্থকে কেমন করিয়া আন্তর বা বিকল্পাত্মক বলিতে পারেন তাহা আমরা বুঝি না। তুল্য যুক্তির দ্বারা বিশেষ ও সমবায়ের বাহ্যাস্তিত্ব বুঝিতে হইবে।

অকার্যত্বমনাদিত্বম্। কথমিতি চেৎ স্বরূপব্যাঘাতাৎ। সামান্যস্য হি কার্যত্বে ব্যক্তিরেব সমবায়িকারণং[1] স্যাৎ। তথা চ তদুৎপত্তিবিনাশয়োর্জাত্যুৎপত্তিবিনাশে প্রতিব্যক্তিভিন্নং সৎ সামান্যরূপতাং জহ্যাৎ। অভেদে তু ব্যক্তেঃ পূর্বমপি সত্ত্বান্ন তৎকারণকং স্যাৎ। এবং পূর্বপূর্বতর[2] পূর্বতমাদিব্যক্তিভ্যোঽপি প্রাক্ সত্ত্বাদনাদিত্বং সামান্যস্য; অন্যথা স্বরূপব্যাঘাত ইতি। নিত্যদ্রব্যাণাঞ্চ কদাচিদ্ বিশেষাভাবে ব্যাবৃত্তিরপি নির্বর্তেত,[3] তথা চ দ্রব্যসঙ্করঃ স্যাৎ। ন চ স্বভাবসাঙ্কর্যে পুনরসাঙ্কর্যং স্বভাবপরাবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ততঃ সর্বদৈবাসঙ্কীর্ণত্বাৎ সর্বদৈব বিশিষ্টানীত্যনাদয় এব বিশেষাঃ। সমবায়োঽপি নিঃসমবায়ঃ কথং সমবায়িকারণং বিনা ভবেৎ। ভবন্ বা কথং ন কার্যান্তরমর্যাদামতিক্রামেৎ। কথং চোৎপন্নোঽপি বিনশ্যেৎ। তথা চ কথমুপদ্যেতাপি; ভাবস্যাবিনাশিনোঽনুৎপত্তেঃ। সমবায়ান্তরাভ্যুপগমে চ কথমনবস্থাং নাপাদয়েৎ। কথং বা পশ্চাদুৎপদ্যমানঃ সংযোগলক্ষণপ্রাপ্তৌ[4] স্বভাবং ন জহ্যাৎ। অপ্রাপ্তিপূর্বিকা প্রাপ্তিরিতি হি তন্নিত্যসম্বন্ধিষু তথানভ্যুপগমাচ্চেতি। তস্মাৎ সুষ্ঠূক্তং সামান্যাদীনাং ত্রয়াণামকার্যত্বমিতি।

অকার্যত্ব বলিতে অনাদিত্বকে বুঝিতে হইবে। কেন তাহা হইবে (অর্থাৎ সামান্যাদিত্রয় কেন অকার্য বা অনাদি হইবে)? অন্যথা উহাদের স্বরূপ ব্যাহত হইয়া যাইবে। সামান্যকে যদি কার্য বলা যায়, তাহা হইলে ব্যক্তি উহার সমবায়িকারণ হইবে। ফলতঃ ব্যক্তির

১ সমানাধিকরণা ইতি পাঠান্তরম্।

২ পূর্বেতি পাঠান্তরে নাস্তি।

৩ নিবর্ত্ততাম্ ইতি পাঠান্তরম্।

৪ প্রাপ্ত্যোরিতি পাঠান্তরম্।

উৎপত্তি ও বিনাশে জাতিরও উৎপত্তি ও বিনাশ হইবে। এইরূপ হইলে সামান্য ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হইয়া (নিজের) সামান্যরূপতাকে পরিত্যাগ করিবে। যদি (ব্যক্তিগুলি ভিন্ন হইলেও সমুদায়ব্যক্তিগত) সামান্যকে অভিন্ন বলা যায় তাহা হইলে ব্যক্তিবিশেষের পূর্বেও তদ্গত সামান্যের বিদ্যমানতানিবন্ধন উহা ব্যক্তিকারণক অর্থাৎ আশ্রয়ীভুত ব্যক্তির কার্য হইবে না। এবং ঐরূপ হইলে (অর্থাৎ জাতি অভিন্ন হইলে) পূর্ব, পূর্বতর, পূর্বতম প্রভৃতি ব্যক্তিগুলি হইতেও তদাশ্রিত জাতিকে পূর্ববর্তী বলিতে হইবে। এই কারণে সামান্যের অনাদিত্বই সিদ্ধান্তিত হয়। অন্যথা উহার স্বরূপই ব্যাহত হইয়া যায়। (সামান্যের ন্যায় বিশেষকেও অকার্য অর্থাৎ অনাদি বলিতে হইবে। উহা অনাদি না হইলে সময়বিশেষে বিশেষের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে) নিত্যদ্রব্যগুলিতেও সময়বিশেষে বিশেষের অভাব স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে তৎকালে উহাদের (পরস্পর) ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ ভেদ থাকিবে না। ভেদ না থাকিলে নিত্যদ্রব্যগুলি পরস্পর সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। এইভাবে সঙ্কীর্ণস্বভাব হইলে পরবর্তিকালে বিশেষের দ্বারাও উহাদের অসঙ্কীর্ণতা অর্থাৎ ভেদ ব্যবস্থাপিত হইবে না। যাহারা পরস্পর সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ একটি আরেকটির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে) কালবিশেষে তাহাদের মধ্যে পরস্পর ভেদ স্বীকার করিলে দ্রব্যস্বভাবেরই পরিবর্তনের প্রসক্তি হয়। অতএব নিত্যদ্রব্যগুলিকে সর্বদাই অসঙ্কীর্ণ হইতে হইবে এইরূপ হইলে সর্বকালের নিমিত্তই নিত্যদ্রব্যগুলি বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষযুক্ত হইবে এবং ফলতঃ বিশেষগুলিও অনাদি হইয়া যায়। (সমবায়কেও অকার্যই বলিতে হইবে। কারণ) সমবায়ও সমবায়রহিত (অর্থাৎ সমবায় সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয় না)। অতএব সমবায়িকারণ না থাকায় কেমন করিয়া উহা কার্য হইবে। যদি হয় (অর্থাৎ যদি উহা সমবায়িকারণ ব্যতিরেকে উৎপন্ন হয়) তাহা হইলে

উহা কেন অন্যান্য কার্যের মর্যাদাকে লঙ্ঘন করিবে না (অর্থাৎ, উহা অন্যান্য ভাবকার্যের মর্যাদাকে অবশ্যই লঙ্ঘন করিবে)। কেনই বা (কিরূপে) উৎপন্ন হইয়াও উহা বিনাশ প্রাপ্ত হইবে (অর্থাৎ সমবায়িকারণ ব্যতিরেকে সমবায়ের উৎপত্তি স্বীকার করিলে উৎপন্ন হইয়াও সমবায়ের বিনাশের সম্ভাবনা থাকিবে না)। তাহা হইলে (অর্থাৎ, সমবায়ের বিনাশ না হইলে) কেমন করিয়া উহাকে উৎপন্ন বলা যাইতে পারে। কারণ, অবিনাশী ভাববস্তুর উৎপত্তি দেখা যায় না। যদি সমবায়কেও অন্য সমবায়ের সম্বন্ধী (অর্থাৎ প্রতিযোগী) বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কেনই বা অনবস্থার আপত্তি হইবে না (অর্থাৎ, ঐরূপ হইলে অবশ্যই অনবস্থার আপত্তি হইবে)। এবং ঐরূপ হইলে (অর্থাৎ, অনবস্থা স্বীকার করিয়াও সমবায়কে সমবায়ান্তরের প্রতিযোগী বলিলে এবং সমবায়েরও সমবায়িকারণ স্বীকার করিলে) উহা (সমবায়িকারণের) পরবর্তিকালে উৎপন্ন হওয়ায় সংযোগলক্ষণপ্রাপ্ত হইয়া কেনই বা নিজের স্বরূপকে পরিত্যাগ করিবে না। কারণ, অপ্রাপ্তিপূর্বক যে প্রাপ্তি তাহাই তাহা (অর্থাৎ, সংযোগ)। সম্বন্ধিদ্বয়ের নিত্যতাস্থলে উৎপত্তি অস্বীকৃতই আছে। অতএব, সামান্যাদিত্রয়ের যে অকার্যত্বের কথা বলা হইয়াছে তাহা সুসঙ্গতই হইয়াছে।

মূলকার সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে অকার্যত্বকেও উহাদের অন্যতম সাধর্ম্য বলিয়াছেন। অকার্যত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, অনাদিত্বই অকার্যত্ব। অকার্যত্ব-পদের ঐরূপ ব্যাখ্যা কেন করা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, অকার্যত্ব-পদে বহুব্রীহির আশঙ্কা আছে বলিয়াই উহার নিরসনের জন্য কিরণাবলীকার উক্ত পদের অনাদিত্ব-রূপ অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন।[১] 'নাস্তি কার্যং যেষাং তেষাং ভাবঃ'—এইরূপ ব্যুৎপত্তিতেও অকার্যত্ব-পদটি পরিনিষ্পন্ন হইতে পারে। ঐরূপ হইলে ফলতঃ কারণত্বাভাবই অকার্যত্ব-পদের অর্থ হয়।

১ অকার্যপদে বহুব্রীহিনিরাসায়াহ অনাদিত্বমিতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৯

সত্তা প্রভৃতি সামান্যে কারণত্বের সামান্যাভাব থাকিতে পারে না; কারণ, বৈশেষিকমতে যোগ্য আশ্রয়ে সত্তা-জাতির চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হইয়াছে। লৌকিকপ্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা স্বীকৃত হওয়ায় সবিষয়ক চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের কারণতা সত্তা প্রভৃতি সামান্যে থাকিবে। অতএব, বহুব্রীহিসমাস স্বীকার করিলে অকার্যত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হইবে। এই সকল নানা দিক বিবেচনা করিয়াই কিরণাবলীকার প্রকৃতস্থলে অনাদিত্বকেই অকার্যত্ব বলিয়াছেন।

প্রকৃতস্থলে অনাদিত্ব বলিতে প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্বকেই বুঝিতে হইবে। যদিও সাংখ্যাদিমতে কোনও বস্তুর শক্তি অর্থাৎ সূক্ষ্মরূপ অথবা কারণ-রূপকে সেই বস্তুর আদি বলা হইয়া থাকে, তথাপি ন্যায়বৈশেষিকমতানুসারে উক্তরূপে বস্তুর সাদিত্ব ব্যাখ্যাত হইতে পারে না। কারণ, অসৎকার্যবাদী ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ে সূক্ষ্মরূপে কার্যের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। অতএব, উক্তমতে কার্যের প্রাগভাবকেই তাহার আদি বলিতে হইবে। সুতরাং, যাহার প্রাগভাব নাই তাহাকেই অনাদি বলিতে হয়। ফলে প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্বই অনাদিত্ব হইবে। সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ইহাদের কোনটিরই প্রাগভাব স্বীকৃত হইতে পারে না। অতএব, প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্ব বা অনাদিত্ব ইহাদের সমানধর্ম হইবে।

কিন্তু, এইরূপ হইলেও ব্যাখ্যাটি নির্দোষ হইবে না। কারণ, উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের বহির্ভূত আত্মা, কাল প্রভৃতি যে নিত্যদ্রব্যগুলি তাহাদেরও প্রাগ-ভাবাপ্রতিযোগিত্ব স্বীকৃতই আছে। সুতরাং, প্রকাশকার অতিব্যাপ্তিনিরাসের জন্য সাদি বস্তুতে অনাশ্রিত যে পদার্থবিভাজক উপাধি তাদৃশ উপাধিমত্ত্বকেই প্রকৃতস্থলে অকার্যত্ব-পদের অর্থ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, এক্ষণে প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্ব কোথায় আছে বা নাই এই বিচার আমাদিগকে করিতে হইবে না; কিন্তু, ইহাই আমাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে যে, পদার্থবিভাজক উপাধিগুলির মধ্যে কোন্‌গুলি আদিমৎ, অর্থাৎ সাদি পদার্থে অনাশ্রিত হইয়া থাকে। পদার্থবিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই ছয়টি ধর্মকে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটি সাদি পদার্থে অনাশ্রিত হয় না। ঘটপটাদি দ্রব্যে থাকায় প্রথমটি, ঘটীয় রূপরসাদি গুণে থাকায় দ্বিতীয়টি এবং ক্রিয়ামাত্রই সাদি হওয়ায় তৃতীয়টি সাদি

পদার্থে থাকে। অতএব, সাদি পদার্থে থাকে না এইরূপ পদার্থবিভাজক উপাধিরূপে ঐগুলি গৃহীত হইবে না। শেষোক্ত তিনটি পদার্থবিভাজক উপাধির মধ্যে কোনটিই সাদি পদার্থে থাকে না। কারণ, সামান্যত্ব সামান্যেই থাকে এবং প্রত্যেক সামান্যই নিত্য। বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব বিশেষ ও সমবায়ে থাকে এবং বৈশেষিকশাস্ত্রে বিশেষ এবং সমবায়কে নিত্যই বলা হইয়াছে। সুতরাং, সাদি পদার্থে থাকে না এমন পদার্থবিভাজক উপাধিরূপে সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই তিনটি ধর্মই গৃহীত হইবে। উহারা সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে থাকায় এবং তদ্ব্যতিরিক্ত পদার্থে না থাকায় অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

পূর্বে অকার্যত্বের যে ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে পদার্থবিভাজক উপাধি বিশেষ্য-রূপে প্রবিষ্ট আছে। পদার্থবিভাজক উপাধির স্থলে যদি কেবল ধর্ম-পদের উল্লেখ করা যায় এবং সাদি পদার্থে অনাশ্রিত ধর্মকে অকার্যত্ব-পদের তাৎপর্যার্থ-রূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত অকার্যত্ব আত্মাদি নিত্য-পদার্থান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। এই কারণে ধর্ম না বলিয়া পদার্থ-বিভাজক উপাধি বলা হইয়াছে। সাদি পদার্থে অনাশ্রিত ধর্মকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিলে যে অতিব্যাপ্তি হয়, তাহা অনায়াসেই বুদ্ধিস্থ হয়। কারণ, আত্মত্ব-রূপ উপাধি আত্মাতেই থাকে এবং আত্মা বৈশেষিক-মতানুসারে নিত্যপদার্থ-রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব, আত্মত্ব-রূপ উপাধিকে আমরা সাদি পদার্থে অনাশ্রিত উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি এবং উহা সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের বহির্ভূত আত্মাতে বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু, এস্থলে পদার্থবিভাজক উপাধি বলিলে আর আত্মত্বের গ্রহণ সম্ভব হইবে না। কারণ, সামান্যতঃ পদার্থের বিভাগে আত্মত্ব-রূপে আত্মার উল্লেখ নাই—দ্রব্যের বিভাগেই আত্মত্ব-রূপে আত্মার উল্লেখ আছে। সুতরাং, আত্মত্ব দ্রব্যবিভাজক উপাধি হইলেও পদার্থবিভাজক উপাধি হইবে না। প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্বের ন্যায় অকারণত্বকেও অকার্যত্ব বলা যাইতে পারে। এই পক্ষেও আত্মাদি নিত্যদ্রব্যে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে এবং শেষ পর্যন্ত স্বকারণে অনাশ্রিত পদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বকে সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে।[১]

---

১ তচ্চ যদ্যপ্যকারণত্বং প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং বা দ্বয়মপি নিত্যদ্রব্যাদাবতিব্যাপ্তং তথা-প্যাদিমদবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বে তাৎপর্যম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৯

অকার্যত্ব-পদের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন—'কার্যাণামভাবঃ অকার্যত্বং স্বকারণসত্তাসম্বন্ধাভাবঃ'[১]। এস্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্যোমবতীকারের ঐ ব্যাখ্যা যথাশ্রুতভাবে সমর্থনীয় হইতে পারে না। কারণ, 'কার্যাণামভাবঃ' এই বিগ্রহে সমস্ত-পদটি 'অকার্যম্' এইরূপই হইবে। সুতরাং, ঐরূপ বিগ্রহ স্বীকার করিলে 'অকার্যত্বম্' এইরূপ প্রয়োগ হইতে পারিবে না। অবশ্য এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, বিগ্রহবাক্যস্থ কার্য-পদটিকে ধর্মপ্রধান নির্দেশ বলিয়া গ্রহণ করিলে কোনওরূপে অর্থতঃ কার্যত্বের অভাবকে অকার্যত্ব-পদের অর্থ-রূপে লাভ করা যাইতে পারে; কিন্তু, তাহা হইলেও প্রয়োগতঃ কখনই উহাকে অকার্যত্ব-রূপে পাওয়া যাইবে না। আরও কথা এই যে, কার্য-পদের ধর্মপ্রধান নির্দেশই যদি ব্যোমবতীকারের অভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও বিগ্রহবাক্যে 'কার্যাণাম্' এই বহুবচনান্ত প্রয়োগটি সমর্থনযোগ্য হয় না। অবশ্য, লিপিকরপ্রমাদ মনে করিয়া 'কার্যাণামভাবঃ' এইস্থলে আমরা 'কার্যত্বস্য অভাবঃ' এইভাবে বিগ্রহবাক্যটিকে সংশোধন করিয়া লইতে পারি; কিন্তু, তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে, ঐরূপ সংশোধনও অসন্দিগ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে না। কারণ, উক্ত স্থলে মূলস্থ অকারণ-পদের ব্যাখ্যায় 'কারণানামভাবঃ অকারণত্বম্' এইরূপ ব্যুৎপত্তি বা বিগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে। তুল্যভাবে লিপিকার দুইটি স্থলে প্রমাদপতিত হইয়াছেন বলিয়া মনে করা সঙ্গত হইতে পারে না।

কিন্তু, যাহাই হউক্ না কেন, আমরা 'কার্যত্বস্য অভাবঃ অকার্যত্বম্' এইরূপ বিগ্রহবাক্য ধরিয়া লইয়াই ব্যোমবতীকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিব। উক্ত বিগ্রহবাক্য হইতে কার্যত্বের অভাবই অকার্যত্ব-পদের অর্থ হইবে। তাদৃশ অকার্যত্বই সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম হইবে। যদিও প্রকৃতস্থলে প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সত্তাকে অকার্যত্ব বলিয়া বর্ণনা করা যায় ইহা সত্য, তথাপি ব্যোমবতীকার অন্যভাবে এই অকার্যত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিজ-কারণাবচ্ছেদে যাহা সত্তার সহিত সম্বদ্ধ হয় সেই পদার্থকেই আমরা কার্য বলিয়া বুঝিয়া থাকি। কেবল সত্তার সহিত যাহার সম্বন্ধ থাকে তাহাকেই আমরা কার্য বলিতে পারি না। কারণ, আত্মা, আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যগুলিরও সত্তার সহিত সম্বন্ধ থাকে। অতএব, স্বকারণান্ত-

১ ব্যোমবতী, পৃঃ ১৪২

র্ভাবে যাহা সত্তার সহিত সম্বদ্ধ হইবে তাহাই কার্য হইবে। এক্ষণে আর উক্ত নিত্যদ্রব্যে কার্যত্বের অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ঐ সকল পদার্থে নিজ নিজ কারণ না থাকায় উহারা স্বকারণান্তর্ভাবে সত্তার সহিত সম্বদ্ধ হয় না। কার্য-পদের অর্থের সহিত অন্তর্নিবিষ্ট ভাবে কারণের যোগ আছে বলিয়াই এই প্রণালীতে কার্যত্বের ব্যাখ্যা করা হইল। প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকে কার্য বলিলে কার্য-পদের উক্ত অর্থ প্রকাশ পাইবে না, এইরূপ মনে করিয়াই ব্যোমবতীকার স্বকারণসত্তাসম্বন্ধাভাবকে অকার্যত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু, এই ব্যাখ্যাতেও নিত্যদ্রব্যান্তর্ভাবে অকার্যত্ব-সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, ঐ সকল নিত্যপদার্থেও স্বকারণান্তর্ভাবে সত্তা-সম্বন্ধ থাকে না। এই অতিব্যাপ্তিটি বারণ করিতে হইলে পূর্বদর্শিত প্রণালীটি অনুসরণ করিতে হইবে।

পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বারা সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্যরূপে কীর্তিত অকার্যত্বের ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে যুক্তির দ্বারা তাদৃশ সাধর্ম্য সমর্থিত হইতেছে। যদি সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের অকার্যত্ব স্বীকৃত না হয়, তাহা হইলে উহাদের স্বরূপহানি হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, নিখিল পদার্থকে কার্য ও অকার্য এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, যাহা পদার্থ হইবে তাহা হয় কার্য হইবে অন্যথা অকার্য হইবে। পদার্থ সম্বন্ধে তৃতীয় কোনও প্রকার কল্পিত হইতে পারে না। সুতরাং, সামান্যাদি পদার্থত্রয় অকার্য না হইলে উহারা কার্য-বিভাগেরই অন্তর্গত হইবে। উক্ত ত্রিবিধ পদার্থ যে ভাবভূত, তাহা আমরা পূর্বেই বর্ণনা করিয়াছি। এক্ষণে উহারা যদি কার্য-কোটির অন্তর্গত হয়, তাহা হইলে উহাদের প্রতি অবশ্যই কাহাকেও সমবায়িকারণ হইতে হইবে। সামান্য-রূপে যদি আমরা ঘটত্বকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, ঘটব্যক্তিগুলি উহার সমবায়িকারণ। যদি যাবৎ-ঘটব্যক্তিকে উহার সমবায়িকারণ বলা হয়, তাহা হইলে অদ্যাবধি ঘটত্বের উৎপত্তি হয় নাই বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, আগামী ঘটগুলি এখনও উৎপন্নই হয় নাই। অতএব, বর্তমান সময়ে অনুগত ঘটবুদ্ধির উৎপত্তিই হইবে না। এই কারণে ভিন্ন ভিন্ন ঘটব্যক্তিকে ঘটত্বের সমবায়িকারণ বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে ঘটত্ব-সামান্য প্রতি ঘটব্যক্তিতে বিশ্রান্ত হওয়ায় উহার সামান্য-রূপতাই ব্যাহত হইয়া যাইবে। অতএব, যাহাকে আমরা সামান্য বলিয়া মনে করিব তাহাকে আর কার্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারিব না।

আরও কথা এই যে, সামান্য কার্য হইলে তদীয় সমবায়িকারণ যে আশ্রয়ী-

ভূত ব্যক্তি তাহার উৎপত্তি বা বিনাশে সামান্যেরও উৎপত্তি বা বিনাশ হইবে। এইরূপ হইলে অনুগত বুদ্ধির নিয়ামকত্ব সম্ভব না হওয়ায় সামান্যের সামান্যরূপতা সম্ভব হইবে না। এইভাবে স্বরূপের ব্যাঘাত হয় বলিয়াই সামান্যকে কার্য বলা সম্ভব হয় না। ইহা হইতে আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি যে, অকার্যত্ব অবশ্যই সামান্যাদিত্রয়ের সমানধর্ম হইবে। বিশেষকেও কার্য বলা যায় না। কারণ, বিশেষ যদি কার্য হয়, তাহা হইলে নিত্য দ্রব্যগুলি উহার সমবায়িকারণ হইবে। সুতরাং, বিশেষের উৎপত্তির পূর্বে নিত্য দ্রব্যগুলির ব্যক্তিগত ভেদ উৎপন্ন হইবে না। আর, আমরা ইহা জানি যে, নিত্য দ্রব্যগুলির ব্যক্তিভেদের উপপত্তির নিমিত্তই বিশেষের কল্পনা করা হইয়াছে। কার্যত্বপক্ষে বিশেষের দ্বারা নিত্য দ্রব্যগুলির ব্যক্তিগত ভেদের উপপত্তি সম্ভব না হইলে বিশেষেরও স্বরূপ ফলতঃ ব্যাহত হইয়া যাইবে। সমবায়ের কার্যত্ব-স্বীকারপক্ষে উহার সমবায়িকারণ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এইরূপ হইলে সমবায়কে সমবায়সম্বন্ধের প্রতিযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে হয় এবং তাহাতে সমবায়েরও স্বরূপ ব্যাহত হইয়া যায়। কারণ, সমবায় যে সমবায়-সম্বন্ধের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয় না, ইহাই ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত আছে।

আরও কথা এই যে, যদি বলা যায় যে, বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সামান্যগুলি পরস্পর ভিন্ন হইলে অবশ্যই উহাদের কাহারও দ্বারা অনুগত ঘটপটাদি বুদ্ধির উৎপত্তি হইবে না; কারণ, ঐরূপ হইলে কোনও সামান্যই যাবৎ-ব্যক্তি সাধারণ হইবে না। কিন্তু, বিভিন্ন ব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সামান্যগুলির মধ্যে উহাদের পরস্পর ভেদ স্বীকার না করিয়া যদি অভেদ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই অনুগত-বুদ্ধির উপপত্তি হইতে পারে। কারণ, যে সামান্য-ব্যক্তিটি যে ঘট-ব্যক্তিতে সমবেত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, তাহার সহিত অন্য ঘটব্যক্তির দ্বারা উৎপাদিত সামান্যের ভেদ না থাকায় ফলতঃ সেই সামান্যও ঘটান্তরে সমবেতই হইল। কারণ, যাহা যাহাতে সমবেত তাহার সহিত অভিন্ন বস্তু অবশ্যই তাহাতে সমবেত হইবে। অতএব, সামান্যের উৎপত্তি স্বীকার করিয়াও যদি উহাদের অভেদ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সামান্যরূপতা অব্যাহতই থাকিতে পারে। সুতরাং, কিরণাবলীকার যে বলিয়াছেন—সাদিত্বপক্ষে সামান্যের স্বরূপ ব্যাহত হইয়া যায়—তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

তাহা হইলেও ইহার উত্তরে 'অভেদে তু' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা গ্রন্থকার

বলিতেছেন যে, বিভিন্ন ব্যক্তিবিশেষ হইতে উৎপন্ন সামান্যগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অভেদ কল্পিত হইতে পারে না। কারণ, ইদানীন্তন ঘটব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সামান্য যদি পূর্বতন ঘটব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সামান্যের সহিত অভিন্ন হয়, তাহা হইলে ইদানীন্তন ঘটব্যক্তির উৎপত্তির পূর্বেও উক্ত সামান্যের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, পূর্বতন ঘটব্যক্তি হইতে উৎপন্ন সামান্যের সহিত এই সামান্যটিকে অভিন্ন বলা হইয়াছে এবং এই সামান্যের সহিত অভিন্ন যে পূর্বতন সামান্য তাহার প্রতি পূর্বতন ঘটব্যক্তিকে সমবায়িকারণ বলা হইয়াছে। যাহা যাহার সহিত অভিন্ন তাহার সমবায়িকারণকে অবশ্যই অপরটির সমবায়িকারণ বলিতে হয়। এইভাবে তৎপূর্ববর্তী সকল ঘটব্যক্তিগুলিকেই তুল্যযুক্তিতে উক্ত সামান্যব্যক্তির প্রতি সমবায়িকারণ বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে ইদানীন্তন ঘটব্যক্তি হইতে সমুৎপন্ন সামান্যটিকে উক্ত ঘটব্যক্তির পূর্বে বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং, ইদানীন্তন ঘটব্যক্তিটি অভিমত সামান্যের পূর্ববর্তী না হওয়ায় উহাকে কখনই উক্ত সামান্যের সমবায়িকারণ বলা যায় না। অতএব, সামান্যের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া আর উহাদের ব্যক্তিগত অভেদ স্বীকার করা যায় না। উৎপত্তি স্বীকার করিলে সামান্যগুলির ব্যক্তিগত ভেদ অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। এইরূপ হইলে কোনও সামান্যই অনুগত-বুদ্ধির নিয়ামক হইতে পারিবে না বলিয়া উহাদের সামান্যরূপতা ব্যাহত হইয়া যাইবে।

আরও কথা এই যে, বিশেষের উৎপত্তি-পক্ষে উহার অনুৎপত্তি-দশায় নিত্যদ্রব্যের পরস্পর ভেদ অনুপপন্ন হইলে ঐ অবস্থায় আকাশের সহিত আত্মার বা পার্থিবাদি পরমাণুর সাঙ্কর্য হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে উহারা ফলতঃ স্বভাবতঃই সঙ্কীর্ণ হইয়া গেল। অতএব, পরবর্তিকালে বিশেষ উৎপন্ন হইলেও উহাদের সাঙ্কর্য থাকিয়াই যাইবে। কারণ, পদার্থ কখনও নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করে না। এইজন্যই বিশেষ-পদার্থগুলিকে অনাদি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

অকারণত্বমনাত্মধর্মেতরকার্যাপেক্ষয়া।

অকারণত্ব বলিতে (অর্থাৎ সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিতে যে অকারণত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই অকারণত্ব বলিতে) আত্মধর্ম ব্যতিরিক্ত কার্যের অপেক্ষায় অকারণত্ব বুঝিতে হইবে।

অকারণত্বকে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই তিনটি পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। অকারণত্ব বলিতে কারণত্বের অত্যন্তাভাবই বুঝিতে হইবে। উক্ত কারণত্বের অত্যন্তাভাব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইলে ফলতঃ ইহাই বুঝা যায় যে, ঐ পদার্থগুলি কাহারও কারণ হয় না। কিন্তু, ইহা বলা যায় না যে, কারণত্বের সামান্যতঃ অত্যন্তাভাব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে থাকে। কারণ, শাস্ত্রে সামান্যকে অনুগতবুদ্ধির, বিশেষকে ব্যাবৃত্তবুদ্ধির ও সমবায়কে ইহ-বুদ্ধির কারণ বলা হইয়াছে। আরও কথা এই যে, যদি অতীত বা অনাগত বস্তুর যোগজ প্রত্যক্ষ অস্বীকৃত হয়[১] অর্থাৎ লৌকিক অথবা অলৌকিক যাহাই হউক না কেন প্রত্যক্ষ জ্ঞান বিদ্যমান বস্তু সম্বন্ধেই হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতীত ও অনাগত বস্তুর অপ্রত্যক্ষের নিমিত্ত সামান্যতঃ প্রত্যক্ষজ্ঞানে বিষয়তা-সম্বন্ধে প্রত্যক্ষত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিষয়ের কারণতা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ হইলে যোগজ প্রত্যক্ষে গুরুত্বত্বাদি অতীন্দ্রিয় জাতি, বিশেষ ও সমবায়ের কারণতা অবশ্যই স্বীকৃত হইবে। সুতরাং, অকারণত্ব কেমন করিয়া সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্মরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে? ঈদৃশ আপত্তি কল্পনা করিয়াই কিরণাবলীকার অকারণত্বের সঙ্কোচ আবশ্যক বিবেচনাপূর্বক উহাকে 'অনাত্মধর্মঅপেক্ষায় কারণত্বাভাব' বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে পূর্বপ্রদর্শিত আপত্তির সম্ভাবনা নিরস্ত হইয়া যাইবে। কারণ, প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান আত্মধর্ম হওয়ায় উহাদের কারণত্ব প্রকৃতস্থলে পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। আত্মধর্ম জ্ঞানাদি হইতে ভিন্ন অন্য কোন জন্য-বস্তুর প্রতি উহারা কারণ না হওয়ায় আত্মাতে অনাশ্রিত জন্যপদার্থ-নিরূপিত কারণত্বের সামান্যতঃ অভাব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে বিদ্যমান থাকায় উহা উক্ত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইতে পারিবে।

উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে, অকারণত্ব-পদের দ্বারা কারণত্বের সামান্যাভাবকে উহাদের সাধর্ম্যরূপে গ্রহণ করা হয় নাই; কিন্তু, সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্বের, অর্থাৎ সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব এতদুভয়ের অন্যতরাভাবকেই উহাদের সাধর্ম্যরূপে গ্রহণ করা

১ লৌকিক স্থলে ব্যবহিত অথবা সূক্ষ্ম বস্তুর প্রত্যক্ষ না হইলেও যোগজ প্রত্যক্ষের দ্বারা উহার প্রকাশ হইতে পারে ইহাই লৌকিক প্রত্যক্ষ হইতে অলৌকিক প্রত্যক্ষের বিশেষ। কিন্তু, কেহ কেহ অতীত ও অনাগত বস্তুর যোগজ প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলেও অনেকেই তাদৃশ প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া মনে করেন না।

হইয়াছে;[১] ফলে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কারণ, উক্ত অন্যতর, অর্থাৎ সমবায়িকারণত্ব বা অসমবায়িকারণত্ব ইহাদের কোনটিই সামান্যাদি পদার্থত্রয়েথাকে না। সুতরাং, উহাদের অন্যতরাভাব সামান্যাদি পদার্থ-ত্রয়ে থাকায় উহা উক্তপদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইতে পারিল। এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব এতদুভয়ের অভাবকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা যায় না। কারণ, উক্ত উভয়াভাব দ্রব্য ও গুণেও বিদ্যমান থাকে। দ্রব্যে অসমবায়িকারণত্ব না থাকায় এবং গুণে সমবায়িকারণত্ব না থাকায় এতদুভয়ের অভাব উহাদের মধ্যে অবশ্যই থাকিবে। উভয়ের যে কোনও একটি না থাকিলেই সেই স্থানে উভয়াভাব থাকে। কিন্তু, দ্রব্য বা গুণে উক্ত উভয়ের অন্যতরাভাব নাই; কারণ, অন্যতর থাকিলে অন্যতরাভাব থাকিতে পারে না। উক্ত উভয়ের একটি, অর্থাৎ সমবায়িকারণত্ব দ্রব্যে এবং অপরটি, অর্থাৎ অসমবায়িকারণত্ব গুণে থাকায় উক্ত উভয়ক্ষেত্রে অন্যতর থাকিবেই। অতএব, অন্যতরাভাবকে সমানধর্ম বলিলে উহা দ্রব্য বা গুণে অতিব্যাপ্ত হইবে না। নিমিত্তকারণত্ব যে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে থাকে তাহা ব্যোমবতীকার অতি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন। কারণ, তিনি বুদ্ধির প্রতি, অর্থাৎ অনুগতবুদ্ধির প্রতি সামান্যকে, ব্যাবৃত্তবুদ্ধির প্রতি বিশেষকে এবং ইহ-বুদ্ধির প্রতি সমবায়কে নিমিত্তকারণ বলিয়াছেন।

ব্যোমবতীকারের ব্যাখ্যা ও পূর্বপ্রদর্শিত আমাদের ব্যাখ্যার মধ্যে অর্থগত কোন বৈষম্য নাই—যাহা আছে তাহা কেবল বাচনভঙ্গীরই বৈষম্য।

অসামান্যবিশেষবত্ত্বম্ অপরসামান্যবিরহঃ। স চ সামান্যেষ্বনবস্থানাৎ।

অসামান্যবিশেষবত্ত্ব বলিতে অপর-সামান্যের (অর্থাৎ সত্তাভিন্ন সামান্যের) অভাবকে বুঝিতে হইবে। অনবস্থা হয় বলিয়াই উহাকে (অর্থাৎ সামান্যের অভাবকে) সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

অকার্যত্ব ও অকারণত্বের ন্যায় অসামান্যবত্ত্বকেও অর্থাৎ অপরজাতির

---

১ তথা কারণানামভাবোঽকারণত্বং সমবায্যসমবায়িকারণত্বাভাবঃ। নিমিত্তকারণত্বঞ্চ জ্ঞানোৎপত্তাবিষ্যত এব। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৪৩

অভাবকেও সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা-সম্বন্ধে সত্তাখ্য পরা-জাতি নিখিল পদার্থে বিদ্যমান থাকায় অর্থাৎ 'দ্রব্যং সৎ' এইরূপ প্রতীতির ন্যায় 'সামান্যং সৎ' এইরূপ প্রতীতিও ন্যায়বৈশেষিক মতে স্বীকৃত থাকায় সত্তার অভাব কোনও ভাব-পদার্থেরই সমানধর্ম হইতে পারে না। এই কারণেই অসামান্যবত্ত্বকে অপর-সামান্যের অভাব বলিয়া বুঝিতে হইবে। অপর-সামান্যের অভাব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্যরূপে কীর্তিত হওয়ায় ইহা বুঝা যাইতেছে যে, সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে কোন সামান্য বা জাতি থাকে না। কিন্তু, ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্বে জাতির স্বরূপ ও অর্থ-ক্রিয়াসম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাতে সামান্যেও জাতি থাকা সম্ভব বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। কারণ, ঘটত্ব, পটত্ব, রূপত্ব, রসত্ব এবং ক্রিয়াত্বাদি অসংখ্য জাতির অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অতএব, অসংখ্য জাতির মধ্যে একটি জাতিত্ব বা সামান্যত্ব-রূপ জাতি থাকা সম্ভব। কিন্তু, এইরূপ হইলেও জাতির অভাবকে কেমন করিয়া সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা সম্ভব হইয়াছে? কি কারণে জাতিতে জাতি থাকিবে না অর্থাৎ জাতির অভাব থাকিবে—এই প্রশ্ন অতি সহজেই আমাদের মনে উদিত হইতে পারে। উত্তরে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, যদিও পূর্বোক্ত প্রকারে জাতিতে জাতি থাকিবার সম্ভাবনা আছে ইহা সত্য, তথাপি উহা স্বীকার করিতে বাধা আছে। কারণ, জাতিতে জাতি থাকে ইহা স্বীকার করিলে অকারণ অনবস্থার মধ্যে পড়িতে হইবে। জাতিতে জাতি স্বীকার করিলে প্রসিদ্ধ ঘটত্ব, পটত্ব, রসত্বাদি সকল জাতিতে থাকে এমন একটি জাতি আসিয়া উপস্থিত হইবে এবং ঐ জাতিটি জাতিত্ব বা সামান্যত্ব নামে ব্যবহৃত হইবে। এইরূপ হইলে আবার এমন একটি জাতি স্বীকার করিতে হইবে যাহা ঘটত্ব, পটত্ব রসত্ব প্রভৃতি জাতি ও তদ্গত জাতিত্ব-রূপ জাতি এই উভয়বিধ জাতিতে অনুগত হইবে এবং আরও একটি জাতি স্বীকার করা আবশ্যক হইয়া পড়িবে যাহা পূর্বোক্ত ত্রিবিধ জাতিতে অনুগত হইবে। সুতরাং, জাতিতে এইভাবে জাতি স্বীকার করিলে অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হইবে। এই কারণেই জাতিতে জাতির অভাবকে জাত্যাদি-পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে।

সম্প্রতি যে অনবস্থার কথা বলা হইল উহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, নিম্নোক্তরূপে আপত্তির পর আপত্তি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ঐরূপ আপত্তির আর বিশ্রাম হয় না। প্রথমতঃ এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে,

জাতি যদি অন্য কোন জাতির আশ্রয় হয় তাহা হইলে ঐ জাতিটিও, অর্থাৎ জাতিতে আশ্রিত জাতিটিও অন্য কোনও জাতির আশ্রয় হইবে। পুনরায় এই শেষোক্ত জাতিটিও অপর কোনও জাতির আশ্রয় হইবে। এইরূপে অবিশ্রান্ত ধারায় আপত্তি চলিতে থাকায় অনবস্থা দুষ্পরিহর হইয়া যাইবে।

কিন্তু, সূক্ষ্মবিচারে ইহা প্রতীত হইবে যে, ন্যায়বৈশেষিকের সিদ্ধান্তানুসারে আপাদ্যের অপ্রসিদ্ধি-নিবন্ধন প্রথম আপত্তিই উত্থাপিত হইবে না। ন্যায়-বৈশেষিকনয়ে অলীক-প্রতিযোগিক অভাবের ন্যায় অপ্রসিদ্ধ আপাদ্যক আপত্তি অস্বীকৃত আছে। প্রথম আপত্তির আপাদ্য ও আপাদকের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, জাতিমত্ত্বকে আপাদক স্থির করিয়া সম্প্রদায়প্রসিদ্ধ যে ঘটত্ব-পটত্ব প্রভৃতি জাতি তদ্‌গত জাতিত্ব-রূপ জাতি ও ঘটত্ব-পটত্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জাতিগুলির সমষ্টিতে আশ্রিত কোন জাতিবিশেষকে আপাদ্য করা হইয়াছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, উক্ত আপত্তির মূলীভূত ব্যাপ্তিটিকে 'যাহা জাতিমান্ হয় তাহা জাতিমান্ হইবে' এইরূপ আকারে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ, এইরূপ হইলে ব্যাপ্য ও ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না। সুতরাং, 'যাহা জাতিমান্ তাহা জাত্যন্তরবান্' এই আকারেই ব্যাপ্তিটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাতে ন্যায়বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত ব্যাহত হইবে না। কারণ ন্যায়বৈশেষিকের মতে যাহা কোনও একটি জাতির আশ্রয় তাহা জাত্যন্তরের আশ্রয় হইয়া থাকে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায় যে, ঘটত্ব-রূপ জাতির আশ্রয় যে ঘট তাহা সত্তা বা দ্রব্যত্বাদি জাত্যন্তরের আশ্রয় হয়। এস্থলে বক্তব্য এই যে, যদি ন্যায়বৈশেষিকাদি-শাস্ত্রসম্মত জাতিগুলির মধ্যে কোনও একটি বিশেষ জাতিকে জাত্যন্তররূপে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই জাতিত্ব-রূপ জাতিতে আপাদিত করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ জাতিগুলির মধ্যে কোনও জাতি জাতিত্ব-রূপ জাতিতে থাকিলে উহার দ্বারা নূতন কোনও জাতি সিদ্ধ হয় না; ফলে অনবস্থার আশঙ্কা অমূলক হইয়া যায়।[১] আর যদি জাত্যন্তর বলিতে কোনও অভিনব জাতিকে বলা হইয়া

---

১ ননু সামান্যে সামান্যস্বীকারেঽপি তত্র সামান্যান্তরস্বীকারে কথমনবস্থা? ন চ সামান্যং যদি সামান্যবৎ স্যাৎ তদপি সামান্যং সামান্যবৎ স্যাদিতি সামান্যপরম্পরাপ্রসক্ত্যানবস্থেতি বাচ্যম্। সামান্যস্য সামান্যবত্তয়া সামান্যসামান্যবত্ত্বেন ব্যাপ্ত্যভাবাদাপাদকস্য কণ্ঠসামান্যনিষ্ঠত্বেনাপাদ্যস্য কল্পনীয়সামান্যনিষ্ঠত্বেন বৈয়ধিকরণ্যাচ্চ। তদপি সামান্যমিত্যনেন সামান্যবৃত্তিসামান্যগ্রহণে তৎসিদ্ধ্যসিদ্ধিভ্যাং দোষঃ সিদ্ধাবপসিদ্ধান্তোঽসিদ্ধৌ চাশ্রয়াসিদ্ধিরিতি। সেতু, পৃঃ ১৩৬-৭

থাকে, তাহা হইলে প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় আপত্তির বিষয় হইতে পারে না। আরও কথা, যে জাতিত্ব-রূপ জাতিকে উক্ত আপত্তির পক্ষ করা হইয়াছে তাহাও প্রমাণসিদ্ধ না হওয়ায় ঐ আপত্তি আশ্রয়াসিদ্ধিদোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব, ইহা কোনও প্রকারেই বলা যায় না যে, অনবস্থা-দোষভয়ে জাতিতে জাতি স্বীকার করা চলে না।

এইরূপ পূর্বপক্ষের সম্ভাবনা বুদ্ধিস্থ করিয়াই প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, কিরণাবলীপঙ্‌ক্তিস্থ 'স চ সামান্যেষনবস্থানাৎ' এই অংশে যে অনবস্থা-পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে উহা সাধারণতঃ অনবস্থা বলিতে শাস্ত্রে যে অর্থ প্রতীত হইয়া থাকে সেই অর্থে গৃহীত হইবে না। এস্থলে অনবস্থা বলিতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, বৈশেষিকশাস্ত্রে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম হইতে পৃথক্ পদার্থরূপে সামান্যের যে ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় তাহার, অর্থাৎ সেই ব্যবস্থার ব্যাঘাত। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যাহা সামান্যবান্ অর্থাৎ সামান্যের আশ্রয় হয় তাহা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থের অন্যতম হইয়া থাকে—ইহাই বৈশেষিক-শাস্ত্রের নিয়ম। এইরূপ নিয়ম স্বীকৃত থাকিতে যদি সামান্যকে অপর কোন সামান্যের আশ্রয় বলিয়া অভিমত প্রকাশ করা যায়, তাহা হইলে ঐ সামান্য অবশ্যই উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের অন্যতম হইয়া যাইবে। এইরূপ হইলে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের বহির্ভূত পৃথক্ পদার্থরূপে সামান্যের সিদ্ধি দুর্লভ হওয়ায় বৈশেষিক-শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা অবশ্যই ব্যাহত হইয়া যাইবে। এই ব্যবস্থার বিঘাতকেই, অর্থাৎ এই অব্যবস্থাকেই অনবস্থা বলা হইয়াছে।

এস্থলে কেহ কেহ কিরণাবলীস্থ 'অনবস্থা' পদটিকে প্রচলিত অর্থে গ্রহণ করিয়া উহার ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সামান্যে সামান্য স্বীকার করিলে সামান্যত্বকে সামান্যবদাশ্রিত বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। এইরূপ হইলে উক্ত সামান্যত্ব-রূপ ধর্মটি ফলতঃ এমন একটি ভাববিভাজক উপাধি হইল যাহা সামান্যবান্ পদার্থে বিদ্যমান থাকে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, বৈশেষিকশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে ইহা প্রমাণিত আছে যে, যাহা সামান্যের আশ্রয়ে আশ্রিত ভাববিভাজক উপাধি হয় তাহা সামান্যের ব্যাপ্য হইয়া থাকে। কারণ, সত্তা সামান্যের আশ্রয়ে আশ্রিত ভাববিভাজক উপাধি এবং উহা বাস্তবিকপক্ষে সামান্যের ব্যাপ্যও বটে। অতএব, সামান্যত্বের সামান্যাশ্রয়বৃত্তিত্ব স্বীকার করিলে সত্তা-দৃষ্টান্তবলে উহাতে সামান্যাশ্রয়বৃত্তিত্ব-রূপ লিঙ্গের দ্বারা সামান্যব্যাপ্যত্বের অনুমান হইবে। অর্থাৎ 'সামান্যত্বং সামান্যাভাববদবৃত্তি সামান্যাশ্রয়বৃত্তিত্বাৎ,

সত্তাবৎ' এই অনুমানের দ্বারা সামান্যত্বে সামান্যব্যাপ্যত্বের অনুমান হইবে। এইরূপ হইলে প্রত্যেকটি সামান্যেই সামান্যান্তর স্বীকৃত হওয়ায় ফলতঃ অনবস্থা-দোষ আসিয়া উপস্থিত হইবে।

কিন্তু, আমরা পূর্বোক্ত ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ, উক্ত ব্যাখ্যায় সামান্যত্বের আশ্রয়ীভূত সামান্যান্তরাশ্রিতত্ব প্রমাণিত হইলেও উহার দ্বারা অনবস্থা প্রমাণিত হয় নাই। যেহেতু, উক্ত ব্যাখ্যায় সামান্যত্বকে সামান্য বলিয়া প্রমাণিত করা হয় নাই—উহাকে কেবল সামান্যবদাশ্রিতই বলা হইয়াছে। সামান্যবদাশ্রিত হইলেই যে উহা সামান্য হয় এইরূপ কোন নিয়ম নাই। কারণ, সামান্যবদাশ্রিত রূপাদি পদার্থের সামান্যভিন্নত্বই শাস্ত্রে স্বীকৃত আছে।[১]

বিশেষেষ্বপি সামান্যসদ্ভাবে গুণত্বাপত্তৌ পুনঃ সামান্যগুণেষু বিশেষান্তরাপেক্ষায়ামনবস্থানাদেব।

বিশেষগুলিতে সামান্য থাকিলে উহাদের গুণত্ব স্বীকার করিতে হয়। পুনরায় (ঐ) সমানগুণগুলিতে বিশেষান্তরের অপেক্ষা হেতু অনবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৈশেষিক শাস্ত্রে সামান্যের ন্যায় বিশেষও জাতিরহিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, বিশেষে জাতি স্বীকার করিলে উহা গুণ-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে।[২] কারণ, বৈশেষিক-শাস্ত্রানুসারে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই পদার্থত্রয়ে জাতি স্বীকৃত হইয়াছে; আর বিশেষকে নিত্যদ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে আশ্রিত বলা হইয়াছে। নিত্যদ্রব্যে অর্থাৎ আকাশ ও আত্মাদিতে সমবায়সম্বন্ধে আশ্রিত হওয়ায় বিশেষ-পদার্থ দ্রব্যের অন্তর্গত হইতে পারে না। কারণ, যাহা দ্রব্য হইয়া সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত হয় তাহা নিজ অবয়বেই ঐ সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। আত্মা বা আকাশ কোনও দ্রব্যের অবয়ব না হওয়ায় উহাতে আশ্রিত 'বিশেষ' দ্রব্য বলিয়া

---

১ সামান্যত্বং যদি সামান্যবদ্বৃত্তিভাববিভাজকোপাধিঃ স্যাৎ সামান্যব্যাপ্যঃ স্যাদিতি প্রকারেণানবস্থানাহ্বানমিতি চেন্ন। অপ্রযোজকত্বাৎ। সেতু. পৃ. ১৩৭

২ বিশেষেষ্বপি সামান্যসদ্ভাবে গুণত্বাপত্তৌ। কিরণাবলী পৃ. ১৫৩

স্বীকৃত হইতে পারে না। আর বিশেষ-পদার্থের নিত্যত্ব স্বীকৃত হওয়ায় উহা সমবায়-সম্বন্ধে দ্রব্যাশ্রিত হইলেও দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। স্পন্দরূপতা না থাকায় বিশেষ-পদার্থ কর্মের অন্তর্গত হইবে না। এইরূপ অবস্থায় যদি বিশেষে জাতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ফলতঃ উহা গুণ-পদার্থেই অন্তর্ভুক্ত হইবে। এক্ষণে বিশেষ যদি গুণে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে উহা কোন বিলক্ষণজাতীয় গুণে অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঐরূপ হইলে উহাদের পরস্পর ব্যক্তিগত ভেদের নিমিত্ত প্রত্যেকটি বিশেষাত্মক গুণে বিশেষ স্বীকার করা আবশ্যক হইবে। বিশেষে জাতি স্বীকার করায় এই বিশেষগুলিও গুণে অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে এবং উহারাও বিলক্ষণজাতীয় গুণই হইবে। ঐগুলির ব্যক্তিগত ভেদের নিমিত্ত উহাদের মধ্যে পুনরায় বিশেষ স্বীকার করা প্রয়োজন হইবে। এই বিশেষগুলি জাতিমান্ হইলে গুণেই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবে। বিলক্ষণজাতীয় এই গুণগুলির ব্যক্তিগত ভেদের জন্য বিশেষান্তর স্বীকার করায় অনবস্থা অপরিহার্য হইবে। এই অভিপ্রায়েই কিরণাবলীকার বিশেষে জাতি স্বীকার করেন নাই।

আরও কথা এই যে, বিশেষে জাতি স্বীকার করিবার পক্ষে বাধা এই যে, ধর্মিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা অর্থাৎ যে প্রমাণের দ্বারা বিশেষ-রূপ পদার্থ প্রমাণিত হয় তাহার দ্বারা উহা স্বতোব্যাবৃত্ত-রূপেই প্রমাণিত হয়। যদি এই অবস্থায় বিশেষে জাতি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ জাতির দ্বারাও উহার বিজাতীয়-ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইবে। এইরূপ হইলে নিজ ব্যাবৃত্তিতে অন্যানপেক্ষত্ব রূপ যে স্বতোব্যাবৃত্তত্ব তাহা অবশ্যই ব্যাহত হইয়া যাইবে। অতএব, ধর্মিগ্রাহক প্রমাণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় এবং স্বরূপহানি নিবন্ধনও বিশেষে সামান্য স্বীকৃত হইতে পারে না।[১]

বিশেষে সামান্য থাকিবে বা থাকিবে না এই প্রশ্নটি তখনই উত্থাপিত হইতে পারে যখন বিশেষনামক পঞ্চম পদার্থটি কোনও প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। যে পদার্থ স্বরূপতঃ সিদ্ধ হয় নাই তাহার সম্বন্ধে কোনও বিচার হইতে পারে না। সুতরাং, বিশেষের অবস্থা কিরূপ হইবে এই বিচারের পূর্বে বিশেষের স্বরূপ প্রমাণিত হওয়া আবশ্যক। জন্য-দ্রব্যগুলির অবয়ব থাকায়

---

১ বিশেষস্যাপি ধর্মিগ্রাহকমানেন স্বব্যাবর্তকত্বান্ন দোষ ইতি ভাবঃ। বিবৃতি পৃঃ ১৫৪। এবঞ্চ ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণপ্রমাপিতস্বব্যাবর্তকত্বাবগাহনশীলোহনুগতাং কথং জাতিমনুমিনুয়াৎ। সেতু. পৃঃ ১৩৯

অবয়বসংযোগরূপ নিজ নিজ বিলক্ষণ আকারের দ্বারাই উহাদের পরস্পর ভেদ প্রমাণিত হইতে পারে। আকাশ, কাল, আত্মা ও পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু নিরবয়ব হওয়ায় অবয়বসংযোগরূপ আকার উহাদের নাই। অতএব, আকারের দ্বারা উহাদের স্বজাতীয়ব্যক্তিগত ভেদ প্রমাণিত হইতে পারে না। এরূপক্ষেত্রে নিত্য দ্রব্যগুলির ব্যক্তিগত ভেদ উপপাদনের নিমিত্ত অবশ্যই কোন পদার্থ স্বীকৃত হইবে। এই ভেদক পদার্থটি যদি স্বগতভেদের নিমিত্ত পদার্থান্তরের অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে অনবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে। এই কারণে নিত্যদ্রব্যের ব্যক্তিগত ভেদের অনুপপত্তিমূলে যে পদার্থটি অবশ্য স্বীকার্য হইবে তাহার স্বতোব্যাবৃত্তত্বও অনবস্থারূপ বাধক-প্রমাণের সাহায্যে ঐ অনুপপত্তির দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইবে। অতএব, ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাইতেছে যে, ধর্মিগ্রাহকপ্রমাণসিদ্ধ স্বতোব্যাবৃত্তত্বরূপ যে বিশেষের স্বরূপ তাহার ব্যাঘাত হয় বলিয়াও বিশেষপদার্থে কোনও সামান্য থাকিতে পারে না।[১]

সমবায়স্যৈকত্বাচ্চ সমবায়ান্তরাপেক্ষায়ামনবস্থানাচ্চেতি।

সমবায় সংখ্যায় এক বলিয়া উহাতে সামান্য থাকিবে না এবং সমবায়ে সামান্য স্বীকার করিলে ঐ সমবায়গত সামান্যের সম্বন্ধরূপে সমবায়ান্তরের অপেক্ষা থাকিবে। (ফলে) অনবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইবে।

সামান্য ও বিশেষের ন্যায় সমবায়কেও মূলকার সামান্যের অনাশ্রয় বলিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, একাধিক সমবায় না থাকায় সমবায়ে কোনও বৈজাত্য, অর্থাৎ সমবায়ত্বনামক জাতি থাকিতে পারে না। সামান্যের লক্ষণে উহাকে অনেকসমবেত বলা হইয়াছে। একমাত্র-ব্যক্তি-বৃত্তিক হওয়ায় সমবায় জাতি হইতে পারে না। এস্থলে আরও বক্তব্য এই যে, একব্যক্তি-বৃত্তিত্বের ন্যায় অন্য কারণেও সমবায়ে জাতি থাকিতে পারে না। কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, সমবায়ে জাতি স্বীকার করিলে

---

১ এবঞ্চ নিত্যদ্রব্যাণি পরস্পরব্যাবর্তকধর্মবন্তি পরস্পরব্যাবৃত্তত্বাদিত্যনেন সিদ্ধে ব্যাবর্তকে বিশেষসংজ্ঞা নিবেশ্যতে। তচ্চ প্রামাণিকধর্মপুরস্কারেণৈব যুক্তম্। প্রামাণিকঞ্চ ব্যাবর্তকত্বং স্বব্যাবর্তকত্বঞ্চেতি তাভ্যামেব প্রবৃত্তিনিমিত্তাভ্যাবিশেষশব্দপ্রয়োগে সিদ্ধেঽনুগতধীরপি তদবলম্বনেন জ্ঞানব্যবহারয়োঃ সমানশীলত্বাদিতি সিদ্ধং বিশেষত্বমপি ন জাতিরিতি সংক্ষেপঃ। সেতু পৃঃ ১৩৯

সমবায়কেও সমবায়ান্তরের অনুযোগী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, জাতি সমবায়-সম্বন্ধে নিজ আশ্রয়ে সমবেত হয়। সমবায়ে সমবায়ের অনুযোগিত্ব স্বীকার করিলে ঐ সমবায়ানুযোগিক সমবায়েও সমবায়ান্তরের অনুযোগিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং সেই সমবায়ান্তরের অনুযোগিত্ব অস্বীকার করিবার পক্ষে কোনও যুক্তি থাকে না; এবং ঐ সমবায়ে জাতি থাকিলে উহা অবশ্যই সমবায়-সম্বন্ধেই থাকিবে। এইভাবে অনবস্থা দুষ্পরিহর হইয়া পড়িবে। অতএব, সমবায় যে জাতির অনাশ্রয় ইহাই সিদ্ধান্ত।

নিত্যত্বমনন্তত্বম্। তচ্চাকার্যত্বাৎ। অনিত্যত্বং হি কার্যতয়া ব্যাপ্তম্। সা চ সামান্যাদিভ্যো ব্যাবর্তমানা স্বব্যাপ্যমনিত্যত্বমুপাদায় নিবর্ততে। অকার্যমপি হি যদ্যাকাশপরমাণ্বাদি সামান্যাদি বা নিবৃত্তং স্যাৎ। পুনস্তন্ন স্যাৎ কারণাভাবাৎ। ততস্তদভাবে নিরাশ্রয়ং কিঞ্চিদপি ন স্যাদিতি।

নিত্য বলিতে অনন্তত্বকে বুঝিতে হইবে। তাহা (অর্থাৎ যাহা অন্তহীন তাহা) কার্য নহে বলিয়াই নিত্য হইবে। অনিত্যত্ব কার্যতার দ্বারা ব্যাপ্ত (অর্থাৎ কার্যতা অনিত্যত্বের ব্যাপক)। ঐ (কার্যতা) সামান্যাদি হইতে ব্যাবর্তমান হইয়া নিজের ব্যাপ্য যে অনিত্যত্ব তাহাকে সঙ্গে করিয়াই সামান্যাদি পদার্থত্রয় হইতে ব্যাবৃত্ত হইবে। অকার্য পদার্থের বিনাশ স্বীকার করিলে আকাশ, পরমাণু প্রভৃতি এবং জাত্যাদি পদার্থগুলি কার্য না হইয়াও নিবৃত্ত (অর্থাৎ বিনষ্ট) হইয়া যাইতে পারে। ঐ গুলির বিনাশ হইলে (সমবায়ী) কারণ না থাকায় উহাদের পুনরায় উৎপত্তি হইবে না। অতএব, তাহাদের অভাবে (সমবায়িকারণ না থাকায়) নিরাশ্রয় হওয়ায় কিছুই আর উৎপন্ন হইবে না।

সামান্য প্রভৃতি তিনটি পদার্থের অপর একটি সাধর্ম্য নিত্যত্ব। সাধারণতঃ নিত্যত্ব বলিতে প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বের অভাব বিশিষ্ট যে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব তাহাকে বুঝায়। পূর্বে 'অকার্যত্ব'কে অর্থাৎ প্রাগভাবের অপ্রতিযোগিত্বকে উক্ত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। উহার দ্বারা উক্ত পদার্থত্রয়ের প্রাগভাবা-

প্রতিযোগিত্ব কথিত হওয়ায় কিরণাবলীকার নিত্যত্বের বিবৃতিপ্রসঙ্গে অনন্তত্বকে অর্থাৎ ধ্বংসের অপ্রতিযোগিত্বকেই প্রকৃতস্থলে নিত্যত্ব বলিয়াছেন। সামান্য, বিশেষ ও সমবায়—ইহাদের কোনটিরই বিনাশ হয় না। সুতরাং, ঐ পদার্থগুলিতে ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব থাকে। এ বিষয়ে প্রমাণের উপন্যাস করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, অকার্য বলিয়াই সামান্যাদি পদার্থ তিনটিকে ধ্বংসের অপ্রতিযোগী বলিতে হইবে। ইহার অভিপ্রায় এই যে, অনিত্যত্বের, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্বের প্রতি কার্যত্ব, অর্থাৎ প্রাগভাবের প্রতিযোগিত্ব ব্যাপক হয়। অনিত্যত্বের ব্যাপকীভূত কার্যত্বের অভাব যে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থে থাকে তাহা পূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। অতএব, ব্যাপকের অভাবের দ্বারা প্রকৃতস্থলে ব্যাপ্য যে অনিত্যত্ব, অর্থাৎ ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব তাহার অভাবও সামান্যাদি পদার্থত্রয়ে অবশ্যই প্রমাণিত হইয়া যাইবে।[১]

কিরণাবলীকার অকার্যত্বকে অনন্তত্বের অর্থাৎ বিনাশাপ্রতিযোগিত্বের ব্যাপ্য বলিয়াছেন।[২] 'যাহা যাহা অকার্য তাহা অনন্ত' এইরূপ নিয়মের অনুকূলে তর্ক প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি 'অকার্যমপি হি…'[৩] ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে, যদি অকার্যত্বে অনন্তত্বের ব্যাপ্তি না থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি অকার্য বস্তুগুলির অনিত্যত্ব অস্বীকার করিতে হয়। অনন্তত্বের অস্বীকার ফলতঃ ধ্বংস-প্রতিযোগিত্বের স্বীকারেই পর্যবসিত হয়। এইভাবে যদি পরমাণুরও বিনাশ হয় তাহা হইলে মূল উপাদান না থাকায় পুনর্বার যে পরমাণুগুলি উৎপন্ন হইবে তাহার কোনও সম্ভাবনা থাকে না; ফলে পরমাণুর অভাবে জগতের উৎপত্তি অসম্ভব হইয়া পড়ে। কারণ, ইহা দেখা যায় না যে, কোনও বস্তু নিরাশ্রয়ভাবে উৎপন্ন হয়। অতএব, পরিদৃশ্যমান এই জগতের বিদ্যমানতার অনুপপত্তির দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে যে, অকার্যত্ব অবশ্যই অনন্তত্বের ব্যাপ্য, অর্থাৎ যাহা অকার্য তাহা অনন্ত, ইহাই নিয়ম।

এস্থলে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, নিত্যত্বকে, অর্থাৎ ধ্বংসের অপ্রতি-যোগিত্বকে কোনও প্রকারেই সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্য বলা যাইতে পারে না। কারণ, উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের বহির্ভূত আকাশ, আত্মা প্রভৃতি নিত্য

১ নিত্যত্বমনন্তত্বম্। তচ্চাকার্যত্বাৎ। কিরণাবলী পৃঃ ১৫৩
২ অনিত্যত্বং হি কার্যতয়া ব্যাপ্তম্। ঐ
৩ ঐ পৃঃ ১৫৩-৪

দ্রব্যগুলিও ধ্বংসের অপ্রতিযোগী হইয়া থাকে। সুতরাং, অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হওয়ায় নিত্যত্বকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলা সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, যদিও অতিব্যাপ্তিদোষনিবন্ধন ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্ব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইতে পারে না ইহা সত্য, তথাপি অনিত্যপদার্থে অনাশ্রিত যে পদার্থবিভাজক উপাধি, তাহা নিঃসন্দেহে উহাদের সাধর্ম্য হইতে পারে। অর্থাৎ ইহা বুঝিতে হইবে যে, গ্রন্থকার এই স্থলে নিত্য-পদের দ্বারা অনিত্যাবৃত্তি-পদার্থবিভাজক-উপাধিমত্ত্বকে সামান্য প্রভৃতি তিনটি পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়া বিবক্ষিত করিয়াছেন। পদার্থবিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতিকে বুঝায়। উহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটি নিত্যানিত্য পদার্থে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং, ঐগুলিকে অনিত্যাবৃত্তি-রূপে গ্রহণ করা যায় না। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই তিনটির কোনটিই অনিত্য পদার্থে থাকে না। সুতরাং, উহারাই অনিত্যাবৃত্তি-পদার্থবিভাজক-উপাধি বলিয়া গৃহীত হইবে। উহাদের মধ্যে কোনটিই আত্মা বা আকাশাদি নিত্য দ্রব্যে না থাকায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। উক্ত তিনটির এক একটি সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা পরিহৃত হয়। আকাশত্ব, আত্মত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি অনিত্য পদার্থে অনাশ্রিত হইলেও পদার্থবিভাজক উপাধি না হওয়ায় উহারা প্রদর্শিত সাধর্ম্যের অন্তর্গত হইবে না। ঐ সকল পদার্থের গ্রহণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা করিয়াই প্রকাশকার অনিত্যাবৃত্তিধর্মবত্ত্বকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য না বলিয়া তাদৃশ পদার্থবিভাজক-উপাধিমত্ত্বকেই সাধর্ম্য বলিয়াছেন।[1]

অর্থশব্দানভিধেয়ত্বং স্বসময়ার্থশব্দানভিধেয়ত্বম্।

অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব বলিতে স্বসময় যে অর্থ-শব্দ (অর্থাৎ বৈশেষিক শাস্ত্রের পরিভাষিত যে অর্থ-শব্দ) তদনভিধেয়ত্বই বুঝিতে হইবে।

পূর্বে আচার্য 'দ্রব্যাদীনাং ত্রয়াণাম্...' ইত্যাদি প্রশস্তপাদগ্রন্থে 'স্বসময়ার্থশব্দাভিধেয়ত্বম্' পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, বৈশেষিকশাস্ত্রে নিরূপপদ অর্থশব্দের দ্বারা দ্রব্য, গুণ ও কর্মের গ্রহণ হয়। অর্থাৎ, বৈশেষিক শাস্ত্রের

১ ন চৈতদ্ব্যোমাদাবতিব্যাপ্তম্। অনিত্যাবৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৩

ইহাই অভিপ্রেত সঙ্কেত। সুতরাং, অর্থশব্দাভিধেয়ত্ব দ্রব্য, গুণ ও কর্মের সাধর্ম্য হইলে অর্থশব্দানভিধেয়ত্ব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে।[১]

'চ'কারাৎ কারণানপেক্ষত্বমিতি।

'চ'কারের দ্বারা কারণানপেক্ষত্বকেও সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

পরমমূলগ্রন্থস্থ 'চ'কারের তাৎপর্য বর্ণনাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, যথাশ্রুত সাধর্ম্যগুলিভিন্ন অন্য সাধর্ম্য সম্ভব হইলে তাহাও পরমমূলকারের অভিমত হইবে। ঐরূপ সাধর্ম্য প্রদর্শন করিতে যাইয়া তিনি কারণানপেক্ষত্বকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। যদি বলা যায় যে, কারণানপেক্ষত্ব কিরূপে উক্ত পদার্থত্রয়ের সাধর্ম্য হইবে; কারণ, উহা সামান্যাদিত্রয়বহির্ভূত নিত্য দ্রব্য ও গুণ পদার্থগুলিতেও আছে; অর্থাৎ, অতিব্যাপ্ত হওয়ায় কারণানপেক্ষত্বকে সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম বলা সঙ্গত হয় না। ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, কারণবন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী যে বিভক্তগত উপাধি, অর্থাৎ পদার্থবিভাজক উপাধি তাদৃশ-উপাধিমত্ত্ব সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম হইবে। পদার্থবিভাজক উপাধির মধ্যে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও ক্রিয়াত্ব এই তিনটি কারণবন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় না, যেহেতু সকারণ, অর্থাৎ জন্য-পদার্থে ঐ সকল উপাধির অত্যন্তাভাব পাওয়া যায় না। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব এই উপাধিগুলি কোনও জন্য পদার্থে থাকে না। অতএব, ঐ উপাধি তিনটিই কারণবন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে। উহারা দ্রব্য, গুণ বা কর্মে না থাকায় পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। আর, উহাদের এক একটি সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ে থাকায় উহা সামান্যাদি পদার্থত্রয়ের সমানধর্ম হইতে পারিবে। এস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কারণবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগি-পদার্থবিভাজক-উপাধিমত্ত্বকে সামান্যাদির সমানধর্ম না বলিয়া কারণবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগি-ধর্মবত্ত্বকে উহাদের সাধর্ম্য বলিলে আকাশাদি নিত্যদ্রব্যে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ, কোনও সকারণ বস্তুতেই গগনত্ব না থাকায় উহা কারণবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগী ধর্ম বলিয়া গৃহীত হইবে; এবং উহা গগনে থাকায় অতিব্যাপ্তি দুর্নিবার হইবে। কিন্তু,

---

১ কিরণাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮-৫০ দ্রষ্টব্য

গগনত্ব পদার্থবিভাজক উপাধি না হওয়ায় উহার গ্রহণ হইবে না; ফলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই।[১]

উপলক্ষণঞ্চৈতৎ। অন্যদপ্যূহ্যম্।

ইহা উপলক্ষণ। উহ করিয়া অন্যান্য সাধর্ম্যগুলিকে বুঝিতে হইবে।

এই পর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা মূলকার দ্রব্যাদি পদার্থের সাধর্ম্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহার যথাযথ ব্যাখ্যা করিয়া কিরণাবলীকার বলিতেছেন যে, মূলকারের উক্তিকে 'উপলক্ষণ' বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রকারান্তরেও কিছু কিছু সাধর্ম্যের উহ করিতে হইবে। যথাশ্রুত মূলগ্রন্থের দ্বারা যে-যে সাধর্ম্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহাই যে কেবল ঐ সকল পদার্থের সমানধর্ম, তদ্ভিন্ন অপর কোনও সমানধর্ম নাই, এইরূপ অভিপ্রায় পরম-মূলকারের নহে। সম্ভব হইলে ঐ সকল পদার্থের অন্যান্য সাধর্ম্যও তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

তদ্‌যথা। অনিত্যধর্মত্বমবিশেষাণামেব। নিত্যত্বম-কর্মণামেব। অযোগিপ্রত্যক্ষত্বং দ্রব্যাদীনাং চতুর্ণা-মেব। অসমবায়িকারণত্বং গুণকর্মণোরেব। অসম-বেতত্বং নিত্যদ্রব্যসমবায়য়োরেব।

যেমন অনিত্যধর্মত্বকে বিশেষব্যতিরিক্ত পদার্থগুলির, নিত্যত্বকে কর্মভিন্ন পদার্থসমূহের, অযোগিপ্রত্যক্ষত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থচতুষ্টয়ের, অসমবায়িকারণত্বকে গুণ ও কর্মের এবং অসমবেতত্বকে নিত্য দ্রব্য ও সমবায়ের সাধর্ম্য বুঝিতে হইবে।

মূলগ্রন্থে অনুক্ত অপরাপর সাধর্ম্যের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার সর্বপ্রথম অনিত্যধর্মত্বকে বিশেষভিন্ন অপরাপর পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। অনিত্য-ধর্মত্ব বলিতে অনিত্যপদার্থবৃত্তিত্ব বুঝিতে হইবে। এস্থলে সাধর্ম্যের আশ্রয় হইতে 'বিশেষ' পদার্থকে পরিত্যাগ করিবার কারণ এই যে, উহা কেবল নিত্য পদার্থেই আশ্রিত হয়; উহা কোন অনিত্য পদার্থে থাকে না। এজন্য, অনিত্যপদার্থবৃত্তিত্ব বিশেষে না থাকায় উহাকে উক্ত সাধর্ম্যের আশ্রয়

১ অত্রাপি কারণবন্নিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিবিভক্তোপাধিমত্ত্বমভিপ্রেতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৪৪; বিভক্তেতি। সাক্ষাভাববিভাজকোপাধিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। বিবৃতি, ঐ।

হইতে পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কিন্তু, এস্থলে এইরূপ আপত্তি হইতে পারে যে, বিশেষ-ব্যতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া যাহাদের গ্রহণ হইবে তাহাদের মধ্যে আকাশ, আত্মা প্রভৃতি বিভু-দ্রব্য এবং শব্দ ও আত্ম-বিশেষগুণ বুদ্ধ্যাদি অন্তর্ভুক্ত আছে। বিভু-পদার্থের আশ্রয় না থাকায় উহা কাহারও ধর্ম হইতে পারে না এবং শব্দ ও বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলি ধর্ম হইলেও উহারা নিত্যদ্রব্যেরই ধর্ম হয়। সুতরাং, ঐ সকল পদার্থে অনিত্যধর্মত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি-দোষ অবশ্যম্ভাবী হয়। এরূপ অবস্থায় ইহা বলা সমীচীন হয় না যে, অনিত্যধর্মত্ব 'বিশেষ' ভিন্ন অপরাপর পদার্থগুলির সাধর্ম্য। উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, নিত্যধর্মমাত্রে অনাশ্রিত এমন বিভাজক উপাধিগুলিই উক্ত গ্রন্থের দ্বারা 'অ-বিশেষ' পদার্থের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। ঐরূপ বলিলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, নিত্যপদার্থমাত্রে অনাশ্রিত বিভাজক উপাধিরূপে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব, সামান্যত্ব ও সমবায়ত্বের গ্রহণ হইবে। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব, আকাশ ও আত্মাদি বিভু-পদার্থে এবং গুণত্ব শব্দ ও বুদ্ধি প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যাশ্রিত গুণে থাকায় অব্যাপ্তি পরিহৃত হইবে।[১]

কিরণাবলীকার নিত্যত্বকে কর্মব্যতিরিক্ত পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। স্পন্দাত্মক কর্মমাত্রই অনিত্য। অবশিষ্ট পদার্থগুলির মধ্যে সামান্য, বিশেষ ও সমবায় ইহারা প্রত্যেকেই নিত্য। দ্রব্য এবং গুণের মধ্যেও কতকগুলি নিত্য। এজন্য, গ্রন্থকার নিত্যত্বকে কর্মভিন্ন পদার্থের সাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন। কিন্তু, এইরূপ হইলেও অব্যাপ্ত হওয়ায় যথাশ্রুত নিত্যত্বকে উক্ত পদার্থগুলির সমানধর্ম বলা যায় না। কর্মব্যতিরিক্ত পদার্থগুলির মধ্যে ঘট-পটাদি দ্রব্য ও রূপ-রসাদি গুণ প্রবিষ্ট আছে। কিন্তু, উহারা নিত্য নহে। এজন্য, প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, নিত্যবৃত্তি বিভাজক-উপাধি বা ধর্মকে উক্তস্থলে নিত্যত্বের পর্যবসিত অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঐরূপ হইলে অব্যাপ্তির শঙ্কা নিরস্ত হইবে। কারণ, নিত্যবৃত্তি বিভাজক-উপাধিরূপে গৃহীত যে দ্রব্যত্ব, পৃথিবীত্ব প্রভৃতি ধর্ম তাহারা অনিত্য ঘট-পটাদি দ্রব্যে এবং ঐরূপ যে গুণত্ব, রসত্ব প্রভৃতি ধর্ম তাহারা রূপ-রসাদি অনিত্য গুণে থাকে। এক্ষণে যদি বলা যায় যে, নিত্যবৃত্তি ধর্মবত্ত্বকেই যখন কর্মব্যতিরিক্ত পদার্থের সমানধর্ম বলা সম্ভব হয় তখন পদার্থবিভাজকত্ব-রূপ বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত ঐরূপ ধর্মবত্ত্বকে

১ যদ্যপ্যেতদবৃত্তিব্যোমাদৌ নিত্যবৃত্তিশব্দাদৌ চাব্যাপকং তথাপি নিত্যমাত্রধর্মাবৃত্তি-বিভক্তোপাধিমত্ত্বে তাৎপর্যম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৪

সমানধর্ম বলিবার প্রয়োজন নাই। ইহার উত্তরে বলা যায়, যে ক্রিয়াতে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই নিত্যবৃত্তিধর্মবত্ত্ব অপেক্ষাকৃত লঘু হইলেও উহাকে সাধর্ম্য বলা যাইবে না। কারণ, আত্মা ও ক্রিয়াবিশেষগত যে দ্বিত্ব-সংখ্যা, উভয়ত্ব বা আত্মা, ঘট ও ক্রিয়াগত যে অন্ততমত্ব ইহারাও আত্মবৃত্তি হওয়ায় নিত্যবৃত্তিধর্ম-রূপে গৃহীত হইবে। উহারা কর্মেও থাকায় অতিব্যাপ্তি পরিস্ফুট হইবে।

দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া ও সামান্য এই চতুর্বিধ পদার্থের সমানধর্ম নির্দেশ করিতে যাইয়া কিরণাবলীকার 'অযোগিপ্রত্যক্ষত্ব'কে উহাদের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। এস্থলে অযোগিত্বকে, অর্থাৎ যোগজপ্রত্যক্ষ-ভিন্নত্বকে প্রত্যক্ষের বিশেষণ এবং প্রত্যক্ষত্বকে প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। অতএব, যোগজ প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রত্যক্ষের বিষয়ত্বকে উক্ত চতুর্বিধ পদার্থের সাধারণধর্ম-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে। বিশেষ ও সমবায় এই দুইটি পদার্থের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না ; কিন্তু, উহারা যোগজ প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। অবশিষ্ট দ্রব্যাদি পদার্থগুলির অযোগজ প্রত্যক্ষও হইয়া থাকে। এজন্য, কিরণাবলীকার অযোগিপ্রত্যক্ষত্বকে দ্রব্যাদি পদার্থচতুষ্টয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন। কিন্তু, আমরা উক্ত ধর্মটিকে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, কাল, আকাশ, দিক্ প্রভৃতি দ্রব্যে এবং গুরুত্ব, সংস্কার প্রভৃতি গুণে উহা অব্যাপ্ত হইয়া যায়। যোগজপ্রত্যক্ষভিন্ন অন্য কোনও প্রত্যক্ষে ঐ সকল পদার্থ ভাসমান হয় না। এজন্য, প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, যোগজপ্রত্যক্ষভিন্ন প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তুতে আশ্রিত যে বিভাজক উপাধি, সেই উপাধিমত্ত্বই ঐ সকল পদার্থের সমানধর্ম হইবে, ইহাই কিরণাবলীকারের অভিপ্রেত অর্থ। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, যোগজ-প্রত্যক্ষভিন্ন প্রত্যক্ষের বিষয় ঘট-পটাদি বস্তুবৃত্তি যে দ্রব্যত্ব-রূপ বিভাজক উপাধি, তাহা গগনাদি দ্রব্যে এবং ঐরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত রূপ-রসাদিগত যে গুণত্ব-রূপ বিভাজক উপাধি, তাহা গুরুত্ব, সংস্কারাদি গুণে বিদ্যমান আছে। এইভাবে ঘটত্ব-পটত্বাদি সামান্যগত যে সামান্যত্ব-রূপ উপাধি তাহার দ্বারা অতীন্দ্রিয় সামান্যেও অব্যাপ্তির পরিহার বুঝিতে হইবে।

গুণ ও কর্ম এই পদার্থদ্বয়ের সাধর্ম্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, অসমবায়িকারণত্বই উহাদের সমানধর্ম। অসমবায়িকারণত্ব বলিতে কার্যকারণভাব-রূপ সম্বন্ধের নিরূপক যে সম্বন্ধী তাহার সহিত একই অধিকরণে সমবেত বস্তুনিষ্ঠ কারণতাকে বুঝায়। ঘটাত্মক কার্যের প্রতি কপালদ্বয়-

সংযোগকে অসমবায়িকারণ বলা হয়। কার্যকারণভাব-রূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী হইতে কার্য ও কারণ উভয়েই হইয়া থাকে। ঘটগত কার্যতা-রূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী যে ঘট, তাহার সহিত একই কপালে কপালদ্বয়-সংযোগ সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে। সুতরাং, ঘটের সহিত একই অর্থে সমবেত বস্তু বলিয়া কপালদ্বয়-সংযোগ গৃহীত হইবে। ঐ কপালদ্বয়-সংযোগগত যে ঘটের কারণতা তাহাকেই ঘটের অসমবায়িকারণতা বলা হয়।[১] তুল্যভাবে ঘটগত রূপের প্রতি কপালগত রূপ অসমবায়িকারণ হইয়া থাকে। উক্ত স্থলেও ঘটরূপগত কার্যতা-রূপ সম্বন্ধের সম্বন্ধী যে উক্ত রূপের সমবায়িকারণ ঘট, তাহার সহিত একই অধিকরণে সমবেত হইতে কপালগত রূপও হইবে। সুতরাং, উক্ত কপালগত রূপ উক্ত-সম্বন্ধ-নিরূপক ঘটের সহিত একই কপালাত্মক অর্থে সমবেত হওয়ায় উহা ঘট-রূপের প্রতি অসমবায়িকারণ হইবে। অতএব, তদ্‌গত কারণতাও অসমবায়িকারণতা হইবে। এইভাবেই অন্যান্য স্থলে অসমবায়িকারণতা বুঝিয়া লইতে হইবে। ইহার দ্বারা ফলতঃ কার্যের সহিত একই অধিকরণে সমবেত অথবা কার্যের কারণের সহিত একই অধিকরণে সমবেত বস্তুগত কারণতাকে অসমবায়িকারণতা বলা হইয়াছে।

উক্ত অসমবায়িকারণত্বকে গুণ ও কর্মের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু, বৈশেষিকশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উহা অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট বলিয়া মনে হয়। কারণ, আত্মবিশেষগুণ জ্ঞানাদির প্রতি আত্মমনঃসংযোগকেই অসমবায়িকারণ বলা হইয়াছে। অতএব, গুণপদার্থের অন্তর্গত জ্ঞানাদি-রূপ আত্মবিশেষগুণে অসমবায়িকারণত্ব না থাকায় উক্ত সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি পরিস্ফুটই আছে। ঘট-পটাদি কার্যের প্রতি জ্ঞানাদি-রূপ আত্মবিশেষগুণগুলির অসমবায়িকারণত্ব কোনও প্রকারেই উপপন্ন হয় না। কারণ, উহাদের একের সহিত অপরের সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় সমবায়ঘটিত সামানাধিকরণ্য নাই। উহারা অসমবায়িকারণ হইলে বিশেষণজ্ঞান-রূপে বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি, ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান-রূপে ইচ্ছার প্রতি অথবা চিকীর্ষা-রূপে প্রযত্নের প্রতি—এইভাবে হইতে পারে। কিন্তু, সিদ্ধান্তে উক্ত কার্যগুলির প্রতি আত্মমনঃসংযোগকেই অসমবায়িকারণ বলা হইয়াছে। অতএব, ইহা দেখা যাইতেছে যে, জ্ঞানাদি আত্মবিশেষগুণে অসমবায়িকারণত্ব না থাকায় পূর্বকথিত সাধর্ম্য অব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে।

---

১ কার্যকারণভাবসম্বন্ধনিরূপকসম্বন্ধ্যেকার্থসমবায়নিরূপিতকারণত্বযোগিত্বমসমবায়িকারণত্বম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৫

ইহার সমাধানে প্রকাশকারের বক্তব্য এই যে, যথাশ্রুত অসমবায়িকারণত্বই যে গুণ ও কর্ম এই পদার্থ দুইটির সমানধর্ম এই অভিপ্রায়ে কিরণাবলীকার উক্ত গ্রন্থের অবতারণা করেন নাই ; কিন্তু, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা তিনি অসমবায়িকারণবৃত্তি পদার্থবিভাজক-উপাধিকেই উক্ত পদার্থদ্বয়ের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। ইহাতে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। জ্ঞানাদি আত্মবিশেষগুণগুলি অসমবায়িকারণ না হইলেও অসমবায়িকারণবৃত্তি যে বিভাজক উপাধি তাহা উহাদের আছে। অসমবায়িকারণ বলিয়া আমরা রূপ, রস প্রভৃতি গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে পারি। তদ্গত বিভাজক উপাধি-রূপে গুণত্বের গ্রহণ হইবে। এই গুণত্ব জ্ঞানাদি-রূপ আত্মবিশেষগুণে বিদ্যমান থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা নিরস্ত হইবে।[১]

পূর্বে যে অব্যাপ্তির উল্লেখ করা হইয়াছে সে বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, উহা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, প্রকাশকার যে রীতিতে অসমবায়িকারণত্বের নির্বচন করিয়াছেন তাহাতে উহা জ্ঞানাদি-রূপ আত্মবিশেষগুণেও বিদ্যমান থাকিবে। বাস্তবিকপক্ষে, উপায়েচ্ছাগত যে কার্যতা-রূপ সম্বন্ধ অনুযোগিত্ব-রূপে তাহার নিরূপক সম্বন্ধী যে উক্ত উপায়েচ্ছা তাহার সমবায়িদেশে, অর্থাৎ আত্মাতে ইষ্টসাধনতা-জ্ঞান সমবায়সম্বন্ধে আছে এবং উহা উপায়েচ্ছার প্রতি কারণও হইয়াছে। সুতরাং, উহাতে প্রদর্শিতরূপে ব্যাখ্যাত অসমবায়িকারণত্বের অব্যাপ্তি হয় না।

এস্থলে সমাধানে বলা যায় যে, বৈশেষিকশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে প্রকাশকারকে অসমবায়িকারণত্বের পরিষ্কারে জ্ঞানাদিভিন্নত্বকে বিশেষণরূপে নিবেশিত করিতে হইবে ; অন্যথা, উহা জ্ঞানাদিতে থাকায় অতিব্যাপ্তিদোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। ঐরূপ বিশেষণের দ্বারা যুক্ত হইলে প্রকাশকারোক্ত অসমবায়িকারণত্বের লক্ষণটি আত্মবিশেষগুণে অতিব্যাপ্ত হইবে না। ঐরূপ অসমবায়িকারণত্বকে গুণ ও কর্মের সমানধর্ম বলিলে উহা জ্ঞানাদিতে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ, উক্ত লক্ষণের বিশেষণাংশ যে জ্ঞানাদিভিন্নত্ব তাহা আত্মবিশেষগুণে নাই। ঐ অব্যাপ্তি পরিহারের জন্য অসমবায়িকারণবৃত্তি বিভাজক-উপাধিমত্ত্বকে গুণ ও কর্মের সাধর্ম্যরূপে বর্ণনা করা আবশ্যক হয়। এস্থলে যদি জ্ঞানাদিভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণের দ্বারা যুক্ত অসমবায়িকারণত্বকে গ্রহণ না করিয়া পারিভাষিকভাবে প্রকাশকার-কথিত অসমবায়িকারণত্বকেই গুণ ও

১ তথাপ্যসমবায়িকারণবৃত্তিবিভক্তোপাধিমত্ত্বং বিবক্ষিতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৫

কর্মের সাধর্ম্য বলা যায়, তাহা হইলে উহা নির্দোষ বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। কারণ, উক্ত পারিভাষিক অসমবায়িকারণত্ব আত্মবিশেষগুণে থাকায় অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না এবং বাস্তবিকপক্ষে উহা অসমবায়িকারণত্বের স্বরূপ না হওয়ায় উহার দ্বারা অসমবায়িকারণত্ব-লক্ষণের অতিব্যাপ্তিও হয় না।

নিত্যদ্রব্য অর্থাৎ পার্থিবাদি চতুর্বিধ পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন ও সমবায় ইহাদের সমানধর্ম হইবে অসমবেতত্ব। সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বই সমবেতত্ব। তাদৃশ বৃত্তিত্বের অভাবই অসমবেতত্ব। ইহাই নিত্যদ্রব্য ও সমবায়ের সমানধর্ম। গুণ, ক্রিয়া, জাতি ও বিশেষ—ইহারা সকলেই সমবায়সম্বন্ধে নিজ নিজ আশ্রয়ে বিদ্যমান থাকে। অতএব, উক্ত সাধর্ম্য অতিব্যাপ্ত হইবে না। দ্রব্যপদার্থ সমবায়িকারণেই সমবায়সম্বন্ধে আশ্রিত হয়। পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের সমবায়িকারণ না থাকায় উহারা কোথাও সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। অনবস্থা হয় বলিয়া সমবায়ের কোন সমবায় কল্পিত হইতে পারে না। অতএব, নিত্যদ্রব্য ও সমবায়ে পূর্বপ্রদর্শিত অসমবেতত্বের অব্যাপ্তি হয় না।

ইদানীং দ্রব্যাণামেব সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যঞ্চাহ। পৃথিব্যাদীনামিতি। কিয়তামিত্যত আহ নবানামপীতি। অপিরভিব্যাপ্তৌ।

(পরমমূলকার) এক্ষণে (পৃথিব্যাদীনাম্ ইত্যাদি) গ্রন্থের দ্বারা কেবল দ্রব্য পদার্থেরই সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বলিতেছেন। উহা (অর্থাৎ দ্রব্যত্বযোগ প্রভৃতি) কিয়ৎসংখ্যক দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি 'নবানামপি' (অর্থাৎ নববিধ দ্রব্যেরই) এই কথা বলিয়াছেন। (উক্ত বাক্যাংশস্থ) 'অপি' পদটিকে অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে।

পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে পরমমূলকার 'পৃথিব্যাদীনাং নবানাং দ্রব্যত্বযোগঃ' এইরূপ বাক্যের দ্বারা দ্রব্যত্বকে নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। অপি-শব্দযুক্ত উক্ত বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে সাধারণতঃ ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ বলিয়া প্রতীতি জন্মে যে, দ্রব্যত্বযোগ, অর্থাৎ দ্রব্যত্ব পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যেরও সমানধর্ম। এস্থলে এইরূপ ভ্রম হওয়া স্বাভাবিক যে, দ্রব্যত্ব পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্য ভিন্ন অন্য পদার্থেরও ধর্ম। কারণ, সাধারণতঃ অপি-শব্দের অর্থ সমুচ্চয়। এবং সমুচ্চয়ার্থেই অপি-শব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। কিন্তু, প্রকৃতস্থলে তাদৃশ অর্থ বিবক্ষিত নহে। কারণ,

দ্রব্যত্ব দ্রব্যব্যতিরিক্ত অপর কোনও পদার্থে থাকে না। এই জন্য কিরণাবলীকার পরমমূলস্থ 'অপি' পদের ব্যাখ্যায় উহাকে 'সমুচ্চয়ার্থে' গ্রহণ না করিয়া 'অভিব্যাপ্তি' রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে যদি এইরূপ বলা যায় যে, 'নবানাম্' এই পদ হইতেই অভিপ্রেত অর্থ সিদ্ধ হইতে পারে এবং দ্রব্যত্ব কতিপয় দ্রব্যে থাকে এবং সকল দ্রব্যে থাকে না এইরূপ ভ্রম উৎপন্ন হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নাই ; তাহা হইলে উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ইহা সত্য যে, দ্রব্যত্ব পৃথিব্যাদি নববিধ পদার্থেরই সমানধর্ম ; সুতরাং, অপি-পদের দ্বারা অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থের বিবক্ষা নিষ্ফল। কিন্তু, অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থ গৃহীত না হইলে এইরূপ আশঙ্কা থাকিতে পারে যে, দ্রব্যত্ব নববিধ দ্রব্যে থাকিলেও উহাদের অন্তর্গত কতিপয় ব্যক্তিতে না থাকিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা পরিহারের নিমিত্তই অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যের অন্তর্গত একটিমাত্র দ্রব্যব্যক্তিতেও যাহা থাকিবে না তাহাকে নববিধ দ্রব্যে অভিব্যাপ্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং, ইহা কোনওরূপেই বলা সঙ্গত হইতে পারে না যে, অভিব্যাপ্তি-রূপ অর্থগ্রহণের কোনও আবশ্যকতা নাই।

দ্রব্যত্বযোগো দ্রব্যসমবায়ঃ। দ্রব্যত্বমিত্যেতাবতি বক্তব্যে যোগগ্রহণমুপলক্ষণনিয়মার্থম্। অপরিচ্ছিন্নদেশত্বাৎ সামান্যসমবায়য়োঃ কথমত্রৈবেদং নান্যত্রেতি প্রত্যয় ইতি কেচিচ্চোদয়ন্তি। তত্রেদমত্রৈব দ্রব্যত্বং বর্ত্ততে নান্যত্র যত ইত্যুচ্যতে। অয়মেব হি দ্রব্যত্বস্য স্বভাবো যদেতৎ সমবায়মভিব্যঞ্জয়েদেতাভির্ব্যক্তিভিঃ সহ ন রূপাদিব্যক্তিভিঃ। গুণত্বঞ্চ রূপাদিব্যক্তীরাদায় ন পৃথিব্যাদিব্যক্তীরিত্যাদি বক্ষ্যতে।[১]

দ্রব্যত্বযোগ বলিতে দ্রব্যত্বের সমবায় বুঝিতে হইবে। (যদিও) দ্রব্যত্ব এই মাত্রই বক্তব্য ছিল (অর্থাৎ দ্রব্যত্ব-রূপ জাতি নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম ইহাই গ্রন্থকারের অভিপ্রেত ছিল) (তাহা হইলেও) উপলক্ষণের (অর্থাৎ জাতির অভিব্যঞ্জকের) যে নিয়ম আছে তাহা

১ এস্থলে সোসাইটিধৃত পাঠ প্রামাদিক।

সূচিত করিবার জন্যই যোগ-পদের গ্রহণ হইয়াছে। কেহ কেহ আপত্তি করেন যে, সামান্য ও সমবায় ইহারা উভয়েই যখন অপরিচ্ছিন্নদেশ (অর্থাৎ সর্বদেশ পরিব্যাপ্ত) তখন ইহা (অর্থাৎ দ্রব্যত্বাদি সামান্য) এই দেশেই থাকে, অন্যত্র থাকে না এইরূপ নিয়ত প্রতীতি কেমন করিয়া সম্ভবপর হয় ? তাহার উত্তরে এইরূপ বলা হইয়া থাকে যে, যেহেতু এই সকল দেশেই দ্রব্যত্ব থাকে, অন্যত্র থাকে না (সেই কারণেই নিয়তদেশে জাতির প্রতীতি হইয়া থাকে। (বিশদ অর্থ এই যে) ইহাই দ্রব্যত্বের স্বভাব যে উহা এই সকল ব্যক্তির (অর্থাৎ নববিধ পৃথিব্যাদি দ্রব্যের) সহিত সমবায়ের (অর্থাৎ নবদ্রব্যানুযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়েরই) অভিব্যঞ্জনা করে, রূপাদি ব্যক্তির সহিত নহে (অর্থাৎ রূপাদি-অনুযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে না) এবং গুণত্ব রূপাদি ব্যক্তিগুলির সহিতই সমবায়ের ব্যঞ্জনা করে, পৃথিব্যাদি ব্যক্তিগুলির সহিত (সমবায়ের) অভিব্যঞ্জনা করে না। ইহা অগ্রে ব্যাখ্যাত হইবে।

নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে দ্রব্যত্বযোগ অর্থাৎ দ্রব্যত্বের সমবায়কে ঐ সকল পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। এস্থলে অবশ্যই আপত্তি হইতে পারে যে, দ্রব্যত্বকে নববিধ পদার্থের সমানধর্ম না বলিয়া দ্রব্যত্বের সমবায়কে ঐ সকল পদার্থের সাধর্ম্য বলিবার প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, দ্রব্যত্বাদি জাতির অভিব্যঞ্জকের যে নিয়ম আছে, অর্থাৎ বিভিন্নদেশস্থিত ঘটদ্বয়ের অন্তরালবর্তী পটাদির সহিত ঘটত্বের সম্বন্ধ থাকিলেও ঘটব্যক্তিগুলিই ঘটত্বের অভিব্যঞ্জক হয়, পটাদি উহার অভিব্যঞ্জক হয় না ; এইভাবে অভিব্যঞ্জকের যে নিয়ম আছে তাহার সূচনার নিমিত্তই যোগ-পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে।

পূর্বোল্লিখিত প্রশ্ন ও উত্তরকে পরিষ্কার করিবার নিমিত্তই 'অপরিচ্ছিন্ন-দেশত্বাৎ' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বপক্ষের অভিপ্রায় এই যে, সামান্য ও তাহার সম্বন্ধ সমবায় ইহাদের কোনটিই দেশবিশেষের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয় না। অর্থাৎ, ভারতবর্ষীয় ঘটাদি ব্যক্তির ন্যায় দেশান্তরীয় দূরস্থ ঘটাদি ব্যক্তিতেও যখন একই ঘটত্ব-রূপ সামান্য আছে তখন উক্ত সামান্যকে অবশ্যই দেশবিশেষের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিতে হইবে এবং একই সমবায় ব্যক্তি যখন উভয়দেশস্থিত ঘটব্যক্তিগুলিতে ঘটত্ব-রূপ সামান্যকে সম্বন্ধ করিয়াছে,

তখন অবশ্যই উক্ত সামান্যের সম্বন্ধ যে সমবায় তাহাকেও দেশবিশেষের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন বলিতে হইবে। সম্বন্ধী ও সম্বন্ধ উভয়ের অপরিচ্ছিন্নদেশত্ব-পক্ষে ইহা কিরূপে ব্যবস্থাপিত হইতে পারে যে ঘটব্যক্তিতেই ঘটত্বের প্রতীতি হয়, আর পূর্বকথিত ঘটদ্বয়ের অন্তরালবর্তী পটাদিতে ঘটত্বের প্রতীতি হয় না ?

ইহার সমাধানে উত্তরবাদী বলিবেন যে, পূর্বপক্ষবাদীর আপত্তিতে যৌক্তিকতা থাকিলেও উহা অনুভববিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। কারণ, বাস্তবিকপক্ষে অন্তরাল-দেশস্থিত পটাদি ব্যক্তিগুলিতে 'ইহারা ঘট' এইরূপ প্রতীতি আমাদের হয় না ; কিন্তু, অত্যন্তভিন্নদেশস্থ হইলেও ঘটব্যক্তিগুলিতেই 'ইহারা ঘট' এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব, বস্তুস্থিতি অনুসারে এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে হইবে যে, ঘটত্ব, দ্রব্যত্ব প্রভৃতি জাতিগুলির ইহাই স্বভাব যে, ঐ সামান্যগুলি উক্ত ব্যক্তিগুলিরই সহিত স্বকীয় সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে, রূপাদি ব্যক্তিগুলির সহিত নিজ সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে না। তুল্যভাবে গুণত্ব-জাতিরও ইহাই স্বভাব যে, উহা রূপাদি ব্যক্তিরই সহিত নিজ সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে, পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্তিগুলিকে লইয়া নহে। সুতরাং, বস্তুর স্বভাবের উপর কোনও আপত্তিই উত্থাপিত হইতে পারে না। পূর্বপক্ষী বস্তুর স্বভাবের উপরই আপত্তি করায় ঐ আপত্তি গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

পূর্বে এই কথা বলা হইয়াছে যে, দ্রব্যত্বাদি সামান্যগুলির ইহাই স্বভাব যে, উহারা দৈশিক বিভু হইলেও সকল ব্যক্তির সহিত নিজ সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে না ; কিন্তু, পার্থিব বা জলীয়াদি ব্যক্তিগুলিরই সহিত নিজ সমবায়ের অভিব্যঞ্জনা করে। এস্থলে ইহা আমাদের অবশ্যই জানা আবশ্যক যে, গ্রন্থকার সমবায়ের অভিব্যক্তি বলিতে কি বুঝাইতে ইচ্ছা করেন। সাধারণতঃ অভিব্যক্তি বলিতে জ্ঞানকেই বুঝায়। ঘটের অভিব্যক্তি বলিলে ঘটের জ্ঞানই বুদ্ধিস্থ হয়। কিন্তু, প্রকৃতস্থলে সমবায়ের অভিব্যক্তি বলিলে উহার প্রাত্যক্ষিক অনুভবকে গ্রহণ করা যায় না।[1] কারণ, বৈশেষিকনয়ে সমবায়ের প্রাত্যক্ষিক জ্ঞান স্বীকৃত হয় নাই ; উক্ত মতে সমবায়কে অতীন্দ্রিয় বলা হয়। আর, এস্থলে সমবায়ের অনুমিত্যাত্মক অনুভবকেও উহার অভিব্যক্তি বলা যাইবে না।[2] কারণ, গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, জাতিগুলি ব্যক্তিবিশেষেরই সহিত নিজ

---

১ নহ্যভিব্যক্তির্ন সাক্ষাৎকারঃ। সমবায়স্যাতীন্দ্রিয়ত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৬

২ নাপ্যনুমিতির্ব্যক্তিং বিনাপি দ্রব্যত্বস্য জাতিত্বেন সমবায়ানুমানাৎ। ঐ

সমবায়ের অভিব্যক্তি করে, অন্যথা নহে। কিন্তু, অনুমিতিস্থলে আশ্রয়ীভূত ব্যক্তিবিশেষের অভিব্যক্তিব্যতিরেকেও জাতিপ্রতিযোগিক সমবায়ের অনুভব হয়। জাতিসম্বন্ধে আমরা অবশ্যই এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে, দ্রব্যত্বাদি জাতিগুলি সমবেত, যেহেতু উহারা জাতিত্বের আশ্রয়। এই অনুমানে দ্রব্যত্বাদি জাতিগুলির আশ্রয়ীভূত পার্থিব-জলীয়াদি ব্যক্তিগুলির ভান না হইলেও সমবায়ের ভান হইয়াই থাকে। অতএব, ইহা বলা যায় না যে, স্বাশ্রয়ীভূত ব্যক্তিরই সহিত জাতিপ্রতিযোগিক সমবায়ের অনুমান হইয়া থাকে।

উপরিপ্রদর্শিত পরিস্থিতিতে, অর্থাৎ অভিব্যক্তির স্বরূপ যথাযথভাবে নির্ণীত না হইলে ফলতঃ পূর্বপক্ষীর আপত্তি খণ্ডিত হইল না বলিয়াই মনে হয়। এজন্য, প্রকাশকার স্বতন্ত্রভাবে পূর্বপক্ষের আপত্তির সমাধানে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি সমবায়ের অভিব্যঞ্জনার কথা পরিত্যাগ করিয়া সমাধান করিতেছেন যে, গুণের অত্যন্তাভাবের অভাবই দ্রব্যত্ব-জাতির সমবায়ের নিয়ামক। অর্থাৎ, তাঁহার বক্তব্য এই যে, গুণাত্যন্তাভাবের যে অভাব তাহা যেখানে থাকিবে সেখানেই দ্রব্যত্ব-জাতির সমবায় থাকিবে, অন্যত্র নহে। আর, দ্রব্যত্ব-জাতির বিভুত্ব-পক্ষেও গুণা-ক্রিয়াদি বস্তন্তরে উহা থাকুক এইরূপ আপত্তি হইবে না। কারণ গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি পদার্থে গুণের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব না থাকায় নিয়ামকের অভাবে দ্রব্যত্ব-জাতির আপত্তি হইবে না। এস্থলে যদি আপত্তি করা যায় যে, প্রকাশকার গুণকে দ্রব্যত্বসমবায়ের নিয়ামক বলিলেও পূর্বপক্ষের আপত্তির সমাধান হইতে পারিত ; সুতরাং, তিনি কেন শিরোবেষ্টনের দ্বারা নাসিকাস্পর্শের ন্যায় গুণের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে দ্রব্যত্ব-সমবায়ের নিয়ামক বলিলেন। ইহার সমাধানে বলা যায় যে, গুণকে দ্রব্যত্ব-সমবায়ের নিয়ামক বলিলে উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে ঘটে গুণ থাকে না বলিয়া তৎকালে উহাতে দ্রব্যত্বের সমবায় থাকা সম্ভব হয় না। অথচ, বৈশেষিক-সিদ্ধান্তানুসারে তৎকালেও ঘটে দ্রব্যত্ব থাকে। এই কারণেই গুণকে নিয়ামক না বলিয়া উহার অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবকে নিয়ামক বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর উক্ত আপত্তি হইবে না। কারণ, ত্রিবিধ পদার্থ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয়। প্রথমতঃ যাহার অভাব তাহা। দ্বিতীয়তঃ তাহার ধ্বংস। তৃতীয়তঃ তাহার প্রাগভাব। অতএব, অত্যন্তাভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ হয় এই সিদ্ধান্তে গুণাত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হইবে স্বয়ং গুণ, উহার ধ্বংস ও উহার প্রাগভাব। এইরূপ হইলে গুণের প্রাগভাবকেও

গুণাত্যন্তাভাবের অভাব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণ বা তাহার ধ্বংস না থাকিলেও গুণের প্রাগভাব বিদ্যমান থাকায় উহাতে গুণাত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব থাকিল। অতএব, উৎপত্তি-কালাবচ্ছেদেও ঘটাদি দ্রব্যে দ্রব্যত্ব-সমবায়ের নিয়ামক থাকায় উহাদের দ্রব্যাশ্রয়ত্বে কোন বাধা রহিল না।[১]

দ্রব্যত্বমেব নাস্তি গোত্বাদিবদনুপলব্ধেরিতি কেচিৎ। ন। কার্যাশ্রয়তোপলক্ষণেন সাধর্ম্যেণাভিব্যক্তস্য সামান্যস্য সাস্নাদিসংস্থানাভিব্যক্তগোত্ববদেব প্রতীতেঃ। অন্যথা কার্যাশ্রয়ত্বমপি সামান্যানিয়তং নবস্বেব ন স্যাৎ। কারণত্বং সামান্যেন নিযম্যতে কার্যত্বঞ্চ। তচ্চ স্বাভাবিকমবাধনাৎ। বাধনং ত্বৌপাধিকমিতি বিশেষঃ।

(কেহ কেহ এইরূপ বলেন যে) দ্রব্যত্বই নাই (অর্থাৎ প্রমাণসিদ্ধ নহে); কারণ, গোত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় উহার উপলব্ধি হয় না। না (অর্থাৎ তাহা বলা যায় না)। যেহেতু সাস্নাদিরূপ সংস্থানের দ্বারা অভিব্যক্ত গোত্বাদির মতই কার্যাশ্রয়তা-রূপ আশ্রয়ে উপলক্ষিত (অর্থাৎ বিদ্যমান) সাধর্ম্যের (অর্থাৎ কার্যাশ্রয়তাত্ব-রূপ লিঙ্গের) দ্বারা অভিব্যক্ত (হওয়ায়) (দ্রব্যত্ব-) সামান্যেরও প্রতীতি হয়। তাহা না হইলে, কার্যাশ্রয়ত্বও সামান্যধর্মের দ্বারা নিয়মিত হইবে না। এইরূপ হইলে উহা (অর্থাৎ কার্যাশ্রয়ত্ব) নববিধ দ্রব্যেই থাকে ইহা না হইতে পারে। কারণত্ব ও কার্যত্ব কোনও সাধর্ম্যের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। (নিয়ামক) ঐ ধর্ম (অর্থাৎ কার্যসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকীভূত যে নবদ্রব্যসাধারণ ধর্ম তাহা) স্বাভাবিক (অর্থাৎ জাতিরূপই) হইবে, যেহেতু (জাতিত্বের) বাধক কিছু নাই; বাধা থাকিলে (অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে বাধা উপস্থিত হইলে) উহা ঔপাধিক হইবে ইহাই বিশেষ।

[১] অত্রাহঃ গুণস্যাত্যন্তাভাবো যত্র নাস্তি তত্র দ্রব্যত্বং বর্ততে। অত্যন্তাভাবস্য যদ্যপি প্রতি-যোগ্যেব স চ নোৎপত্তিকালে তথাপি প্রধ্বংসপ্রাগভাবয়োরপ্যত্যন্তাভাবাভাবরূপত্বম্। অত্যন্তা-ভাবাশ্রয়ত্বমেব প্রতিযোগিতদ্ধ্বংসপ্রাগভাবানামনুগমকম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৬-৭।

পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যপদার্থের সাধর্ম্যনিরূপণপ্রসঙ্গে সর্বাগ্রে দ্রব্যত্ব-জাতিকে নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, যাহা প্রমাণসিদ্ধ তদ্বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব, অন্যথা নহে। অতএব, দ্রব্যত্বকেও যদি কাহারও সাধর্ম্য বা অন্য কিছু বলা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ দ্রব্যত্বকে প্রমাণসিদ্ধ করা আবশ্যক। কিন্তু, বিচারে ইহাই প্রতিভাত হয় যে, দ্রব্যত্ব আদৌ প্রমাণসিদ্ধ নহে। সুতরাং, উহাকে নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? সর্বগোসাধারণ গোত্ব-জাতি যেরূপ চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষের সাহায্যে উপলব্ধ হয় দ্রব্যত্ব-জাতিও তুল্যরূপে যে সর্বদ্রব্যসাধারণরূপে প্রত্যক্ষ হয় ইহা বলা যায় না। দ্রব্যত্বের প্রত্যক্ষ হইলে পৃথিবী, জল বা আত্মা একজাতীয় এইরূপ অনুভব হইবে। অথচ পৃথিবী, জল ও আত্মা যে একজাতীয় পদার্থ ইহা কেহই প্রত্যক্ষের দ্বারা অনুভব করিতে পারে না। এমন কি, বিভিন্ন পার্থিব বস্তুর মধ্যেও আমাদের একজাতীয়ত্বের অনুভব হয় না। দুগ্ধ ও লাক্ষা যে একজাতীয় পদার্থ ইহা প্রত্যক্ষের সাহায্যে বুঝা যায় না। অতএব, বিভিন্ন দ্রব্যের একজাতীয়তা প্রত্যক্ষানুভবে গৃহীত না হওয়ায় সর্বদ্রব্য-সাধারণ দ্রব্যত্বকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলা যায় না।

যদি বলা যায় যে, উৎপন্ন বস্তুমাত্রই দ্রব্যে, অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ-গুলিতে আশ্রিত হইয়াই উৎপন্ন হয় এবং কোন উৎপন্ন বস্তুই অন্যত্র আশ্রিত হইয়া উৎপন্ন হয় না; অতএব ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, দ্রব্যরূপে পরিগণিত পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ পদার্থই কার্যমাত্রের প্রতি, অর্থাৎ যে-কোনও উৎপন্ন পদার্থের প্রতি সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। সুতরাং, কার্যত্বাবচ্ছিন্ন, অর্থাৎ প্রাগভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছিন্ন যে সমবায়িকারণতা তাহা পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যে থাকে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণতামাত্রই কোনও-না-কোনও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। ইহা আমরা জানি যে, কপালগত ঘটের যে সমবায়িকারণতা তাহা কপালত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। বাধা না থাকিলে কার্যতা বা কারণতা জাতিবিশেষের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয়। কারণ এই যে, বৈশেষিকসম্মত পদার্থগুলির মধ্যে একমাত্র জাতিই স্বরূপতঃ প্রকাশ পাইবার সামর্থ্য রাখে, অন্য কোনও পদার্থ সবিকল্পকজ্ঞানে স্বরূপতঃ প্রকাশ পায় না—স্বগত ধর্মান্তরের দ্বারা বিশেষিত হইয়াই প্রকাশ পাইয়া থাকে। অতএব, জাতির অবচ্ছেদকত্ব-পক্ষে অবচ্ছেদকতাবচ্ছেদকের কল্পনা

করিবার আবশ্যকতা না থাকায় লাঘব হয়। এইরূপ হইলে পূর্বোক্ত যে সর্বদ্রব্যসাধারণ সমবায়িকারণতা তাহার অবচ্ছেদক-রূপে অবশ্যই একটি জাতির কল্পনা আসিয়া উপস্থিত হয়। বৈশেষিকশাস্ত্রে এই ভাবে প্রমাণসিদ্ধ জাতিকেই দ্রব্যত্ব নামে অভিহিত করা হয়। এস্থলে অনুমানের আকার হইবে—কার্যমাত্রসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ, কপালনিষ্ঠ-ঘটসমবায়িকারণতাবৎ।

ঐরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে অবশ্য আপত্তি হইতে পারে যে, পক্ষীভূত সমবায়িকারণতাতে কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্নত্ব সিদ্ধ হইলেও উহার দ্বারা দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, গুণবত্ত্ব-রূপ উপাধিকেও উক্ত স্থলে কিঞ্চিদ্ধর্ম-রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইতে পারে, যেহেতু সমবায়িকারণতার আশ্রয়ীভূত সকল দ্রব্যেই গুণবত্ত্ব-রূপ উপাধি বর্তমান থাকে।

যদি বলা যায় যে, ব্যক্তির অভেদ প্রভৃতি বাধকের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইলেই অবচ্ছেদক-রূপে জাতির কল্পনা সম্ভবপর হইবে না এবং সেইরূপ হইলে কোনও উপাধি-বিশেষকে অবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু, প্রকৃতস্থলে দ্রব্যত্বের জাতিত্বে কোনও বাধা না থাকায় উহাকেই অবচ্ছেদক বলিয়া গ্রহণ করা যায় এবং গুণবত্ত্বকে আর উপাধি বলিয়া স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না। তাহা হইলেও উত্তরে বলা যায় যে, উহা সঙ্গত হইবে না। কারণ, কল্পিত ও ক্লৃপ্তের মধ্যে দ্বিতীয়টির অবচ্ছেদকত্ব সম্ভবপর হইলে প্রথমটির অবচ্ছেদকত্ব সমর্থনযোগ্য হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে গুণবত্ত্ব ক্লৃপ্ত পদার্থ। দ্রব্যত্ব-রূপ জাতি কল্পিত। অতএব, দ্রব্যত্ব-জাতি সমবায়ের কারণতাবচ্ছেদক না হইয়া গুণবত্ত্বই উহার অবচ্ছেদক হইবে।

ইহার উত্তরে বলা যলা যায় যে, গুণবত্ত্বকে সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক স্বীকার করিলে উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে অবচ্ছেদক হইবে না। কারণ, এমন কোন গুণবত্ত্ব বা গুণ নাই যাহা সর্বদ্রব্যসাধারণ হইবে। অতএব, সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে গুণবত্ত্বের কল্পনা করিলে উহাকে স্ববৃত্তিগুণত্ব-জাত্যাশ্রয়ত্ব-রূপ সম্বন্ধেই করিতে হইবে। কিন্তু, সাক্ষাদ্ভাবে সমবায়াদি সম্বন্ধে কোনও পদার্থের অবচ্ছেদকত্ব-কল্পনা সম্ভবপর না হইলে অগত্যা পরম্পরাসম্বন্ধে কোনও উপাধিকে অবচ্ছেদক-রূপে কল্পনা করিতে হয়। প্রকৃতস্থলে সাক্ষাৎ সমবায়সম্বন্ধে দ্রব্যত্ব-জাতির সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকত্বে লাঘব থাকায়

উহাকেই সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক বলাই সঙ্গত হয়, গুণবত্ত্বকে নহে[১]। এইরূপে লাঘবজ্ঞানসহকারে 'দ্রব্যসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ' এই অনুমানে কিঞ্চিদ্ধর্ম-রূপে দ্রব্যত্ব-রূপ জাতিই উক্ত কারণতার অবচ্ছেদক-রূপে প্রমাণিত হইবে।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, লাঘবানুগৃহীত অনুমানের সাহায্যে প্রত্যক্ষের অবিষয়ীভূত জাতি প্রমাণিত হইলে 'স্পর্শসমবায়িকারণতা কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্না কারণতাত্বাৎ' এইরূপ অনুমানের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্বিধ-দ্রব্য-সাধারণ জাতিবিশেষও কল্পিত হইতে পারে। কারণ, স্পর্শের সমবায়িকারণতা ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে বর্তমান। অতএব, তাহার অবচ্ছেদক-রূপে কোনও জাতি সিদ্ধ হইলে তাহা ঐ চতুর্বিধ দ্রব্যে থাকিবে, অন্যত্র নহে। কিন্তু, বৈশেষিকশাস্ত্রে তাদৃশ কোন জাতি স্বীকৃত হয় নাই।

উত্তরে বলা যায় যে, পূর্বোক্ত আপত্তি সমীচীন হয় না। কারণ, স্পর্শত্ব নিত্যানিত্যস্পর্শগত সাধারণধর্ম হওয়ায় তদবচ্ছিন্ন কোন কার্যতাই কল্পিত হইতে পারে না। অতএব, পূর্বোক্ত অনুমানের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্বিধ-দ্রব্যসাধারণ কোনও জাতির কল্পনা হইবে না। ইহা অনায়াসেই বুদ্ধিস্থ হয় যে, স্পর্শত্ব নিত্যানিত্য-স্পর্শসাধারণ। পার্থিব পরমাণুর স্পর্শ পাকাধীন উৎপন্ন বা বিনষ্ট হওয়ায় ঐ স্পর্শ নিত্য না হইলেও জলীয়াদিপরমাণুগত স্পর্শ নিত্যই হইবে। কারণ, বৈশেষিকনয়ে পৃথিবীতেই পাক স্বীকৃত আছে, অন্যত্র নহে। অতএব, নিত্যানিত্যস্পর্শসাধারণ স্পর্শত্ব কোনও কার্যতার অবচ্ছেদক হইতে পারে না।[২]

এস্থলে যদি বলা যায় যে, অনিত্যত্ববিশিষ্টস্পর্শত্ব-রূপ ধর্ম কার্যতার অবচ্ছেদক হইতে পারে; কারণ, স্পর্শত্ব নিত্যানিত্য স্পর্শের সাধারণধর্ম হইলেও অনিত্যত্ব-রূপ বিশেষণযুক্ত হইয়া উহা নিত্যস্পর্শে থাকিবে না। অতএব, অনিত্যস্পর্শত্বাবচ্ছিন্ন-কার্যতানিরূপিত কারণতার অবচ্ছেদক-রূপে পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্বিধ-দ্রব্যসাধারণ একটি বিলক্ষণ জাতি কল্পিত হইতে পারে এবং জন্য-দ্রব্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপেও চতুর্বিধ-দ্রব্যসাধারণ জাতিবিশেষের কল্পনা করা সম্ভব হইবে।

---

১ ন চ গুণবত্ত্বমুপাধিস্তদবচ্ছেদকং জাতৌ বাধকে সত্যেব উপাধিস্বীকারাৎ। উপাধিঃ কপ্তো, জাতিঃ কল্প্যেতি চেন্ন। সাক্ষাৎসম্বন্ধধর্মবাধে সত্যেব পরম্পরাসম্বন্ধস্যাবচ্ছেদকত্বাৎ।

প্রকাশ, পৃঃ ১৫৯

২ পৃথিব্যাদিচতুর্ষু স্পর্শসমবায়িকারণতয়া চৈকা জাতিঃ স্যাদিতি চেন্ন। স্পর্শত্বদ্রব্যত্বয়োঃ কার্যাকার্যবৃত্তিত্বেন কার্যতানবচ্ছেদকত্বাৎ। ঐ

ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, জন্য-স্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে যদি চতুর্বিধ-দ্রব্যসাধারণ কোন বৈজাত্য কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ইহাও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ বৈজাত্য জলীয়াদি ত্রিবিধ পরমাণুতে থাকিবে না; কারণ, উক্ত পরমাণুগুলি জন্য-স্পর্শের সমবায়িকারণ হয় না এবং জন্য-দ্রব্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে চতুর্বিধ-দ্রব্যসাধারণ যে বৈজাত্যটি কল্পিত হইবে তাহাও অন্ত্যাবয়বী দ্রব্যে থাকিবে না; কারণ, অন্ত্যাবয়বী দ্রব্য অপর কোনও দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। এইরূপ হইলে প্রদর্শিত ধর্মগুলিকে জাতি বলিয়া স্বীকার করা সম্ভবপর হইবে না। কারণ, উহারা উভয়ে জলত্ব-জাতির দ্বারা সাঙ্কর্যাপন্ন হইয়া গিয়াছে।[১] উক্ত বৈজাত্য নাই এমন যে জলীয় পরমাণু তাহাতে জলত্ব বিদ্যমান এবং জলত্ব নাই এমন যে ঘটাদি পার্থিব বস্তু তাহাতে উক্ত বৈজাত্যটি আছে এবং জন্য-জলে জলত্ব ও উক্ত বৈজাত্যটি উভয়েই বিদ্যমান আছে। তুল্যভাবে তেজস্ত্বের দ্বারাও উহা সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইবে। দ্বিতীয় ধর্মটিও জলত্বের দ্বারা সঙ্কীর্ণ হওয়ার ফলে জাতি হইবে না। উক্ত ধর্মটি নাই এমন যে অন্ত্যাবয়বী জল তাহাতে জলত্ব আছে, এবং জলত্ব নাই এমন যে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্য তাহাতে ঐ ধর্মটি আছে এবং অনন্ত্যাবয়বী জন্য-জলে উভয়েই বিদ্যমান আছে। এই দ্বিতীয় স্থলেও পৃথিবীত্বের দ্বারা সাঙ্কর্য সম্ভবপর হইবে। অতএব, পূর্বোক্তপ্রকারে জন্য-স্পর্শের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে বা জন্য-দ্রব্যের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে উপাধিবিশেষের কল্পনা সম্ভবপর হইলেও ঐ উপাধিগুলিকে জাতি বলা যাইবে না। অতএব, কার্যমাত্রের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে সর্বসাধারণ দ্রব্যত্ব-জাতি সিদ্ধ হয়।

প্রত্যক্ষের দ্বারাও যে দ্রব্যত্ব-জাতি প্রমাণিত হইতে পারে ইহা প্রকাশকার মনে করেন।[২] তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, সকলেই পার্থিবাদি পদার্থগুলিকে দ্রব্য বলিয়া বুঝে। অতএব, অবাধিত ও সর্বানুভবসিদ্ধ প্রত্যক্ষের দ্বারাও দ্রব্যত্ব-জাতি প্রমাণিত হইতে পারে। পৃথিবীত্ব-রূপ ধর্মের দ্বারা উক্ত প্রতীতি অন্যথাসিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, আমরা জলীয় পদার্থকেও দ্রব্য বলিয়াই মনে করি।[৩] অতএব, 'ঐগুলি দ্রব্য' এইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত দ্রব্যত্বকে

---

১ ন চানিত্যেন স্পর্শদ্রব্যে বিশেষ্যে জলাদিপরমাণৌ স্পর্শসমবায়িকারণত্বাভাবেনান্ত্যাবয়বিনি চ দ্রব্যসমবায়িকারণত্বাভাবেন তজ্জাত্যোরনঙ্গীকারে জলত্বাদিনা সঙ্করাপত্তেঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৫৯

২ যদ্বা দ্রব্যমিতি তাবৎ প্রত্যক্ষং সর্বসিদ্ধম্। ঐ

৩ তচ্চ যথা পৃথিব্যাং তথা জলেঽপি। ঐ. পৃঃ ১৫৯-৬০

পৃথিবী ও জল এতদুভয়-সাধারণ বলিতে হয়। পৃথিবীত্ব বা জলত্ব উভয়-সাধারণ নহে। কেহ কেহ গুরুত্বের দ্বারা দ্রব্য-প্রতীতিকে অন্যথাসিদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন। কারণ, পৃথিবী ও জলে দ্রব্য-প্রতীতি হয় এবং উভয়ত্র গুরুত্ব বিদ্যমান আছে। অতএব, দ্রব্য-প্রতীতির বিষয়ীভূত ধর্মকে কেহ কেহ গুরুত্ব বলিয়া মনে করেন। ইহা সমীচীন নহে। কারণ, গুরুত্বের ধারণা ব্যতিরেকেও পার্থিব এবং জলীয় পদার্থে 'এইগুলি দ্রব্য' এইরূপ প্রতীতি হয়। এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রদর্শিত প্রত্যক্ষ প্রতীতির দ্বারা প্রমাণিত যে উভয়-সাধারণ ধর্ম, আকাশাদি-সাধারণ্যে তাহার প্রমাণ না থাকায় উহাকে বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যত্ব-জাতির স্থানাপন্ন করা যায় না। কারণ, বৈশেষিকগণ দ্রব্যত্ব-জাতিকে সর্বদ্রব্যের সাধারণধর্ম বলিয়াছেন। অতএব, প্রদর্শিত প্রত্যক্ষের দ্বারা জল ও পৃথিবীর একজাতীয়ত্ব প্রমাণিত হইলেও উহার দ্বারা দ্রব্যত্ব প্রমাণিত হয় না।[1]

ইহার উত্তরে বলা যায় যে, উক্ত প্রতীতির দ্বারা উভয়-সাধারণ যে ধর্মটি প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইবে তাহার সর্বদ্রব্যসাধারণ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা সিদ্ধ না হইলেও অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হইয়া যায়। 'গগনং তাদৃশবৈজাত্যবৎ সংযোগিত্বাদ্ ঘটবৎ' এই অনুমানের দ্বারা উক্ত বৈজাত্য গগনাদি-সাধারণ প্রমাণিত হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ ঐ বৈজাত্য ফলতঃ বৈশেষিকসম্মত দ্রব্যত্বই হইয়া যায়।[2]

পূর্বে পৃথিবী ও জল এতদুভয়-সাধারণ দ্রব্যত্বকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশকার পরে অনুমানের দ্বারা উক্ত জাতির আকাশাদিসাধারণ্য প্রমাণিত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তে প্রথমতঃ দ্রব্যত্ব-জাতি প্রত্যক্ষসিদ্ধ। প্রকাশকার মনে করেন যে, দ্রব্যত্ব জাতির অপ্রত্যক্ষত্ব-পক্ষেও উহাকে ব্যবস্থাপিত করা যায়। তিনি আকাশ, কাল ও দিক্ এই ত্রিবিধ দ্রব্যাদি-সাধারণ সত্তা হইতে একটি ন্যূনবৃত্তি জাতিকে প্রমাণিত করিয়া উক্ত জাতিটিকে পৃথিব্যাদি ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম বলিয়াছেন। 'আকাশাদিত্রয়ং সত্তান্যূনবৃত্তিজাতিমৎ সংযোগজনকত্বাৎ ক্রিয়াবৎ' এইরূপ অনুমানের দ্বারা আকাশ, কাল ও দিক্ এই দ্রব্যত্রয়-সাধারণ সত্তা হইতে ন্যূনবৃত্তি একটি জাতি প্রমাণিত হয়। যাহা যাহা সংযোগের জনক হয় তাহা যে ন্যূনবৃত্তি কোনও একটি জাতির আশ্রয় হয় তাহা আমরা কর্ম-পদার্থকে লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারি। কর্ম বা ক্রিয়া

১ ব্যোমবদ্ গুরুত্বং তদজ্ঞানেঽপি তদবোধাদিতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৪
২ ব্যোমাদাবপি সংযোগাদিনা তৎ সাধ্যম্। ঐ

সংযোগের অসমবায়িকারণ; আর উহাতে যে সত্তা হইতে ন্যূনবৃত্তি কর্মত্ব-জাতি থাকে তাহা আমরা প্রত্যক্ষের দ্বারাই জানি। বৈশেষিকশাস্ত্রে কর্মত্ব-জাতিকে প্রত্যক্ষসিদ্ধই বলা হইয়াছে। ক্রিয়ার ন্যায় আকাশাদি পদার্থত্রয়েও যখন সংযোগজনকত্ব স্বীকৃত আছে তখন উহারাও অবশ্যই ক্রিয়ার ন্যায় সত্তা হইতে ন্যূনবৃত্তি কোনও জাতিবিশিষ্ট হইবে। এইরূপে একটি বৈজাত্যবিশেষ প্রমাণিত হইলেও উহার দ্রব্যত্ব-রূপতা প্রমাণসাপেক্ষ। কারণ, পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত উহার সম্পর্ক এখনও অসিদ্ধই আছে। অতএব, অন্য একটি অনুমানের সাহায্যে পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত উক্ত বৈজাত্যের সম্পর্ক স্থাপিত করিতে হইবে। দ্বিতীয় অনুমানটির আকার হইবে—পৃথিব্যাদিষট্কং কালবৃত্তি-সত্তাব্যাপ্যজাতিমৎ সংযোগজনকত্বাৎ, ব্যোমবৎ। সংযোগের জনক হইলে উহা যে কালবৃত্তিসত্তাব্যাপ্য কোন বৈজাত্যের আশ্রয় হয় তাহা আমরা আকাশ-দৃষ্টান্তে জানি। কারণ, আকাশে যে ঐরূপ বৈজাত্য থাকে তাহা প্রথম অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে সংযোগজনকত্বের দ্বারা কালবৃত্তি ও সত্তার ব্যাপ্য কোনও বৈজাত্য পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মন এই ষড়্‌বিধ দ্রব্যে প্রমাণিত হইলে উহার দ্বারা ফলতঃ প্রথম অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত বৈজাত্যেরই পৃথিব্যাদিসাধারণ্য প্রমাণিত হইবে। এইভাবে ফলতঃ প্রথম অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ যে বৈজাত্য তাহা পৃথিব্যাদি দ্রব্যের সাধারণধর্ম বলিয়া প্রমাণিত হয়। এইরূপ হইলে দ্রব্যত্ব-জাতি প্রমাণিত হইয়া যায়।[১]

রহস্যকার 'দ্রব্যত্বমেব নাস্তি' ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্বপক্ষী যে গোত্বের ন্যায় উপলব্ধি হয় না বলিয়া দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ করিয়াছেন তাহা সঙ্গত হয় না। যথাশ্রুত গ্রন্থ অনুসারে 'দ্রব্যত্ব-রূপ জাতি নাই, যেহেতু উহা উপলব্ধির বিষয় নহে, যেমন গোত্বাদি জাতিগুলি' এইরূপ অনুমানের সাহায্যে পূর্বপক্ষী দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ করিতেছেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, ইহা হইতে পারে না। কারণ, উক্ত অনুমানের পক্ষ যে-দ্রব্যত্ব তাহা যদি 'থাকে' তাহা হইলে উহার অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, 'থাকে' বলিলেই যাহা থাকে তাহাকে আমরা অস্তিত্বসম্পন্ন বলিয়াই বুঝি। সুতরাং, যাহা 'থাকে' তাহাকে 'নাই' বলা যায় না। আর, দ্রব্যত্ব যদি না থাকে

১ যদ্বা আকাশাদিত্রিতয়ং সত্তাব্যাপ্যজাতিযোগি সংযোগজনকত্বাৎ কর্মবদিতি ত্রিতয়মাত্রবৃত্তিজাতিসিদ্ধৌ পৃথিব্যাদিষট্কং কালবৃত্তিসত্তাব্যাপ্যজাতিমৎ সংযোগজনকত্বাদ্ ব্যোমবৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬০

তাহা হইলেও তাহাকে 'নাই' বলা চলে না। কারণ, অলীকের নিষেধ হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় সিদ্ধি ও অসিদ্ধির দ্বারা ব্যাহত হওয়ায় দ্রব্যত্বকে পক্ষ করিয়া প্রদর্শিত অনুমান সম্ভবপর হয় না। আরও দোষ এই যে, উক্ত অনুমানের হেতু যে 'উপলব্ধিবিষয়ত্বের অভাব' তাহা গোত্ব-রূপ দৃষ্টান্তে নাই। কারণ, প্রত্যক্ষাদির দ্বারা গোত্বজাতির উপলব্ধি হইয়াই থাকে এবং 'উপলব্ধি বিষয়ত্বের অভাব'রূপ হেতুটি অলীক হইয়া গিয়াছে। কারণ, বৈশেষিকমতে জ্ঞেয়ত্বের কেবলান্বয়িত্ব-নিবন্ধন তাহার অত্যন্তাভাব কোথাও থাকিতে পারে না। অতএব, পূর্বপক্ষী পূর্বোক্ত অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ করিতে পারেন না।

ইহার উত্তরে পূর্বপক্ষের সমর্থন করিতে যাইয়া মথুরানাথ বলিয়াছেন যে, 'ইদং দ্রব্যম্' 'এতানি দ্রব্যাণি' এইভাবে পৃথিব্যাদি নববিধ দ্রব্যকে বুঝাইবার জন্য দ্রব্য-পদের যে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা আমরা সকলেই স্বীকার করি।[১] ঐভাবে দ্রব্য-পদের প্রবৃত্তির প্রতি নবদ্রব্য-সাধারণ কোনও ধর্ম অবশ্যই থাকিবে; অন্যথা বিভিন্নজাতীয় পদার্থে অনুগতভাবে দ্রব্য-পদের ঐরূপে প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, দ্রব্য-পদের তাদৃশ প্রবৃত্তির নিমিত্তরূপে যাহা অবশ্য স্বীকার্য হইবে তাহাই দ্রব্যত্ব। উক্ত দ্রব্যত্ব-রূপ উপাধি স্বরূপতঃ সিদ্ধই আছে। কিন্তু, বিচার্য এই যে, উক্ত দ্রব্যত্ব জাতি হইবে অথবা গুণ হইবে। সে যাহাই হউক না কেন, দ্রব্যত্বের স্বরূপে বিসংবাদ না থাকায় দ্রব্য-পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত-রূপে সিদ্ধ যে দ্রব্যত্ব তাহাকে পক্ষ করিয়া অনুপলব্ধি-রূপ লিঙ্গের সাহায্যে উহাতে জাতিত্বাভাবের সাধন করা যাইতে পারে।[২] এই স্থলে 'অনুপলব্ধি' বলিতে লৌকিকপ্রত্যক্ষনিরূপিত যে কিঞ্চিদ্ধর্মানবচ্ছিন্ন-প্রকারতা তাহার নিষেধ বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ইহা স্পষ্টভাবেই প্রতীত হইতেছে যে পূর্বপক্ষী 'দ্রব্যপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং জাতিত্বাভাববল্লৌকিকপ্রত্যক্ষনিরূপিতকিঞ্চিদ্ধর্মানবচ্ছিন্নপ্রকারত্বাভাববত্ত্বাদ্ গুরুত্বাদিবৎ' এইরূপ অনুমানের সাহায্যে দ্রব্যত্বের জাতি-রূপতা নিষেধ করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। পূর্বোক্ত অনুমানের বিরুদ্ধে যদি আপত্তি করা যায় যে, মনস্ত্ব, ঘ্রাণত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলিকে বৈশেষিক সম্প্রদায় জাতি বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন;

১. তথাপি দ্রব্যপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং তাবদুভয়বাদিসিদ্ধং তজ্জাতিগুণবত্ত্বলক্ষণোপাধির্বেত্যেব বিবাদঃ। রহস্য, পৃঃ ১৮০

২. অনুপলব্ধেঃ স্বরূপতো লৌকিকপ্রত্যক্ষাপ্রকারত্বাৎ। ঐ

কিন্তু, ঐ সকল জাতি অতীন্দ্রিয় হওয়ায় ঐ সকল জাতিতে কিঞ্চিদ্ধর্মানবচ্ছিন্ন-প্রকারতা থাকিতে পারে না বলিয়া ঐ সকল জাতির অন্তর্ভাবে প্রদর্শিত হেতুটি ব্যভিচারী হইয়া যায় এবং সেই কারণে উহার দ্বারা দ্রব্যত্বের জাতিত্ব নিষিদ্ধ হইতে পারে না ; তাহা হইলেও পূর্বপক্ষের সমর্থনে বলা যায় যে, ঐন্দ্রিয়কসমবেতত্বও প্রদর্শিত হেতুতে বিশেষণরূপে বিবক্ষিত থাকায় অর্থাৎ ঐন্দ্রিয়কসমবেতত্ববিশিষ্ট-লৌকিকপ্রত্যক্ষনিরূপিতকিঞ্চিদ্ধর্মানবচ্ছিন্ন-প্রকারত্বাভাববত্ত্বই উক্ত অনুমানের হেতু হওয়ায় ব্যভিচারের আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ, উল্লিখিত অতীন্দ্রিয় জাতিগুলিতে বিশেষ্যাংশ থাকিলেও ঐন্দ্রিয়কসমবেতত্ব-রূপ বিশেষণাংশ না থাকায় ঐ সকল জাতিতে বিশিষ্ট হেতুটি থাকে না।[১]

অথবা, প্রথমোক্ত হেতু হইতে 'লৌকিক' অংশটি পরিত্যক্ত হইলেও ব্যভিচারের খণ্ডন হইতে পারে। এইরূপ হইলে প্রত্যক্ষনিরূপিতকিঞ্চিদ্ধর্মানব-চ্ছিন্নপ্রকারত্বই উক্ত অনুমানের হেতু হইবে। মানস জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তির সাহায্যে মনস্ত্ব প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় জাতিরও স্বরূপতঃ অলৌকিক প্রত্যক্ষ স্বীকৃত থাকায় তাদৃশ প্রকারত্বাভাব ঐ সকল জাতিতে থাকিবে না। অতএব, ব্যভিচার পরিহৃত হইল।[২]

উক্ত পূর্বপক্ষের উত্তরে কিরণাবলীকার 'ন কার্যাশ্রয়তোপলক্ষণেন' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। এই বাক্যসন্দর্ভের অভিপ্রায় এইরূপ হইবে। পূর্বপক্ষী পূর্বপ্রদর্শিতরূপে ব্যাখ্যাত অনুপলব্ধিকে হেতু করিয়াই দ্রব্যত্ব জাতির নিষেধে যত্নবান্ হইয়াছেন। এস্থলে উত্তরবাদী বলিতেছেন যে, ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, দ্রব্যত্ব-জাতির উপলব্ধি হয় না। কারণ, উহা প্রত্যক্ষতঃই উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব, অনুপলব্ধি-রূপ হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা দ্রব্যত্ব-জাতির নিষেধ হয় না। ইহার মর্মার্থ এই যে, সামান্যতঃ জন্য-ভাববস্তুর সমবায়িকারণতাগত যে সাধর্ম্য, অর্থাৎ জন্যভাবত্বাবচ্ছিন্ন-কার্যতানিরূপিতসমবায়িকারণতাত্ব-রূপ ধর্ম তাহার দ্বারা সবদ্রব্য-সাধারণ

১. ন চ মনস্ত্বপ্রাণত্বাদ্যতীন্দ্রিয়মাত্রবৃত্তিজাতৌ ব্যভিচার ঐন্দ্রিয়কসমবেতত্বে সতীত্যনেন বিশেষণাৎ। রহস্য, পৃঃ ১৮০

২. বস্তুতস্তু স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষাপ্রকারত্বাদিত্যেব হেতুর্ন তু লৌকিকত্বং নিবেশনীয়ম্। তথা চ মনস্ত্বাদাবপ্যুপনীতভানমাদায়ৈব তাদৃশপ্রকারত্বসত্ত্বাদ্ধেত্বভাবাদেব ন ব্যভিচার ইতি তত্ত্বম্। ঐ

একটি ধর্ম অভিব্যক্ত হয়, অর্থাৎ 'জন্যসমবায়িকারণত্বং কিঞ্চিদ্ধর্মাবচ্ছিন্নং কারণতাত্বাৎ, কপালনিষ্ঠঘটসমবায়িকারণতাবৎ' এই অনুমানের দ্বারা জন্যসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক-রূপে সর্বদ্রব্য-সাধারণ ধর্ম সিদ্ধ হয়। পরে ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুতে ঐ ধর্মটি আশ্রিত হওয়ায় ঐ সকল ব্যক্তি-অন্তর্ভাবে উহার নির্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তদনন্তর ঘট, পট প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য বস্তুতে চক্ষুরাদির দ্বারা ঐ ধর্মের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। অতএব, উপলব্ধিগম্য দ্রব্যত্ব-রূপ জাতিকে কখনই অনুপলব্ধি-রূপ হেতুর দ্বারা নিষিদ্ধ করা যায় না। কিরণাবলীস্থ 'কার্যতাশ্রয়তোপলক্ষণেন সাধর্ম্যেণ' এই অংশের ব্যাখ্যায় রহস্যকার 'কার্যাশ্রয়তা' বলিতে জন্যভাবত্বাবচ্ছিন্নকার্যতা-নিরূপিতসমবায়িকারণতাকে বুঝিয়াছেন[১] এবং 'উপলক্ষণ' পদটিকে তিনি 'বৃত্তি' বা 'নিষ্ঠ' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।[২] অতএব, তাঁহার অভিপ্রায়ানুসারে উক্ত গ্রন্থের অর্থ হইবে—'জন্যভাবত্বাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিত-সমবায়িকারণতানিষ্ঠ যে কারণতাত্ব, তাহার দ্বারা'।

ব্যক্তেরভেদস্তুল্যত্বং সঙ্করোঽথানবস্থিতিঃ।
রূপহানিরসম্বন্ধো জাতিবাধকসংগ্রহঃ॥

(জাতিবাধকের বর্ণনা করিতেছেন) ব্যক্তির অভেদ (অর্থাৎ অভিন্ন ব্যক্তি), তুল্যতা (অন্যূনানতিরিক্ত-বৃত্তিত্ব অর্থাৎ সমনিয়তত্ব), সাঙ্কর্য, অনবস্থা, স্বরূপহানি (ও) অসম্বন্ধ (এই) সকল জাতিবাধক।

আচার্য উদয়ন এস্থলে ছয়টি জাতি-বাধকের উল্লেখ করিয়াছেন—অভিন্ন ব্যক্তি, তুল্যত্ব, সাঙ্কর্য, অনবস্থিতি, রূপহানি ও অসম্বন্ধ এ ছয়টি জাতির বাধক হইয়া থাকে। দ্রব্যত্ব জাতি হইতে পারে না এই আশঙ্কা উপস্থাপন করিয়া উহার সমাধানপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার জাতিবাধকগুলির উপন্যাস করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, দ্রব্যত্বকে জাতি বলিয়া অস্বীকার করিতে হইলে ইহা পরীক্ষা করা আবশ্যক যে ছয়টির কোনও একটি জাতিবাধক এস্থলে উপস্থিত নাই।

এস্থলে ইহা স্মরণ করা আবশ্যক যে, আচার্য 'পূর্বে নৈকব্যক্তিকং সামান্য-মস্তি' ইত্যাদি 'লক্ষণব্যাঘাতাদসম্বন্ধাচ্চ' ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা ছয়টি জাতি-বাধকের আলোচনা করিয়াছেন এবং প্রকাশকারও সেস্থলে তাহার ব্যাখ্যা

---

১. কার্যাশ্রয়ত্বমপীতি।। জন্যসৎসামান্যাসমবায়িকারণত্বমপীত্যর্থঃ। রহস্য, পৃঃ ১৮১
২. কার্যাশ্রয়তোপলক্ষণেনেতি। জন্যসৎসামান্যসমবায়িকারণতানিষ্ঠেনেত্যর্থঃ। ঐ পৃ. ১৮০

প্রদান করিয়াছেন। আমরাও উক্তস্থলে আচার্যের অভিপ্রায় ও প্রকাশের তাৎপর্য যথামতি বিবৃত করিয়াছি।[১] এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, যদিও স্থলদ্বয়ে প্রকাশকারের ব্যাখ্যার বহুলাংশেই একরূপতা রহিয়াছে তথাপি তাঁহার অভিপ্রায়কে স্পষ্টতর করিবার উদ্দেশ্যে আমরা পুনরায় তদীয় গ্রন্থের সমীক্ষা করিতে অভিলাষী হইতেছি। প্রসঙ্গক্রমে প্রয়োজনবোধে আমরা নব্যমতেরও যথাসম্ভব আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আচার্য ব্যক্তির অভেদকে অন্যতম জাতিবাধক বলিয়াছেন। এইস্থলে ব্যক্তি-পদের দ্বারা আকাশ প্রভৃতি অভিন্ন ব্যক্তি গৃহীত হইবে। ইহার ফলে অভিন্নব্যক্তিমাত্রবৃত্তি যে ধর্ম, অর্থাৎ উপাধিবিশেষ তাহা জাতি হইবে না। অর্থাৎ আকাশ-পদের প্রবৃত্তিনিমিত্ত আকাশত্ব জাতি নহে। কারণ, উক্ত 'আকাশত্ব' ধর্মটি অভিন্নব্যক্তিমাত্রবৃত্তি। প্রমাণরূপে 'আকাশত্বং ন জাতিঃ অভিন্নব্যক্তিমাত্রবৃত্তিত্বাৎ এতদ্‌ঘটবৎ' এই আকারের অনুমান গৃহীত হইবে।[২] এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, 'অভিন্নব্যক্তি' শব্দের দ্বারা কিরূপ অর্থ প্রতীয়মান হইবে? যদি কেহ বলেন যে, অভিন্নব্যক্তি-পদের দ্বারা একত্ববিশিষ্টব্যক্তি-রূপ অর্থ গৃহীত হইবে তাহা হইলে বলা যায় যে, তাঁহার ঐরূপ উক্তি সমীচীন হইবে না। কারণ, 'সম্ভবতি সহস্রে শতম্' ইত্যাদি ন্যায়ে অনেক ব্যক্তিতেও একত্বসংখ্যা স্বীকৃত হওয়ায় 'একব্যক্তিবৃত্তিত্ব' হেতুটি জাতিত্বাভাবের ব্যভিচারী হইবে; ফলে উহা জাতিত্বাভাবের সাধক হইতে পারে না। অতএব, 'ব্যক্তেরভেদঃ' এই গ্রন্থের দ্বারা স্বপ্রতিযোগিবৃত্তিত্ব ও স্বানুযোগি-বৃত্তিত্ব এতদুভয়সম্বন্ধে ভেদবিশিষ্টান্যত্ব-রূপ পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে। আমরা অবহিত হইলেই বুঝিতে পারি যে, ঘট প্রভৃতি নানাব্যক্তিগত ঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম স্বপ্রতিযোগিবৃত্তিত্ব-স্বানুযোগিবৃত্তিত্ব এতদুভয়সম্বন্ধে 'নীলঘটো ন' ইত্যাদি প্রতীয়মানভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে। তাদৃশভেদবিশিষ্ট অন্যধর্ম যেরূপ তদ্‌ঘটত্ব প্রভৃতি হইবে তদ্রূপ আকাশত্বও হইবে। সুতরাং, তদ্‌ঘটত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া আকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মে তাদৃশভেদবিশিষ্টান্যত্ব-রূপ হেতুর দ্বারা জাতিভেদ বা জাতিত্বের অত্যন্তাভাব অনুমানপ্রমাণগম্য হইবে। প্রকাশকার যে 'আকাশত্বং ন জাতিঃ একব্যক্তিমাত্রবৃত্তিত্বাৎ এতদ্‌ঘটত্ববৎ' এইরূপ অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন, সেস্থলেও 'একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি' এই অংশে

১. কিরণাবলী, প্রথমখণ্ড, পৃঃ ২২৫
২. প্রকাশ, পৃঃ ১৬১

যথাশ্রুত অর্থ পরিহার করিয়া পূর্বোক্ত পারিভাষিক অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে।

'তুল্যত্বম্' এই স্থলে প্রকাশকার তুল্যত্ব-শব্দের অপরজাতির সহিত অন্যূনানতিরিক্তব্যক্তিবৃত্তিত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া জ্ঞান-পদের প্রবৃত্তিনিমিত্তীভূত 'বুদ্ধিত্বং জ্ঞানপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং ন জ্ঞানত্বভিন্নজাতিঃ জ্ঞানভিন্নাবৃত্তিত্বে সতি সকলজ্ঞানবৃত্তিত্বাদ্ বিষয়িত্ববৎ' এইরূপ অনুমান-প্রমাণমূলে বুদ্ধিত্বে জ্ঞানত্ববিলক্ষণ জাতিত্বের অভাব বা জাতির ভেদ সাধন করিয়াছেন।[1] এখানে প্রকাশকার বিষয়িত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এস্থলে বিচার্য এই যে, বিষয়িত্ব কেবল জ্ঞানধর্ম নহে, কারণ ইচ্ছা প্রভৃতিতেও বিষয়িত্ব স্বীকৃত হয়। সুতরাং, সামান্যতঃ বিষয়িত্বমাত্রকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিলে ইচ্ছান্তর্ভাবে দৃষ্টান্তে সাধনের অভাব থাকায় দৃষ্টান্তটি সাধনবিকল হওয়ায় উক্ত বিষয়িত্ব দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইতে পারে না। এই সমস্যার সমাধানকল্পে বলিতে হইবে যে, প্রাচীনসম্প্রদায়বিশেষের মতে ইচ্ছা বা কৃতির স্বতন্ত্রভাবে বিষয়িতা স্বীকৃত হয় না; কিন্তু, যাচিতমণ্ডনন্যায়ে জ্ঞানগত বিষয়িত্বকে গ্রহণ করিয়াই ইচ্ছা প্রভৃতির বিষয়িত্ব-ব্যবহার হইয়া থাকে। অতএব, বিষয়িত্বটি ব্যভিচারী হইবে না। অথবা, বিষয়িত্ব-পদে জ্ঞানগত-বিষয়িত্বই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া সাধনবৈকল্য বারণ করা যাইতে পারে।

বুদ্ধিত্ব এবং জ্ঞানত্ব এই ধর্মদ্বয় তুল্যবৃত্তি অর্থাৎ জ্ঞানমাত্রবৃত্তি হওয়ায় অন্যূনানতিরিক্ত ধর্মদ্বয় বিভিন্নজাতি, অর্থাৎ জাতিদ্বয় অথবা একই জাতি এইরূপ আশঙ্কার সমাধানকল্পে কিরণাবলীকার তুল্যব্যক্তিমাত্রবৃত্তি ধর্মদ্বয়ের পৃথক্ জাতিত্ব খণ্ডন করিবার জন্য 'তুল্যত্বম্' এই গ্রন্থের অবতারণা করিয়াছেন। প্রকাশকার 'তুল্যত্ব' শব্দের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, অন্যূনানতিরিক্ত ধর্মদ্বয়ের বিভিন্ন জাতিত্ব স্বীকৃত হইবে না।[2] 'অন্যূনানতিরিক্তবৃত্তিত্ব' শব্দের দ্বারা সমনিয়তত্ব বুঝিতে হইবে। 'সমনিয়তত্ব' শব্দের অর্থ হইবে 'স্বব্যাপকত্ববিশিষ্ট স্বব্যাপ্যত্ব'। অর্থাৎ, যে দুইটি ধর্ম পরস্পরের ব্যাপ্য ও ব্যাপক হইবে উক্ত ধর্মদ্বয়কে পরস্পরের সমনিয়ত বলা হয়। প্রকাশকার বুদ্ধিত্ব ও জ্ঞানত্বকে যেরূপ সমনিয়তধর্ম-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তদ্রূপ পরবর্তী নব্যসম্প্রদায় ঘটত্ব ও

১, প্রকাশ, পৃঃ ১৬১

২. কিরণাবলী, পৃঃ ১২১ দ্রষ্টব্য

কলসত্বকে অন্যূনানতিরিক্ত অর্থাৎ সমনিয়ত ধর্মদ্বয়-রূপে গ্রহণ করিয়া 'ঘটত্বং কলসত্বঞ্চ ন জাতিদ্বয়ং তুল্যব্যক্তিমাত্রবৃত্তিত্বাৎ' এইরূপ অনুমানের দ্বারা ঘটত্ব ও কলসত্ব ধর্মে দ্বিবিধ জাতিত্বের অভাব সাধন করিয়াছেন। প্রকাশকারের উদাহৃত জ্ঞানত্ব, বুদ্ধিত্ব-রূপ ধর্মদ্বয়েও উক্ত রীতিতে দ্বিবিধ জাতিত্বের অভাব সাধন করিতে হইবে।

উক্ত আলোচনার ফলে কিরণাবলীকারের ইহাই তাৎপর্য মনে হয় যে, বুদ্ধিত্ব বা জ্ঞানত্ব, ঘটত্ব বা কলসত্ব এই সকল অন্যূনানতিরিক্ত-বৃত্তি (সমনিয়ত) ধর্মদ্বয় একটিই জাতি, বিভিন্ন জাতি নহে, ইহাই 'তুল্যত্বম্' এই পদের দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে। আমরা এক্ষণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, জ্ঞানত্ব ও বুদ্ধিত্বরূপ জ্ঞানমাত্রবৃত্তি ধর্মদ্বয় এবং ঘটত্ব ও কলসত্ব-রূপ ঘটমাত্রবৃত্তি ধর্মদ্বয় অভিন্ন। অর্থাৎ, ঘটত্ব-শব্দের দ্বারা যে জাতি বোধগম্য হয় কলসত্ব-শব্দের দ্বারাও তাহাই বুদ্ধিস্থ হইয়া থাকে।[১] এবং বুদ্ধিত্ব-শব্দের দ্বারা যে জাতি প্রতীয়মান হইবে জ্ঞানত্ব-শব্দের দ্বারাও সেই জাতিই প্রতীয়মান হইবে।[২]

কিরণাবলীকার সঙ্কীর্ণ ধর্মের জাতিবাধক-রূপে যে 'সঙ্কর' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উক্ত শব্দের দ্বারা সঙ্কীর্ণ পদার্থের ধর্ম 'সাঙ্কর্য' গৃহীত হইবে অর্থাৎ এস্থলে ভাব-প্রধান নির্দেশ হইয়াছে ইহা বুঝিতে হইবে। এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা আবশ্যক যে, সঙ্কর-শব্দের সাঙ্কর্য-রূপ অর্থ গৃহীত হইলে উক্ত সাঙ্কর্যের স্বরূপ কি হইবে এবং সাঙ্কর্যের জাতিবাধকত্ব-পক্ষে যুক্তিই বা কিরূপ হইবে? পূর্বোক্ত প্রশ্নদ্বয়ের মধ্যে প্রথমটির সমাধানকল্পে প্রকাশকার 'পরস্পরাত্যন্তাভাব-সমানাধিকরণত্ববিশিষ্ট পরস্পরসমানাধিকরণত্ব'[৩] কে সাঙ্কর্যের স্বরূপ বলিয়াছেন এবং ভূতত্ব ও মূর্তত্ব ধর্মদ্বয়কে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া উক্ত সাঙ্কর্যহেতুর দ্বারা

১. তুল্যত্বঞ্চ ন জাতিবাধকং কিন্তু জাতিভেদবাধকং ঘটত্বকলসত্বাত্মকৈকজাতিস্বীকারাৎ। সেতু, পৃঃ ১৪৬

২. দ্রষ্টব্য: কোনও কোনও অতি আধুনিক টীকাকার ভাষাপরিচ্ছেদের স্বকৃত টীকাগ্রন্থে বলিয়াছেন কলসত্ব জাতি নহে, যেহেতু কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বস্বরূপ। এই উক্তি ভ্রান্তিপ্রসূত। কারণ, অবচ্ছেদকত্বনিরুক্তিগ্রন্থে জগদীশ তর্কালঙ্কার বলিয়াছেন যে 'কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব' ধর্মটি কম্বুগ্রীবাস্বরূপ। অতএব, ঘটব্যক্তিভেদে কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব বিভিন্ন। সুতরাং, সকলঘটবৃত্তি কলসত্ব-রূপ ধর্মটি ঘটত্ব-জাতিরই সমনিয়ত, কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্বের নহে।

৩. প্রকাশ, পৃঃ ১৬১। এস্থলে দ্বিতীয় 'পরস্পর' পদটি অব্যাবর্তক বলিয়া মনে হয়।

প্রবেশনত্ব ও নিষ্ক্রমণত্ব-রূপ ধর্মদ্বয়ে জাতিত্বের অভাব সাধন করিয়াছেন।[১] এস্থলে বলা যায় যে, প্রকাশকার 'ন মিথো ব্যভিচারীতি নিষ্ক্রমণত্ব-প্রবেশনত্বাদৌ জাতিসঙ্করাপত্তৌ' ইত্যাদি কিরণাবলী গ্রন্থেরই অনুবাদ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে রহস্যকার বলিয়াছেন যে, প্রকাশকারের এই ব্যাখ্যা সমীচীন হয় নাই। প্রকাশকার প্রবেশনত্ব এবং নিষ্ক্রমণত্ব এই দুইটি সঙ্কীর্ণধর্ম-রূপ ক্রিয়াবিশেষের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, উক্ত ক্রিয়াদ্বয় পরস্পরসমানাধিকরণ হইলেও পরস্পরের অভাবসমানাধিকরণ হয় না; কারণ, যে-কোন আশ্রয়ে প্রবেশ ক্রিয়া এবং নিষ্ক্রমণ ক্রিয়া নিয়মতঃ থাকার ফলেই একের অধিকরণীভূত আশ্রয়ে অপরের অভাব সম্ভাবিত হয় না। সুতরাং, কোনও অধিকরণে প্রবেশনক্রিয়ার বা নিষ্ক্রমণক্রিয়ার সামান্যাভাব প্রতীয়মান হইতে পারিবে না।[২] কিন্তু নব্য সম্প্রদায় ভূতত্ব ও মূর্তত্বরূপ ধর্মদ্বয়কে সঙ্কীর্ণধর্ম-রূপে গ্রহণ করিয়া জাতিত্বাভাব সাধন করিয়াছেন।

নব্যমতে এবং প্রকাশকারের মতে সাঙ্কর্যের স্বরূপ সম্বন্ধেও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রথমতঃ আমরা প্রাচীনপরম্পরাপ্রাপ্ত নৈয়ায়িকমতের পর্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব-স্বসামানাধিকরণ্য-এতদুভয়সম্বন্ধেন জাতিবিশিষ্টজাতিত্বাবচ্ছেদেন স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাব-প্রতিযোগিত্বাভাবনিয়মঃ অর্থাৎ স্বাভাবদ্বৃত্তিত্ব ও স্বসামানাধিকরণ্য এই দুইটি সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্টজাতিত্ব যেখানে থাকিবে সেখানে স্ব (জাতি) সমানাধিকরণাত্যন্তাভাবনিরূপিতপ্রতিযোগিত্বের অভাব অবশ্যই থাকিবে, ইহাই নিয়ম। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যায় যে, উক্ত উভয়সম্বন্ধে পৃথিবীত্বজাতিবিশিষ্ট দ্রব্যত্বকে জাতি-রূপে গ্রহণ করিলে উক্ত দ্রব্যত্ব-জাতিতে ঘটাদি-অন্তর্ভাবে যেরূপ পৃথিবীত্বের সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে তদ্রূপ জলাদি-অন্তর্ভাবে পৃথিবীত্বের অভাবসমানাধিকরণ্য বিদ্যমান থাকায় উক্ত দ্রব্যত্ব-জাতি পূর্বোক্ত

---

১. নিষ্ক্রমণত্বপ্রবেশনত্বে ন জাতী, পরস্পরাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণত্বে সতি পরস্পর-সমানাধিকরণত্বাৎ। ভূতত্বমূর্তত্ববৎ। ঐ এস্থলে আমরা পাঠে কিছু সংশোধন আবশ্যক বিবেচনা করি—নিষ্ক্রমণপ্রবেশনে ন জাতী। কারণ, অন্যত্র মূল কিরণাবলী গ্রন্থে (পৃঃ ১২১) 'নিষ্ক্রমণপ্রবেশনাদৌ' এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। অথবা, স্বার্থে ত্ব-প্রত্যয় স্বীকার করিতে হইবে।

২. তদসৎ। নিষ্ক্রমণত্বপ্রবেশনত্বয়োঃ পরস্পরাত্যন্তাভাবসামানাধিকরণ্যবিরহাৎ। ন চ তত্র নিষ্ক্রমণত্বপ্রবেশনত্বপদং বারাণসীনিষ্ক্রমণত্বপ্রযাগপ্রবেশত্বপরমিতি বাচ্যম্। রহস্য পৃঃ ১৮২

উভয়সম্বন্ধে যেরূপ পৃথিবীত্ববিশিষ্ট জাতিত্বের আশ্রয় হইয়াছে তদ্রূপ পৃথিবীত্বের সমানাধিকরণ যে অত্যন্তাভাব অর্থাৎ জলত্বাভাবাদি তন্নিরূপিত প্রতিযোগিত্বাভাবের আশ্রয় হওয়ায় পূর্বোক্ত উভয়সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্টজাতিত্ব-রূপ হেতু এবং তাদৃশ প্রতিযোগিত্বাভাবরূপ সাধ্যের ব্যাপ্যব্যাপকভাব-রূপ নিয়ম প্রমাণিত হয়। কিন্তু, ভূতত্বমূর্তত্বাদি-রূপ সঙ্কীর্ণ ধর্মে জাতিত্ব অঙ্গীকৃত হইলে উক্ত নিয়মের ব্যাঘাত হয়।[১] ইহাই সঙ্কীর্ণধর্মের জাতিবাধকতার পক্ষে যুক্তি।[২] এস্থলে ব্যক্তব্য এই যে, মূর্তত্ববিশিষ্টত্বকে হেতু-রূপে গ্রহণ করিয়া ভূতত্ব-রূপ সঙ্কীর্ণধর্মে এবং ভূতত্ববিশিষ্টত্বকে হেতু-রূপে গ্রহণ করিয়া মূর্তত্ব-রূপ সঙ্কীর্ণধর্মে জাতিত্বের অভাব সাধন করা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত মতের বিরুদ্ধে নবীন সম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সম্প্রদায় যে সাঙ্কর্যের জাতিবাধকতা স্বীকৃত না হইলে পূর্বোক্ত উভয়সম্বন্ধে জাতিবিশিষ্ট জাতিত্ব এবং স্বসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাব এতদুভয়ের ব্যাপ্যব্যাপকভাব-রূপ নিয়মের ব্যাঘাত হইবে এইভাবে সাঙ্কর্যের জাতিবাধকতা-পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন তাহা সমীচীন নহে। কারণ, তাদৃশ জাতিবিশিষ্ট জাতিত্বে স্বসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাবের যে ব্যাপ্তিগ্রহ হইবে তদনুকূল কোনও তর্ক অনুভবসিদ্ধ নহে। সন্দিগ্ধব্যভিচারস্থলে তর্কের দ্বারাই ব্যভিচার-শঙ্কার নিবৃত্তি ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়রূপে স্বীকৃত হইয়া থাকে। অতএব, যেস্থলে তর্কব্যতিরেকে ব্যাপ্তিগ্রহের উৎপত্তি সম্ভবপর নহে সেস্থলে তাদৃশ ব্যাপ্তিভঙ্গের প্রসক্তিটি ইষ্টাপত্তিই করা হইবে। অর্থাৎ, তাদৃশবিশিষ্টজাতিত্বে তাদৃশাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাবের ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং, উক্ত ব্যাপ্তিভঙ্গের ভয়ে ভূতত্ব, মূর্তত্ব প্রভৃতি সঙ্কীর্ণ ধর্মে আচার্যসম্মত জাতিত্বাভাবও স্বীকৃত হইবে না। এই অভিপ্রায়েই দিনকর উপাধ্যায় বলিয়াছেন—তাদৃশনিয়মে মানাভাবান্ন সাঙ্কর্যং জাতিবাধকমিতি নব্যাঃ।[৩]

---

১. এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে যে, স্বসামানাধিকরণ্য, স্বাভাববদ্‌বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্ব এই ত্রিতয়-সম্বন্ধে ধর্মবিশিষ্টত্বকে যে অনুগত সাঙ্কর্য বলা হইয়াছে উক্ত সাঙ্কর্য স্বত্বঘটিত হওয়ায় কি প্রকারে অনুগত হইবে? ইহার সমাধানে বক্তব্য এই যে, নবীনসিদ্ধান্তে বিশেষণাংশে 'স্ব'ত্বকে অননুগত স্বীকার করিলেও সংসর্গাংশে প্রবিষ্ট 'স্ব'ত্বকে অনুগত স্বীকার করা হইয়াছে।

২. তুলনীয়: স্বসমানাধিকরণ্য-স্বাভাবসামানাধিকরণ্যোভয়সম্বন্ধেন জাতিবিশিষ্টজাতিত্বাবচ্ছেদেন স্বসমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্বাভাব ইতি নিয়মস্য ভঙ্গপ্রসঙ্গ এবেতি। দিনকরী, পৃঃ ৫৮

৩. দিনকরী, পৃঃ ৫৮

রঘুনাথ শিরোমণি তাঁহার পদার্থতত্ত্বনিরূপণ গ্রন্থে ঈশ্বরাতিরিক্ত আকাশতত্ত্ব খণ্ডন করিয়াছেন এবং ন্যায়বৈশেষিকসম্মত পরমাণু-পরিমাণ মনের মৌলিক-পদার্থত্বও খণ্ডন করিয়া পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয়ের পরম সূক্ষ্ম অবয়ব পরমাণু অথবা ত্র্যণুকাদিস্বরূপ মন স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং, আকাশতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের স্বতন্ত্র মৌলিকতা নিরাকৃত হওয়ায় ভূতত্ব ও মূর্তত্ব এতদুভয়ের সাঙ্কর্য সম্ভাবিত হয় না। বিশেষতঃ রঘুনাথের অভিনব সিদ্ধান্তে ভূতত্ব ও মূর্তত্ব অভিন্ন জাতি। উক্ত জাতির সাধকরূপে শিরোমণি বলিয়াছেন—ভূতত্বমূর্তত্বয়োঃ ক্রিয়াসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকতয়া জাতিত্বসিদ্ধিঃ।[১]

অপ্রামাণিক পদার্থ কল্পনার অবিশ্রান্তিকে অনবস্থা বলা হয়। সত্তা, দ্রব্যত্ব প্রভৃতিগত জাত্যন্তর স্বীকৃত হইবে না কেন এই আশঙ্কার সমাধানকল্পে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, জাতিগত জাত্যন্তর স্বীকৃত হইলে অনবস্থা-দোষ ঘটিবে। সুতরাং, অনবস্থাই কৃপ্ত জাতির জাতিমত্ত্বের বাধক। তাৎপর্য এই যে, পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব প্রভৃতি যদি বৈজাত্য-রূপ জাতিবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে পৃথিবীত্বাদি জাতিগত জাতিও বৈজাত্য-রূপ জাতিবিশেষবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। পুনরায় পৃথিবীত্বাদি জাতিগত জাতি যদি জাতিবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে তাদৃশ জাতিগত জাতিতেও জাত্যন্তর স্বীকৃত হইবে না কেন? এইভাবে অব্যবস্থিত আরোপ-পরম্পরার প্রসক্তিই পৃথিবীত্ব-দ্রব্যত্বাদি-জাতিগত জাতিকল্পনার বাধক।[২]

আলোচ্য অনবস্থিতিদোষপ্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, অনবস্থাদির দ্বারা পরাহত হইলে কোনও জাতিতে জাত্যন্তর স্বীকৃত হইবে না ইহাই অনবস্থার জাতিবাধকত্ব। অনবস্থা-দোষ আত্মাশ্রয়ত্ব প্রভৃতি দোষের ন্যায় আপত্তিবিশেষ। এইজন্য অনবস্থার জাতিবাধকত্ব-পক্ষে কিরূপ আপত্তির প্রসক্তি হইবে তাহা স্পষ্ট করিবার জন্য যদি সামান্য দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন হইয়া জাতিবিশিষ্ট হয় তাহা হইলে গুণ হউক্ এইভাবে অপ্রামাণিক অনন্ত সামান্যস্বরূপের অব্যবস্থাই সামান্যগত জাতি স্বীকারের বাধক হইবে।[৩]

সম্প্রদায়ক্রমে 'রূপ-হানি' স্থলে রূপ-শব্দের দ্বিবিধ অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে।

---

১. মূর্তত্বং তু স্পন্দসমবায়িকারণতাবচ্ছেদকো জাতিবিশেষঃ। ভূতত্বং তদেব। পদার্থ-তত্ত্বনিরূপণ, পৃঃ ১৪

২. রহস্য, পৃঃ ১৮২

৩ সামান্যং যদি দ্রব্যকর্মভিন্নং সৎ জাতিমৎ স্যাৎ গুণঃ স্যাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬১

প্রাচীন সম্প্রদায় বলেন যে 'রূপ' শব্দটি লক্ষণের পরিচায়ক। অর্থাৎ বিশেষ-পদার্থে জাতি স্বীকৃত হইলে 'নিঃসামান্যত্বে সতি সামান্যভিন্নত্বে সতি সমবেতত্বম্' এইরূপ সামান্যশূন্যত্ব-ঘটিত যে বিশেষের লক্ষণ, অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম, তাহা কোনও 'বিশেষ' পদার্থে সমন্বিত না হওয়ায় অসম্ভবদোষগ্রস্ত হইবে। সুতরাং, নিঃসামান্যত্বগর্ভ উক্ত লক্ষণটি বিশেষের লক্ষণরূপে গণ্য হইতে পারে না। অতএব, উক্ত লক্ষণের হানি বিশেষ-গত জাতিকল্পনার বাধক।

নবীন সম্প্রদায় বলেন, আচার্য যে রূপহানির কথা বলিয়াছেন, এস্থলে রূপ-শব্দের দ্বারা বিশেষের স্বরূপকে গ্রহণ করিতে হইবে। স্বতোব্যাবৃত্তত্ব বা স্বতো ব্যাবর্তকত্বকে প্রশস্তপাদাচার্য বিশেষের স্বরূপ বলিয়াছেন। 'স্বতোব্যাবৃত্তত্ব' শব্দটি পর্যালোচনা করিলে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, যে-পদার্থটি স্বভিন্নলিঙ্গজন্য (লিঙ্গপরামর্শজন্য)-স্ববিশেষ্যক-স্বজাতীয়েতর ভেদের অনুমিতিবিষয়ত্ব-শূন্য হইবে সেই পদার্থই স্বতোব্যাবৃত্তত্ব-রূপে প্রতীয়মান হইবে। উক্ত স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অন্তর্গত প্রথম ও দ্বিতীয় স্ব-পদের দ্বারা দ্রব্য প্রভৃতি গৃহীত হইবে। স্ব-পদের দ্বারা দ্রব্য গৃহীত হইলে অনুমানের আকার হইবে—দ্রব্যং দ্রব্যেতরেভ্যো ভিন্নং গুণবত্ত্বাৎ। এই অনুমানের অন্তর্গত পক্ষীভূত দ্রব্য স্ব-পদের দ্বারা গৃহীত হওয়ায় স্বভিন্ন লিঙ্গ হইবে গুণবত্ত্ব-রূপ উক্ত অনুমানের সাধক হেতুটি। তাদৃশ-লিঙ্গপরামর্শজন্য অনুমিতি হইবে 'দ্রব্যং দ্রব্যেতরেভ্যো ভিন্নম্' এই আকারে দ্রব্যবিশেষ্যক দ্রব্যেতরভেদসাধ্যক অনুমিতি। উক্ত অনুমিতির বিষয়ত্ব দ্রব্য প্রভৃতি ইতরভেদানুমাপক লক্ষণের লক্ষ্যে থাকিলেও উক্ত বিষয়ত্বের অভাব বিশেষ পদার্থে থাকায় উক্ত বিষয়ত্বরূপ ধর্মই স্বতোব্যাবৃত্তত্ব-রূপে গৃহীত হইবে। যদি বিশেষ-গত জাতিবিশেষ স্বীকৃত হয় তাহা হইলে 'বিশেষো বিশেষেতরেভ্যো ভিন্নো জাতিবিশেষবত্ত্বাৎ' এই আকারে অনুমান হইতে জাতিবিশেষবত্ত্বরূপ-লিঙ্গপরামর্শজন্য বিশেষেতরভেদসাধ্যক অনুমিতিবিষয়ত্ব বিশেষ-পদার্থে স্বীকৃত হইবে। সুতরাং, তাদৃশ অনুমিতি-বিষয়ত্বের অভাব-রূপ স্বতোব্যাবৃত্তত্ব যাহা বিশেষের স্বরূপ তাহার হানি ঘটিবে। অতএব, বিশেষ-পদার্থগত জাতিবিশেষ-রূপ বিশেষত্ব স্বীকৃত হইবে না; কিন্তু, স্বতোব্যাবৃত্তত্বই বিশেষত্ব-রূপে স্বীকৃত হইবে।

রূপহানি এই পঞ্চম জাতিবাধকপ্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, যদি বিশেষ-পদার্থ দ্রব্য ও কর্ম ভিন্ন হইয়া জাতিমান্ হয় তাহা হইলে গুণ

হইতে পারে।[১] উক্ত আপত্তিকে যদি ইষ্টাপত্তি করা হয় অর্থাৎ বিশেষ-পদার্থ যদি গুণ-পদার্থে অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহা হইলে বিশেষ-পদার্থের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যে স্বতোব্যাবৃত্তত্ব, অথবা স্বতোব্যাবর্তকত্ব তাহা ব্যাহত হইবে। সুতরাং, নিজের স্বরূপের হানিই বিশেষ-পদার্থের জাতিমত্ত্বের বাধক।

অসম্বন্ধের জাতিবাধকত্বপ্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, যদি সমবায় সম্বন্ধী হইয়া সমবায়বিশিষ্ট স্বীকৃত হয় তাহা হইলে সংযোগস্বরূপ হউক এইরূপ আপত্তিই সমবায়গত জাতির বাধক হইবে। এই রীতিতে অভাবগত জাতিরও অভাব সাধন করিতে হইবে। অর্থাৎ অভাব-পদার্থ যদি সম্বন্ধিত্ববিশিষ্ট হইয়া সমবায়বান্ হয় তাহা হইলে উহা সংযোগ হউক অর্থাৎ গুণবিশেষ হউক এইরূপ আপত্তির মূলে আপাদ্যাভাবের দ্বারা সমবায়বত্তাভাবঘটিত আপাদকাভাবের নিশ্চয় হওয়ায় সমবায় ও অভাবে উক্ত প্রকারে নিশ্চিত সমবায়-সম্বন্ধিত্বের অর্থাৎ সমবায়-সম্বন্ধের অভাবই সমবায় ও অভাবের জাতিস্বীকৃতি-পক্ষে বাধক।

'অসম্বন্ধ' এই শব্দটি স্বপ্রতিযোগিত্ব ও স্বানুযোগিত্ব এতদুভয়-সম্বন্ধে সমবায়াভাববত্ত্ব-রূপ অর্থের বোধক হইবে। রহস্যকার অসম্বন্ধপদের অসমবেতত্ব-রূপ যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন ইহারও পূর্বোক্তরূপ অর্থেই তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। ভাস্কর প্রভৃতিতে অসম্বন্ধ পদের অসমবায়-রূপ অর্থ গৃহীত হইয়াছে। উহার অর্থও দিনকরী-ব্যাখ্যাত পূর্বোক্ত উভয়-সম্বন্ধে সমবায়াভাব-রূপ অর্থই হইবে।[২]

ব্যঞ্জকধর্মানুপাদায় জাতিনিরাকরণে গোত্বাদিকমপি ন স্যাৎ। ন হি সাস্নাসম্বন্ধাদ্যনবভাসে-নৈকস্য কস্যচিদ্ গৌরিতি প্রত্যয়ানুবৃত্তিরস্তি। তস্মাদস্তি দ্রব্যত্বম্।

ব্যঞ্জক ধর্মকে গ্রহণ না করিয়া জাতির নিরাকরণ করিলে গোত্ব প্রভৃতি জাতি হইবে না। সাস্না-সম্বন্ধ প্রভৃতির দ্বারা অবভাস না হইলে কোন একটির 'গরু' (অয়ং গৌঃ) এই আকারে প্রত্যয়ের অনুবৃত্তি হয় না। অতএব দ্রব্যত্ব সিদ্ধ হয়।

---

১. বিশেষো যদি দ্রব্যকর্মান্যত্বে সতি জাতিমান্ স্যাৎ গুণঃ স্যাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬২

২. প্রতিযোগিতানুযোগিতান্যতরসম্বন্ধেন সমবায়াভাবঃ। দিনকরী, পৃঃ ৫৯

সান্নাদিমত্ত্ব-রূপ অবয়বসংস্থানের দ্বারা গোপ্রভৃতি ব্যক্তির যখন অভিব্যক্তি অর্থাৎ সাক্ষাৎকার হইতে পারে তখন গোপ্রভৃতি ব্যক্তিতে সকল গোসমবেত গোত্ব-জাতি স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? অতএব, গো-ব্যক্তির ব্যঞ্জক ধর্ম যে সাস্নাদিমত্ত্ব তাহার দ্বারা গোত্ব-জাতি অন্যথাসিদ্ধ হইবে না কেন?

ইহার উত্তরে কিরণাবলীকার বলিতেছেন যে, প্রতি গোব্যক্তিভেদে অবয়বসংস্থানরূপ অর্থাৎ সাস্নাদিমত্ত্বরূপ ধর্মটি বিভিন্ন। সুতরাং, উক্ত সাস্নাদিমত্ত্ব-রূপ ব্যঞ্জকের সাহায্যে 'অয়ং গৌঃ' এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ অননুগত গো-ব্যক্তির প্রতীতি সম্ভবপর হইলেও অনুগতরূপে 'অয়ং গৌঃ, অয়ং গৌঃ', এই আকারে সকল গোব্যক্তি বিষয়ে অনুবৃত্তি-বুদ্ধি সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, তাদৃশ অনুবৃত্তির উপায়রূপে গোত্বাদি জাতি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ইহাই অভিপ্রায়।

স্বাত্মন্যারম্ভকত্বং স্বসমবেতকার্যকারিত্বং সমবায়িকারণত্বমিত্যর্থঃ।

স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব বলিতে স্বসমবেত কার্যকারিত্বকে অর্থাৎ সমবায়িকারণত্বকে (বুঝিতে হইবে)।

'স্বাত্মন্যারম্ভকত্বম্' পদের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে, 'স্বশ্চাসাবাত্মা চেতি' এই বিগ্রহে কর্মধারয়সমাসে স্বাত্মন্-পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে।[১] এই ব্যাখ্যানুসারে স্বাত্মসমবেতকার্যজনকত্বই নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে। প্রকৃতস্থলে 'স্ব' পদটি পৃথিব্যাদি মন পর্যন্ত নববিধ দ্রব্যের অন্যতমকে বুঝাইবার জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছে। কারণ, ঐগুলিই এস্থলে বুদ্ধিস্থ এবং যাহা বুদ্ধিস্থ তাহার প্রতিপাদনেই সর্বনামশব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব, ইহা বলা যায় যে, জীব বা ঈশ্বর ইহার কোনটিই প্রকৃতস্থলে আত্মন্-শব্দের অর্থ নহে। 'স্বরূপ' এই অর্থেই এখানে আত্মন্-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব, পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ বস্তুগত যে আরম্ভকত্ব তাহাই দ্রব্যের সমানধর্ম ইহাই বলা হইয়াছে। আরম্ভ-শব্দের অর্থ বিকার বা পরিণাম। পূর্বে যাহা অসৎ ছিল অর্থাৎ ছিল না তাহার আত্মলাভকেই অর্থাৎ উৎপত্তিকেই আরম্ভ বলা হয়। অতএব, উৎপত্তিজনকত্বই আরম্ভকত্ব হইবে। এইরূপ আরম্ভকত্ব গুণপদার্থেও থাকে। কারণ পটগত-

---

১ এবং স্বশ্চাসাবাত্মা চেতি স্বাত্মা তস্মিন্নারম্ভকত্বং স্বাত্মসমবেতকার্যজনকত্বং সমবায়িকারণত্বমিতি যাবৎ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৫১

রূপের প্রতি তন্তুগত রূপ কারণ হয় ইহা প্রসিদ্ধ কথা। এই নিমিত্ত অতিব্যাপ্তি বারণের প্রয়োজনে 'স্বাত্মনি' এই পদের দ্বারা দ্রব্যস্বরূপবৃত্তিত্বকে বিশেষণ করা হইয়াছে। ফলে অতিব্যাপ্তি নিরাকৃত হইবে। কারণ, দ্রব্যস্বরূপবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে আরম্ভকত্ব তাহা দ্রব্যেতর পদার্থে থাকিতে পারে না। ইহারই ফলিত অর্থরূপে কিরণাবলীকার স্বসমবেতকার্যকারিত্বকে স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব-রূপে বর্ণন করিয়াছেন।

'স্বসমবেতকার্যকারিত্বম্' এই স্থলেও পূর্ববৎ স্ব-পদের দ্বারা বুদ্ধিস্থ দ্রব্য-পদার্থকেই বুঝিতে হইবে। কার্যকারিত্ব বলিতে কার্যজনকত্বকে বুঝায়। এইরূপ হইলে দ্রব্যসমবেত যে কার্য তজ্জনকত্বই উক্ত পদের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু, ইহাতেও গুণে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিয়াই যাইবে। কারণ ঘটাত্মক দ্রব্যে সমবেত কার্য যে তদীয় রূপ তাহার জনকত্ব যেমন ঘটে থাকে সেইরূপ উহা কপালরূপেও থাকে। শাস্ত্রে কপালরূপকে ঘটরূপের সমবায়িকারণ বলা হইয়াছে। এক্ষণে যদি স্বসমবেতকার্যকারিত্ব বলিয়া স্বসমবেত কার্যের সমবায়িকারণত্বকে গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে উহার অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে সমবায়ি-কারণত্ব থাকে না।

এস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হয় না। কারণ, উহাতে 'স্বসমবেতকার্য' পর্যন্ত অংশের কোন সার্থকতা পরিদৃষ্ট হয় না ; 'সমবায়িকারণত্ব' মাত্র বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া যায়। এজন্য, কিরণাবলীকার স্বসমবেতকার্যকারিত্বের ব্যাখ্যায় উহাকে সমবায়িকারণত্ব-মাত্র অর্থেই পর্যবসিত করিয়াছেন। সুতরাং, ইহাই নিষ্কর্ষ হইবে যে স্বাত্মন্যা-রম্ভকত্ব-পদের দ্বারা সমবায়িকারণত্বই দ্রব্যের সমানধর্ম-রূপে বিবক্ষিত হইয়াছে।

গুণবত্ত্বং গুণসমবায়ঃ।

(প্রকৃতস্থলে) গুণের সমবায়কেই গুণবত্ত্ব বলা হইয়াছে।

গুণবত্ত্বকে দ্রব্যাদি নববিধ পদার্থের আর একটি সমানধর্ম বলা হইয়াছে। কিরণাবলীকার গুণবত্ত্বের ব্যাখ্যায় উহাকে গুণসমবায় বলিয়াছেন। দ্রব্যমাত্রেই গুণের সমবায় আছে। এমন কোন দ্রব্যই নাই যাহা সর্বতোভাবে নির্গুণ। অতএব, সমস্ত দ্রব্যে গুণসমবায় অর্থাৎ গুণপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্ট সমবায় থাকায় অব্যাপ্তি এবং ঐরূপ সমবায় গুণাদিতে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে না।

এস্থলে প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, মূলোক্ত গুণবত্ত্ব-পদটি এমন কোন দুর্বোধ্য পদ নহে যে তাহার ব্যাখ্যা আবশ্যক হইতে পারে। আমরা সকলেই বুঝি যে গুণাশ্রয়ত্বই গুণবত্ত্ব। কিন্তু, তৎসত্ত্বেও যে কিরণাবলীকার উহার ব্যাখ্যায় মনোযোগী হইয়াছেন ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, উহার কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে। গুণবত্ত্ব বলিতে যে-কোনও সম্বন্ধে গুণের আশ্রয়ত্বকে বুঝায়। কালিকসম্বন্ধে গুণের আশ্রয়ত্ব অন্য-গুণ ও ক্রিয়াতেও থাকে। কিন্তু, সমবায়-সম্বন্ধে গুণের আশ্রয়ত্ব কেবল দ্রব্যেই থাকে। এই অভিপ্রেত অর্থকে লক্ষ্য করিয়াই কিরণাবলীকার গুণবত্ত্বের ব্যাখ্যায় গুণবত্ত্বকে গুণসমবায় বলিয়াছেন।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, যদিও সিদ্ধান্তে সমবায়ের ভেদ স্বীকৃত হয় নাই, প্রত্যুত উহাকে একক বলা হইয়াছে এবং সেই কারণে গুণের যাহা সমবায় তাহাই জাতির সমবায়; সুতরাং জাতির সমবায়ও গুণাদিতে বিদ্যমান থাকায় উহা গুণেও অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। উত্তরে বলা যায় যে, উক্তস্থলে গুণ-পদের দ্বারা গুণপ্রতিযোগিত্ব সমবায়ের বিশেষণ-রূপে বিবক্ষিত হইয়াছে।[১] এইরূপ হওয়ায় সমবায় এক হইলেও গুণপ্রতিযোগিকত্ব-রূপ বিশেষণবিশিষ্ট সমবায় দ্রব্যাতিরিক্ত গুণাদি পদার্থে থাকিবে না। বিশিষ্টাধিকরণতার বৈলক্ষণ্য শাস্ত্রে স্বীকৃত আছে। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই ত্রিবিধ পদার্থে সত্তা আশ্রিত হইলেও গুণান্যত্ব-রূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া উহা কখনও গুণে থাকে না। ঐরূপ বিশিষ্ট সত্তার অধিকরণতা দ্রব্য ও কর্মেই থাকে। কারণ, সত্তাংশে যে বিশেষণ 'গুণান্যত্ব' তাহা গুণে থাকে না। দ্রব্যে বা কর্মে বিশেষণাংশ গুণান্যত্ব আছে আর বিশেষ্য যে সত্তা তাহাও আছে। অতএব, গুণান্যত্ব-রূপ বিশেষণবিশিষ্ট সত্তার অধিকরণ হইতে দ্রব্য ও কর্মই হইবে, গুণ নহে। তুল্যযুক্তিতে গুণপ্রতিযোগিকত্ববিশিষ্ট সমবায়ের আশ্রয় দ্রব্যই হইবে, গুণাদি হইবে না।

তদেতদ্দ্বয়ং নিমিত্তব্যবস্থাপকম্। দ্রব্যত্বং তু দ্রব্য-ব্যবহারনিমিত্তমিত্যবধেয়ম্।[২]

এই দুইটিকে (অর্থাৎ স্বাত্মন্যারম্ভকত্ব ও গুণবত্ত্বকে) নিমিত্তের ব্যবস্থাপক (অর্থাৎ দ্রব্য-পদের প্রবৃত্তির প্রতি যাহা নিমিত্ত হইবে

---

১ ব্যোমবতীকারও গুণোপলক্ষিত সমবায়কে দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়াছেন। গুণোপলক্ষিতঃ সমবায়ঃ সমবেতা বা গুণাঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৫১

২ অবসেয়ম্ পাঠান্তর

তাহার ব্যবস্থাপক) বলিয়া বুঝিতে হইবে। (ইহা দ্রব্য এইরূপ) দ্রব্য-ব্যবহারের প্রতি দ্রব্যত্বই নিমিত্ত (অন্য দুইটি নহে), ইহা বুঝিতে হইবে।

দ্রব্যত্ব, সমবায়িকারণত্ব, গুণবত্ব প্রভৃতিকে দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যত্ব-জাতিরূপ যে সাধর্ম্য তাহাই দ্রব্য-পদের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত অর্থাৎ শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম। কারণ, জাতি অনুল্লিখ্যমান হইলে স্বরূপতঃ অর্থাৎ স্বাংশে কোন বিশেষণ না লইয়াও প্রকাশিত হইবার যোগ্যতা রাখে। জাত্যতিরিক্ত পদার্থের স্বরূপতঃ প্রকাশের যোগ্যতা নাই। উহারা সর্বদা স্বাংশে কোনও প্রকার বিশেষণ লইয়াই প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই কারণে লঘুতর হয় বলিয়া দ্রব্যত্বই দ্রব্য-পদের শক্যতার অবচ্ছেদক হইবে, সমবায়িকারণত্ব বা গুণত্ব নহে। এই দুইটিকে দ্রব্য-পদের প্রবৃত্তি-নিমিত্ত যে দ্রব্যত্ব-জাতি তাহার ব্যবস্থাপক অর্থাৎ অনুমাপক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সমবায়িকারণত্ব প্রভৃতির দ্বারা যেভাবে দ্রব্যত্বের সিদ্ধি হয় তাহা পূর্বে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

কার্যকারণাবিরোধিত্বম্। কার্যকারণয়োরন্যতরেণাপি দ্রব্যজাতীয়ং ন বিরুধ্যত ইত্যর্থঃ।

কার্যকারণাবিরোধিত্ব পদের ইহাই অর্থ (যে) কার্য ও কারণ ইহাদের অন্যতরের সহিত দ্রব্যজাতীয়ের কোনও বিরোধ নাই।

কার্যকারণ-বিরোধিত্বকে দ্রব্যের আর একটি সাধর্ম্য বলা যায়। নিজের কার্য বা কারণ এতদন্যতরের দ্বারা অবিরোধকেই কিরণাবলীকার 'কার্য-'কারণাবিরোধিত্ব' পদের অর্থ-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এইস্থলে অবিরোধিত্ব অর্থাৎ অবিরোধের ব্যাখ্যা আবশ্যক বলিয়া মনে হইলেও কিরণাবলীকার তাহা করেন নাই। অবশ্য, বিরোধ বলিতে আমরা সাধারণতঃ সহানবস্থানের নিয়ম অর্থাৎ নিয়ত সহানবস্থানকেই বুঝিয়া থাকি। সুতরাং, তদনুসারে নিয়ত সহানবস্থানের অভাবকেই অবিরোধ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু, প্রকৃতস্থলে তাদৃশ অর্থে উক্ত পদের প্রয়োগ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, ঐরূপ অর্থ স্বীকার করিলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা উপস্থিত হইবে। কার্যকারণাবিরোধিত্বকে দ্রব্য প্রভৃতি নববিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা

হইতেছে। যদি উহা গুণাদিতে থাকে তাহা হইলে নিশ্চয়ই অতিব্যাপ্তি হইবে। ইষ্টসাধনতাজ্ঞান ও ইচ্ছা এতদুভয়ের মধ্যে হেতুহেতুমদ্ভাব স্বীকৃত আছে। কিন্তু, উভয়েই একত্র আত্ম-পদার্থে সমবেত হওয়ায় উহাদের মধ্যে পূর্বব্যাখ্যাত 'বিরোধ' নাই। সুতরাং, ইহা দেখা যাইতেছে যে, কার্যকারণাবিরোধিত্ব গুণপদার্থে অতিব্যাপ্ত হইয়াছে। অতএব, বিরোধিত্ব-পদের অন্যাদৃশ অর্থ বুঝিতে হইবে।

প্রকাশকার নাশ্যনাশকভাবকেই বিরোধিত্ব বলিয়াছেন।[১] তাঁহার মতে নাশ্য-নাশকভাবের অভাবই অবিরোধিত্ব হইবে। এইরূপ অর্থ-স্বীকারে পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি নিরাকৃত হইবে। কারণ, ইষ্টসাধনতাজ্ঞান তদীয় কার্য ইচ্ছার দ্বারা পরক্ষণেই বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং, অন্ততর অবিরোধ উহাদের মধ্যে নাই। ব্যোমবতীকার,[২] কন্দলীকার,[৩] রহস্যকার[৪] সেতুকার[৫] প্রভৃতি টীকাকারগণ নাশ্যনাশকভাবকেই বিরোধিত্ব বলিয়াছেন। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ঐরূপ অর্থ স্বীকার করিলে দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে। কারণ, এমন কোন দ্রব্যই পাওয়া যাইবে না যাহা তাহার কারণের দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ঘটের কার্য যে-স্বকীয় রূপ, রস প্রভৃতি গুণ অথবা জলাহরণাদি ক্রিয়া ইহাদের দ্বারা ঘট নষ্ট হইয়াছে ইহা দেখা যায় না। এইরূপ ঘটের কারণ যে কপালাদি অবয়ব অথবা কপালদ্বয়সংযোগ-রূপ গুণ উহারাও ঘটকে বিমর্দিত করে না। বরং ঐ সকল কারণের বিনাশেই ঘট বিনষ্ট হইয়া যায়। অসমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ঘটের অসমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়-সংযোগ তাহার বিনাশে যে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না ইহা আমাদের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। অবয়বগুলি বিভক্ত হইলে অবয়বী জীবিত থাকে না।

---

১ কার্যকারণেতি। যথা শব্দো গুণঃ কার্যেণ শব্দেন নাশ্যতে কর্ম চোত্তরসংযোগেন তথান্ত্যঃ শব্দ উপান্ত্যেন নাশ্যতে। নৈবং দ্রব্যজাতীয়ম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৩

২ কার্যেণ ন বিরুধ্যন্তে ন বিনাশ্যন্ত ইতি কার্যাবিরোধিনস্তেষাং ভাবঃ কার্যাবিরোধিত্বং কার্যেণ বিনাশাভাবঃ। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৫১

৩ গুণো হি কচিৎ কার্যেণ বিনাশ্যতে যথাদ্যঃ শব্দো দ্বিতীয়শব্দেন কচিৎ কারণেন বিনাশ্যতে যথান্ত্যঃ শব্দ উপান্ত্যশব্দেন কর্মাণি কার্যেণ বিনাশ্যন্তে যথোত্তরসংযোগেন দ্রব্যাণি তু ন কার্যেণ নাপি কারণেনেতি কার্যকারণাবিরোধীনি। ন্যায়কন্দলী. পৃঃ ২১

৪ ন বিরুধ্যন্তে ন নাশ্যতে…। রহস্য, পৃঃ ১৮৪

৫ সেতু, পৃঃ ১৪৮

কেহ কেহ আশ্রয়নাশে অর্থাৎ সমবায়িকারণের নাশেও কার্য্যদ্রব্যের নাশ স্বীকার করেন। ঘটের আশ্রয়ীভূত কপাল বিনষ্ট হইলে নিরাধার ঘটের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। কেহ কেহ আশ্রয়নাশস্থলেও অসমবায়িকারণের নাশকেই কার্যদ্রব্যের নাশক বলিয়াছেন। কারণ, আশ্রয়নাশস্থলেও অসমবায়িকারণের নাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। কপাল বিনষ্ট হইলে উহাদের সংযোগও অবশ্যই বিনষ্ট হয়। আশ্রয় না থাকিলে আশ্রিত গুণের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সুতরাং, কপালনাশস্থলীয় ঘটনাশেও কপালদ্বয়সংযোগের নাশকেও ঘটের নাশক বলিতে কোনও বাধা থাকিতে পারে না। কিন্তু, আমরা এই মত সমর্থন করি না। কারণ, ঐস্থলে কপালের নাশকে ঘটের নাশক না বলিয়া আশ্রয়নাশজন্য কপালদ্বয়সংযোগের নাশকে ঘটের নাশক বলিলে অসমবেত অবস্থায় ঘটের স্থিতি স্বীকার করিতে হয়। কপালনাশের পরক্ষণে সংযোগের নাশ হইবে। সংযোগনাশকে ঘটের নাশক বলিলে সংযোগনাশের পরক্ষণে ঘটের নাশ হইবে। এইরূপ হইলে সংযোগনাশের উৎপত্তিক্ষণে ঘটের অবস্থান মানিতে হয়। উহার পূর্বেই ঘটের সমবায়িকারণ কপাল বিনষ্ট হওয়ায় সংযোগনাশের উৎপত্তিক্ষণে ঘটকে অসমবেত অবস্থায় থাকিতে হয়। কিন্তু, কার্যদ্রব্য অসমবেতভাবে বিদ্যমান থাকে, ইহা স্বীকার করা যায় না।

এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরীয় জ্ঞান প্রভৃতি নিত্যগুণে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, নিত্য পদার্থের নাশ অসম্ভব বলিয়া কার্য বা কারণ এতদন্যতর-প্রযোজ্য নাশের অভাব উহাতে আছে। তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, অদৃষ্টাতিরিক্ত যে কার্যগুণ তাহার দ্বারা বিনষ্ট হয় এইরূপ পদার্থে অনাশ্রিত সত্তার সাক্ষাদ্ব্যাপ্য যে জাতি সেই জাতিমত্ত্বই 'কার্যকারণাবিরোধিত্ব' পদের দ্বারা দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে।[১] এস্থলে সত্তার সাক্ষাদ্-ব্যাপ্য যে জাতি সেই জাতিমত্ত্বকেই দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। সত্তার সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই জাতিত্রয়কে বুঝায়। ইহাদের মধ্যে দ্রব্যে দ্রব্যত্ব থাকায় অব্যাপ্তিদোষ হইবে না। কিন্তু, গুণ ও কর্মে উহার অতিব্যাপ্তি হইবে। এইজন্য সত্তাসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতিতে গুণনাশ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি দিতে হইবে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, গুণত্ব বা কর্মত্ব জাতি সত্তার সাক্ষাদ্ব্যাপ্য হইলেও উহারা গুণনাশ্য বস্তুতে আশ্রিত

১ ন চাদৃষ্টেতরকার্যগুণনাশ্যাবৃত্তিসত্তাসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৩

হয়। পূর্ববর্তী শব্দ পরবর্তী শব্দের দ্বারা নাশপ্রাপ্ত হয়। ঐ শব্দে গুণত্ব-জাতি আশ্রিত থাকে। এই কারণে সত্তার সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য হইলেও গুণনাশ্যা-বৃত্তি-রূপে উহার গ্রহণ হইবে না। এইরূপ প্রত্যেক ক্রিয়াই চতুর্থক্ষণোৎপন্ন উত্তর-সংযোগের দ্বারা পঞ্চম ক্ষণে বিনষ্ট হয়। অতএব, কর্মত্ব-জাতিকেও গুণনাশ্যাবৃত্তি-রূপে গ্রহণ করা যায় না। আপাততঃ গুণের দ্বারা দ্রব্যের নাশ হইতে দেখা যায় না বলিয়া সত্তার সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য জাতিগুলির মধ্যে অবশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব তাহাকেই গুণনাশ্যাবৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ করা যায়। উহা দ্রব্যে থাকায় এবং দ্রব্যাতিরিক্তে না থাকায় দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে কোনও বাধা থাকে না। এস্থলে বক্তব্য এই যে, বিচার করিলে দেখা যাইবে যে দ্রব্যত্ব-জাতিকেও গুণনাশ্যাবৃত্তি বলা সমুচিত হইবে না। কারণ, ঈশ্বরীয় জ্ঞানাদি-রূপ যে নিত্যগুণসকল তাহাদের কারণতা কার্যমাত্রের প্রতি স্বীকৃত থাকায় ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যের নাশ-রূপ কার্যেরও তাহারা কারণ হইবে। ঐরূপ হইলে ঘট, পট প্রভৃতি দ্রব্যগুলিকে গুণ-নাশ্যই বলিতে হয়। দ্রব্যত্ব তাহাতে আশ্রিত হওয়ায় উহাকে আর গুণনাশ্যা-বৃত্তি-রূপে পাওয়া যাইবে না। অতএব, পূর্বোক্ত সাধর্ম্য-লক্ষণটি অসম্ভব-দোষে দুষ্ট হইবে। এইজন্য, অর্থাৎ অসম্ভব-দোষের বারণকল্পে গুণে কার্যত্ব-রূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞানাদি গুণগুলি নিত্য হওয়ায় উহারা কার্যগুণ-রূপে গৃহীত হইবে না ; কিন্তু, রূপ, রস প্রভৃতি যে সকল গুণের গ্রহণ হইবে তাহাদের দ্রব্যনাশকতা না থাকায় কার্যগুণনাশ্যাবৃত্তি জাতি বলিতে দ্রব্যত্বেরই গ্রহণ হইবে। অতএব দ্রব্যে লক্ষণের সমন্বয় হইল।

কিন্তু, এইরূপ হইলেও লক্ষণটি সর্বথা নির্দোষ হইবে না। কারণ, কার্যগুণ-রূপে অদৃষ্টকে গ্রহণ করা যায় এবং কার্যমাত্রের প্রতি অদৃষ্টের কারণতা স্বীকৃত থাকায় উহা ঘট, পট প্রভৃতি জন্য-দ্রব্যের নাশেও কারণ হইবে। এইরূপ হইলে ঘটপটাদি-জন্যদ্রব্য-সাধারণ হওয়ায় দ্রব্যত্ব-জাতিকে গুণনাশ্যাবৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ করা যাইবে না। ফলে পূর্বপ্রদর্শিত অসম্ভব-দোষ থাকিয়াই যাইবে। এজন্য কার্যগুণে অদৃষ্টাতিরিক্তত্ব-রূপ বিশেষণটি দিতে হইবে। তাহা হইলে পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, অদৃষ্টাতিরিক্ত কোনও কার্যগুণের দ্বারাই জন্য-দ্রব্যের নাশ হয় না; কিন্তু, গুণ ও কর্মের নাশ হইয়া থাকে। অতএব, বিবক্ষিত জাতি-রূপে দ্রব্যত্বেরই গ্রহণ হইবে। উহা দ্রব্যাতিরিক্তে না থাকায় এবং সর্বদ্রব্য-সাধারণ হওয়ায় দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারিবে। কিন্তু, আমাদের মনে হয় যে, এই সমাধানও গ্রহণযোগ্য হইবে না। অবয়বসংযোগ-রূপ অসমবায়িকারণের

নাশ-স্থলে অবয়বদ্বয়ের বিভাগ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় অসমবায়িকারণের নাশের ন্যায় অবয়বের বিভাগকেও কার্যদ্রব্যের নাশক বলা যাইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় উক্ত বিভাগ-রূপ যে অদৃষ্টাতিরিক্ত কার্যগুণ তাহার নাশ্য ঘটপটাদি কার্য-দ্রব্যে দ্রব্যত্ব-জাতি সমবেত হওয়ায় উহাকে আর বিবক্ষিত জাতি-রূপে গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব, অসম্ভব-দোষ পরিহৃত হইল না।

ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, কার্যকারণভাবনিরূপক যে সম্বন্ধী তাহার দ্বারা বিনষ্ট হয় এইরূপ বস্তুতে থাকিবে না এমন যে জাতিমদ্বৃত্তি পদার্থ-বিভাজক উপাধি তাদৃশ উপাধিমত্ত্বই প্রকৃতস্থলে কার্যকারণাবিরোধিত্ব হইবে। পদার্থবিভাজক উপাধি দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি সাতটি ধর্ম। ইহাদের মধ্যে জাতিমদ্বৃত্তি হইবে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব। সামান্য প্রভৃতিতে জাতি না থাকায় সামান্যত্ব প্রভৃতি চারিটি ধর্মকে জাতিমদ্বৃত্তি বলা যাইবে না। জাতিমদ্বৃত্তি পদার্থ-বিভাজক দুইটি উপাধি গুণত্ব ও কর্মত্ব গুণ ও কর্মে থাকায় অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এজন্য, পদার্থবিভাজক উপাধিতে 'কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তিত্ব' এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গুণত্ব ও কর্মত্বের গ্রহণ না হওয়ায় পূর্বোল্লিখিত অতিব্যাপ্তির শঙ্কা থাকে না। কার্যকারণভাব বলিতে কার্যত্ব বা কারণত্বকে বুঝায়। কার্য ও কারণ উহাদের সম্বন্ধী। সম্বন্ধমাত্রই দ্বিষ্ঠ অর্থাৎ সম্বন্ধমাত্রেই দুইটি সম্বন্ধী থাকে। উহাদের একটিকে সম্বন্ধের অনুযোগী ও অপরটিকে প্রতিযোগী বলা হয়। কার্যত্ব-রূপ সম্বন্ধে কারণগুলি নিজ নিজ কার্যের সহিত এবং কারণত্ব-রূপ সম্বন্ধে কার্যগুলি নিজ নিজ কারণের সহিত সম্বদ্ধ হয়। অতএব, কার্যকারণ-ভাবকে অথবা কার্যত্ব বা কারণত্বকে সম্বন্ধ বলিলে কার্য ও কারণ ইহারা উক্ত-সম্বন্ধের সম্বন্ধী হইয়া থাকে। রূপ, রস প্রভৃতি গুণগত কার্যকারণভাবকে সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে উহাদের কারণ যে আশ্রয়-দ্রব্য তাহা অথবা উহাদের কার্য যে অবয়বিগত রূপ, রস প্রভৃতি তাহা তাহার সম্বন্ধী হইবে। গুণান্তর্গত শব্দনিষ্ঠ কার্যকারণভাবকে সম্বন্ধ বলিলে প্রথম শব্দের দ্বারা উৎপন্ন যে দ্বিতীয় শব্দ তাহা উক্ত সম্বন্ধের সম্বন্ধী বলিয়া গৃহীত হইবে। কার্যভূত উক্ত দ্বিতীয় শব্দের দ্বারা প্রথম শব্দের নাশ হওয়ায় এবং উক্ত শব্দে গুণত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি আশ্রিত হওয়ায় ঐ উপাধিটিকে কার্যকারণভাব-নিরূপকসম্বন্ধি-নাশ্যাবৃত্তি-রূপে গ্রহণ করা যায় না। অতএব, গুণে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই।[১]

---

১ তথাপি কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তিজাতিমদ্বৃত্তিপদার্থবিভাজকোপাধিমত্ত্ব-মভিপ্রেতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৪

এইস্থলে কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তিত্বকে তৎসন্নিহিত জাতির বিশেষণ মনে করাই স্বাভাবিক। কিন্তু, উহা জাতির বিশেষণ নহে, পদার্থ-বিভাজক উপাধিরই বিশেষণ। যদি উহা জাতির বিশেষণ হয় তাহা হইলে গুণে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। কারণ, স্নেহ-রূপ যে গুণ তাহা তদীয় কার্য বা কারণের দ্বারা বিনষ্ট হয় না। সাধারণতঃ আশ্রয়নাশের দ্বারাই উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য স্নেহত্ব-জাতিটিকে কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধি-নাশ্যাবৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে এবং ঐ জাতির আশ্রয় যে স্নেহগুণ তাহাতে গুণত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি থাকায় উহাও তাদৃশজাতিমদ্বৃত্তি-পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গৃহীত হইবে। ঐ উপাধি গুণমাত্রে থাকায় লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইল। কিন্তু, পদার্থবিভাজক উপাধিতে ঐ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে অতিব্যাপ্তি-দোষের সম্ভাবনা থাকে না।[১] কারণ, স্বকার্য দ্বিতীয় শব্দাদির দ্বারা নাশ্য শব্দ, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণে গুণত্ব আশ্রিত হওয়ায় উহাকে উহার কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। যদি পদার্থবিভাজক উপাধিতে ঐ বিশেষণটি প্রদত্ত না হয় তাহা হইলে গুণাদিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। এজন্যই উক্ত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। বিশেষণটিকে পরিহার করিলে জাতিমদ্বৃত্তি-পদার্থবিভাজক-উপাধিমত্ত্বই অবশিষ্ট থাকে। পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে দ্রব্যত্বের ন্যায় গুণত্ব ও কর্মত্ব গৃহীত হয়। গুণত্ব বা কর্মত্ব গুণাদিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

প্রদর্শিত নাশ্যাবৃত্তিত্বের ন্যায় জাতিমদ্বৃত্তিত্বও পদার্থবিভাজক উপাধির বিশেষণ-রূপে গৃহীত হইবে। ঐ বিশেষণটি পরিত্যাগ করিলে সামান্যাদিতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, ঐ অংশ পরিত্যক্ত হইলে কার্যকারণ-ভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তি-পদার্থবিভাজক-উপাধিমত্ত্বই অবশিষ্ট থাকিবে। সামান্যাদি পদার্থগুলি নিত্য বলিয়া উহারা কার্যকারণভাবনিরূপক সম্বন্ধীর দ্বারা নাশ্য-রূপে গৃহীত হইবে না। যাহারা নাশ্য-রূপে গৃহীত হইবে সেই শব্দাদি গুণ বা ক্রিয়াতে সামান্যত্বাদি পদার্থবিভাজক উপাধিগুলি অনাশ্রিতই হইয়াছে। সুতরাং, তাদৃশ নাশ্যাবৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধি

১ নাশ্যাবৃত্তিত্বমত্র বিভাজকোপাধিবিশেষণং ন তু জাতিবিশেষণম্। অন্যথা তাদৃশস্নেহত্ব-জাতিমাত্রবৃত্তিতয়া গুণত্বস্যাতিব্যাপ্ত্যাপত্তেঃ। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৪

যে সামান্যত্বাদি তাহা সামান্যাদিতে থাকায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্টই আছে। পদার্থবিভাজক উপাধিতে জাতিমদ্‌বৃত্তিত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে উক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, সামান্যত্বাদি পদার্থবিভাজক উপাধিগুলি তাদৃশ-নাশ্যাবৃত্তি হইলেও জাতিমদ্‌বৃত্তি-রূপে গৃহীত হইবে না। ফলে গুণাদিতে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নিরস্ত হইল।[১]

পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে এইরূপ প্রতীতি হওয়া স্বাভাবিক যে, এ পর্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহাতে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃতিই এইরূপ যে ইহাতে চিন্তাধারার বিশ্রাম নাই। যাহা বলা হইয়াছে তাহার অধিক আর কিছু বলিবার অবসর নাই ইহা মনে করিয়া আত্মতুষ্টি হইতে পারে না। প্রকৃতস্থলে বলা যাইতে পারে যে, পূর্বোক্ত লক্ষণটি কোন লক্ষ্যেই যায় না। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে দ্রব্যত্ব গৃহীত হইলেই উহা দ্রব্য-রূপ লক্ষ্যে সঙ্গত হইবে, অন্যথা নহে। কিন্তু, এস্থলে বক্তব্য এই যে, আমরা দ্রব্যত্বকে বর্ণিত পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, এরূপ মনুষ্যশরীর অসম্ভব নহে, যে-শরীরের দ্বারা নির্মিত অস্ত্রের আঘাতে নির্মাতৃশরীর বিনষ্ট হইবে। সুতরাং, উক্ত মনুষ্যশরীরবিশেষগত কার্যকারণভাব অর্থাৎ কারণত্ব-রূপ যে সম্বন্ধ তাহার সম্বন্ধী হইতে ঐ মনুষ্যনির্মিত অস্ত্রবিশেষ হইবে। ঐ অস্ত্রের দ্বারা নির্মাতৃশরীর বিনষ্ট হওয়ায় এবং ঐ শরীরেও দ্রব্যত্ব-রূপ জাতিমদ্‌বৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধি থাকায় দ্রব্যত্বকে আর কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তি যে জাতিমদ্‌বৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধি তদ্রূপে গ্রহণ করা যায় না। অতএব, কোনও দ্রব্যেই আর উক্ত দ্রব্যত্বের সঙ্গতি হয় না।

আরও কথা এই যে, জাতিমদ্‌বৃত্তি পদার্থ বিভাজক উপাধি-রূপে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটির গ্রহণ হয়। সামান্যত্ব প্রভৃতি অবশিষ্ট পদার্থবিভাজক উপাধি জাতিতে আশ্রিত না হওয়ায় জাতিমদ্‌বৃত্তি পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে উহাদের গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে যদি দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটি পদার্থবিভাজক উপাধির প্রত্যেকটিই কার্যকারণভাবনিরূপক সম্বন্ধীর দ্বারা নাশ্য পদার্থে আশ্রিত হইয়া যায় তাহা হইলে পূর্বোক্ত পদার্থবিভাজক উপাধি অপ্রসিদ্ধ হইবে ; ফলে লক্ষণবাক্যটি নিরর্থক হইবে।

১ সামান্যাদিবারণায় জাতিমদ্‌বৃত্তীতি। বিবৃতি পৃঃ ১৬৫

ইহার সমাধানে বিবৃতিকার বলিয়াছেন যে, নাশ্য বলিতে নাশের প্রতিযোগীকে বুঝায়। যদি কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধি-জন্য যে নাশ তৎপ্রতিযোগিত্বমাত্রই প্রকৃতস্থলে নাশ্যত্ব-রূপে বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, লক্ষণটি অপ্রসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু 'নাশ'কে যদি আরও বিশেষিত করা হয় তাহা হইলে অপ্রসিদ্ধি বা অসম্ভব-দোষের প্রসঙ্গ থাকে না। কার্যকারণভাবনিরূপক সম্বন্ধীর অব্যবহিতোত্তরক্ষণোৎপন্ন যে তাদৃশ সম্বন্ধিপ্রযোজ্য নাশ তাহার প্রতিযোগিত্বকে প্রকৃতস্থলে নাশ্যত্ব বলিয়া গ্রহণ করিলে তাদৃশ পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে দ্রব্যত্বের গ্রহণে কোন বাধা থাকে না। কারণ, নিজনির্মিত অস্ত্রের দ্বারা কদাচিৎ নিজের নাশ হইলেও উক্ত নাশকে ঐ অস্ত্রের অব্যবহিতোত্তরক্ষণে উৎপন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং, দ্রব্যত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধিটি কার্যকারণভাবনিরূপক-সম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তি-রূপে গৃহীত হইবে এবং উহা দ্রব্যে থাকায় লক্ষ্যে লক্ষণের সঙ্গতিও হইবে।[১]

কিন্তু এক্ষেত্রেও বলা যাইতে পারে যে, প্রাণের দ্বারা নির্মিত যে বিস্ফোরক-সংযোগ অথবা বৈদ্যুতিক-সংযোগ অথবা কোন বিষ-পদার্থ তাহা নিজের অব্যবহিত উত্তরক্ষণেই নির্মাতৃ-প্রাণ-দ্রব্যের বিনাশ ঘটাইতে পারে। সুতরাং, তাদৃশ প্রাণ-রূপ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব থাকায় উহাকে আর কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধি-প্রযোজ্য-অব্যবহিতোত্তরক্ষণোৎপন্ননাশ্যাবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। ইহার সমাধানে বলা যাইতে পারে যে, অসমবায়িকারণের নাশই সাবয়ব দ্রব্যের নাশক হইলে প্রদর্শিত স্থলগুলিতেও বিদ্যুদাদি সংযোগের ফলে অবয়ববিভাগ ও তজ্জনিত অবয়ব-সংযোগের নাশের পরেই প্রাণাদি সাবয়ব দ্রব্যের নাশ হইবে; বিদ্যুদাদি সংযোগের অব্যবহিত উত্তরক্ষণে উহা বিনষ্ট হইবে না। ক্ষণের সূক্ষ্মতানিবন্ধন ঐ সকল স্থলে ক্রম উপলব্ধ না হইলেও কার্যকারণভাবের নিয়মানুসারে উক্ত প্রকারেই সাবয়ব দ্রব্যের নাশ হইয়া থাকে। এইরূপে কোনও দ্রব্যকেই কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিপ্রযোজ্য-অব্যবহিতোত্তরক্ষণনাশপ্রতিযোগী বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব, দ্রব্যত্ব-রূপ পদার্থবিভাজক উপাধি তাদৃশ-নাশ্যাবৃত্তি হওয়ায় লক্ষণের যথাযথভাবে সমন্বয় হইবে।

---

১ তন্নাশ্যত্বঞ্চ তদুৎপত্ত্যব্যবহিতোত্তর (ক্ষণ) নাশপ্রতিযোগিত্বম্। তেন তচ্ছরীরকার্যখড়্গা-দিনা তন্নাশদর্শনান্নাসম্ভবঃ। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৪

এস্থলে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ব্যোমবতীকার মূলস্থ কার্যকারণাবিরোধিত্বকে অন্যতরাবিরোধিত্ব-রূপ একটি সাধর্ম্যে অথবা কার্যাবিরোধিত্ব এবং কারণাবিরোধিত্ব-রূপ দুইটি সাধর্ম্যে গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তিনি কার্যাবিরোধিত্ব বা কারণাবিরোধিত্ব বা কার্যকারণান্যতরাবিরোধিত্ব ইহাদের কোনওটিকে দ্রব্যের লক্ষণ বলেন নাই, কিন্তু দ্রব্যের সাধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন।[1] ঈশ্বরীয় জ্ঞানাদি-রূপ নিত্যগুণগুলির বিনাশ সম্ভবপর না হওয়ায় উহাদের মধ্যে কার্যাবিরোধিত্ব আছে। অতএব, কার্যাবিরোধিত্ব গুণাদিতে অতিব্যাপ্ত হয় বলিয়া উহাকে দ্রব্যের লক্ষণ বলা যায় না। এইরূপ আকাশাদি নিত্য দ্রব্যের কারণ না থাকায় উহাদের মধ্যে কারণাবিরোধিত্ব থাকে না। অতএব, অব্যাপ্তি-দোষও উপস্থিত হইবে। এই অভিপ্রায়েই ব্যোমবতীকার ঐগুলিকে দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়াছেন।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ব্যোমবতীকারের সমাধান সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হয় না। কারণ, যাহা অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইবে তাহাকে কিরূপে সাধর্ম্যই বা বলা যাইতে পারে? কিন্তু, প্রকাশকার প্রভৃতির ব্যাখ্যা অবলম্বন করিয়া কার্যকারণাবিরোধিত্বের যে পরিষ্কার প্রদর্শিত হইয়াছে তাহাতে অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তি-দোষ না থাকায় উহাকে সাধর্ম্য বা লক্ষণ বলিতে আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য, যদিও কার্যনাশ্যাবৃত্তিজাতিমদ্বৃত্তি পদার্থবিভাজকোপাধি-রূপ লঘুতর ধর্মকে দ্রব্যের সমানধর্ম বা লক্ষণ বলা যাইতে পারে ইহা সত্য, তাহা হইলেও কার্যকারণাবিরোধিত্ব-রূপ মূলের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইলে কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যাবৃত্তিজাতিমদ্বৃত্তিপদার্থবিভাজক উপাধিকেই দ্রব্যের লক্ষণ বা সাধর্ম্য বলিতে হয়।[2] এই কারণেই আমরা পূর্বোক্ত প্রণালীতে গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। বাস্তবিক পক্ষে গুরু ও লঘু ইহাদের মধ্যে গুরুধর্মটি ইতরভেদের অনুমাপক লক্ষণ বলিয়া গৃহীত হয় না যদি উহা লঘু ধর্মের দ্বারা ঘটিত হইয়া যায়। কারণ, ব্যর্থবিশেষণযুক্ত

---

১ তথা কার্যকারণয়োর্বিরোধঃ কার্যকারণবিরোধঃ স ন বিদ্যতে যেষাং তে কার্যকারণাবিরোধিনস্তেষাং ভাবঃ কার্যকারণাবিরোধিত্বং কার্যকারণয়োঃ পরস্পরাবিরোধিত্বমেক এব ধর্মঃ। যদি বা ধর্মদ্বয়ং কার্যাবিরোধিত্বং কারণাবিরোধিত্বং চেতি। কার্যেণ ন বিরুধ্যন্তে ন বিনাশ্যন্তে ইতি কার্যকারণাবিরোধিনস্তেষাং ভাবঃ কার্যাবিরোধিত্বং কার্যেণ বিনাশাভাবঃ। স চ সর্বেষু পৃথিব্যাদিষস্তীতি সাধর্ম্যং ন পুনর্লক্ষণম্। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৫১

২ যদ্যপি কার্যনাশ্যাবৃত্তীত্যেব যুক্তং তথাপি মূলানুরোধাদেবমুক্তম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৪

হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ-রূপ হেত্বাভাসে পরিগণিত করা হইয়াছে। কিন্তু, পূর্বোল্লিখিত লক্ষণ দুইটির মধ্যে লঘুগুরুভাব থাকিলেও যদি লঘুতরটির দ্বারা গুরুতর ধর্মটি ঘটিত না হয়, তাহা হইলে দুইটিকেই ইতরভেদানুমাপক লক্ষণ বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনও বাধা থাকে না। প্রকৃতস্থলে গুরুতর লক্ষণটিতে কার্যকারণভাবনিরূপকসম্বন্ধিনাশ্যনিরূপিতবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব এবং লঘুতর লক্ষণটিতে কার্যনাশ্যনিরূপিতবৃত্তিত্বের সামান্যাভাব প্রবিষ্ট আছে। এই অভাব দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়ায় একের দ্বারা অপরের গতার্থতা হইতে পারে না। অতএব, ব্যর্থতা না থাকায় দুইটি ধর্মকে আমরা দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।

অন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্। এতদ্দ্রব্যজাতীয়স্যৈব সম্ভবতীত্যর্থঃ। অথবান্ত্যাবয়বিদ্রব্যেভ্য ইতি ভবিষ্যতি।

অন্ত্যবিশেষবত্ত্ব (টি) দ্রব্যজাতীয় পদার্থের পক্ষে সম্ভব হয়, ইহাই অর্থ। অথবা, উহাকে অবয়বিদ্রব্যভিন্ন দ্রব্যের সমানধর্ম বুঝিতে হইবে।

'অন্ত্যবিশেষবত্ত্ব'কে পৃথিবী প্রভৃতি নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। ইহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, 'অন্ত্যরূপো বিশেষো ব্যাবর্তকধর্মস্তদ্বত্ত্বম্'[১]। ইহাতে বিশেষ-পদের ব্যাখ্যারূপে ব্যাবর্তক ধর্মকে বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যাহা ব্যাবর্তক ধর্ম তাহাই বিশেষ-পদের অর্থ। প্রকাশকার অন্ত্য-পদের কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। সাধারণতঃ অন্ত্য বলিতে শেষ বা চরম এইরূপ অর্থ বুঝায়। ফলে চরম যে ব্যাবর্তক ধর্ম তাহাই 'অন্ত্যবিশেষ' পদের অর্থ হইবে। চরম ব্যাবর্তক ধর্ম বলিতে আমরা তাহাকেই বুঝি যাহাকে অপেক্ষা করিয়া অপর কোনও বিশেষের কল্পনা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, যাহা অপর কোন ব্যাবর্তক ধর্মকে অপেক্ষা করিয়া পদার্থান্তর হইতে ব্যাবর্তিত হয় না; প্রত্যুত নিজেই নিজেকে ব্যাবর্তিত করে, অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহাকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলা হয় তাহাই অন্ত্য-পদের অর্থ। আমাদের মনে হয় যে, এই অভিপ্রায়েই এস্থলে অন্ত্য-পদের প্রয়োগ হইয়াছে! এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, অপর কোনও টীকাকার অন্ত্য-পদের ব্যাখ্যা করেন নাই।

যাহা হউক, পূর্বোক্ত বর্ণনা হইতে ইহা বলা অসঙ্গত হইবে না যে, স্বতোব্যাবৃত্ত

১ প্রকাশ, পৃঃ ১৬৪-৫

বিশেষ বা ব্যাবর্তক ধর্ম পৃথিব্যাদি নববিধ পদার্থের অন্যতম সাধর্ম্য। এস্থলে অন্ত্য-পদটি প্রযুক্ত না হইলে বিশেষবত্ত্বকে অর্থাৎ ব্যাবর্তকধর্মবত্ত্বকে নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হয়। কিন্তু, উহা সমীচীন হয় না। কারণ, ব্যাবর্তক ধর্ম বলিতে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি গৃহীত হইবে। ঐ সকল জাতি বা ব্যাবর্তক রূপ, রস প্রভৃতি গুণে থাকায় উহা অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। উক্ত দোষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই অন্ত্যত্বকে বিশেষের বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এক্ষণে আর উক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ, অন্ত্য-ব্যাবর্তক ধর্ম-রূপে অর্থাৎ স্বতোব্যাবৃত্ত ধর্ম-রূপে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি জাতিগুলি গৃহীত হয় না ; কিন্তু, বৈশেষিকশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ বিশেষ-নামক যে পঞ্চম পদার্থ তাহাই গৃহীত হয় এবং উহা গুণাদিতে না থাকায় ও দ্রব্যে থাকায় নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারে।

এক্ষেত্রে প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি স্বতোব্যাবৃত্তত্বই অন্ত্যত্ব হয় তাহা হইলে বিশেষ্যাংশ নিরর্থক হইয়া যাইবে ; কারণ, বৈশেষিকশাস্ত্রে বিশেষ ব্যতিরেকে অন্য কোনও পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্ত নহে। অতএব, অন্ত্যধর্মবত্ত্বকেই নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে। আর যদি মূলগ্রন্থস্থ 'বিশেষ' পদটিকে সাধারণ ব্যাবর্তক-ধর্মরূপে গ্রহণ না করিয়া বৈশেষিকশাস্ত্রস্বীকৃত পঞ্চম পদার্থ-রূপে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে অন্ত্যত্ব-রূপ বিশেষণটি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই সকল নানা দিক্ চিন্তা করিয়া বিবৃতিকার অন্ত্য-পদটিকে উপলক্ষণ বলিয়াছেন। অর্থাৎ, উক্ত পদটি বিশেষের পরিচায়কমাত্র, বিশেষণ নহে। তাদৃশ পরিচয়ে পরিচিত ব্যাবর্তক ধর্ম বিশেষ-পদার্থই হইবে এবং উহা দ্রব্যে থাকায় উহাকে সমানধর্ম বলিতে কোনও বাধা থাকিবে না।[১]

এক্ষণে ইহা লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অন্ত্যবত্ত্বকে নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা সঙ্গত হয় না। কারণ, নববিধ দ্রব্যের অন্তর্ভুক্ত যে ঘট, পট প্রভৃতি সাবয়ব দ্রব্যসমূহ, অর্থাৎ অনিত্যদ্রব্যসমূহ তাহাতে অন্ত্যবিশেষ থাকে না। শাস্ত্রে অন্ত্যবিশেষকে নিত্যদ্রব্যেরই ধর্ম বলা হইয়াছে। অতএব, অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হওয়ায় উহাকে কিরূপে নবদ্রব্যসাধারণ ধর্ম বলা যাইতে পারে? ইহার সমাধানেই কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, যদিও যথাশ্রুত অর্থেই মূলগ্রন্থের তাৎপর্য প্রতীয়মান হয়, অর্থাৎ গ্রন্থকার অন্ত্যবিশেষবত্ত্বকেই নববিধ দ্রব্যের

---

১ অন্ত্যপদং বিশেষপদার্থোপলক্ষকম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৫

সমানধর্ম বলিয়াছেন, তথাপি বাস্তবিক পক্ষে অন্ত্যবিশেষবত্ত্বকে সাবয়বভিন্ন অপরাপর দ্রব্যের সমানধর্ম বুঝিতে হইবে। ইহাতে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, সাবয়ব বা অনিত্য দ্রব্যগুলি উক্ত লক্ষণের লক্ষ্যই হইবে না। দ্রব্যেতর পদার্থে বিশেষ না থাকায় অতিব্যাপ্তির প্রশ্নই উঠে না।

প্রকৃতস্থলে অব্যাপ্তির সমাধানে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, 'অন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্' এই গ্রন্থের দ্বারা মূলকার অন্ত্যবিশেষে আশ্রিত যে সত্তাভিন্ন জাতি তাহাকেই নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়াছেন।[১] আচার্যের অভিপ্রায় হইতে প্রকাশকারের অভিপ্রায়ের ইহাই বৈলক্ষণ্য যে কিরণাবলীকার অনিত্যদ্রব্যগুলিকে অন্ত্যবিশেষবত্ত্ব-লক্ষণের লক্ষ্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই ; পক্ষান্তরে প্রকাশকার নিত্যানিত্যদ্রব্যমাত্রকেই অন্ত্যবিশেষবত্ত্বের লক্ষ্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, প্রকাশকারের ব্যাখ্যাই সমীচীন ; কারণ, প্রস্তুত প্রকরণে নবদ্রব্যসাধারণ ধর্মই বর্ণিত হইতেছে, বিশেষ বিশেষ দ্রব্যের নহে। প্রকাশকারোক্ত ব্যাখ্যায় অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ, অন্ত্যবিশেষবান্ যে আকাশাদি নিত্যদ্রব্যগুলি তাহাতে আশ্রিত সত্তাভিন্ন জাতি বলিতে দ্রব্যত্ব বা পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিই গৃহীত হয়। ঐ সকল জাতি নিত্যানিত্যদ্রব্যসাধারণ। অতএব, তাদৃশজাতিমত্ত্ব নববিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে। গুণ বা কর্মগত জাতিগুলি সত্তাভিন্ন হইলেও উহারা অন্ত্য-বিশেষের আশ্রয়ীভূত নিত্যদ্রব্যে না থাকায় তাদৃশ জাতি-রূপে উহাদের গ্রহণ হইবে না। সামান্যাদি পদার্থগুলিতে কোনও জাতি থাকে না। অতএব, প্রদর্শিত ব্যাখ্যানে অতিব্যাপ্তি-দোষের আশঙ্কাও নাই। অন্ত্য-বিশেষের আশ্রয়ীভূত পদার্থে আশ্রিত যে জাতি তদাশ্রিতত্বকে নববিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে না। কারণ, তাদৃশ জাতি-রূপে সত্তাও গৃহীত হইবে। উহা গুণ ও কর্মে থাকায় গুণ ও কর্মে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। অন্ত্য-বিশেষের আশ্রয়ীভূত যে আকাশাদি নিত্যদ্রব্যসমূহ উহাতে দ্রব্যত্ব-জাতির ন্যায় সত্তা-জাতিও আছে। অতএব, অন্ত্যবিশেষবন্নিষ্ঠ জাতি-রূপে সত্তারও গ্রহণ হইবে। এই কারণেই অন্ত্যবিশেষবদাশ্রিত জাতিতে সত্তাভিন্নত্ব-রূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় সেতুটীকাকার বলিয়াছেন যে, অন্ত্যবিশেষের

---

১ অন্ত্যবিশেষবন্নিষ্ঠসত্তেতরজাতিমত্ত্বম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫

আশ্রয়ীভূত বস্তুতে আশ্রিত যে ভাববিভাজক উপাধি সেই উপাধিমত্ত্বই প্রকৃতস্থলে অন্ত্যবিশেষবত্ত্ব হইবে। এইরূপ হইলে অনিত্যদ্রব্যে অব্যাপ্তি হইবে না। ভাববিভাজক উপাধি বলিতে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি ছয়টি উপাধিকে পাওয়া যায়। উহাদের মধ্যে অন্ত্যবিশেষের আশ্রয়ীভূত বস্তুতে আশ্রিত হইতে দ্রব্যত্বই হইবে। এই দ্রব্যত্ব নিত্যানিত্যদ্রব্যসাধারণ হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয়। ভাববিভাজক উপাধি-রূপে সত্তা গৃহীত হয় না; এজন্য, তদাশ্রয়ীভূত গুণাদিতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। আর, গুণত্ব প্রভৃতি অপরাপর ভাববিভাজক উপাধিগুলি দ্রব্যে না থাকায় উহাদিগকে অন্ত্য-বিশেষাশ্রিত উপাধি বলিয়া গ্রহণ করা সম্ভব হইবে না। অতএব, ঐ সকল উপাধির গ্রহণেও অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই।[১]

সূক্তিটীকাকার অন্ত্যবিশেষবত্ত্বকে সর্ব দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া স্বীকার করেন নাই; তিনি উহাকে নিত্য দ্রব্যেরই সমানধর্ম-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং, সেক্ষেত্রে অব্যাপ্তির প্রশ্ন উঠে না। তিনি উভয়ে অসমবেত যে নিঃসামান্য ধর্ম তৎসমবায়িত্বকে নিত্যদ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। উভয়ে অসমবেত বলিতে একটিমাত্র ব্যক্তিতে আশ্রিত ধর্মই গৃহীত হইবে। রূপাদিগত তত্তদ্‌ব্যক্তিত্বও ঐরূপ ধর্ম হইতে পারে; এজন্য, ঐরূপ ধর্ম সমবায়সম্বন্ধে না থাকায় তৎসমবায়িত্বের দ্বারা গুণাদিতে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কিন্তু, একটিমাত্র রূপব্যক্তিও উভয়াবৃত্তি ধর্মরূপে গৃহীত হয় এবং উহার সমবায় জন্য-দ্রব্যে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইতে পারে। এই আশঙ্কায় উভয়াবৃত্তিধর্মে নিঃসামান্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। গুণত্ব বা রূপত্ব-রূপ সামান্যের আশ্রয় হওয়ায় উক্ত রূপব্যক্তিকে নিঃসামান্যধর্ম-রূপে গ্রহণ করা যায় না। একমাত্র 'বিশেষ'ই এইরূপ ধর্মরূপে গৃহীত হইবে। তাহার সমবায় পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে আছে। অতএব, নিত্যদ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে।[২]

অনাশ্রিতত্বমাশ্রয়ৈকস্বভাবতা। নিত্যত্বং দ্রব্যত্বে সতীতি বোদ্ধব্যম্। চ-কারাদ্ বিপর্যয়েণ বিশেষ-

---

১ অন্ত্যবিশেষবত্ত্বম্। অন্ত্যবিশেষবদ্‌বৃত্তিভাববিভাজকোপাধিমত্ত্বং তেন নানিত্যদ্রব্যাব্যাপ্তিঃ। সেতু, পৃঃ ১৪৯

২ অন্ত্যেতি। পৃথিব্যাদীনাং নবানামবয়বিদ্রব্যেভ্যোঽন্যত্রান্ত্যবিশেষবত্ত্বম্। উভয়া-সমবেতনিঃসামান্যধর্মসমবায়িত্বমিত্যর্থঃ। সূক্তি, পৃঃ ১৪৪

রহিতদ্রব্যত্বমাশ্রিতদ্রব্যত্বমনিত্যদ্রব্যত্বঞ্চান্যত্র নিত্যদ্রব্যেভ্য ইতি।

'অনাশ্রিত' পদের অর্থ হইবে আধারৈকস্বভাবতা। দ্রব্যত্ববিশিষ্ট নিত্যত্বকেই (প্রকৃতস্থলে) নিত্যত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। চ-কারের দ্বারা বিপরীতভাবে বিশেষাভাববিশিষ্ট দ্রব্যত্ব, আশ্রিতত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্ব এবং অনিত্যত্ববিশিষ্ট দ্রব্যত্ব নিরবয়ববদ্রব্যব্যতিরিক্ত দ্রব্যের (অর্থাৎ অনিত্যদ্রব্যের) সাধর্ম্য-রূপে সমুচ্চিত হইবে।

'অনাশ্রিতত্বনিত্যত্ব'[১] এই পরমমূলস্থিত 'অনাশ্রিতত্ব'পদের ব্যাখ্যায় আচার্য বলিয়াছেন যে, প্রকৃতস্থলে আধারত্বমাত্রস্বভাবতাই অনাশ্রিতত্ব বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে। সাধারণতঃ অনাশ্রিতত্ব বলিতে যথাশ্রুতমূলানুসারে যদি আশ্রিতত্বের অভাবকেই অবয়বিদ্রব্যভিন্ন অন্যদ্রব্যের অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়া বুঝা যায়, তাহা হইলেও নিত্যদ্রব্যগুলি কাহারও আধার হয় কি না তাহা স্পষ্ট হয় না; এজন্যই বোধ হয় কিরণাবলীকার অনাশ্রিতত্বকে আধারৈকস্বভাবতা বলিয়াছেন। এস্থলে 'এক' পদের মাত্র-রূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। সাধারণতঃ স্বসমভিব্যাহৃত পদার্থভিন্ন অপর সকল পদার্থের নিষেধ মাত্র-পদের অর্থে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এইরূপ হইলে আধারৈকস্বভাবতা অর্থাৎ আধারমাত্রস্বভাবতা বলিতে নিত্যদ্রব্যের পক্ষে আধারত্বব্যতিরিক্ত অন্য সকল স্বভাবের নিষেধই বুঝিতে হয়। কিন্তু, তাহা সম্ভবপর হয় না। কারণ, নিত্যত্ব, সত্তা প্রভৃতি স্বভাবও উহাদের স্বীকৃত আছে। অতএব, প্রকৃতস্থলে আশ্রিতত্বের নিষেধই মাত্র-পদার্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে। সুতরাং, আশ্রিতত্বাভাববিশিষ্ট যে আধারতা তাহাই আধারৈকস্বভাবতা হইবে। ইহাকেই নিত্যদ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে আশ্রিতত্ব তাহার অভাবই উক্ত সাধর্ম্যের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে; অন্যথা সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়তা পরমাণু প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যে স্বীকৃত থাকায় আশ্রিতত্বাভাববিশিষ্ট আধারতা-রূপ ধর্মটি ঐ সকল নিত্যদ্রব্যে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। আধারতা বলিতেও সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নআধেয়তানিরূপিত আধারতাকেই বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে সমবায়

১ অনাশ্রিতত্বনিত্যত্বে চান্যত্রাবয়বিদ্রব্যেভ্যঃ। প্রশস্তপাদ

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন আধেয়ত্বের অভাব ও স্বরূপসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত আধারতা সমবায়ে থাকায় আশ্রিতত্বাভাববিশিষ্ট আধারতা-রূপ ধর্মের ঐ পদার্থে অতিব্যাপ্তি হইয়া যাইবে। কিন্তু, এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা নাই। কারণ, সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-আধেয়তানিরূপিত আধারতা সমবায়ে থাকে না।[১]

পৃথিব্যাদি।[২] অনেকত্বং বহুত্বসংখ্যা। অপরা জাতিশ্চ পৃথিবীত্বাদিকা, তদ্বত্তা তৎসমবায়শ্চ। সংস্কারবত্তা চেতি দ্রষ্টব্যম্।

পৃথিবী ইত্যাদি (গ্রন্থের) ব্যাখ্যা করা হইতেছে। (প্রকৃতস্থলে) বহুত্ব-সংখ্যা অনেকত্ব (পদের) অর্থ হইবে। পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে অপরা জাতি বলিয়া বুঝিতে হইবে। তদ্বত্তা বলিতে তাহার সমবায়কে বলা হইয়াছে। (এস্থলে ইহাও) দ্রষ্টব্য যে, সংস্কারাশ্রয়ত্ব (ও) উহাদের সমানধর্ম হইবে।

প্রশস্তপাদাচার্য পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মন এই ছয়টি দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়াছেন অনেকত্ব ও অপরজাতিমত্ত্ব, অর্থাৎ সত্তাভিন্নজাতিমত্ত্ব। এই সমানধর্মদ্বয়ের মধ্যে 'অনেকত্বে'র ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, বহুত্ব-সংখ্যাই অনেকত্ব। অনেকত্ব-পদের একভিন্নত্ব-রূপ অর্থ গ্রহণ করিলে ঘটপটাদি-রূপ এক একটি ব্যক্তির ভেদ আকাশ, কাল প্রভৃতি অলক্ষ্য দ্রব্যে অতিব্যাপ্ত হয়। সম্ভবতঃ এই কারণেই কিরণাবলীকার বহুত্ব-সংখ্যাকে অনেকত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, বহুত্ব-সংখ্যাকে উহাদের সমানধর্ম বলিলেই অতিব্যাপ্তি সর্বথা নিরস্ত হয় না। কারণ ঘট, পট, মঠ ও আকাশ এই ব্যক্তিচতুষ্টয়েও বহুত্ব-সংখ্যা থাকায় উহা ঘট, পট প্রভৃতির ন্যায় আকাশেও থাকিতে পারে।[৩] ইহার সমাধানে ভাস্করকার বলিয়াছেন যে, যদিও বহুত্ব-সংখ্যা উহাদের সমানধর্ম ইহা সত্য, তাহা হইলেও যে-কোনও বহুত্ব-সংখ্যাকে উহাদের সমানধর্ম বলা হয় নাই। দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য যে

১ সমবায়ে নাধারৈকস্বভাবতা। তেনেহ পরমাণুরিতি প্রতীতেস্তস্যাধেয়ত্বেহপ্যদোষঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫

২ পৃথিব্যুদকজ্বলনপবনাত্মমনসামনেকত্বাপরজাতিমত্ত্বে। প্রশস্তপাদ

৩ যদ্যপি ঘটপটাকাশা ইতি বহুত্বসংখ্যাত্রাপ্যস্তি। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫

বহুত্ব-সংখ্যা তাহাকেই উল্লিখিত ছয়টি দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং, ঘটপটাদি ও আকাশ বা কালাদিগত বহুত্ব-সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না। কারণ, উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা দ্রব্যবিভাজক উপাধিগুলির মধ্যে কাহারও ব্যাপ্য হয় না। দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিতে পৃথিবীত্বাদি মনস্ত্ব পর্যন্ত নয়টি ধর্মকে বুঝায়। বহুত্ব-সংখ্যা উহাদের মধ্যে কোন একটিরও ব্যাপ্য হয়·না। যদি তাদৃশ উপাধি-রূপে পৃথিবীত্বকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা উহার ব্যাপ্য হইবে না। কারণ, পৃথিবীত্ব নাই এমন যে আকাশ তাহাতেও উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা আছে। তুল্যভাবে দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে আকাশত্বের গ্রহণ করিলেও দেখা যাইবে যে উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা উহার ব্যাপ্য হয় নাই। কারণ, আকাশত্ব-রূপ দ্রব্যবিভাজক উপাধি নাই এমন যে ঘটপটাদি দ্রব্য তাহাতেও উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা আছে। অতএব, এইরূপ বহুত্ব-সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য বহুত্বসংখ্যা-রূপে একজাতীয়-সমুদায়গত অথবা তাদৃশ কতিপয় দ্রব্যগত বহুত্ব-সংখ্যাকে পাওয়া যাইবে, অর্থাৎ সমুদায়-পার্থিবদ্রব্যগত বহুত্ব অথবা কতিপয়-পার্থিবদ্রব্যগত বহুত্ব পৃথিব্যাদি দ্রব্যে থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইবে। তুল্যভাবে সমুদায়-জলাদিদ্রব্যগত বহুত্ব-সংখ্যাকে গ্রহণ করিয়া ঐ সকল দ্রব্যে লক্ষণের সমন্বয় হইবে। আকাশ, কাল এবং দিক্ ইহাদের স্বসমানজাতীয় বহুব্যক্তি না থাকায় ঐ সকল দ্রব্যের স্থলে এমন কোনই বহুত্ব-সংখ্যা পাওয়া যাইবে না যাহা দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য হয়। ঐ সকল ক্ষেত্রে বহুত্ব-সংখ্যা গ্রহণ করিতে হইলে ভিন্নজাতীয় কয়েকটি দ্রব্য ও আকাশাদি দ্রব্যগত বহুত্বকেই গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে। ঐরূপ বহুত্ব কখনও দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য হইবে না। অতএব, ইহা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, উপরিবর্ণিত বহুত্ব-সংখ্যা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মন এই ছয়টি দ্রব্যের সমানধর্ম।[১]

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য বহুত্ব-সংখ্যাকে পৃথিবী প্রভৃতি ছয়টি দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে এবং এইরূপ বলিলে যে ঘট, পট ও আকাশাদিগত বহুত্ব-সংখ্যার গ্রহণ না হওয়ায় আকাশাদি পদার্থে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না ইহাও বলা হইয়াছে। কিন্তু, ইহাতে আপত্তি হইতে

১ দ্রব্যবিভাজকোপাধিব্যাপ্যবহুত্বসংখ্যাবত্ত্বং বিবক্ষিতম্। নাতো দিগাকাশঘটা ইত্যাদি-বহুত্বসংখ্যামাদায়াতিপ্রসক্তিস্তস্যাঃ কস্যাপ্যুপাধের্ব্যাপ্যত্বাভাবাদ্ দিগাদি বিহায়াকাশাদৌ সত্ত্বাৎ। ঘটপটস্তম্ভা ইত্যাদির্বহুত্বসংখ্যা তু ভবতি পৃথিবীত্বাদিব্যাপ্যেত্যর্থঃ। ভাস্কর, পৃঃ ৫৯-৬০

পারে যে, দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্তি সামান্যতঃ অথবা বিশেষতঃ এই দুইভাবে হইতে পারে। এক্ষণে বক্তব্য এই যে, যদি দ্রব্যবিভাজক উপাধির সামান্যতঃ ব্যাপ্তি পূর্ববর্ণিত পরিষ্কারে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে আকাশাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। কারণ, উক্ত সামান্যতঃ ব্যাপ্তির শরীরে 'দ্রব্য-বিভাজকোপাধির্নাস্তি' এই আকারের অভাব প্রবিষ্ট থাকিবে। ঐ অভাবের অধিকরণে না থাকাই, অর্থাৎ তাদৃশ-অভাব-অধিকরণ-নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবই সামান্যতঃ ব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ অবস্থায় আকাশকে দ্রব্যবিভাজক উপাধির যে সামান্যতঃ অভাব তাহার অধিকরণ-রূপে গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ, আকাশে দ্রব্যবিভাজক উপাধির অন্যতম যে আকাশত্ব, তাহা আছে। উক্ত সামান্যতঃ অভাবের অধিকরণ হইবে গুণ প্রভৃতি। তন্নিরূপিত বৃত্তিত্ব ঘট, ও আকাশগত বহুত্ব-সংখ্যায় না থাকায় উক্ত বহুত্ব-সংখ্যা সামান্যতঃ দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য হইয়া গিয়াছে। অতএব, ঐ বহুত্ব-সংখ্যাকে লইয়া আকাশে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। কিন্তু, যদি বলা যায় যে, দ্রব্যবিভাজক উপাধির সামান্যতঃ অভাব উক্ত পরিষ্কারে প্রবিষ্ট হয় নাই; কিন্তু, বিশেষতঃ অভাবই প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলেও অতিব্যাপ্তির উদ্ধার হইবে না। কারণ, দ্রব্য-বিভাজক উপাধির বিশেষতঃ অভাব বলিতে 'পৃথিবীত্বং নাস্তি' বা 'জলত্বং নাস্তি' এই আকারের অভাবই গৃহীত হইবে। ইহার মধ্যে প্রথমটির গ্রহণ করিলে জলাদিগত বহুত্ব-সংখ্যাকে দ্রব্যবিভাজক উপাধির ব্যাপ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ, জলাদি উক্ত অভাবের অধিকরণ হইবে এবং উহাতে জলাদিগত বহুত্ব-সংখ্যা অনাশ্রিত হইবে না। আর যদি জলাদির অভাবকে ব্যাপ্তিশরীরে প্রবেশিত করা হয়, তাহা হইলে পৃথিবীগত বহুত্ব-সংখ্যার গ্রহণ সম্ভবপর হইবে না। কারণ, জলত্বাভাবের অধিকরণ পৃথিবীতে পার্থিবপদার্থগত বহুত্ব-সংখ্যা অনাশ্রিত হয় না। পূর্বোক্ত দ্বিবিধ ব্যাপ্তি ভিন্ন অন্যপ্রকার ব্যাপ্তি সম্ভবপর নয়। এজন্য পূর্বোক্ত পরিষ্কার দোষরহিত বলিয়া মনে হয় না।

পূর্বোক্ত 'অনেকত্বে'র ব্যাখ্যায় সূক্তিটীকাকার বলিয়াছেন যে, প্রকৃতস্থলে বহুসমবেত যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি সেই উপাধিমত্ত্বকেই অনেকত্ব-পদের দ্বারা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আত্মা ও মনের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। সুতরাং, অনেকত্ব, অর্থাৎ বহুত্ব-সংখ্যা উহাদের সমানধর্ম নহে। ইহাতে পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এ স্থলে দ্রব্যবিভাজক উপাধিকেই

পৃথিব্যাদি ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। কেবল দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিলে আকাশত্বকে পাওয়া যায়; সুতরাং, তদ্দ্বারা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে। এজন্য উক্ত দ্রব্যবিভাজক উপাধিকে বহুসমবেত বলা হইয়াছে। ফলে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, আকাশত্ব, কালত্ব এবং দিক্‌ত্ব দ্রব্যবিভাজক এই উপাধিগুলি বহুসমবেত হয় না। পৃথিবীত্ব, জলত্ব, প্রভৃতি দ্রব্যবিভাজক উপাধিগুলি বহুসমবেত হওয়ায় এবং উহাদের এক একটি পৃথিবী প্রভৃতি ষড়্‌বিধ দ্রব্যে থাকায় সর্বত্রই লক্ষণের সমন্বয় হয়। উক্তস্থলে বহুসমবেত দ্রব্যবিভাজক উপাধিকে সাধর্ম্য না বলিয়া যদি বহুত্বসমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাজক উপাধিকে সাধর্ম্য বলা যায় তাহা হইলে আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তির পরিহার হইবে না।[১] কারণ ঘট, পট ও আকাশাদি বহুত্ব-সংখ্যার অধিকরণ আকাশে বহুত্ব-সংখ্যা থাকায় তদ্দ্বারা আকাশে অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইবে। এই কারণেই বহুসমবেতত্বকে দ্রব্যবিভাজক উপাধির বিশেষণ করা হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, আকাশত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি বহুত্ব-সংখ্যার অধিকরণে আশ্রিত হইলেও সমবায়-সম্বন্ধে আশ্রিত না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে না।[২]

অনেকত্ব-রূপ সাধর্ম্যের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রহস্যকার বলিয়াছেন যে, স্বানধিকরণা-বৃত্তি যে বহুত্ব-সংখ্যা তাহার সহিত সমানাধিকরণ যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তাদৃশ উপাধিমত্ত্বকে অনেকত্ব-পদের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থষট্‌কের সমানধর্ম বলা হইয়াছে।[৩] এইরূপ হইলে আকাশত্ব, কালত্ব, দিক্‌ত্ব প্রভৃতি দ্রব্যবিভাজক উপাধিগুলিকে গ্রহণ করিয়া আকাশাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। এস্থলে স্ব-পদের দ্বারা অভিমত উপাধিকে গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত স্থলে যদি আমরা ইহা বুঝিতে চাই যে, এইরূপ লক্ষণ স্বীকৃত হইলে আকাশাদিতে

---

১ যদ্যপি ঘটপটাকাশা ইতি বহুত্বসংখ্যাত্রাপ্যস্তি তথাপি সমানাধিকরণদ্রব্যবিভাজকোপাধি-ব্যাপ্যবহুত্বসংখ্যাবত্ত্বমিহাভিহিতম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৫-৬

২ অনেকত্বম্ বহুসমবেতদ্রব্যবিভাজকবত্ত্বম্। সূক্তি, পৃঃ ১৫৩

৩ আমরা যে প্রতিলিপি পুস্তক হইতে মথুরানাথের ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলাম তাহাতে 'স্বানধিকরণাবৃত্তিবহুত্ববৃত্তিসমানাধিকরণদ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বে...তাৎপর্যম্।' (রহস্য, পৃঃ ১৮৬) এই পাঠ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে পাঠটি অশুদ্ধ, লিপিকর-প্রমাদ বলিয়াই মনে হয়। আমরা পাঠটির সংশোধন করিয়াছি—স্বানধিকরণাবৃত্তিবহুত্বসমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বে... তাৎপর্যম্।

অতিব্যাপ্তি হইতেছে কি না, তাহা হইলে আকাশত্বকে দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি অন্য কোন দ্রব্যবিভাজক উপাধি আকাশে থাকে না। এইরূপ হইলে ঐ উপাধিটিকে বহুত্ব-সংখ্যার সহিত সমানাধিকরণ করিবার জন্য ঘট, পট ও আকাশগত যে বহুত্ব-সংখ্যা তাহাকেই গ্রহণ করা আবশ্যক হইবে। কারণ, আকাশের স্বগত ভেদ নাই বলিয়া ভিন্নজাতীয় পদার্থের সহিত একত্রীকরণের ফলেই উহাতে বহুত্ব-সংখ্যার সমাবেশ সম্ভবপর হইতে পারে। এই স্থলে স্ব-পদের দ্বারা আকাশের গ্রহণ হইবে। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, আকাশগত বহুত্ব-সংখ্যা 'স্ব' এর অনধিকরণে অনাশ্রিত হইল কি না। বাস্তবিক পক্ষে, বহুত্ব-সংখ্যা 'স্ব'-এর, অর্থাৎ আকাশত্বের অনধিকরণে অনাশ্রিত হয় নাই। কারণ, আকাশত্বের অনধিকরণ যে ঘট, পট প্রভৃতি তাহাতে ঐ বহুত্ব-সংখ্যা আশ্রিতই হইয়া থাকে। এইরূপে আকাশাদিগত সকল বহুত্ব-সংখ্যা স্বানধিকরণবৃত্তি হইয়া যায়। সুতরাং, স্বানধিকরণাবৃত্তি বহুত্ব-সংখ্যা অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় আকাশত্ব-রূপ দ্রব্যবিভাজক উপাধিকে আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। সুতরাং, লক্ষণটি আকাশাদিতে অতিব্যাপ্ত হয় না। প্রত্যুত, পৃথিব্যাদি ষড়্‌বিধ দ্রব্যে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হয়। ঐ সকল লক্ষ্যে লক্ষণ-সমন্বয় করিতে হইলে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকেই দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিব্যাদি দ্রব্যগুলির স্বগতভেদ থাকায় বহুত্ব-সংখ্যা-রূপে সমানজাতীয় ঘট-পট-মঠাদিগত বহুত্ব গৃহীত হইতে পারে। ঐ বহুত্ব-সংখ্যা পৃথিবীত্বাদি-রূপ দ্রব্যবিভাজক উপাধির অনধিকরণ যে জলাদি দ্রব্য তাহাতে অনাশ্রিত হওয়ায় ঐ বহুত্ব-সংখ্যাকে আমরা স্বানধিকরণাবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। সুতরাং, ইহা দেখা যাইতেছে যে, অভিমত দ্রব্যবিভাজক উপাধিরূপে পৃথিবীত্বাদির গ্রহণ করিলে স্বানধিকরণাবৃত্তি বহুত্ব-সংখ্যা অপ্রসিদ্ধ হয় না। তুল্যভাবে জলত্বাদি-রূপ দ্রব্যবিভাজক উপাধিগুলিরও গ্রহণ হইবে। ঐ সকল উপাধির এক একটি পৃথিবী প্রভৃতি এক এক দ্রব্যে আশ্রিত হওয়ায় পৃথিব্যাদি দ্রব্যগুলিতে যথাযথ-ভাবেই লক্ষণের সমন্বয় হইবে।

পৃথিবী প্রভৃতি ষড়্‌বিধ দ্রব্যের আর একটি সমানধর্ম অপরজাতিমত্ত্ব। ইহার ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকেই অপরা জাতি বলিয়াছেন।[১] বৈশেষিক শাস্ত্রে সত্তাভিন্ন অপর সকল জাতিকেই অপরা জাতি

১ অপরা জাতিঃ পৃথিবীত্বাদিকা। কিরণাবলী, পৃঃ ১৬৬

বলা হয়। সুতরাং, অপরা জাতি বলিতে পৃথিবীত্বাদির ন্যায় রূপত্ব, রসত্ব, কর্মত্ব, উৎক্ষেপণত্ব, অবক্ষেপণত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত হইতে পারে। ঐ সকল জাতি গুণ ও কর্মে থাকায় অপরজাতিমত্ত্ব-রূপ দ্রব্যের সাধর্ম্য অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। এই কারণেই কিরণাবলীকার পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে অপরা জাতি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। ঐ জাতিগুলি পৃথিবী প্রভৃতি ষড়্‌বিধ দ্রব্যে থাকায় এবং গুণ ও কর্মে না থাকায় সাধর্ম্যটি অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইবে না।

প্রকৃতস্থলে ষড়্‌বিধ পদার্থের মধ্যে কেবল দ্রব্য-পদার্থের সাধর্ম্য ব্যাখ্যান প্রক্রান্ত হওয়ায় নববিধদ্রব্য-সাধারণ যে দ্রব্যত্ব-জাতি তাহাই বুদ্ধিস্থ হয়। অতএব, এই স্থলে ঐ দ্রব্যত্ব-জাতি অপেক্ষায় যে সকল জাতি অপরা হইবে অর্থাৎ দ্রব্যত্বের সমানাধিকরণ হইয়া উহার ন্যূনবৃত্তিক হইবে তাহাদেরই অপরা জাতি বলা হইবে।[১] দ্রব্যত্বের সমানাধিকরণ অথচ ন্যূনবৃত্তিক হইতে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিই হইবে। অতএব, কিরণাবলীকার ফলকীর্তনরূপেই পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে অপরা জাতি বলিয়াছেন। সুতরাং, দ্রব্যত্ব-সমানাধিকরণত্ববিশিষ্ট তন্ন্যূনবৃত্তিজাতিমত্ত্বকেই উক্ত গ্রন্থের দ্বারা পৃথিব্যাদি ষড়্‌বিধ পদার্থের সমানধর্ম বলা হইয়াছে।

পরমমূলস্থ 'পৃথিব্যূদক…' ইত্যাদি গ্রন্থের উপলক্ষণপরতা স্বীকার করিয়া কিরণাবলীকার সংস্কারবত্ত্বকে পূর্বোক্ত ষড়্‌বিধ দ্রব্যের আর একটি সাধর্ম্য বলিয়াছেন। বৈশেষিকনয়ে বেগ, স্থিতিস্থাপকত্ব এবং ভাবনা এই গুণত্রয়কে সংস্কার বলা হইয়াছে। ক্ষিতি, জল, তেজ ও বায়ুতে বেগ এবং স্থিতিস্থাপকত্ব এই দ্বিবিধ সংস্কার, মনে বেগ (এবং কাহারও কাহারও মতে স্থিতিস্থাপকতা) এবং আত্মাতে ভাবনাখ্য সংস্কার বিদ্যমান আছে।[২] অতএব, সংস্কারবত্ত্বকে ষড়্‌বিধ

---

১ অপরজাতিমত্ত্বং দ্রব্যত্বন্যূনবৃত্তিজাতিমত্ত্বম্। সূক্তি, পৃঃ ১৫৩
মথুরানাথ এস্থলে দ্রব্যনিষ্ঠান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকদ্রব্যবৃত্তিজাতিত্বকেই অপরা জাতির লক্ষণ বলিয়াছেন। দ্রব্যনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাব বলিতে 'পৃথিবীত্ববান্ ন' এই যে ভেদ তাদৃশ ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক পৃথিবীত্বকে গ্রহণ করা যাইবে।

২. কেষাঞ্চিন্মতে মনস্যপি স্থিতিস্থাপকত্বস্য সত্ত্বাদিতি ভাবঃ। মনসি কেষাঞ্চিন্মতে স্থিতিস্থাপক ইতি বাদিবিনোদে ব্যক্তম্। সেতু, পৃঃ ১৫৩

পৃথিব্যাদিষু বেগস্থিতিস্থাপকৌ, জীবাত্মনি ভাবনেত্যর্থঃ। মনস্যপি স্থিতিস্থাপক ইতি কৈশ্চিল্লিখনাৎ। ভাস্কর, পৃঃ ৬০

দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে কোন বাধা নাই। এস্থলে অবশ্য প্রশ্ন হইতে পারে যে, উল্লিখিত ষড়্‌বিধ দ্রব্যের মধ্যে ঈশ্বরও প্রবিষ্ট আছেন; কারণ বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে জীব ও ঈশ্বর ভেদে আত্মার দ্বৈবিধ্য স্বীকৃত আছে। কিন্তু, ইহা দেখা যায় যে, উক্ত সংস্কারগুলির কোনটিই ঈশ্বরে নাই। ঈশ্বরীয় জ্ঞান সর্ববিষয়ক, নিত্য ও অপরোক্ষাত্মক হওয়ায় ঈশ্বর কখনও পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ করেন না। অতএব, ভাবনাত্মক সংস্কার ঈশ্বরে থাকিতে পারে না। আর, বেগ ও স্থিতিস্থাপকত্বের কোনও প্রশ্নই নাই। এরূপ অবস্থায় সংস্কার-বত্ত্ব-রূপ ধর্মটি ঈশ্বর-রূপ আত্মার অন্তর্ভাবে অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। ইহার সমাধানে মথুরানাথ বলেন যে, সংস্কারবত্ত্ব-পদের দ্বারা আচার্য সাক্ষাদ্‌ভাবে সংস্কারকেই দ্রব্যাদি ষড়্‌বিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলেন নাই, কিন্তু সংস্কারবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যনিষ্ঠ-অন্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকীভূত যে জাতি সেই জাতিমত্ত্বকেই সাধর্ম্য বলিয়াছেন। এক্ষণে আর ঈশ্বরান্তর্ভাবে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, পূর্বোক্ত প্রকারে জাতি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণ হইতে পারিবে এবং ঐ আত্মত্ব-জাতি জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরেও থাকায় অব্যাপ্তির পরিহার হইবে। পূর্বোক্ত পরিষ্কারে সংস্কারবদ্‌বৃত্তিত্বটিকে জাতির একটি বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিতে হইবে এবং দ্রব্যনিষ্ঠান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্বকে উক্ত জাতির দ্বিতীয় বিশেষণ-রূপে বুঝিতে হইবে। সুতরাং, ইহা সুস্পষ্ট হইতেছে যে, লক্ষণবাক্যে বর্ণিত জাতিতে সংস্কারবদ্‌বৃত্তিত্ব এবং দ্রব্যনিষ্ঠান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এই ধর্মদ্বয় বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। উক্ত বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট জাতি-রূপে পৃথিবীত্বকে পাওয়া যাইবে। কারণ, উহা স্থিতিস্থাপকত্ব-রূপ সংস্কারবিশিষ্ট যে কট প্রভৃতি পার্থিব বস্তু তাহাতে আশ্রিত হয় এবং 'পৃথিবীত্ববান্ ন' এই ভেদ জলাদি দ্রব্যে থাকায় ঐ পৃথিবীত্ব জাতি দ্রব্যনিষ্ঠ যে অন্যোন্যাভাব ('পৃথিবীত্ববান্ ন' এইরূপ ভেদ) তাহার প্রতিযোগিতারও অবচ্ছেদক হয়। অতএব, বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট জাতি-রূপে গৃহীত যে পৃথিবীত্ব-জাতি তাহা সকল পার্থিব দ্রব্যে থাকায় পৃথিবীতে উক্ত লক্ষণের সমন্বয় হইবে। এইরূপেই জলত্ব প্রভৃতি জাতিগুলির গ্রহণ হইবে এবং তদ্দ্বারা জলাদি অবশিষ্ট দ্রব্যেও লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। উক্ত বিশেষণদ্বয়-বিশিষ্ট জাতি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণে কোনও বাধা থাকে না; কারণ, ভাবনাখ্য সংস্কারের আশ্রয়ীভূত জীবাত্মসমূহে আশ্রিত আত্মত্ব-জাতিতে যে সংস্কারবদ্‌-বৃত্তিত্ব-রূপ বিশেষণটি আছে তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আর, জলাদিদ্রব্যে 'আত্মত্ববান্ ন' এই আকারের ভেদ বিদ্যমান থাকায় উহা যে দ্রব্যনিষ্ঠা-

ন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়াছে তাহাও তুল্যভাবেই বুঝা যায়। অতএব উক্ত বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট আত্মত্ব-জাতি জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ত্র বিদ্যমান থাকায় ঈশ্বরেও এই লক্ষণের সমন্বয় হয়।[১]

পূর্ববর্ণিত বিশেষণদ্বয়ের প্রথমটি পরিহার করিলে দ্রব্যনিষ্ঠান্যোন্যাভাব-প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক জাতিমত্ত্বকে দ্রব্যাদি ষট্‌পদার্থের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। কিন্তু, উহা সঙ্গত হয় না। কারণ, ঐরূপ হইলে রূপত্ব, রসত্ব, কর্মত্ব প্রভৃতি জাতিরও গ্রহণ হইবে এবং তদ্দ্বারা কর্মে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইবে। দ্রব্যনিষ্ঠান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক জাতি-রূপে যে রূপত্ব বা কর্মত্বের গ্রহণ হয় তাহা সহজেই বুদ্ধিস্থ করা যায়। কারণ, বায়ু ও আকাশে 'রূপত্ববান্ ন' এই ভেদ এবং 'কর্মত্ববান্ ন' এই ভেদ থাকায় রূপত্ব ও কর্মত্ব জাতি দ্রব্যনিষ্ঠ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই, 'সংস্কারবদ্‌বৃত্তিত্ব' এই বিশেষণটি দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, রূপত্ব বা কর্মত্ব জাতি কদাচ সংস্কারবান্ পদার্থে আশ্রিত হয় না।[২] এস্থলে দ্বিতীয় বিশেষণটি পরিত্যক্ত হইলে, অর্থাৎ কেবল সংস্কারবদ্‌বৃত্তিজাতিমত্ত্বকে উক্ত ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিলে সংস্কারবদ্‌বৃত্তি জাতি-রূপে সত্তা ও দ্রব্যত্বের গ্রহণ হয়। উহারা আকাশে ও গুণপদার্থে থাকায় উক্ত লক্ষণ অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়।

ক্ষিতিরিত্যাদি[৩]। ক্রিয়া স্পন্দস্তদ্বত্তা। মূর্তত্বম-সর্বগতপরিমাণবিশেষঃ। পরত্বাপরত্বে গুণবিশেষৌ বক্ষ্যেতে। বেগঃ সংস্কারবিশেষস্তদ্বত্ত্বা।

'ক্ষিতি' ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। (প্রকৃতস্থলে) স্পন্দই 'ক্রিয়া' পদের অর্থ হইবে (এবং) তদাশ্রয়ত্বই (ক্ষিত্যাদি পদার্থের) সাধর্ম্য হইবে। অসর্বগত পরিমাণই মূর্তত্ব। তাহার যোগ (অর্থাৎ সমবায়কে) উক্ত দ্রব্যসমূহের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

---

১ ন চেশ্বরাত্মন্যব্যাপ্তিঃ সংস্কারবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যনিষ্ঠান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকজাতিমত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। রহস্য, পৃঃ ১৮৭

২ গুণকর্মাতিব্যাপ্তিবারণায় বৃত্ত্যন্তং জাতিবিশেষণম্। ঐ

৩ ক্ষিতিজলজ্যোতিরনিলমনসাং ক্রিয়াবত্ত্বমূর্তত্বপরত্বাপরত্ববেগবত্ত্বানি। প্রশস্তপাদ

(গুণবিভাগে কীর্তিত যে) পরত্ব ও অপরত্ব তাহাই প্রকৃতস্থলে পরত্ব ও অপরত্ব হইবে। অগ্রে পরত্ব ও অপরত্ব ব্যাখ্যাত হইবে। সংস্কার-বিশেষই বেগ-পদের অর্থ। উহার আশ্রয়ত্বকে ঐ সকল দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে।

প্রশস্তপাদাচার্য 'ক্ষিতি' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও মন এই পঞ্চবিধ পদার্থের ক্রিয়াবত্ত্ব, মূর্তত্ব, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগবত্ত্ব এই পাঁচটিকে সমানধর্ম বলিয়াছেন। এই মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় আচার্য উদয়ন 'ক্রিয়া' পদের অর্থ বলিয়াছেন স্পন্দ। সাধারণতঃ ক্রিয়া বলিতে আমরা স্পন্দকেই বুঝিয়া থাকি অর্থাৎ স্পন্দন ক্রিয়া-পদের প্রসিদ্ধ অর্থ। অতএব, এস্থলে এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক যে, কিরণাবলীকার যখন প্রসিদ্ধার্থক পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহার কোন বিশেষ তাৎপর্য আছে কিনা। উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, ব্যাকরণশাস্ত্রে ক্রিয়া-পদের অর্থ বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে। সেখানে এইরূপই বলা হইয়াছে যে, যাহা ভূ-প্রভৃতি ধাতুর দ্বারা অভিহিত হয় তাহাই ক্রিয়া। ঐরূপ অর্থ স্পন্দও হইতে পারে, তদ্ভিন্নও হইতে পারে। ব্যাকরণশাস্ত্রে 'ভূ' ধাতুর অর্থ বলা হইয়াছে সত্তা। ঐ সত্তা স্পন্দাত্মক নহে অথচ ব্যাকরণ-শাস্ত্রানুসারে 'ভূ' ধাতু প্রতিপাদিত ঐ সত্তাই ক্রিয়া বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। এইরূপ ব্যাকরণশাস্ত্রসম্মত অর্থে যে এস্থলে ক্রিয়া-পদের প্রয়োগ হয় নাই ইহা বুঝাইবার জন্যই কিরণাবলীকার ক্রিয়া-পদের অর্থ বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই স্পন্দবত্তা অর্থাৎ স্পন্দাশ্রয়ত্ব পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম। পৃথিবী, জল প্রভৃতি পঞ্চবিধদ্রব্যে যে স্পন্দ থাকে ইহা আমাদের অনুভবগোচর হয়। অতএব, এস্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু, অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, বাস্তবিকপক্ষে তাহা সত্য নহে। প্রাচীনগণ পৃথিবী প্রভৃতি জন্য-দ্রব্যবিশেষে উৎপন্নবিনাশিত্বও স্বীকার করেন। ঐরূপ হইলে উৎপন্ন-বিনাশী পার্থিবাদি বস্তুতে স্পন্দবত্ত্ব-লক্ষণের অব্যাপ্তি হইবে। কারণ, তাদৃশ দ্রব্যে কোনও প্রকার স্পন্দন জন্মিবার অবকাশ থাকে না। উৎপত্তিক্ষণে জন্য-দ্রব্যে যে গুণ বা ক্রিয়া থাকে না ইহা আমরা অবগত আছি। পরবর্তী ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ায় ক্রিয়োৎপত্তির সম্ভাবনা কোথায়? অথচ ঐ সকল দ্রব্যও পার্থিবাদি দ্রব্য বলিয়াই পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব, ইহা বলা সঙ্গত হয় না যে, স্পন্দাশ্রয়ত্ব দ্রব্যাদি পঞ্চবিধ পদার্থের সমানধর্ম। মূর্তত্ব প্রভৃতি অন্যান্য ধর্মের সম্বন্ধেও অনুরূপ আপত্তি উত্থিত

হইতে পারে। ইহার সমাধানে প্রকাশকার বলেন যে, স্পন্দাশ্রয়বৃত্তি যে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্যজাতি তদাশ্রয়ত্বকেই প্রকৃতস্থলে ক্রিয়াবত্ত্ব-পদের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে।[১] এক্ষণে আর উক্ত আপত্তি হইবে না। কারণ, স্পন্দাশ্রয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি জাতিগুলির গ্রহণ হইবে। ঐ জাতিগুলি উৎপত্তিক্ষণেও জন্য-দ্রব্যে বিদ্যমান থাকায় উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্যেও উহাদের সমন্বয় হইবে। মূর্তত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধেও এইভাবে মূর্তত্বাশ্রয়বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বকে উহাদের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

আকাশে[২]ত্যাদি। সর্বগতত্বং পূর্বোক্তেষু সর্বেষু গতত্বং সম্বন্ধঃ। পরমমহত্ত্বং প্রকর্ষকাষ্ঠাপ্রাপ্তমহৎ-পরিমাণযোগঃ। নন্বিয়ত্তা পরিমাণমিতি চেন্ন। সংখ্যা-গুরুত্বয়োরপি তথাভাবপ্রসঙ্গাৎ। হস্তবিতস্ত্যাদি-পরিকল্পনাভাবে পরমাণুষু তদভাবপ্রসঙ্গাচ্চ। তদভাবে পরমসূক্ষ্মত্বাৎ পরিমিত এব পরমাণুরিতি চেন্ন। তদভাবেঽপি পরমমহত্ত্বাৎ পরিমিতমেবা-কাশাদীতি ন কশ্চিদ্বিশেষঃ। তস্মাদ্ধস্তবিতস্ত্যাদি-প্রকর্ষনিকর্ষবানিতরেভ্যো ব্যাবৃত্তঃ পরস্পরমনু-বৃত্তশ্চ গুণবিশেষঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধো দুরপহ্নবঃ। তত্র যথা নিকর্ষকাষ্ঠয়া পরমাণুত্বং তথা প্রকর্ষকাষ্ঠয়া পরমমহত্ত্বমপীতি। সর্বসংযোগিসমানদেশত্বম্। সর্বেষাং সংযোগিনাং মূর্তানাং সংযোগবৃত্ত্যা সমানা আকাশাদয়ো দেশাস্তেষাং ভাবস্তত্ত্বম্। পূর্ব-মাকাশাদয় এব সর্বমূর্তেষু বর্তন্ত ইত্যুক্তং সম্প্রতি তু ত এবাকাশাদিষু বর্তন্ত ইত্যপৌনরুক্ত্যম্। অথবা পূর্বং মূর্তসংযোগা এবাকাশাদিষু বর্তন্ত ইত্যুক্তং সম্প্রতি মূর্তা এব নভঃপ্রভৃতিষু বর্তন্ত ইত্যপৌন-রুক্ত্যম্। 'চ'কারাৎ ক্রিয়াপরত্বাপরত্ববেগবিরহঃ।

আকাশ, কাল…ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। সর্বগতত্ব

১ স্পন্দ ইতি স্পন্দবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৬

২ আকাশকালদিগাত্মনাং সর্বগতত্বং সর্বমহত্ত্বং সর্বসংযোগিসমানদেশত্বঞ্চেতি। প্রশস্তপাদ

বলিতে পূর্বোক্ত সকল বস্তুতে গতত্বকে অর্থাৎ (তাহাদের সহিত) সম্বন্ধকে বুঝিতে হইবে। (অর্থাৎ পূর্বোক্ত সকল দ্রব্যের সহিত আকাশাদির সম্বন্ধকে প্রকৃতস্থলে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মার সর্বগতত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।) চরম উৎকর্ষকে প্রাপ্ত যে মহৎ পরিমাণ তাহার যোগকে (অর্থাৎ ঐরূপ পরিমাণের সহিত সম্বন্ধকে) (প্রকৃতস্থলে) পরমমহত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। ইহা বলা যায় না যে, ইয়ত্তাই পরিমাণ (অর্থাৎ যাহার ইয়ত্তা আছে তাহাই পরিমাণ)। কারণ, তাহা হইলে সংখ্যা ও গুরুত্ব এই উভয়েরও তথাভাবের (অর্থাৎ, পরিমাণত্বের) প্রসক্তি হইবে। (আরও কথা এই যে) হস্ত, বিতস্তি প্রভৃতির কল্পনা সম্ভব না হওয়ায় পরমাণুতে তদভাবের (অর্থাৎ তাহা না থাকিবার) আপত্তি হইবে। (ইহাও বলা যায় না যে) হস্ত, বিতস্তি প্রভৃতি ইয়ত্তা না থাকিলেও পরমসূক্ষ্মত্ব নিবন্ধন পরিমিতই হইবে; কারণ, তাহা না থাকিলেও (অর্থাৎ, হস্ত, বিতস্তি ইত্যাদিরূপ ইয়ত্তা না থাকিলেও) পরমাণুর সূক্ষ্মত্বের ন্যায় আকাশাদি দ্রব্যে পরমমহত্ত্ব থাকিতে কোনও বাধা নাই। সুতরাং, পরিমিতত্ব-রূপে আকাশাদি ও পরমাণু ইহাদের অবিশেষই বুঝিতে হইবে। অতএব হস্ত, বিতস্তি প্রভৃতি প্রকর্ষ ও অপকর্ষের আশ্রয়ীভূত বলিয়া পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত পরিমাণত্ব-রূপে পরস্পর অনুবৃত্ত যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণবিশেষ (পরিমাণ) তাহা অস্বীকৃত হইতে পারে না। যেরূপ অপকর্ষের সীমা প্রাপ্ত হইলে (দ্রব্যবিশেষের) পরমাণুত্ব, সেইরূপ উৎকর্ষের সীমা প্রাপ্ত হইলে (দ্রব্যবিশেষের) পরমমহত্ত্বও সম্ভব হইবে।

সর্বসংযোগিসমানদেশত্ব বলিতে সকল সংযোগী অর্থাৎ মূর্ত পদার্থগুলির সংযোগসম্বন্ধে আকাশাদি দ্রব্যগুলি তুল্যভাবে দেশ (অর্থাৎ অধিকরণ) হইয়া থাকে। অতএব, তাদৃশ দেশের ভাব (অর্থাৎ দেশত্বকে) (প্রকৃতস্থলে) সর্বসংযোগিসমানদেশত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। পূর্বে (সর্বগতত্ব-পদের দ্বারা) আকাশাদিই সকল মূর্ত দ্রব্যে থাকে, ইহা বলা হইয়াছে। এক্ষণে, (সর্বসংযোগিসমান-

দেশত্ব-পদের দ্বারা) তাহারা (অর্থাৎ মূর্ত দ্রব্যগুলি) আকাশ প্রভৃতিতে থাকে ইহা বলায় পুনরুক্তি হইল না। অথবা, পূর্বে মূর্তপদার্থের সংযোগগুলিই আকাশাদিতে থাকে এই কথা বলা হইয়াছে, বর্তমানে মূর্ত দ্রব্যগুলিই (সংযোগসম্বন্ধে) আকাশ প্রভৃতিতে থাকে ইহা বলায় পুনরুক্তি হইল না। মূলস্থ 'চ'-পদের দ্বারা ক্রিয়া, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগ ইহাদের অভাবকেও আকাশাদি পদার্থগুলির সমানধর্ম-রূপে সমুচ্চয় করা হইয়াছে।

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চতুর্বিধ দ্রব্যের সর্বগতত্ব, পরমমহত্ত্ব ও সর্বসংযোগসমানদেশত্বকে সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। 'গতত্ব' বলিতে সাধারণতঃ গমনাশ্রয়ত্ব বা গমনকে বুঝায়। এইরূপ হইলে সকলদেশাধিকরণ যে গমন অর্থাৎ স্পন্দনবিশেষ তদাশ্রয়ত্বকে আকাশাদি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হয়; কিন্তু, তাহা সম্ভবপর হয় না। কারণ, বিভু-পদার্থের দ্বারা অনাক্রান্ত দেশ না থাকায় উহার স্পন্দন বা ক্রিয়া হইতে পারে না। এই কারণেই সর্বগতত্বের অন্তর্গত গতত্বের ব্যাখ্যায় কিরণাবলীকার উহাকে 'সম্বন্ধ' বলিয়াছেন।[১] ইহার দ্বারা সকলদেশের সহিত সম্বন্ধকে আকাশাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। এক্ষণে আর অর্থের কোন অসঙ্গতি হইবে না। কারণ, উহাদের গতি বা স্পন্দন না থাকিলেও সকলদেশের সহিত সম্বন্ধ বা প্রাপ্তি আছে। এস্থলে সম্বন্ধ বলিতে সংযোগকেই বুঝিতে হইবে। কারণ, অবয়বাবয়বিভাবাদি না থাকায় দেশের সহিত আকাশাদির সমবায়-সম্বন্ধ হয় না। এস্থলে দেশ বলিতে দ্রব্যমাত্রকেই বুঝিতে হইবে। অবশ্য যদি বিভুদ্রব্যদ্বয়ের সংযোগ অর্থাৎ নিত্যসংযোগ অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে মূর্তদ্রব্যগুলিকেই দেশ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে যাবৎমূর্তদ্রব্যপ্রতিযোগিক যে সংযোগ তদাশ্রয়ত্বকে সর্বগতত্ব-পদের দ্বারা আকাশাদি দ্রব্যচতুষ্টয়ের সমানধর্ম-রূপে কীর্তন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, ইহা অসম্ভব। কারণ, মূর্তদ্রব্যগুলির উৎপাদবিনাশ বিভিন্ন-কালীন হওয়ায় যাবৎ-মূর্তদ্রব্য-প্রতিযোগিক কোনও সংযোগই সম্ভবপর হয় না। আর, ইহাও বলা সমীচীন হইবে না যে, বিভিন্নমূর্তদ্রব্যপ্রতিযোগিক যে বিভিন্ন সংযোগ তৎসমূহাশ্রয়ত্বই প্রকৃতস্থলে সর্বগতত্ব হইবে। কারণ, তাদৃশ সকল সংযোগের এককালীনত্ব সম্ভব না হওয়ায় ঐরূপ সমূহ কোন বাস্তব পদার্থ হইতে

১ গতত্বং স্পন্দাভাবাদসম্ভবীত্যন্যথা ব্যাচষ্টে। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৭

পারে না।[১] ইহার উত্তরে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে মূর্তনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিত্ব তদভাবকেই সর্বগতত্ব বলিতে হইবে। কোনও মূর্ত পদার্থেই বিভু-দ্রব্যের সংযোগ-সম্বন্ধে অভাব পাওয়া যাইবে না। কারণ, আকাশাদি বিভু-দ্রব্যগুলির সংযোগ মূর্ত-পদার্থমাত্রেই বিদ্যমান আছে। অতএব, মূর্তনিষ্ঠ অভাবীয় যে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা তাহার অভাব আকাশাদি চতুর্বিধ বিভু-পদার্থে থাকায় তাদৃশ সর্বগতত্বকে উহাদের সমান ধর্ম বলিতে বাধা নাই। আকাশাদি দ্রব্যগুলি সংযোগ-সম্বন্ধে আশ্রিত হয় এই নিয়ম স্বীকার করিয়াই পূর্বোক্তভাবে নির্বচন করা হইয়াছে; অন্যথা, সংযোগ-সম্বন্ধে আকাশাদির অভাবও মূর্তদ্রব্যে থাকায় তাদৃশ প্রতিযোগিত্বের অভাব আকাশাদি দ্রব্যে সম্ভবপর হইবে না। এই মতে সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের অভাবকে অবলম্বন করিয়াই আকাশাদি পদার্থের অনাশ্রিতত্ব বুঝিতে হইবে। সংযোগ-সম্বন্ধে সকল মূর্ত পদার্থেরই অভাব মূর্তপদার্থে থাকায় মূর্তনিষ্ঠ-অভাবীয়-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার অভাব কোনও মূর্ত পদার্থে থাকিবে না। আর, কোনও মূর্তপদার্থের দ্বারা যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত নহে, তখন মূর্তপদার্থে উক্ত সাধর্ম্যের অতিব্যাপ্তি হইতে পারে না।[২]

এস্থলে যদি সংযোগ-সম্বন্ধেও আকাশাদির আশ্রিতত্ব অস্বীকার করা যায়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্যাখ্যার সাহায্যে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। কারণ, সংযোগ-সম্বন্ধেও আকাশের অভাব মূর্তপদার্থে বিদ্যমান থাকায় ঐ পদার্থগুলিও মূর্তনিষ্ঠ-অভাবীয়-সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার আশ্রয়ই হইয়া থাকে। ঈদৃশ প্রতিযোগিতার অভাব আকাশাদি চতুর্বিধ পদার্থে সম্ভবপর হইবে না।

এবিষয়ে বলা যায় যে, যদনুযোগিক সংযোগের প্রতিযোগিত্ব সকল মূর্তপদার্থে থাকে, অর্থাৎ মূর্তত্বের ব্যাপক হয় তদ্বত্ত্বকেই আকাশাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই স্থলে যৎ-পদে আকাশাদি পূর্বোক্ত চতুর্বিধ দ্রব্যের প্রত্যেকটি গৃহীত হইবে। অতএব, তদ্বত্ত্ব আকাশাদি চতুর্বিধ দ্রব্যে বিদ্যমান থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা হইবে না। আকাশানুযোগিক সংযোগের প্রতিযোগিত্ব যে মূর্তত্বের ব্যাপক তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, এমন কোনও মূর্ত বস্তু

১ ননু প্রাগুক্তযাবন্নিরূপিতৈকসম্বন্ধাশ্রয়ত্বমসিদ্ধম্ :। ন চ সর্বেষাং মূর্তানাং যে সংযোগাস্তদ্বত্ত্বম্। ঘটপটসংযোগাদীনামিহাভাবাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৮

২ সংযোগিত্বাবচ্ছিন্নমূর্তনিষ্ঠাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বস্য যৎ সংযোগিত্বং সর্বমূর্তদ্রব্যেষু বর্ততে তদ্বত্ত্বস্য বা বিবক্ষিতত্বাৎ। ঐ

নাই যাহাতে আকাশসংযোগ থাকিবে না। এইরূপ আত্মা, দিক্ ও কালের সংযোগ সকল মূর্ত পদার্থে বিদ্যমান থাকায় ইহারাও যৎ-পদের দ্বারা গৃহীত হইবে। অতএব, তদ্বত্ত্বের আশ্রয় হওয়ায় ঐ সকল স্থলেও লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। যৎ-পদের দ্বারা আমরা কোনও মূর্ত-পদার্থকে গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ ঘটপটাদি কোনও মূর্ত-পদার্থের সংযোগই মূর্তত্বের ব্যাপক হয় না। কোনও মূর্তের সংযোগই সকল মূর্ত-পদার্থে থাকে না। অতএব, ইহাতে মূর্তদ্রব্যে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না।

আকাশাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের অপর একটি সাধর্ম্য হইতেছে পরমমহত্ত্ব। যে পরিমাণ প্রকর্ষের কাষ্ঠাপ্রাপ্ত তাহাকেই পরমমহত্ত্ব বলা যাইবে। তাদৃশ পরমমহত্ত্ব আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম। এস্থলে পরিষ্কার-প্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, স্বজাতীয়-প্রতিযোগিক অপকর্ষের অনাশ্রয় যে মহত্ত্ব-পরিমাণ তাহাকে প্রকর্ষের পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] এস্থলে স্ব-পদের দ্বারা মহত্ত্বপরিমাণ গৃহীত হইবে। 'পরমমহত্ত্ব' পরিমাণ কদাচ তজ্জাতীয়-কোনও-পরিমাণ-প্রতিযোগিক অপকর্ষের আশ্রয় হয় না। অন্যান্য পরিমাণমাত্রই পরিমাণান্তরপ্রতিযোগিক অপকর্ষের আশ্রয় হইয়া থাকে। অতএব, কোন মধ্যম বা অণু পরিমাণকেই স্বজাতীয় পরিমাণান্তর-প্রতিযোগিক অপকর্ষের অনাশ্রয় বলা যায় না। এস্থলে পরিমাণত্ব-প্রকারেই সাজাত্য বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে। প্রকৃতক্ষেত্রে অপকর্ষানাশ্রয় পরিমাণকে পরমমহত্ত্ব-পরিমাণ না বলিয়া অপকর্ষে স্বজাতীয়-প্রতিযোগিত্ব-রূপ বিশেষণের দ্বারা ইহা বলা হইয়াছে যে, আকাশাদির পরিমাণও বিজাতীয় জ্ঞানাদি গুণের অপেক্ষা অপকৃষ্ট। অতএব, পরিমাণ কখনও সামান্যতঃ অপকর্ষের অনাশ্রয় না হওয়ায় তাদৃশ পরিমাণ অপ্রসিদ্ধ হইয়া যায়। অপকর্ষে 'স্বজাতীয়-প্রতিযোগিকত্ব' এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইলে উক্ত অপ্রসিদ্ধি হয় না। কারণ, জ্ঞান কখনও 'পরমমহত্ত্ব' পরিমাণের সজাতীয় হয় না। পরিমাণই পরিমাণের সজাতীয় হইয়া থাকে।

পৃথিব্যাদীনামিতি[২]। ভূতত্বমৌপাধিকং সামান্যম্। অথ জাতিরেব তৎ কিং ন স্যাৎ ন স্যাদ্ ব্যঞ্জক-

---

[১] স্বজাতীয়প্রতিযোগিকাপকর্ষানাশ্রয়মহত্ত্বস্য নিত্যমহত্ত্বস্য বা যোগ ইত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৯

[২] পৃথিব্যাদীনাং পঞ্চানামপি ভূতত্বেন্দ্রিয়প্রকৃতিত্ববাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বানি। প্রশস্তপাদ

নিয়মাভাবেন ব্যক্তিনিয়মানুপপত্তেঃ। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্তা তদ্ব্যঞ্জিকেতি কেচিৎ। তদা মূর্তত্বমপি জাতিরেব স্যাৎ। অবচ্ছিন্নপরিমাণস্য ব্যঞ্জকস্য সদ্ভাবাৎ। এবমস্তু কো দোষ ইতি চেন্ন, জাতিসঙ্করপ্রসঙ্গাৎ। তথাহি মনসি মূর্তত্বং নভসি চ ভূতত্বং পরস্পরপরিহারেণ বর্তমানং পৃথিব্যাদৌ সঙ্কীর্যেত। অস্তু তর্হি পৃথিবীত্বাদ্যনেকনিবন্ধনপ্রবৃত্তিরেব ভূতশব্দোঽক্ষাদিবদিতি চেন্ন। একনিমিত্তত্বে সম্ভবত্যনেকার্থত্বকল্পনানবকাশাৎ। তস্মাদ্ ভোক্তব্যবিষয়াশ্রয়তয়া ভূতানি সিদ্ধানি ভূতানীত্যুচ্যন্তে।

'পৃথিব্যাদীনাম্' ইত্যাদি গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। ভূতত্বকে ঔপাধিক সামান্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। উহা (অর্থাৎ ভূতত্ব) (সাক্ষাদ্‌ভাবে) জাতি হইবে না কেন? (উত্তরে বলা যায় যে,) উহা জাতি হইবে না যেহেতু ব্যঞ্জকের নিয়ম না থাকায় উহার অভিব্যক্তির (ও) নিয়ম অনুপপন্ন হইয়া যাইবে। কেহ কেহ বলেন যে, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিশেষগুণবত্তাই (নিয়তভাবে) উহার (অর্থাৎ 'ভূতত্ব' জাতির) ব্যঞ্জক হইবে। (তাহাও সমীচীন হইবে না); কারণ, ঐরূপ হইলে মূর্তত্বকেও জাতি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেহেতু (ঐ স্থলেও) অবচ্ছিন্ন-পরিমাণ-রূপ নিয়ত ব্যঞ্জকের সদ্ভাব আছে। ইহাও বলা যায় না যে তাহাই হউক; কোন দোষ ত দেখা যায় না। কারণ, ঐরূপ হইলে জাতিসম্বন্ধে সাঙ্কর্য-রূপ দোষের প্রসক্তি হইবে। তাহা এইরূপ হইবে: পরস্পর পরস্পরকে পরিহার করিয়া মনে মূর্তত্ব ও আকাশে ভূতত্ব বিদ্যমান আছে এবং পৃথিবী প্রভৃতিতে উহারা সঙ্কীর্ণ (অর্থাৎ একাধিকরণবৃত্তি) হইয়া গিয়াছে।

এরূপও বলা সম্ভব নহে যে, অক্ষ প্রভৃতি পদের ন্যায় ভূত-পদেরও পৃথিবীত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন-ধর্ম-জন্য প্রবৃত্তি হউক (অর্থাৎ যেমন অক্ষ প্রভৃতি পদে চক্ষুষ্ট্ব, ঘ্রাণত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম প্রবৃত্তিনিবৃত্তি-রূপে স্বীকৃত

হইয়াছে সেইরূপ ভূত-পদেরও পৃথিবীত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম প্রবৃত্তিনিমিত্ত হউক); কারণ, প্রবৃত্তিনিমিত্তের ঐক্য সম্ভবপর হইলে (পদের) অনেকার্থত্বের কল্পনা নিরবকাশ হইয়া যায়। অতএব, ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ভোক্তব্য বিষয় রূপ, রস প্রভৃতির আশ্রয়রূপে প্রসিদ্ধ বস্তুগুলিই ভূত-পদের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে।

ভূতত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। ভূতত্বের স্বরূপ প্রদর্শন করিতে যাইয়া আচার্য উহাকে জাতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি ভূতত্বকে পঞ্চবিধ-দ্রব্যসাধারণ উপাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভূতত্বকে কেন জাতি বলা যাইতে পারে না সে বিষয়ে কিরণাবলীকার অগ্রিম গ্রন্থের দ্বারা নিজ অভিমত বিবৃত করিয়াছেন। সাধারণতঃ 'উপাধি' বলিতে যাহা জাতি নহে অথচ কতকগুলি পদার্থের অনুগমক এইরূপ ধর্মকে বুঝায়। উপাধি দ্বিবিধ, জাতির ন্যায় অখণ্ড এবং সখণ্ড, অর্থাৎ একাধিক বিশেষণের দ্বারা বিশিষ্ট জাতিব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ। অভাবত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলিকে অখণ্ডোপাধি বলা হইয়াছে। ভূতত্ব অভাবত্বের ন্যায় কোনও অখণ্ডোপাধি হইতে পারে না ; কারণ কোন প্রমাণের দ্বারা উহা প্রমাণিত করা যায় না। সংস্কারভিন্ন যে বহিরিন্দ্রয়গ্রাহ্য-গুণত্বব্যাপ্য জাতি তাদৃশজাতিমৎ বিশেষগুণকেই ভূতত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] উক্ত বিশেষগুণের বিশেষণ-রূপে সংস্কারান্যত্ব ও বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বের প্রবেশ থাকায় এবং তাদৃশ গুণবত্ত্বের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের অনুগম বা সংগ্রহ হওয়ায় উহাকে সখণ্ড উপাধি বলিয়া বুঝিতে হইবে। গুণত্ব-ব্যাপ্য জাতি-রূপে রূপত্ব, রসত্ব, জ্ঞানত্ব, ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিকে পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে রূপত্ব, রসত্ব, গন্ধত্ব, স্পর্শত্ব, শব্দত্ব, সংখ্যাত্ব, পরিমাণত্ব, সংযোগত্ব, বিভাগত্ব প্রভৃতি জাতিগুলিই হইবে। এইরূপ জাতিমৎ বিশেষগুণ-রূপে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, স্নেহ প্রভৃতি গুণগুলিই হইয়া থাকে। তাদৃশ জাতির আশ্রয়রূপে সংযোগ-বিভাগাদির গ্রহণ হইলেও ঐ গুলি বিশেষগুণ না হওয়ায় পূর্বোক্ত উপাধির অন্তর্গত হইবে না।[২] ঐরূপ বিশেষগুণ পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশে থাকায় লক্ষণটি সমন্বিত হইবে। বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-গুণত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে সংস্কারত্বেরও গ্রহণ হয় ;

১ ঔপাধিকমিতি। সংস্কারত্বান্যবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ত্বম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৯
২ সংযোগত্বমাদায়াতিব্যাপ্তেরাহ বিশেষেতি। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৯

কারণ, বেগ প্রভৃতি গুণে বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সংস্কারত্বও গৃহীত হয়। সংস্কারত্ব-রূপ জাতির আশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ যে ভাবনাখ্য সংস্কার তাহা আত্ম-রূপ দ্রব্যে আছে অথচ আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের অন্তর্গত নহে। এইভাবে আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়াই বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-গুণত্বব্যাপ্য জাতির বিশেষণ-রূপে সংস্কারত্বান্যের নিবেশ করা হইয়াছে।[1] 'বিশেষগুণ' না বলিয়া উক্ত জাতিমৎ গুণকে ভূতত্ব বলিলে তাদৃশগুণ-রূপে সংযোগাদির গ্রহণ হয় এবং উহা কাল প্রভৃতি দ্রব্যে বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। এই কারণেই পূর্বোক্ত বিশেষণযুক্ত বিশেষগুণকে ভূতত্ব বলা হইয়াছে। 'বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব' এই বিশেষণটি পরিত্যক্ত হইলে সংস্কারত্বান্য যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি সেই জাতিমৎ বিশেষগুণকেই ভূতত্ব বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু, ইহাতে ভূতত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ, তাদৃশ জাতি-রূপে জ্ঞানত্ব-সুখত্বাদি গৃহীত হইবে। তাহাদের আশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ বলিয়া জ্ঞান ও সুখাদির গ্রহণ হইলে উহারা আত্মায় থাকায় অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইবে।[2] এই কারণেই গুণত্বব্যাপ্য জাতিতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি জাতি বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। 'বহিঃ'পদটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব'কে জাতির বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলেও উক্ত অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। কারণ, মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গুণত্বব্যাপ্য জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হয়।

প্রকৃতস্থলে আত্মভিন্নত্বে সতি (অর্থাৎ আত্মভিন্নত্ববিশিষ্ট) বিশেষগুণবত্ত্ব-কেও ভূতত্ব বলা যাইতে পারে।[3] পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ও আত্মা এই ষড়্‌বিধ দ্রব্যে বিশেষগুণ থাকে। অবশিষ্ট তিনটি দ্রব্যে ইহা থাকে না। অতএব, উক্ত ষড়্‌বিধ দ্রব্যই বিশেষগুণের আশ্রয় হইবে। ক্ষিত্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম-রূপে ভূতত্ব উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব, যাহা প্রোক্ত ষড়্‌বিধ দ্রব্যে থাকে সেই বিশেষগুণমাত্রকেই ভূতত্ব বলা সঙ্গত হয় না। এই কারণে, প্রকাশকার আত্মভিন্নত্বকে বিশেষগুণের বিশেষণ-রূপে সন্নিবেশিত করিয়া আত্মভিন্নত্ববিশিষ্ট বিশেষগুণবত্ত্বকে ভূতত্ব বলিয়াছেন। ফলে

১ তাদৃশসংস্কারত্বজাতিমদ্ভাবনাবত্ত্বাদাত্মন্যতিব্যাপ্তিবারণায় সংস্কারত্বান্যেতি জাতিবিশেষণম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৯

২ জ্ঞানত্বমাদায় তত্রৈবাতিব্যাপ্তিবারণায় সংস্কারত্বান্যেতি জাতিবিশেষণম্। ঐ

৩ আত্মভিন্নবিশেষগুণবত্ত্বং বা। প্রকাশ, পৃঃ ১৬৯

আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, বিশেষ্যাংশ যে বিশেষগুণবত্ত্ব তাহা থাকিলেও বিশেষণাংশ যে আত্মভিন্নত্ব তাহা না থাকায় তাদৃশবিশেষণবিশিষ্ট বিশেষগুণবত্ত্ব আত্মাতে থাকে না। কেহ কেহ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বকেও ভূতত্ব বলিয়াছেন। কিন্তু, রুচিদত্ত তাহা সমীচীন বলিয়া মনে করেন না। তিনি বলিয়াছেন যে, উহা পার্থিবাদি পরমাণুতে অব্যাপ্ত হইয়া যায়। কারণ, বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত রূপ-রসাদি গুণ ঐ সকল পরমাণুতে থাকে না। পার্থিবাদি পরমাণুতে রূপাদি বিশেষগুণ থাকিলেও ঐ সকল অতিসূক্ষ্ম বিশেষগুণ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না। অবশ্য যদি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিতে বহিরিন্দ্রিয়গ্রহণ-যোগ্যতাকে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উক্ত অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, যদিও পরমাণুগত রূপ-রসাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে তথাপি বহিরিন্দ্রিয়গুলির সূক্ষ্ম-পরমাণুগত রূপ-রসাদি গ্রহণের যোগ্যতা আছে। বাস্তবিকপক্ষে যোগ্যতা থাকিলেও মহত্ত্বের সহিত সম্পর্ক না থাকায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাক্ষাদ্‌ভাবে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে পারে না। যাহা হউক, ফলতঃ প্রাগুক্ত নির্বচনটি রূপত্বাদি-জাতি-গর্ভিত হইয়া গেল। কারণ, যোগ্যতা বলিতে কারণতার অবচ্ছেদকীভূত ধর্মবত্তাকে বুঝায়।[১]

কিরণাবলীকার ভূতত্ব ও মূর্তত্বকে অখণ্ডোপাধি অর্থাৎ জাতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তিনি উহাদের জাতিত্বখণ্ডনে সাঙ্কর্য-দোষের উল্লেখ করিয়াছেন। ভূতত্বের দ্বারা মূর্তত্ব এবং মূর্তত্বের দ্বারা ভূতত্ব যে সঙ্কীর্ণ হয় তাহা পূর্বে বিশেষ-ভাবে আলোচিত হইয়াছে।[২] পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত-সাধারণ একটিমাত্র ধর্মকে ভূতত্ব বলিলে এবং ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, মরুৎ ও মন এই পঞ্চবিধ-দ্রব্য-সাধারণ একটিমাত্র ধর্মকে মূর্তত্ব বলিলে ভূতত্ব ও মূর্তত্বে সঙ্কীর্ণতা উপস্থিত হয় এবং সেজন্য তাহারা জাতি হইতে পারে না।

কিন্তু, যদি আমরা ভূতত্ব ও মূর্তত্বকে নানা বলি অর্থাৎ পৃথিবীগত ভূতত্ব, জলগত ভূতত্ব এইরূপে ভূতত্বের পঞ্চবিধত্ব এবং তুল্যভাবে মূর্তত্বেরও পঞ্চবিধত্ব স্বীকার করি, তাহা হইলে আর ভূতত্বের সহিত মূর্তত্বের অথবা মূর্তত্বের সহিত ভূতত্বের সাঙ্কর্য হয় না। ঐভাবে পৃথিবীগত মূর্তত্ব গৃহীত হইলে পৃথিবীগত ভূতত্বে উহার সাঙ্কর্য হইবে না। কারণ, উহারা পরস্পর সমানাধিকরণ হইলেও

১ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বমিত্যেব কৃতে পরমাণ্বাদাবব্যাপ্তিরিতি জাতিগর্ভম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৯

২ কিরণাবলী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২৮ ; ২য় খণ্ড পৃঃ ১৪৬-৯

পরস্পর ব্যভিচারী নহে। এইভাবেই ভূতত্ব ও মূর্তত্বের নানাবিধত্ব-পক্ষে অসাঙ্কর্য বুঝিতে পারা যায়। এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, পূর্বোক্ত প্রণালীতে নানা জাতি স্বীকার না করিয়া লাঘবতঃ উহাকে প্রদর্শিত অখণ্ডোপাধি-রূপে কল্পনা করাই সমুচিত। এই কারণেই কিরণাবলীকার উহাকে পঞ্চবিধ-দ্রব্য-সাধারণ সখণ্ড ধর্ম বা উপাধি বলিয়াছেন।

যদি বলা যায় যে, সাঙ্কর্য জাতির বাধক হইলে ঘটত্বাদি-রূপ প্রসিদ্ধ জাতিগুলিরও জাতিত্ব ব্যাহত হইবে; কারণ, উহারাও পৃথিবীত্ব প্রভৃতির দ্বারা সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। পৃথিবীত্ব নাই এমন যে সৌবর্ণ ঘট তাহাতে ঘটত্ব আছে; ঘটত্ব নাই এমন যে পটাদি দ্রব্য তাহাতে পৃথিবীত্ব আছে এবং মৃদ্‌ঘটে পৃথিবীত্ব ও ঘটত্ব উভয়ই আছে। অতএব, সাঙ্কর্যের জাতিবাধকত্ব-পক্ষে যাবদ্-ঘট-সাধারণ ঘটত্বকে জাতি বলা সমীচীন হয় না। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তরূপে বলা যায় যে, সাধারণ ঘটত্ব একটি জাতি নহে, কিন্তু পার্থিব ও তৈজস ভেদে ঘটত্ব-জাতি নানা। পূর্বের ন্যায় এস্থলেও বলা যাইতে পারে যে, ঘটত্বের নানাজাতিত্ব-পক্ষে গৌরবনিবন্ধন উহাকে সর্বঘট-সাধারণ সখণ্ড ধর্ম বলাই সমীচীন হয়। ন্যায়-কুসুমাঞ্জলির প্রকাশে বলা হইয়াছে যে, ঘটত্ব-জাতি নানা নহে। সংস্থানবিশেষ-বিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব তাহাই ঘটত্ব।[১]

ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বমিন্দ্রিয়োপাদানকারণত্বম্। তচ্চ নভসোঽবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নভেদকল্পনয়োপপাদনীয়ম্। অন্যথা ভূতেভ্য ইতি পঞ্চমী সমানতন্ত্রে স্বতন্ত্রে চ মনস এতৈর্বৈধর্ম্যং ন স্যাৎ। প্রকৃতিশব্দঃ স্বভাবার্থো বা। তথা চ মনোব্যবচ্ছেদায় সন্নিধিসিদ্ধং বাহ্যপদমনুসঞ্জনীয়ম্।

ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্ব বলিতে ইন্দ্রিয়ের উপাদানকারণত্ব (অর্থাৎ সমবায়ি-কারণত্ব বুঝিতে হইবে। অবচ্ছিন্নত্ব ও অনবচ্ছিন্নত্বের দ্বারা আকাশের ভেদ কল্পনা করিয়া অবচ্ছিন্ন আকাশে উহার (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বের)

---

১ যদ্যপ্যেবং ঘটত্বমপি নানা ন স্যান্মার্দসৌবর্ণঘটাদিসাধারণোপাধিনৈব ব্যবহারান্যথাসিদ্ধে-স্তথাপ্যেতন্মতে তত্রাপীষ্টাপত্তিরেব। অতএব সংস্থানবিশেষৈকার্থসমবায়িদ্রব্যত্বমেব ঘটত্বমিত্যুক্তং কুসুমাঞ্জলিপ্রকাশে। বিবৃতি পৃঃ ১৭০

উপপাদন করিতে হইবে। অন্যথা (অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপে ভেদ কল্পনা করিলে) সমানতন্ত্রীয় (গৌতমসূত্রস্থ) ভূতেভ্যঃ এই পঞ্চমী-বিভক্তিটির[১] এবং নিজতন্ত্রে (অর্থাৎ বৈশেষিক সূত্রে) ইহাকে যে মনের বৈধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহাও উপপন্ন হইবে না। অথবা, প্রকৃতি-শব্দটি 'স্বভাব' অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা হইলে মনের ব্যাবৃত্তির নিমিত্ত সন্নিহিত 'বাহ্য' পদের অনুষঙ্গ করিতে হইবে।

ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বের ব্যাখ্যায় আচার্য 'প্রকৃতি' পদকে উপাদানকারণ-রূপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়-সমবায়িকারণত্বই উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে। এস্থলে ইন্দ্রিয়-পদের দ্বারা ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় শ্রবণেন্দ্রিয়কেও গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যথা, ইন্দ্রিয়ের সমবায়িকারণত্ব আকাশে না থাকায় ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্ব আকাশে অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কিন্তু, ইহা দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয় বলিয়া শ্রবণেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করিলেও আকাশে অব্যাপ্তির পরিহার হয় না। কারণ, কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্ন নভঃপ্রদেশকেই শ্রবণেন্দ্রিয় বলা হয়। নিত্য পদার্থ হওয়ায় ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়ের কোনও উপাদানকারণই সম্ভব হয় না। অতএব, ইন্দ্রিয়প্রকৃতিত্বের অব্যাপ্তি আকাশে রহিয়া গেল। ইহার উত্তরে কিরণাবলীকার অবচ্ছিন্ন ও অনবচ্ছিন্ন ভেদে আকাশের অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব কল্পনা করিয়া কর্ণচ্ছিদ্রাবচ্ছিন্ন আকাশ-রূপ শ্রবণেন্দ্রিয়কে অনিত্য বলিয়াছেন। এক্ষণে আর ঐ অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ঐ শ্রবণেন্দ্রিয়-রূপ আকাশ অনিত্য হওয়ায় উহার উপাদানকারণত্ব আকাশে রহিল।[২] কিন্তু, এই সমাধানকে আমরা সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ, বাস্তবিকপক্ষে কর্ণচ্ছিদ্রাবচ্ছিন্ন আকাশ বলিয়া কোনও অনিত্য আকাশ নাই। নিরবচ্ছিন্ন যে নিত্য আকাশ তাহার বিশেষণ-রূপে কোনও অনিত্য পদার্থের প্রবেশ হইলেও তাহা অনিত্য হইয়া যায় না। অতএব, উক্ত অবচ্ছিন্ন আকাশের বিশেষণ যে কর্ণচ্ছিদ্র তাহা অনিত্য হইলেও ইন্দ্রিয় না হওয়ায় এবং বিশেষ্যাংশ যে আকাশ তাহা

১ ঘ্রাণরসনচক্ষুস্ত্বক্শ্রোত্রাণীন্দ্রিয়াণি ভূতেভ্যঃ।, ন্যায়সূত্র ১।১।১২

২ কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নতদনবচ্ছিন্নয়োর্ভেদাভ্যুপগমেনেত্যর্থঃ। শুদ্ধাকাশস্য নিত্যত্বেঽপি কর্ণশষ্কুল্যবচ্ছিন্নাকাশস্য ততোঽতিরিক্তস্য জন্যতয়া তৎসমবায়িকারণত্বস্যৈব তত্র সত্ত্বাদিতি ভাবঃ । রহস্য,পৃঃ ১৯০

ইন্দ্রিয় হইলেও অনিত্য না হওয়ায় আকাশে ইন্দ্রিয়োপাদানত্বের অব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। এই কারণেই উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় আচার্য 'প্রকৃতি' পদটিকে 'স্বভাব' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।[১] ইহাতে আর পূর্বোক্ত আপত্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, শ্রবণ-রূপ যে ইন্দ্রিয় তৎস্বভাবতা আকাশে আছে। এই ব্যাখ্যায় ইন্দ্রিয়স্বভাবতাকেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে হয় যে, এই ব্যাখ্যাও সর্বথা দোষরহিত হয় নাই। কারণ, ঘটপটাছ্যাত্মক পার্থিব পদার্থে ইহা অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। প্রকৃতস্থলে ইন্দ্রিয়স্বভাবতাকে ইন্দ্রিয়োপাদানতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সমবায়িকারণতা বলা যাইবে না। কারণ, তাহা হইলে পূর্বকল্পের সহিত ইহার ভেদ থাকে না এবং পূর্বপ্রদর্শিত যুক্তিতে উহা আকাশে অব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। অতএব, ইন্দ্রিয়াত্মকতা বা ইন্দ্রিয়তাদাত্ম্যকেই ইন্দ্রিয়স্বভাবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। ঐরূপ হইলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি-রূপ পার্থিবাদি বস্তুর ইন্দ্রিয়স্বভাবতা থাকিলেও ঘটপটাছ্যাত্মক পার্থিবাদি বস্তুর যে ইন্দ্রিয়স্বভাবতা থাকিবে না ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। ইহার উত্তরে আমরা বলিতে পারি যে, বহিরিন্দ্রিয়বৃত্তি যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তাহাকে প্রকৃতস্থলে ইন্দ্রিয়স্বভাবতা বলিতে হইবে। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত আপত্তি হইবে না। কারণ, দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিতে যে পৃথিবীত্ব, জলত্বাদি নববিধ ধর্মকে বুঝায় উহাদের মধ্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব ও আকাশত্ব এই পাঁচটি উপাধি বা ধর্মই বাহেন্দ্রিয়বৃত্তি হইয়া থাকে। ইহাদের এক একটি সকল পার্থিবাদি বস্তুতে থাকায় ইহারা ঘটাদি অন্তর্ভাবে অব্যাপ্ত হইবে না।

বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বম্। বাহ্যেনা-নাত্মগুণগ্রাহিণৈকৈকেন প্রতিনিয়তেনেন্দ্রিয়েণ সাক্ষাৎকারিজ্ঞানসাধনেন গ্রাহ্যা গ্রহণযোগ্যা যে গুণা গন্ধাদয়ঃ পরস্পরং বিশেষা ব্যবচ্ছেদহেতব-স্তদ্বত্ত্বম্। অত্র বিবক্ষাভেদেন বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যগুণবত্ত্বং বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বং বেতি বোদ্ধব্যম্।

১ নন্বু বিশিষ্টং ন কেবলাদন্যদিত্যস্বরসাদাহ। রহস্য, পৃঃ ১৯১

'বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বম্' এই মূল গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। বাহ্য (অর্থাৎ অনাত্ম গুণের) গ্রাহক যে একৈক (অর্থাৎ প্রতিনিয়ত) ইন্দ্রিয় (অর্থাৎ সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞানের গ্রাহক) তাহার দ্বারা গ্রাহ্য (অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য) যে বিশেষ (অর্থাৎ পরস্পর ব্যাবৃত্তির কারণীভূত) গন্ধ প্রভৃতি গুণগুলি সেই গুণবত্ত্বই পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে। এই স্থলে বিবক্ষার ভেদ[1] করিয়া বাহ্য-প্রতীন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশেষগুণবত্ত্বকে পৃথিব্যাদি দ্রব্যের সমানধর্ম জানিতে হইবে।

বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের অপর একটি সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। প্রতিনিয়ত বিষয়ের গ্রাহক যে বাহ্যেন্দ্রিয় তাহার দ্বারা গ্রহণযোগ্য যে বিশেষগুণ তদ্বত্ত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। প্রতিনিয়ত-বিষয়-গ্রাহক ইন্দ্রিয় বলিতে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে বুঝায়। কারণ, জ্ঞানজননে উহাদের বিষয়-প্রতিনিয়মন আছে। চক্ষুর দ্বারা রূপের গ্রহণ হয়, ইন্দ্রিয়ান্তরের দ্বারা রূপের গ্রহণ হয় না। এইভাবে ঘ্রাণাদি অপর ইন্দ্রিয়গুলির সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। তুল্যভাবে সুখদুঃখাদির গ্রহণের নিমিত্ত মনেরও বিষয়-প্রতিনিয়মন পরিদৃষ্ট হয়। এক্ষণে প্রতিনিয়ত-বিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়ে বাহ্যত্ব-রূপ বিশেষণ প্রদত্ত না হইলে প্রতিনিয়তবিষয়গ্রাহক ইন্দ্রিয়-রূপে মনেরও গ্রহণ হইতে বাধা থাকিবে না। সুতরাং, তাদৃশ মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য সুখদুঃখাদি বিশেষগুণ আত্মাতে আশ্রিত হওয়ায় অতি-ব্যাপ্তি হইবে। এই কারণেই প্রদর্শিত ইন্দ্রিয়ে বাহ্যত্ব-রূপ বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, মন বাহ্য ইন্দ্রিয় নহে। এস্থলে অবশ্য বিচার্য এই যে, 'বাহ্যত্ব' শব্দের অর্থ কি? সাধারণতঃ আত্মব্যতিরিক্তকেই বাহ্য বলা হয়। কিন্তু, এইরূপ হইলে বাহ্যত্ব-বিশেষণের দ্বারা মনের পরিহার হইবে না। কারণ, মন আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থ ই বটে। এজন্য, কিরণাবলীকার অনাত্মগুণগ্রাহক ইন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় বলিয়াছেন। আত্মগুণ-ভিন্ন যে গুণ তাহাই অনাত্মগুণ। রূপ, রস প্রভৃতি গুণগুলি ঐরূপই হয়।

[1] কিরণাবলীকার এস্থলে কল্পদ্বয়ের উপন্যাস করিয়াছেন।

কিন্তু, ইহার দ্বারাও মনের পরিহার সম্ভবপর হয় না। কারণ, মন স্বতন্ত্রভাবে, অর্থাৎ জ্ঞানান্তর-নিরপেক্ষভাবে রূপ, রস প্রভৃতি অনাত্মগুণের গ্রাহক না হইলেও জ্ঞানাদিপারতন্ত্র্যে ঐ সকল গুণের গ্রাহক হইয়া থাকে। 'নীলো ঘটঃ' ইত্যাদি জ্ঞানের 'নীলং ঘটমহং জানামি' ইত্যাদ্যাকারক অনুব্যবসায়ে জ্ঞানাংশে ঘটের ও ঘটাংশে নীলরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব, অনাত্মগুণ যে রূপ, রস প্রভৃতি তাহাদের গ্রাহক-রূপে মনেরও গ্রহণ হইবে। এই কারণে 'অনাত্মগুণ-গ্রাহিণা' এই পদের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার আত্মগুণের অগ্রাহকত্বকেই বাহ্যত্ব বলিয়াছেন।[১] ইহাতে মনের গ্রহণ হইতে পারিবে না। আত্মগুণের অগ্রাহকত্ব মনে থাকে না। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি সুখদুঃখাদি আত্মগুণের অগ্রাহকই হয়, গ্রাহক হয় না। অতএব, উহারা বাহ্য ইন্দ্রিয় হইবে এবং ঐ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য রূপ, রস, প্রভৃতি গুণগুলি পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যে থাকায় আত্মগুণাগ্রাহক-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-বিশেষগুণবত্ত্ব উক্ত দ্রব্যগুলির সমানধর্ম হইতে পারে।

কিন্তু, আমরা প্রকাশকারের ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলিয়া মনে করি না। কারণ, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েও আত্মগুণাগ্রাহকত্ব-রূপ বাহ্যত্ব থাকে না। 'জ্ঞাতো ঘটঃ' 'জ্ঞাতং রূপম্' ইত্যাদিস্থলে ঘটাদির বিশেষণ-রূপে জ্ঞানলক্ষণ-সন্নিকর্ষের সাহায্যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞানাদি-রূপ আত্মগুণেরও গ্রহণ হইয়া থাকে। অতএব, মনোভিন্নত্বকেই এস্থলে বাহ্যত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলেও কথিত বিশেষগুণ-রূপে জ্ঞানাদির গ্রহণ হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই গেল। কারণ, বাহ্য অর্থাৎ মনোভিন্ন যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার দ্বারা গ্রাহ্য বিশেষগুণ-রূপে জ্ঞানের গ্রহণ সম্ভবপর হইয়া থাকে। অতএব, এই স্থলে প্রত্যক্ষনিরূপিত-লৌকিক-বিষয়তাকেই গ্রাহ্যত্ব বলিতে হইবে। এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি থাকিবে না। কারণ, মনোভিন্ন যে ইন্দ্রিয় তজ্জন্য প্রত্যক্ষে লৌকিকভাবে জ্ঞানাদির গ্রহণ হয় না। এইরূপ হইলে অনাত্মগুণনিষ্ঠ যে লৌকিক বিষয়তা তৎপ্রয়োজকত্বকেও বাহ্যত্ব বলা যাইতে পারে এবং ইহাতে বাহ্যত্ব-নিরূপণে কিরণাবলীকারের অভিপ্রায়ও রক্ষিত হইতে পারে।

বাহ্য এক এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে কোনও একটিমাত্র ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য যে বিশেষগুণ তদ্বত্ত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম

১ অনাত্মগুণগ্রাহকত্বং মনস্যপীত্যাত্মগুণাগ্রাহকেণেত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭১

বলা যায়। এস্থলে বিশেষণাংশে বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বের স্থলে বহিরিন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্ব-রূপ বিশেষণের দ্বারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে করিলে 'একৈক' অংশের প্রবেশ নিরর্থক বলিয়া প্রতিভাত হইবে। পূর্বোক্তরূপে ব্যাখ্যাত যে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব তাহার আশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ বলিতে রূপরসাদির গ্রহণ হইবে। ঐরূপ বিশেষগুণগুলির মধ্যে কোনও বিশেষগুণই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের অতিরিক্ত দ্রব্যে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে না; এবং উহাদের এক একটি উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের এক একটিতে থাকায় অব্যাপ্তিও হইবে না। অতএব, 'একৈক' অংশটি নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হইতে পারে। এই কারণেই বোধ হয় আচার্য প্রকারান্তরে মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—বাহ্যৈ-কৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবত্ত্বং বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বং বা। এই ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, আচার্য পরমমূলগ্রন্থের বিভাগপূর্বক দুইটি সাধর্ম্য প্রদর্শনে তাৎপর্য বিবৃত করিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবত্ত্বকে এবং দ্বিতীয়তঃ বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়াছেন। বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবত্ত্বের স্থলে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবত্ত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা যাইবে না। কারণ, বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য-গুণ-রূপে সংযোগাদি গৃহীত হইবে। উহা কালাদি-সাধারণ হওয়ায় অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে। একৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বকে বিশেষণ-রূপে গ্রহণ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ সংযোগ একাধিক বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। চক্ষুঃ ও ত্বক্ এই ইন্দ্রিয়দ্বয়ের দ্বারাই সংযোগের প্রত্যক্ষ হয়। দ্বিতীয়কল্পে সংযোগাদি গুণের গ্রহণ হইবে না : কারণ, উহারা বিশেষগুণ নহে।

যথাশ্রুত বাহ্যৈকৈকেন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবত্ত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা যায় না। কারণ, উহা পার্থিবাদি পরমাণুতে অব্যাপ্ত হয়।[১] পরমাণুগত রূপরসাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। যাহারা বাহ্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য তাহারা অবয়বিদ্রব্যেই থাকে, চরম অবয়ব পরমাণুতে থাকে না। এই কারণে উক্ত কল্পের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, দ্রব্যগ্রাহক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইবে না এমন যে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্যজাতি তদাশ্রয়গুণবত্ত্বই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম

১ পরমাণ্বাদাবব্যাপ্তিরিতি জাতিগর্ভম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৬৯

হইবে।[1] এক্ষণে আর পরমাণুতে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, পরমাণুগত রূপরসাদি সাক্ষাদ্‌ভাবে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও উহারা দ্রব্যগ্রাহক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রাহ্য এমন যে রূপত্ব-রসত্বাদি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবৃত্তি-গুণত্বব্যাপ্য জাতি তাহাদের আশ্রয় হওয়ায় ঐরূপ গুণবত্ত্ব পার্থিবাদি পরমাণুতে বিদ্যমান আছে। দ্রব্যগ্রাহক-যাবদিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বকে গুণত্বব্যাপ্য জাতির বিশেষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এই বিশেষণটি পরিহার করিলে বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য-গুণত্বব্যাপ্য যে জাতি তদাশ্রয়গুণবত্ত্বকেই পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যপঞ্চকের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু, এইরূপ হইলে গুণত্বব্যাপ্য জাতিও আত্মা প্রভৃতি পদার্থে অতিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। এই কারণেই গুণত্বব্যাপ্য জাতিতে পূর্বোক্ত বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। সংযোগত্ব-রূপ যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তাহা চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। অতএব, বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণত্ব-ব্যাপ্য জাতি-রূপে সংযোগত্ব গৃহীত হইবে। আর, ঐ সংযোগত্ব-রূপ জাতির আশ্রয়-রূপে শরীরাদির সহিত আত্মার যে সংযোগ তাহারও গ্রহণ হইবে। ঐ সংযোগ আত্মাতে থাকায় তদন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু, উক্ত জাতিতে দ্রব্যগ্রাহকসকলেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত হইলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, সংযোগত্ব-রূপ জাতি দ্রব্যগ্রাহক সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হইয়া থাকে। 'গুণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্য-জাতি' এই অংশে গুণবৃত্তিত্বটিকে স্বরূপ-কীর্তন বলিয়াই বুঝিতে হইবে। কারণ, গুণত্বব্যাপ্য জাতি স্বভাবতঃই গুণবৃত্তি হইয়া থাকে। দ্রব্যগ্রাহকযাবদিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যত্বের স্থলে যদি দ্রব্যগ্রাহক ইন্দ্রিয়ে 'যাবত্ত্ব' এই বিশেষণের উল্লেখ না থাকে তাহা হইলে উহা পৃথিবী প্রভৃতিতে অসম্ভব-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। এইজন্য উক্ত বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিশেষণ প্রদত্ত না হইলে দ্রব্যগ্রাহকেন্দ্রিয়া-গ্রাহ্য এমন যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয়গুণবত্ত্বই পৃথিব্যাদি দ্রব্যপঞ্চকের সাধর্ম্য বলিতে হয়। এইরূপ হইলে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতি জাতি গৃহীত হইবে না। কারণ, ঐ সকল জাতিই দ্রব্যগ্রাহক যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় তাহার দ্বারা গৃহীত হইয়া থাকে। 'যাবত্ত্ব' এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইলে পূর্বোক্ত অসম্ভব-দোষ থাকিবে না। কারণ, ঐ সকল জাতি দ্রব্যগ্রাহক চক্ষুরাদি তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

১ দ্রব্যগ্রাহকযাবদিন্দ্রিয়াগ্রাহ্যবহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যগুণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমদ্‌গুণত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২

গৃহীত হইলেও ঐরূপ সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। আমরা জানি যে ত্বক্ বা মনের দ্বারা ঐ সকল জাতির গ্রহণ হয় না। এস্থলে ইন্দ্রিয়-পদটির উল্লেখ না থাকিলে উহা আত্মান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। এইজন্য উক্ত সাধর্ম্যের শরীরে ইন্দ্রিয়ত্ব-রূপে ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ হইয়াছে। এই পদটি অনুল্লিখিত হইলে দ্রব্যগ্রাহক-যাবদ্-অগ্রাহ্য যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয়গুণবত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হইবে। দ্রব্যগ্রাহক-যাবৎ বলিতে ইন্দ্রিয়ের সহিত ঘটপটাদি দ্রব্যের সংযোগাদি-রূপ সন্নিকর্ষও গৃহীত হয়। কিন্তু, সংযোগসন্নিকর্ষের দ্বারা সংযোগত্ব-জাতির গ্রহণ না হওয়ায় উহা দ্রব্যগ্রাহক-যাবদ্-অগ্রাহ্য যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদ্রূপে গৃহীত হইল। উক্ত সংযোগত্বের আশ্রয় যে আত্মশরীরাদি-সংযোগ তদাশ্রয়ত্ব আত্মাতে বিদ্যমান আছে। কিন্তু, 'ইন্দ্রিয়ত্ব' এই বিশেষণটি প্রদত্ত হইলে আর এই অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, দ্রব্যগ্রাহক ইন্দ্রিয়-রূপে সন্নিকর্ষের গ্রহণ হয় না। ইন্দ্রিয়ে 'বাহ্যত্ব-রূপ' বিশেষণটি প্রদত্ত না হইলে উহা আত্মান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই কারণেই উক্ত বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিশেষণটির অভাবে দ্রব্যগ্রাহক যাবদিন্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রাহ্য এমন যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয় গুণবত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। জ্ঞানত্ব, সুখত্ব প্রভৃতি গুণত্বব্যাপ্যজাতিগুলি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত না হওয়ায় দ্রব্যগ্রাহক-যাবদিন্দ্রিয়াগ্রাহ্য হইয়াছে এবং মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য হইয়াছে। অতএব, উহারা দ্রব্যগ্রাহকযাবদিন্দ্রিয়াগ্রাহ্য এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য গুণত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে গৃহীত হইবে। ঐ জাতির আশ্রয়ীভূত জ্ঞানসুখাদি গুণগুলি আত্মাতে থাকায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্ট। ইন্দ্রিয়াংশে 'বাহ্যত্ব' বিশেষণটি প্রদত্ত হইলে উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরস্ত হইবে। কারণ, সুখত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি গুণত্বব্যাপ্য জাতিগুলি বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয় না।

দ্বিতীয় কল্পে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। এই কল্পেও পার্থিবাদি পরমাণুতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা পরমাণুতে আশ্রিত যে রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষগুণ তাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না। এই কারণে ইহার পরিষ্কারপ্রসঙ্গে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, 'বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য' ইত্যাদি কিরণাবলী-গ্রন্থের এইরূপ তাৎপর্য হইবে—মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রহণ হয় এমন যে বিশেষগুণ তাহাতে

আশ্রিত যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তাদৃশ জাতির আশ্রয়ীভূত গুণবত্ত্ব[১]। এক্ষণে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ, মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়-রূপে গৃহীত যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের দ্বারা গ্রাহ্য বিশেষগুণ হইবে ঘটাদিগত রূপাদি। উহাতে বিদ্যমান গুণত্বব্যাপ্য জাতি হইবে রূপত্বাদি। তাদৃশ রূপত্বাদি জাতির আশ্রয় হইবে ঘটাদিগত রূপাদির ন্যায় পরমাণুগত রূপাদি। উক্ত রূপাদি পরমাণুতে থাকায় অব্যাপ্তি নিরস্ত হইল। মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয় বলিতে মনের গ্রহণ হইবে না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েরই হইবে। কারণ, ন্যায়-বৈশেষিক মতে মনকে পরমাণুপরিমাণ বলা হইয়াছে।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় বিশেষগুণে মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত যে ইন্দ্রিয় তদ্‌গ্রাহ্যত্বকে বিশেষণ করা হইয়াছে। এই বিশেষণটি প্রযুক্ত না হইলে আত্মান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ, উক্ত বিশেষণটি পরিত্যাগ করিলে বিশেষগুণবৃত্তি যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয়ীভূত যে গুণবত্ত্ব, তাহাকেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিতে হয়। রূপ, রস প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতিও শাস্ত্রে বিশেষ-গুণ বলিয়া বর্ণিত আছে। এইরূপ হওয়ায় রূপত্ব প্রভৃতির ন্যায় জ্ঞানত্ব, ইচ্ছাত্ব প্রভৃতিও বিশেষগুণবৃত্তি জাতি-রূপে গৃহীত হইবে। অতএব, ঐরূপ জাতির আশ্রয়ীভূত জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি গুণ আত্মাকে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, বিশেষগুণে উল্লিখিত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে অতিব্যাপ্তি হইবে না।[২] কারণ, মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত যে ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের দ্বারা গ্রহণীয় বিশেষগুণ-রূপে রূপ, রস প্রভৃতিরই গ্রহণ হয়, জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতির নহে।

এস্থলে বিশেষগুণের স্থানে গুণমাত্রকে গ্রহণ করিলেও আত্মাতে অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইবে না। এই কারণে বিশেষগুণ বলা আবশ্যক। 'বিশেষ' পদটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণ-পদের প্রয়োগে মহত্ত্বাশ্রয়ীভূত-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যে গুণ তদাশ্রিতগুণত্বব্যাপ্যজাতিমদ্‌গুণবত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হয়। এইরূপ হইলে তাদৃশ গুণ বলিয়া রূপ, রস প্রভৃতির ন্যায় সংযোগের গ্রহণ হইবে। কারণ, ভূতল-ঘটের সংযোগ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয়। সুতরাং, তাদৃশ-গুণবিশিষ্ট জাতি-রূপে সংযোগত্বেরও গ্রহণ হইবে। উহার আশ্রয়ীভূত যে শরীরাত্ম-সংযোগাত্মক গুণ তদ্বত্ত্ব বা তদাশ্রয়ত্ব আত্মাতে অবশ্যই

১ মহত্ত্বাশ্রয়েন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমদ্‌গুণত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২

২ আত্মন্যতিব্যাপ্তিবারণায় গ্রাহ্যান্তং গুণবিশেষণম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৭১-২

আছে। এই অতিব্যাপ্তির পরিহারকল্পে বিশেষগুণ কীর্তিত হইয়াছে। সংযোগ বিশেষগুণ না হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে না।[১]

উক্ত বিশেষণে ইন্দ্রিয়ত্ব-রূপে ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ না থাকিলেও ফলতঃ আত্মাতে অতিব্যাপ্তি থাকিয়া যায়। এই কারণে মহত্ত্বাশ্রিত ইন্দ্রিয়ের কথা বলা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়াংশ পরিত্যাগ করিলে মহত্ত্বাশ্রয়ীভূত-গ্রাহ্যবিশেষগুণবৃত্তি-রূপে জ্ঞানাদি গৃহীত হইবে। কারণ, মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত যে আত্মপদার্থ তাহার দ্বারা ঐ বিশেষগুণেরও গ্রহণ হয়। কিন্তু, তাদৃশ-ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিলে জ্ঞানাদির গ্রহণ হইতে পারে না। কারণ, মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি তাহাদের দ্বারা জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ স্বীকৃত হয় নাই।

উক্ত জাতিতে গুণত্বব্যাপ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত না হইলে সত্তা-রূপ জাতি অবলম্বনে আত্মাদিতে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হইবে।[২] ঐ বিশেষণটি পরিত্যক্ত হইলে মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য যে বিশেষগুণ তদ্‌বৃত্তি জাতিমদ্‌গুণবত্ত্বকে পৃথিব্যাদি দ্রব্যপঞ্চকের সমানধর্ম বলিতে হয়। তাদৃশ বিশেষগুণ-রূপে রূপ, রস প্রভৃতির গ্রহণ হয়। ঐ সকল গুণে রূপত্ব, রসত্ব প্রভৃতির ন্যায় সত্তাও আশ্রিত হয়। উহাদের মধ্যে সত্তা-রূপ জাতির আশ্রয়ীভূত সংখ্যা-পরিমাণাদ্যাত্মক গুণের আশ্রয়ত্ব আত্মাতে আছে। অতএব, তাদৃশজাতিমদ্‌গুণবত্ত্ব আত্মাদি দ্রব্যের অন্তর্ভাবে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। এই অতিব্যাপ্তির নিরসনে লক্ষণপ্রবিষ্ট জাতিতে গুণত্বব্যাপ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি আবশ্যক হয়। এক্ষণে আর ঐ অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, সত্তা-রূপ জাতি কখনো গুণত্বের ব্যাপ্য হয় না। উক্ত প্রয়োজনে গুণত্বব্যাপ্যত্বের নিবেশ থাকিলে উহাতে আর পৃথগ্‌ভাবে বিশেষণ-রূপে গুণবৃত্তিত্বের প্রবেশের কোন প্রয়োজন থাকে না। কারণ, যাহা গুণত্বব্যাপ্য তাহা গুণবৃত্তি হইবে। সুতরাং, উহা স্বরূপকথন মাত্র, বিশেষণ নহে; ইহাই বুঝিতে হইবে।

এই পরিষ্কারে বিশেষগুণের বিশেষণ-রূপে মহত্ত্বাশ্রয়ীভূতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্ব বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে ইহা বিবেচনা করা যাইতে পারে যে, পূর্বকল্পের ন্যায় এই বিশেষণটি জাতিতে প্রদত্ত হইতে পারে কি না। যদি বিশেষণটি জাতিতে প্রযুক্ত হয় তাহা হইলে নিম্নোক্ত প্রকারে লক্ষণটির পর্যবসান হইবে। মহত্ত্বের

---

১ সংযোগত্বমাদায় দোষতাদবস্থ্যাদাহ বিশেষেতি। বিবৃতি পৃঃ ১৭২

২ সত্তামাদায়াতিব্যাপ্তেরাহ গুণত্বব্যাপ্যেতি। ঐ

আশ্রয়ীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গ্রাহ্য এমন যে বিশেষগুণবৃত্তি গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয়গুণবত্ত্ব পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হয়। ইহাতে পূর্বোক্ত জাতি-রূপে সংস্কারত্বকে গ্রহণ করা যাইবে। ত্রিবিধসংস্কারসাধারণ সংস্কারত্ব-জাতিটির আশ্রয়ীভূত গুণ-রূপে স্থিতিস্থাপকত্ব ও বেগের ন্যায় ভাবনাখ্য সংস্কারেরও গ্রহণ হয়। ভাবনাখ্যসংস্কার আত্মাশ্রিত হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হইবে। এই কারণেই মহত্ত্বাশ্রয়ীভূতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বকে জাতির বিশেষণ না করিয়া বিশেষগুণের বিশেষণ করা হইয়াছে। উক্ত লক্ষণে জাতিত্ব-রূপে জাতির প্রবেশ না থাকিলে মহত্ত্বাশ্রয়ীভূতেন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যবদাশ্রয়ত্বকেই পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিতে হইবে। ইহাতে গুণত্বাভাববদ্-ভিন্নত্বকে অবলম্বন করিয়া আত্মাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য হইবে। কারণ, গুণত্বের অভাববৎ বলিতে গুণভিন্ন পদার্থমাত্রই হইবে। তদ্‌ভিন্নত্ব একমাত্র গুণেই থাকিবে। অতএব, উহা গুণত্বের ব্যাপ্য বলিয়া গৃহীত হইবে। গুণত্বব্যাপ্যত্ব-রূপে গৃহীত এই যে গুণত্বাভাববদ্‌ভিন্নত্ব তাহার আশ্রয়ীভূত গুণ-রূপে অদৃষ্টাদি গুণেরও গ্রহণ হইবে। ঐ অদৃষ্ট আত্মাতে থাকায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্ট আছে। জাতিত্ব-রূপে জাতি গৃহীত হইলে এই অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ গুণত্বাভাববদ্‌ভিন্নত্ব জাতি নহে, উহা সপ্তম পদার্থের অন্যতম।

চতুর্ণাং পৃথিব্যপ্‌তেজোবায়ূনাং দ্রব্যারম্ভকত্বং দ্রব্য-সমবায়িকারণত্বম্। স্পর্শবত্ত্বং স্পর্শসমবায়ঃ। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ। অবান্তরাণুত্বমহত্ত্বে স্থিতিস্থাপক-সংস্কারযোগঃ শরীরেন্দ্রিয়ারম্ভকত্বঞ্চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্।

দ্রব্যারম্ভকত্বকে (অর্থাৎ দ্রব্যের সমবায়িকারণত্বকে) পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চারিটির সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। প্রকৃতস্থলে স্পর্শের সমবায়ই স্পর্শবত্ত্ব হইবে।[১] ইহাকে (অর্থাৎ দ্রব্যারম্ভকত্ব ইত্যাদি গ্রন্থকে) উপলক্ষণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহার দ্বারা অবান্তর অণুত্ব ও অবান্তর মহত্ত্ব, স্থিতিস্থাপকাখ্য সংস্কারের যোগ (অর্থাৎ সম্বন্ধ) ও শরীরের আরম্ভকত্ব (অর্থাৎ উপাদান-কারণত্বকেও) উক্ত চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে।

১ চতুর্ণাং দ্রব্যারম্ভকত্বস্পর্শবত্ত্বে। প্রশস্তপাদ

পরমমূলকার পৃথিব্যাদি বায়ু পর্যন্ত চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্যবর্ণনাপ্রসঙ্গে দ্রব্যারম্ভকত্বকে উহাদের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। সাধারণতঃ দ্রব্যারম্ভকত্ব বলিতে দ্রব্যকারণত্বকে বুঝায়। যদি দ্রব্যারম্ভকত্ব বলিতে দ্রব্যকারণত্বমাত্রই বুঝায় তাহা হইলে কালাদির অন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ, কার্যমাত্রের প্রতি কালাদির নিমিত্তকারণত্ব স্বীকৃত আছে। এজন্য, প্রকৃতস্থলে আচার্য দ্রব্যারম্ভকত্বকে দ্রব্যসমবায়িকারণত্ব বলিয়াছেন। এইরূপ বলিলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, জন্য-দ্রব্যমাত্রের প্রতি কাল নিমিত্তকারণ হইলেও সমবায়িকারণ হয় না। কাল-রূপ উপাদানের দ্বারা কোন জন্য-দ্রব্য নির্মিত হইয়াছে বলিয়া দেখা যায় না। কিন্তু, আমরা মনে করি যে আচার্যের উক্ত ব্যাখ্যা সর্বথা নির্দোষ নহে। কারণ, এইরূপ ব্যাখ্যা স্বীকার করিলেও দেখা যাইবে যে, উক্ত লক্ষণ অন্ত্যাবয়বী দ্রব্যে অব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা জানি যে, অন্ত্যাবয়বী কোনও জন্য-দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির পরিহারকল্পে প্রকাশকারের পরিষ্কার এইরূপ যে, দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তি যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তদ্বত্ত্বই পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম।[১] ইহাতে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, অন্ত্যাবয়বি-রূপ দ্রব্য কোন জন্য-দ্রব্যবিশেষের সমবায়িকারণ না হইলেও উহা দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তি যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তাহার আশ্রয় হইয়া থাকে। দ্রব্যের সমবায়িকারণ বলিতে অবয়বাত্মক দ্রব্যগুলিকে পাওয়া যায়। তাহাতে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি চারিটি জাতি দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে গৃহীত হইবে। উহারা অবশ্যই অন্ত্যাবয়বী দ্রব্যেও আশ্রিত হয়। নিত্য ও অনিত্য যাবতীয় পার্থিবাদি পদার্থই পৃথিবীত্বাদি জাতির আশ্রয় হইয়া থাকে। এই পরিষ্কারে দ্রব্যবিভাজক উপাধিতে দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তিত্বকে বিশেষণ-রূপে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। ঐ বিশেষণটি প্রদত্ত না হইলে কালাদির অন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। কারণ, এই অংশ পরিত্যাগ করিলে দ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বকেই সাধর্ম্য বলিতে হয়। পৃথিবীত্বের ন্যায় কালত্ব প্রভৃতিও দ্রব্যবিভাজক উপাধির অন্তর্গত। দ্রব্যবিভাজক উপাধিটি কালে থাকায় উক্ত অতিব্যাপ্তি পরিস্ফুট আছে। এই কারণে উক্ত উপাধিতে দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তিত্বকে বিশেষণ করা হইয়াছে। ফলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ, দ্রব্যবিভাজক উপাধিরূপে কালত্বের গ্রহণ হইলেও উহা দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। 'দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তি' এই

১ দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তিদ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বমিত্যর্থাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২

স্থলে দ্রব্য-পদের প্রয়োগ না করিলেও উক্ত অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। এই কারণে এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। প্রথম দ্রব্যাংশ পরিত্যাগ করিলে সমবায়িকারণবৃত্তি যে দ্রব্যবিভাজক-উপাধি তদ্বত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হয়। কিন্তু, তাহা হইতে পারে না। কারণ, এইরূপ দ্রব্যবিভাজক-উপাধি কালেও থাকে। কালাত্মক দ্রব্য দ্রব্যবিশেষের সমবায়িকারণ না হইলেও উহা স্বগত দ্বিত্বাদি সংখ্যার প্রতি সমবায়িকারণ হয়। কালগত দ্বিত্ব বলিতে কাল ও ঘট এইরূপ পদার্থদ্বয়গত দ্বিত্বকে বুঝিতে হইবে। উক্ত দ্বিত্ব-সংখ্যার প্রতি ঘটের ন্যায় কালও সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। সংখ্যার ন্যায় কালেরও সংযোগাদি গ্রহণ করিয়া কালের সমবায়িকারণত্ব ব্যাখ্যাত হইতে পারে। সুতরাং, সমবায়িকারণবৃত্তি যে কালত্ব-রূপ দ্রব্যবিভাজক উপাধি তদাশ্রয়ত্ব কালে থাকায় অতিব্যাপ্তির বারণ সম্ভবপর নহে। প্রথম দ্রব্য-পদের নিবেশ থাকিলে উক্ত অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, কাল কোন দ্রব্যেরই সমবায়িকারণ না হওয়ায় দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তি দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে কাল গৃহীত হইবে না। দ্রব্যবিভাজক উপাধি এই বিশেষ্যাংশে প্রবিষ্ট দ্রব্য-পদের পরিহার করিলেও কালে অতিব্যাপ্তি দুর্নিবার হইয়া যাইবে। কারণ, দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তি যে বিভাজক উপাধি তদাশ্রয়ত্বকে পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিলে দ্রব্য-সমবায়িকারণবৃত্তি বিভাজক-উপাধিরূপে দ্রব্যত্বেরও গ্রহণ হইবে। দ্রব্যের সমবায়িকারণ যে কপালাদি পদার্থ তাহাতে দ্রব্যত্ব অবশ্যই আশ্রিত আছে এবং উহা পদার্থবিভাজক উপাধিও বটে। উক্ত দ্রব্যত্ব কালে না থাকায় অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইবে। দ্বিতীয় দ্রব্য-পদটির নিবেশ থাকিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরস্ত হইয়া যায়। কারণ, দ্রব্যত্ব পদার্থবিভাজক উপাধি হইলেও কখনও দ্রব্য-বিভাজক উপাধি হয় না।[১]

কিরণাবলীকার 'চতুর্ণাং দ্রব্যারম্ভকত্বম্' এই পরমূলগ্রন্থকে উপলক্ষণ বলিয়া অবান্তর অণুত্ব, অবান্তর মহত্ত্ব, স্থিতিস্থাপকসংস্কারযোগ ও শরীরারম্ভকত্ব এই চারিটিকে পৃথিব্যাদি দ্রব্যচতুষ্টয়ের অতিরিক্ত সাধর্ম্য বলিয়াছেন। অবান্তর অণুত্ব ও অবান্তর মহত্ত্ব বলিতে জন্য-অণুত্ব ও জন্য-মহত্ত্বকে বুঝিতে হইবে। জন্য

---

১ সংযোগাদিসমবায়িত্বং কালাদাবপীতি প্রথমদ্রব্যপদম্। দ্রব্যনিমিত্তকারণং তত্রৈবেতি সমবায়ীতি। তাদৃশদ্রব্যত্বসত্ত্বাৎ তত্রৈবাতিব্যাপ্তেরিতি চরমদ্রব্যপদং ব্যর্থম্। তথাপি দ্রব্যসমবায়িকারণত্বং দ্রব্যনিমিত্তকারণাসমবায়িকারণভিন্নকারণত্বমিত্যদোষঃ। বিবৃতি, পৃঃ ১৭২

ও নিত্য ভেদে অণুত্ব-পরিমাণ ও মহত্ত্ব-পরিমাণ দ্বিবিধ হইয়া থাকে। পরমাণু ও দ্ব্যণুক অণুত্ব-পরিমাণ বিশিষ্ট দ্রব্য। ইহদের মধ্যে পরমাণুগত অণুত্ব পরিমাণ নিত্য ও দ্ব্যণুকগত অণুত্ব-পরিমাণ অনিত্য বলিয়া সিদ্ধান্তিত আছে। এস্থলে দ্বিতীয় প্রকার অণুত্ব-পরিমাণকেই অবান্তর অণুত্ব বলা হইয়াছে। উহাই পৃথিবী প্রভৃতি চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য। কিন্তু, বিচার করিলেই ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, উহা পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারে না। কারণ, পার্থিবাদি পরমাণু ও ঘটাদ্যাত্মক সাবয়ব দ্রব্যে উহা অব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে। জন্য-অণুত্ব-পরিমাণ পরমাণুতে ও ঘটাদ্যাত্মক সাবয়ব বস্তুতে থাকে না; উহা সাবয়ব বস্তুর মধ্যে কেবল দ্ব্যণুকেই থাকে। সুতরাং, কিরণাবলীকারের গ্রন্থের ন্যূনতা পরিহারের জন্য প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা আচার্য জন্য-অণুত্ব-পরিমাণবদ্বৃত্তি যে দ্রব্যত্ব-জাতি তদ্বত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি দ্রব্যচতুষ্টয়ের সমানধর্ম বলিয়াছেন। ইহাতে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, জন্য-অণুত্ব-পরিমাণের আশ্রয়-রূপে গৃহীত যে পার্থিবাদি দ্ব্যণুক তাহাতে আশ্রিত দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে পৃথিবীত্বাদি জাতির গ্রহণ হইবে। উহা ঘটাদি সাবয়ব বস্তু ও পার্থিবাদি পরমাণুতে থাকায় অব্যাপ্তি পরিহৃত হইয়া যাইবে। উক্ত জাতিতে দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত না হইলে উহা আত্মাদিতে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। ঐ বিশেষণটি পরিত্যাগ করিলে জন্য-অণুত্ববদ্বৃত্তি-জাতিমত্ত্বকে পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হয়। জন্য-অণুত্বের আশ্রয়-রূপে গৃহীত যে পার্থিবাদি দ্ব্যণুক তদাশ্রিত জাতি-রূপে দ্রব্যত্ব ও সত্তার গ্রহণ হয়। ঐ জাতি আত্মাদি দ্রব্যে বিদ্যমান থাকায় অতিব্যাপ্তি হয়। দ্রব্যত্বব্যাপ্যত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, দ্রব্যত্ব বা সত্তাকে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য-রূপে গ্রহণ করা যায় না।[১]

অবান্তর মহত্ত্বকেও পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। জন্য যে মহত্ত্ব-পরিমাণ তাহাকে অবান্তর মহত্ত্ব বলা হইয়াছে। কিন্তু, ঐরূপ মহত্ত্ব-পরিমাণকে পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ, উক্ত চতুর্বিধ দ্রব্যের অন্তর্গত যে পার্থিবাদি দ্ব্যণুক ও পরমাণুগুলি তাহাতে জন্য-মহত্ত্ব-পরিমাণ না থাকায় তদন্তর্ভাবে লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব, পূর্বের ন্যায় জন্যমহত্ত্বমদ্বৃত্তি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি তদ্বত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের

---

১ জন্যাণুত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২-৩

সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, জন্য-মহত্ত্বের আশ্রয়ীভূত যে ঘটাদি দ্রব্যগুলি তদাশ্রিত দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে গৃহীত পৃথিবীত্বাদি জাতিগুলি পার্থিবাদি পরমাণুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি পরিহৃত হইয়া যাইবে।[১]

কিরণাবলীকার স্থিতিস্থাপকত্বাখ্য সংস্কারকেও পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়াছেন। কট (মাদুর), রবার প্রভৃতি পার্থিবদ্রব্যে যে স্থিতিস্থাপকত্ব নামে সংস্কার থাকে ইহা আমরা প্রত্যক্ষভাবে জানি। জল প্রভৃতি দ্রব্যগুলিও উত্তাপের ফলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া উত্তাপের উপশমে পুনরায় নিজ স্বরূপে স্থিত হইয়া যায়। অতএব, ঐ সকল দ্রব্যেও স্থিতিস্থাপকত্বাখ্য সংস্কার আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে। পার্থিবাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের মধ্যে কটাদি-রূপ পার্থিব বস্তুতে স্থিতিস্থাপকত্ব-সংস্কার থাকিলেও পূর্ববর্তী কোনও কোনও গ্রন্থকার সর্বত্র পার্থিবাদি বস্তুতে উহা থাকে না বলিয়াই মনে করেন। অর্থাৎ, উক্ত স্থিতিস্থাপকত্ব-সংস্কার কটাদি বস্তুতে থাকিলেও ঘটাদি বস্তুতে থাকে না। তাঁহাদের মতে ঘটাদি-দ্রব্যান্তর্ভাবে অব্যাপ্তি-নিবারণের জন্য স্থিতিস্থাপকত্বাখ্য-সংস্কারবদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকিবে না। কারণ, সাক্ষাদ্‌ভাবে ঘটাদি দ্রব্যে সংস্কার না থাকিলেও উহার আশ্রয়ীভূত কটাদি দ্রব্যে তদাশ্রিতদ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি-রূপে গৃহীত যে পৃথিবীত্বাদি জাতিগুলি তাহা ঘটাদি দ্রব্যে থাকায় অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইবে।

কিন্তু, এস্থলে আমাদের বিচার অন্যরূপ। উত্তাপের ফলে নিখিল পার্থিবাদি দ্রব্য পরিসরপ্রাপ্ত হইয়া উত্তাপের উপশমে নিজ অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে। অতএব, সর্বত্র পার্থিবাদি বস্তুতে উক্ত সংস্কার আছে বলিয়া মনে হয়। অবশ্য যদি কোনও কোনও সাবয়ব দ্রব্য স্বোৎপত্তির অব্যবহিত পরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায়, অর্থাৎ উহারা থাকে না ইহা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল সাবয়বদ্রব্যান্তর্ভাবে স্থিতিস্থাপকত্বাখ্য সংস্কারযোগ-রূপে সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হইবে। ঐ অব্যাপ্তির নিরসনে পূর্বোক্ত প্রণালীরই আশ্রয় লইতে হইবে। অর্থাৎ স্থিতিস্থাপকত্বাখ্যসংস্কারসমানাধিকরণদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হইবে।

---

১ এবমবান্তরমহত্ত্বমপি নির্বাচ্যম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৭২-৩

শরীরারম্ভকত্বকেও পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ পদার্থের আর একটি সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। চেষ্টাবিশিষ্ট ভৌতিক দ্রব্যকে শরীর বলা হয়। উহার আরম্ভকত্ব, অর্থাৎ সমবায়িকারণত্বকে পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় দ্রব্যগুলি যে শরীরের সমবায়িকারণ হয় তাহা পৃথগ্-ভাবে ঐ সকল দ্রব্যের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে। কিন্তু, পার্থিবাদি দ্রব্যবিশেষ শরীরবিশেষের সমবায়িকারণ হইলেও সকল পার্থিবাদি দ্রব্যই যে শরীরের আরম্ভক হয় ইহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। ঐরূপ হইলে ঐ সকল দ্রব্যান্তর্ভাবে শরীরারম্ভকত্ব-রূপ সাধর্ম্যের অব্যাপ্তি হইয়া যায়। এই অব্যাপ্তির সমাধানেও পূর্বোক্ত পথ অবলম্বন করিয়াই আমরা বলিতে পারি যে, 'দ্রব্যসমবায়িকারণত্বম্' এই গ্রন্থের দ্বারা আচার্য শরীরারম্ভকবৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া বিবক্ষিত করিয়াছেন।[১] এক্ষণে আর উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, যাবতীয় পার্থিবাদি শরীরের কারণ না হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের যে-যে অংশ শরীরের সমবায়িকারণ হয় তাহাতে আশ্রিত দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি লইয়া পৃথিবীত্বাদি জাতিগুলি গৃহীত হইবে। শরীরারম্ভক অথবা শরীরানারম্ভক সকল পার্থিবাদি দ্রব্যেই ঐ জাতিগুলি থাকায় অব্যাপ্তি পরিহৃত হইবে।

এই স্থলের ব্যাবৃত্তিগুলি পূর্বপ্রদর্শিত ব্যাবৃত্তি অনুসারেই বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে। একই কথার পুনঃ পুনঃ উল্লেখে পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতি অস্বাভাবিক নহে। এই জন্য আমরা ঐ গুলির পৃথক্ পৃথক্ উল্লেখ হইতে বিরত হইতেছি। কিন্তু, পূর্বে অনুল্লিখিত একটি মাত্র ব্যাবৃত্তি এস্থলে প্রদর্শন করা যাইতেছে। পূর্বোক্ত সাধর্ম্যের পরিষ্কারে জাতিত্ব-রূপ জাতির নিবেশ করা হইয়াছে। উহা না করিলে আকাশাদির অন্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তি হইবে। জাতিত্ব-রূপে যদি জাতি নিবিষ্ট না হয়, তাহা হইলে শরীরসমবায়িকারণবৃত্তি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য ধর্ম তদ্বত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হয়। এই ব্যাখ্যায় দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য না হওয়ায় সত্তা বা দ্রব্যত্বের গ্রহণ না হইলেও পৃথিবী ও আকাশবৃত্তি যে অন্যতরত্ব-রূপ ধর্ম তাহার গ্রহণ হইবে। দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে না থাকায় উক্ত ধর্মটি অবশ্যই দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইবে। পার্থিব বস্তুতে থাকায় উহা শরীরসমবায়িকারণে আশ্রিতও হইয়াছে। অতএব, শরীর-

---

১ শরীরারম্ভকবৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৩

সমবায়িকারণবৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্য ধর্ম-রূপে উক্ত অন্যতরত্ব গৃহীত হইয়া যাইবে। পৃথিবীর ন্যায় আকাশও ঐ ধর্মের আশ্রয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্টই আছে। কিন্তু, জাতিত্ব-রূপে জাতির প্রবেশ থাকিলে এই অতিব্যাপ্তি হইতে পারিবে না। কারণ, অন্যতরত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি শাস্ত্রে জাতি-রূপে গৃহীত হয় নাই। পূর্ব পূর্ব স্থলেও প্রয়োগানুসারে জাতিত্ব-রূপে জাতির প্রবেশের অনুরূপ তাৎপর্যই বুদ্ধিস্থ করিতে হইবে। উক্ত পরিষ্কারে শরীরসমবায়িকারণত্ব-রূপে তাদৃশ কারণের প্রবেশে গ্রন্থের তাৎপর্য নাই। কারণ, শরীরবৃত্তি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি তদ্বত্ত্বকে পৃথিব্যাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিলেও কোনও ক্ষতি হয় না। সুতরাং, নিষ্কর্ষে উহাকেই 'দ্রব্যসমবায়িকারণত্বম্' এই গ্রন্থের তাৎপর্য বলিয়া জানিতে হইবে।

ত্রয়াণাং[১] পৃথিব্যপ্‌তেজসাম্। প্রত্যক্ষত্বং বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বং রূপবত্ত্বং রূপসমবায়ো দ্রবত্ববত্ত্বং দ্রবত্বসমবায়ঃ। সম্ভাব্যতে চৈতৎ।

পরমমূলস্থ 'ত্রয়াণাম্' এই স্থলে ত্রি-পদের দ্বারা পৃথিবী, জল ও তেজ এই ত্রিবিধ দ্রব্যের অভিধান হইয়াছে। (এইস্থলে) বাহ্যেন্দ্রিয়-গ্রাহ্যত্বই প্রত্যক্ষত্ব হইবে; রূপের সমবায় রূপবত্ত্ব এবং দ্রবত্বের সমবায় দ্রবত্ববত্ত্ব হইবে। ইহার (অর্থাৎ দ্রবত্ববত্ত্বের) সম্ভাবনামাত্রই বিবক্ষিত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষত্ব, রূপবত্ত্ব ও দ্রবত্ববত্ত্বকে পৃথিবী, জল ও তেজের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। মনের দ্বারা আত্মারও লৌকিক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব, আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক যে, আত্মা-অন্তর্ভাবে অতিব্যাপ্ত প্রত্যক্ষকে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিষয়ত্বকে কিরূপে পৃথিব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কার সমাধানেই কিরণাবলীকার প্রকৃতস্থলে বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বকে প্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, আত্মা মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হইলেও বহিরিন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।[২]

---

১ ত্রয়াণাং প্রত্যক্ষত্বরূপবত্ত্বদ্রবত্ববত্ত্বানি। প্রশস্তপাদ

২ অন্যথা মনোগ্রাহ্যে আত্মন্যতিব্যাপ্তেরিত্যর্থঃ। ভাস্কর, পৃঃ ৬৩

অতএব, বাহ্যেন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষত্বকে পৃথিবী প্রভৃতি ত্রিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিতে কোনও বাধা নাই।

এ বিষয়ে অন্য আপত্তি হইতে পারে যে, পার্থিবাদি পরমাণু এবং ঐ ত্রিবিধ দ্রব্যের অন্তর্গত পার্থিব, জলীয় ও তৈজস এই ত্রিবিধ ইন্দ্রিয়াদি বস্তুগুলি বাহ্যেন্দ্রিয়-জন্যপ্রত্যক্ষবিষয় না হওয়ায় বাহ্যেন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষত্বকে উক্ত ত্রিবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে না। ইহার সমাধানে বলা যায় যে, বহিরিন্দ্রিয়জন্য-প্রত্যক্ষবিষয়ত্বসমানাধিকরণ যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি সেই জাতিমত্ত্বকে পৃথিব্যাদি ত্রিবিধ পদার্থের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে। ফলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, উক্ত জাতি-রূপে পৃথিবীত্বাদি জাতিগুলির গ্রহণ হইবে। উহারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয়সাধারণ হওয়ায় অব্যাপ্তির পরিহার হইয়া যায়।

রূপবত্ত্ব ও দ্রবত্ববত্ত্বকে উক্ত ত্রিবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। উৎপন্ন-বিনষ্ট পার্থিবাদি দ্রব্য অস্বীকার করিলে যথাশ্রুত রূপবত্ত্বকেই নির্দোষ বলা যায়। কিন্তু, দ্রবত্ববত্ত্বকে কখনও ঐরূপভাবে নির্দোষ বলা যায় না। কারণ, কোন-কোন পার্থিবাদি দ্রব্য দ্রব হইলেও উক্ত যাবতীয় দ্রব্য কখনও দ্রব হয় না। ঘটপটাদি-রূপ পার্থিবাদি বস্তুগুলিকে কোনওরূপেই দ্রব বলা যায় না। অতএব, দ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি ত্রিবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিতে হইবে।[1] এইরূপ হইলে ঘটপটাদি দ্রব্যান্তর্ভাবে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ঐ গুলি স্বভাবতঃ দ্রব না হইলেও দ্রবত্বের আশ্রয় যে দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি পার্থিব বস্তু তদাশ্রিত যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব-রূপ জাতি, তদ্বত্ত্ব দুগ্ধ-ঘৃতাদির ন্যায় ঘটপটাদি পার্থিব দ্রব্যে থাকে। এই ভাবেই অগ্নি প্রভৃতি তৈজস বস্তুতে অব্যাপ্তির পরিহার বুঝিতে হইবে। অগ্ন্যাদি-রূপ তৈজস বস্তুগুলি দ্রব না হইলেও নৈমিত্তিকদ্রব-রূপে গৃহীত যে সুবর্ণাদি-রূপ তৈজস বস্তুগুলি তদাশ্রিত দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি যে তেজস্ত্ব তাহা সুবর্ণাদির ন্যায় অগ্নি প্রভৃতি তৈজস বস্তুতে যথাযথভাবে আছে।

দ্বয়োঃ[2] পৃথিব্যুদকয়োর্গুরুত্বং তৎকার্যং পতনঞ্চ রসবত্ত্বং রসো মাধুর্যাদিস্তদ্বত্ত্বম্। আলোকপ্রকাশ্য-দ্রব্যভাস্বররূপবত্ত্বঞ্চেতি 'চা'র্থঃ।

---

[1] দ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ : ৭৩

[2] দ্বয়োর্গুরুত্বং রসবত্ত্বঞ্চেতি। প্রশস্তপাদ

'দ্বয়োঃ' এইস্থলে দ্বি-পদের দ্বারা পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্য গৃহীত হইয়াছে। এইস্থলে গুরুত্ব বলিতে গুরুত্ব ও তাহার কার্য পতনকে বুঝিতে হইবে। মাধুর্য প্রভৃতি যে রস তদ্বত্ত্বকেই (এস্থলে) রসবত্ত্ব বলা হইয়াছে। পরমমূলস্থ 'চ'কারের দ্বারা আলোক-প্রকাশ্যত্ব ও অভাস্বররূপবত্ত্ব সমুচ্চিত হইয়াছে।

পরমমূলগ্রন্থে গুরুত্ব ও রসবত্ত্বকে পৃথিবী ও জল এই দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার গুরুত্বের কার্য যে পতনাত্মক-ক্রিয়া তাহাকেও উক্ত দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। যদি অধঃসংযোগানুকূল ক্রিয়ামাত্রকেই পতন বলা হয়, তাহা হইলে উহা অলোকাদি তৈজস দ্রব্যে অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। উর্ধ্বদেশস্থিত আলোকরশ্মি যে নিম্নদেশেও সংযুক্ত হয় ইহা আমাদের প্রত্যক্ষানুভবসিদ্ধ। অতএব, অধঃ-সংযোগানুকূল ক্রিয়ার আশ্রয় হইতে আলোক প্রভৃতি তৈজস দ্রব্যও হইবে। কিন্তু, প্রকৃতস্থলে অধঃসংযোগানুকূল ক্রিয়ামাত্রকেই 'পতন' বলা হয় নাই। গুরুত্ব যাহার কারণ এইরূপ যে অধঃসংযোগানুকূল ক্রিয়াবিশেষ তাহাকেই পতন-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আলোকাদি তৈজস বস্তুতে অধঃসংযোগানুকূল ক্রিয়া থাকিলেও ঐ ক্রিয়া গুরুত্বের ফলে উৎপন্ন না হওয়ায় উহাকে 'পতন' বলা যায় না।[১] অতএব, পতনক্রিয়া তৈজস দ্রব্যে না থাকায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। যদি কথিত আলোকগত ক্রিয়াকেই পতন বলিয়া গ্রহণ করা যায় তাহা হইলে গুরুত্ব-প্রযোজ্য পতনত্বের ব্যাপ্য যে জাতি তদাশ্রয়ত্ববত্ত্বকেই পৃথিবী ও জল এই দ্রব্যদ্বয়ের সাধর্ম্য বলিতে হইবে। এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, আলোকগত ক্রিয়াতে অভিমত জাতি না থাকায় উহা অভিমত 'পতন' বলিয়া গৃহীত হইবে না।[২]

'দ্বয়োর্গুরুত্বং রসবত্ত্বঞ্চেতি' এই পরমমূলস্থ 'চ' কারকে অনুক্তসমুচ্চয়ার্থে গ্রহণ করিয়া কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, উহার দ্বারা আলোকপ্রকাশ্যত্ব ও অভাস্বররূপবত্ত্বকেও পৃথিবী ও জলের সমান ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

---

১ ননু পতনমধঃসংযোগফলিকা ক্রিয়া যদি তদা তেজস্যতিপ্রসঙ্গঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৪

২ নৈবম। গুরুত্বপ্রযোজ্যপতনত্বব্যাপ্যজাতিমতঃ পতনস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। ঐ

পরমমূলে স্ববাচকপদের দ্বারা এই দুইটি সাধর্ম্য কথিত হয় নাই। অতএব, উহারা অনুক্তই আছে। 'চ' কারের দ্বারা এই দুইটি অতিরিক্ত সাধর্ম্য বিবক্ষিত হওয়ায় উক্ত 'চ'-কারটি অনুক্তের সমুচ্চায়ক হইয়াছে। আলোকপ্রকাশ্যত্ব বলিতে আলোকজন্যজ্ঞানবিষয়ত্বকে বুঝিতে হইবে। পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে আলোকের নিমিত্তকারণতা স্বীকৃত আছে। অতএব, ঐ সকল দ্রব্যে আলোকজন্যজ্ঞানবিষয়তা থাকায় উহা পূর্বোক্ত দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইতে পারিবে। এস্থলে যদি আপত্তি করা যায় যে, আলোকপ্রকাশ্যত্ব আলোকে অতিব্যাপ্ত হওয়ায় উহা কখনও পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্য হইতে পারে না; যদিও ইহা সত্য যে আলোক যেভাবে পার্থিব ও জলীয় দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে নিমিত্তকারণ হয় সেই প্রণালীতে উহা আলোকের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে নিমিত্তকারণ হয় না; তথাপি ইহা অস্বীকার করা সম্ভবপর হইতে পারে না যে, আলোকের প্রত্যক্ষে উহা অবশ্যই নিমিত্তকারণ হয়। কারণ, লৌকিক প্রত্যক্ষে বিষয়ের কারণতা স্বীকৃত থাকায় আলোক নিজেও বিষয়-রূপে নিমিত্ত-কারণ হইয়া থাকে। এস্থলে ইহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, পার্থিবাদি দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে ও আলোকের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে আলোকের কারণতার বৈলক্ষণ্য এই যে, প্রথমস্থলে আলোক সংযোগসম্বন্ধে কারণ হইয়া থাকে এবং দ্বিতীয় স্থলে উহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু, ইহা অনস্বীকার্য যে উভয় স্থলেই আলোকের কারণতা আছে। এরূপ অবস্থায় আলোকপ্রকাশ্যত্ব আলোকে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়।

এস্থলে ইহা বলা সঙ্গত হইবে না যে 'আলোকপ্রকাশ্যত্বম্' এই গ্রন্থের দ্বারা কিরণাবলীকার তাদাত্ম্যাতিরিক্তসম্বন্ধাবচ্ছিন্নকারণতানিরূপিতচাক্ষুষপ্রত্যক্ষাবচ্ছিন্ন-কার্যতার আশ্রয়ীভূত যে জ্ঞান তদ্বিষয়ত্বকেই পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। কারণ, ইহাতেও সুবর্ণাদি তৈজস বস্তুতে অতিব্যাপ্তির উদ্ধার হইবে না। পার্থিবাদি দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের ন্যায় সুবর্ণাদি বস্তুর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষেও আলোক সংযোগসম্বন্ধেই কারণ হইয়া থাকে। অতএব, সুবর্ণাদি দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষকে আমরা পূর্বকথিত কারণতানিরূপিতকার্যতাশালিজ্ঞান-রূপে গ্রহণ করিতে পারি এবং ঐ জ্ঞানবিষয়ও সুবর্ণাদি বস্তুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্টই থাকে।

আলোকে অতিব্যাপ্তি বারণ করিতে যাইয়া প্রকাশকার বলেন যে, আলোকভিন্নত্ববিশিষ্ট আলোকপ্রকাশ্যত্বকেই পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্য বলিয়া

বুঝিতে হইবে। এরূপ হইলে আলোকে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কারণ, আলোকভিন্নত্ব আলোকে থাকে না। কিন্তু, আমরা এই সমাধানকে অভিনন্দিত করিতে পারি না। কারণ, ইহাতেও সুবর্ণাদিতে অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। সমাধানে আমরা অবশ্য এইরূপ বলিতে পারি যে, তেজোভিন্নত্ব-বিশিষ্ট আলোকপ্রকাশ্যত্ব পৃথিবী ও জলের সাধর্ম্য হইবে। ইহাতে সুবর্ণাদি তৈজসদ্রব্যান্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে না। কিন্তু, ইহাতেও পার্থিবাদি পরমাণু ও ইন্দ্রিয়াদি অতীন্দ্রিয় বস্তুতে অব্যাপ্তি থাকিবে। কারণ, উক্ত জ্ঞানবিষয়ত্ব অতীন্দ্রিয় বস্তুতে থাকে না। ইহার সমাধানে বলা যায় যে, তেজোভিন্নত্ববিশিষ্ট আলোকজন্যপ্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বই পৃথিবী ও জলের সমানধর্ম হইবে। এইরূপ জাতি বলিতে পৃথিবীত্ব ও জলত্ব এই দুইটি জাতিরই গ্রহণ হইবে। উহারা পরমাণ্বাদি-সাধারণ হওয়ায়, অব্যাপ্তি হইবে না।[১]

ভূতাত্মনাং[২] পৃথিব্যাদীনাং পঞ্চানামাত্মনাঞ্চ। বৈশেষিকগুণবত্ত্বং স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদোপয়িকাবান্তর-সামান্যবিশেষবন্তো বৈশেষিকা গুণা রূপাদয়ো বুদ্ধ্যাদয়শ্চ। তদ্বত্ত্বম্। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ প্রত্যক্ষ-গুণবত্ত্বমপ্যেতি দ্রষ্টব্যম্।

'ভূতাত্মনাম্' এই স্থলীয় ভূত-পদের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি পাঁচটি এবং আত্মন্-পদের দ্বারা আত্মসমূহ বিবক্ষিত হইয়াছে। বৈশেষিক-গুণবত্ত্বম্ এই স্থলীয় বৈশেষিকগুণ-পদের দ্বারা নিজের আশ্রয়কে পদার্থান্তর হইতে ব্যাবর্তিত করিবার উপযোগী অবান্তরসামান্য-বিশেষের অর্থাৎ অপরজাতির আশ্রয়ীভূত রূপাদি ও বুদ্ধ্যাদি গুণগুলিই বিবক্ষিত হইয়াছে। তদ্বত্ত্বই ভূত ও আত্মার সাধর্ম্য। ইহাও উপলক্ষণ। প্রত্যক্ষগুণবত্ত্বকেও উহাদের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।

---

১ নন্বেতদালোকেঽতিব্যাপকং বিষয়তয়া তৎপ্রত্যক্ষে তস্যাপি হেতুত্বাৎ। ন চালোকান্যত্বেন বিশেষ্যং পরমাণ্বাদ্যব্যাপকত্বাৎ। ন। আলোকান্যত্বে সতি তজ্জন্যপ্রত্যক্ষবিষয়দ্রব্যবৃত্তিদ্রব্যত্বাপর-জাতিমত্ত্বস্যাভিপ্রেতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৪

২ ভূতাত্মনাং বৈশেষিকগুণযোগঃ। প্রশস্তপাদ

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত ও আত্মা এই ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সমানধর্মবর্ণনাপ্রসঙ্গে কিরণাবলীকার বৈশেষিকগুণবত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন। বৈশেষিকগুণ বলিতে সাধারণতঃ বৈশেষিকসম্মত গুণগুলিই বুদ্ধিস্থ হয়।[১] এইরূপ হইলে গুণমাত্রই গৃহীত হইবে। উহাদের মধ্যে সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণগুলি দিক্ ও কালে থাকায় অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়।[২] এই কারণেই আচার্য উহার ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, নিজের আশ্রয়কে দ্রব্যান্তর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন করিবার উপযোগী যে অবান্তর-সামান্যের আশ্রয়ীভূত গুণ তাহাকেই প্রকৃতস্থলে বৈশেষিকগুণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তদাশ্রয়ত্বকে পূর্বোক্ত ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা হইয়াছে। ঐরূপ গুণ বলিতে আমরা রূপ, রস প্রভৃতি গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে পারি। কারণ, ক্ষিতি, জল ও তেজ এই ত্রিবিধ দ্রব্যে থাকায় রূপকে ঐ ত্রিবিধ দ্রব্যের যে দ্রব্যান্তর হইতে ব্যবচ্ছেদ, অর্থাৎ ব্যাবৃত্তি তাহার উপায় বলা যাইতে পারে। আর বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলিকেও আত্মব্যতিরিক্ত দ্রব্য হইতে আত্মদ্রব্যের ব্যাবর্তক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতএব, উহারাও বৈশেষিকগুণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কিন্তু, সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণগুলি ঐরূপ বৈশেষিকগুণ হইবে না। কারণ, উহারা সর্বদ্রব্যসাধারণ হওয়ায় নিজের আশ্রয়ীভূত দ্রব্যকে দ্রব্যান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত করিবার উপযোগী হয় না। পূর্ববর্ণিত বিশেষগুণ পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চবিধ দ্রব্যে এবং আত্মাতে আছে। অতএব, উহাকে প্রদর্শিত ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলা যায়।

প্রকাশকার 'স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদ ··ইত্যাদি' গ্রন্থের অন্যাদৃশ ব্যাখ্যান করিয়াছেন।[৩] তিনি বলিয়াছেন যে, স্বাশ্রয়সমানাধিকরণ যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তাহার অত্যন্তাভাবের অধিকরণে আশ্রিত গুণে যাহা থাকে না এমন যে গুণত্বব্যাপ্য জাতি তদাশ্রয়গুণবত্ত্ব পৃথিবী প্রভৃতি ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে। এইরূপ গুণ বলিতে গন্ধাদি ও বুদ্ধ্যাদি গুণের গ্রহণ হইবে। উহারা দিক্, কাল প্রভৃতিতে না থাকায় এবং প্রোক্ত ষড়্‌বিধ দ্রব্যে থাকায়

১ বৈশেষিকগুণবত্ত্বং বিশেষগুণতয়া পরিভাষিতগুণবত্ত্বম্—'রূপস্পর্শগন্ধরসশব্দাঃ সাংসিদ্ধিকো দ্রবঃ। বুদ্ধ্যাদি নব শব্দশ্চ বৈশেষিকগুণাঃ স্মৃতাঃ॥ ইতি প্রাচ্যৈঃ পরিভাষিতত্বাৎ। সূক্তি, পৃঃ ১৬৩

২ বৈশেষিকমতসিদ্ধা গুণাঃ সংখ্যাদয়োঽপি। ভাস্কর, পৃঃ ৬৪

৩ স্বাশ্রয়সমানাধিকরণদ্রব্যবিভাজকোপাধ্যত্যন্তাভাবসমানাধিকরণগুণাবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতিমদ্গুণবত্ত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৪-৫

পৃথিব্যাদি ষড়্বিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইতে পারে। প্রকৃতস্থলে স্ব-পদে গুণত্বের ব্যাপ্য কোন জাতিকে লইতে হইবে। গন্ধত্ব-রূপ 'স্ব' এর আশ্রয় যে গন্ধ তাহার সমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাজক উপাধি বলিতে পৃথিবীত্বকে পাওয়া যাইবে। উক্ত পৃথিবীত্বের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ যে জলাদি তাহাতে আশ্রিত যে স্নেহাদি গুণ তাহাতে অনাশ্রিত বলিতে গন্ধত্বের গ্রহণ হইবে। তদাশ্রয়ীভূত যে গন্ধাত্মক গুণ, তদ্বত্ত্ব পৃথিবীতে থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইল।[১] তুল্যভাবে বুদ্ধি প্রভৃতিরও গ্রহণ হইবে। তদ্বারা আত্ম-পদার্থেও লক্ষণের সমন্বয় হইবে। কিন্তু, সংযোগত্বাদি গুণত্বব্যাপ্য জাতিগুলিকে প্রকৃতস্থলে গ্রহণ করা যাইবে না। কারণ, উক্ত 'স্ব' এর আশ্রয় যে সংযোগ তৎসমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে পৃথিবীত্ব প্রভৃতি নয়টি ধর্মের গ্রহণ হইবে। তাহাদের অভাব কোনও দ্রব্যে থাকে না। সুতরাং, উক্ত উপাধির অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হইতে দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থই হইবে। তাহাতে কোনও গুণ না থাকায় লক্ষণটি অপ্রসিদ্ধি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়।

প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণবত্ত্বকেও উক্ত ষড়্বিধ দ্রব্যের অপর একটি সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিতে রূপাদি এবং বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের গ্রহণ হইবে। উহাদের মধ্যে রূপাদি গুণগুলি পৃথিব্যাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যে ও বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলি আত্মদ্রব্যে থাকায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণবত্ত্বটি পৃথিবী প্রভৃতি ষড়্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইতে পারে। সংখ্যা, পরিমাণ, সংযোগ, বিভাগ প্রভৃতি গুণগুলিও প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণের অন্তর্গত হইবে। কিন্তু, অতীন্দ্রিয় যে কালাদি দ্রব্য তদ্গত সংখ্যাদি গুণগুলি ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিয়া গৃহীত হইবে না। কালাদির সহিত ঘটাদির সংযোগ বা বিভাগ ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় না। কারণ, অনুযোগী ও প্রতিযোগী উভয়ে প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলে ঐ সকল গুণের প্রত্যক্ষ সম্ভবপর নহে। অতএব, প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ-রূপে প্রত্যক্ষসিদ্ধদ্রব্যগত

---

১ স্বং গন্ধত্বাদি তদাশ্রয়ো গন্ধাদিস্তৎসমানাধিকরণতাদৃশোপাধিঃ পৃথিবীত্বাদিস্তদত্যন্তাভাবো জলাদৌ তৎসমানাধিকরণগুণাবৃত্তি গন্ধত্বাদি তদ্বত্ত্বং বিশেষগুণত্বং তদাশ্রয়ত্বঞ্চ বৈশেষিকগুণবত্ত্বং ক্ষিত্যাদীনাং সাধর্ম্যমিত্যর্থঃ। বিবৃতি, পৃঃ ১৭৫

এস্থলে সেতুটীকাকার অনুরূপভাবেই 'বর্ধমানোপাধ্যায়াস্তু' এইরূপে উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।—বর্ধমানোপাধ্যায়াস্তু স্বাশ্রয়সমানাধিকরণ……বিশেষগুণত্বম্। স্বং গন্ধত্বং তস্যাশ্রয়ো গন্ধস্তত্র সমানাধিকরণো দ্রব্যবিভাজকোপাধিঃ পৃথিবীত্বং তদত্যন্তাভাবসমানাধিকরণো দ্রব্যগুণজলাদৌ স্নেহাদিস্তদবৃত্তির্গন্ধলক্ষণবৃত্তিগুণত্বব্যাপ্যজাতির্গন্ধত্বং তদ্বদ্গুণত্বং গন্ধস্য……ইত্যাহুঃ। সূক্তি, পৃঃ ১৬৪

সংখ্যা, পরিমাণাদির গ্রহণ হইলেও অপ্রত্যক্ষদ্রব্যগত এ সকল গুণকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব, উক্ত সাধর্ম্য কালাদিতে অতিব্যাপ্ত হইবে না। কিন্তু এস্থলে বক্তব্য এই যে, যদিও উক্ত সাধর্ম্য কালাদির অন্তর্ভাবে অতিব্যাপ্ত হয় নাই ইহা সত্য, তথাপি উহাকে নির্দোষ বলা যায় না। কারণ, ঈশ্বর ও পার্থিবাদি পরমাণুর অন্তর্ভাবে উহা অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। কথিত প্রত্যক্ষ বলিতে লৌকিক প্রত্যক্ষকেই বুঝায়।[১] ঈশ্বরীয় নিত্যজ্ঞান প্রভৃতি গুণের বা পরমাণ্বাদিগত রূপ, রস প্রভৃতির লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। যাহারা লৌকিকভাবে প্রত্যক্ষবিষয় হয় ঘটপটাদিগত সেই সকল রূপ, রস প্রভৃতি ব্যক্তিগুলির অন্তর্গত কোন গুণব্যক্তি ঈশ্বরে বা পরমাণুতে না থাকায় অব্যাপ্তি সুস্পষ্টই আছে।

যদি বলা যায় যে, উক্ত গ্রন্থের দ্বারা প্রত্যক্ষসিদ্ধগুণবৃত্তি যে গুণবিভাজক উপাধি সেই উপাধির আশ্রয়ীভূত গুণবত্ত্বকেই কথিত ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহা হইলে আর অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ-রূপে গৃহীত যে ঘটপটাদিগত রূপাদি তাহাতে বিদ্যমান গুণবিভাজক উপাধি-রূপে রূপত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলিকে পাওয়া যায়। উক্ত রূপত্বের আশ্রয়ীভূত গুণ-রূপে পরমাণুগত রূপের গ্রহণ হইবে। উক্ত রূপ পরমাণুতে থাকায় অব্যাপ্তির পরিহার হইল। আর, প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিয়া অস্মদাদি-জীবাত্মগত জ্ঞানাদির গ্রহণ হইবে। ঐ জ্ঞানাদিতে থাকে এমন গুণবিভাজক উপাধি-রূপে জ্ঞানত্ব প্রভৃতিকে পাওয়া যায়। তাদৃশ জ্ঞানত্বের আশ্রয় হইতে ঈশ্বরীয় জ্ঞানও হইবে। ঐ জ্ঞান ঈশ্বরে থাকায় তদন্তর্ভাবেও অব্যাপ্তি হইতে পারে না। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই ব্যাখ্যা সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয় না। কারণ, উহাতে অব্যাপ্তির পরিহার হইয়াছে বটে, কিন্তু কালাদি দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি পূর্ববৎই রহিয়াছে। কারণ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ গুণ বলিতে ঘটাদিগত পরিমাণ গৃহীত হয়। তদাশ্রিত গুণবিভাজক উপাধি হইবে পরিমাণত্ব। তাহার আশ্রয় হইবে কালগত পরিমাণ। তদ্বত্ত্ব কালে থাকায় অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়।

এইজন্য এই গ্রন্থের পরিষ্কারপ্রসঙ্গে প্রকাশকার প্রভৃতি ব্যাখ্যাতৃগণ প্রত্যক্ষ-গুণবদ্‌বৃত্তি-দ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বকেই পৃথিব্যাদি ষড়্‌বিধ পদার্থের সাধর্ম্য

১ প্রত্যক্ষপদং সর্বত্র লৌকিকপ্রত্যক্ষপরম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৭৫

বলিয়াছেন।[১] এইরূপ বলিলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। পূর্বপ্রদর্শিত উপাধি-রূপে পৃথিবীত্ব ও আত্মত্বের গ্রহণ হইবে। উহারা পরমাণু- ও ঈশ্বর-সাধারণ হওয়ায় ও কালাদিতে না থাকায় অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি পরিহৃত হইল সন্দেহ নাই। কিন্তু, এ প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, এই নির্বচনে সাধর্ম্য-রূপে গুণপদার্থের নিবেশ না থাকায় ইহা গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না।

ক্ষিত্যুদকাত্মনাং চতুর্দশগুণবত্ত্বম্।[২] সংখ্যামাত্রেণ সাধর্ম্যমেতৎ। ন তে গুণা বিশেষতো বিবক্ষিতাঃ। সম্ভাবিতৈশ্চৈতৎ সাধর্ম্যং ন তু ব্যাপকং পরমেশ্বরাত্মন্যসম্ভবাৎ। তানগ্রে গণয়িষ্যতি।

'ক্ষিত্যুদকাত্মনাং চতুর্দশগুণবত্ত্বম্' এই গ্রন্থের দ্বারা কেবল সংখ্যা-গণনার সাহায্যেই সাধর্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। বিশেষভাবে গুণগুলি (এখানে) বিবক্ষিত হয় নাই। এই যে চতুর্দশ গুণের কথা বলা হইল ইহা সম্ভবস্থলেই সাধর্ম্য হইবে; ব্যাপকভাবে নহে (অর্থাৎ ব্যক্তিগত-ভাবে প্রত্যেক পৃথিবী, জল ও আত্ম-রূপ দ্রব্যে চতুর্দশটি গুণ আছে এই অভিপ্রায়ে নহে)। কারণ, আত্ম-দ্রব্যের অন্তর্গত যে পরমাত্মা তাহাতে চতুর্দশগুণের সমাবেশ সম্ভব নহে। ঐগুলি (অর্থাৎ পরমাত্মগত গুণগুলি) অগ্রে গণনা করিয়া উল্লিখিত হইবে।

সংখ্যার দ্বারা গণনা করিয়া চতুর্দশ গুণকে পৃথিবী, জল ও আত্মার সমানধর্ম বলা হইয়াছে। একজাতীয় চতুর্দশসংখ্যক গুণ উক্ত দ্রব্যত্রয়ের সাধর্ম্য ইহা গ্রন্থকারের বিবক্ষিত নহে।[৩] কারণ, উক্ত দ্রব্যগুলি বিভিন্নজাতীয় গুণেরই আশ্রয় হয় এবং যতগুলি সমানজাতীয় গুণের ইহারা আশ্রয় হয় তাহা বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা মনে হয় যে, এস্থলে কেবল সংখ্যানির্দেশের দ্বারাই সাধর্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে বক্তব্য এই যে, ইহারা চতুর্দশ-প্রকার

---

১ প্রত্যক্ষগুণবদবৃত্তিদ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৫

প্রত্যক্ষগুণবদবৃত্তিদ্রব্যবিভাজকোপাধিকত্বমিত্যর্থস্তেন পরমাণ্বাদৌ নাব্যাপ্তিঃ। রহস্য, পৃঃ ১৯৪

২ প্রশস্তপাদ

৩ একজাতীয়চতুর্দশগুণানাং ত্রিষ্বভাবাদাহ সংখ্যামাত্রেণেতি। রহস্য, পৃঃ ১৯৪

অবান্তরজাতীয় গুণের আশ্রয় হইয়া থাকে। এই গ্রন্থের দ্বারা আত্মাকেও চতুর্দশ-প্রকার অবান্তরজাতীয় গুণের আশ্রয় বলা হইয়াছে। কিন্তু, ইহা সম্ভবপর হয় না। কারণ, জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মাও আত্ম-দ্রব্যের অন্তর্গত। পরমাত্মায় চতুর্দশপ্রকার অবান্তরজাতীয় গুণ থাকে না, উহাতে মাত্র অষ্টবিধ অবান্তরজাতীয় গুণ আশ্রিত হয়। এইরূপ হইলে কিরূপে চতুর্দশ-প্রকার গুণবত্ত্বকে পৃথিবী, জল ও আত্ম-দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা যায়? ইহার সমাধানে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষদ্রব্যবৃত্তি যে দ্রব্যত্বের ব্যাপ্যজাতি তাহার সহিত সমানাধিকরণ ও উষ্ণস্পর্শের সহিত অসমানাধিকরণ যে গুণ তদ্বত্ত্বকে পৃথিবী, জল ও আত্মার সাধর্ম্য বলিতে হইবে।[১] প্রত্যক্ষদ্রব্য বলিতে পার্থিব, জলীয়, তৈজস ও আত্মা এই গুলির গ্রহণ হইবে। উহাতে আশ্রিত দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য জাতি-রূপে পৃথিব্যাদি জাতিচতুষ্টয়ের গ্রহণ হইবে। তাহাদের সহিত সমানাধিকরণ গুণ হইবে পৃথিবী, জল, তেজ, জীবাত্মা ও পরমেশ্বরে বিদ্যমান গুণগুলি। উহাদের মধ্যে তৈজস দ্রব্যগত গুণগুলিকে পরিহার করিবার নিমিত্ত গুণে উষ্ণস্পর্শসমানাধিকরণত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রযুক্ত হইয়াছে। ফলে আমরা পৃথিবী, জল ও দ্বিবিধ-আত্মগত গুণগুলির গ্রহণ করিতে পারিব। উহারা পৃথিব্যাদি দ্রব্যত্রয়ে থাকায় এবং তদ্ভিন্ন দ্রব্যে না থাকায় অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তি হইবে না। সংখ্যা, পরিমাণ প্রভৃতি গুণের গ্রহণে পরমাত্মাতে উক্ত সাধর্ম্যের সমন্বয় বুঝিতে হইবে।

আকাশাত্মনাং ক্ষণিকৈকদেশবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বম্।[২] ক্ষণিকা আশুতরবিনাশিন একদেশবৃত্তয়ো ঽব্যাপ্যবৃত্তয়ো বিশেষা যে স্বাশ্রয়ব্যবচ্ছেদায় গুণাস্তদ্বত্ত্বম্। অত্রাপি বিবক্ষাভেদাদেকদেশবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বং ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্বঞ্চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। আকাশে তাদৃশো গুণঃ শব্দঃ। আত্মনি বুদ্ধ্যাদিঃ।

'আকাশাত্মনাং……' ইত্যাদি প্রশস্তপাদগ্রন্থের ব্যাখ্যা করা হইতেছে। ক্ষণিক বলিতে ক্ষিপ্রতরবিনাশী বস্তুকে বুঝিতে হইবে। যাহারা

১ উষ্ণস্পর্শসমানাধিকরণপ্রত্যক্ষদ্রব্যবৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিসমানাধিকরণগুণত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৬

২ প্রশস্তপাদ

অব্যাপ্যবৃত্তি হইয়া থাকে (প্রকৃতস্থলে) তাহাদিগকে একদেশবৃত্তি বলা হইয়াছে। যাহারা ব্যাবর্তক তাহারাই বিশেষ হইবে। অতএব, পূর্বোক্ত গ্রন্থের দ্বারা ক্ষিপ্রতরবিনাশী অব্যাপ্যবৃত্তি এমন যে ব্যাবর্তক গুণগুলি তদ্বত্ত্বকেই আকাশ ও আত্মার সমানধর্ম বলা হইয়াছে। এই স্থলেও বিবক্ষাভেদে একদেশবৃত্তিগুণবত্ত্ব ও ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব এই দুইটি সাধর্ম্য কীর্তিত হইয়াছে বলিয়াও বুঝিতে হইবে। এইরূপ গুণ (অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি ও ক্ষণিক) যে শব্দ তাহা আকাশে এবং ঐরূপ গুণ যে বুদ্ধি প্রভৃতি (অর্থাৎ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন) তাহারা আত্মাতে থাকে ইহা বুঝিতে হইবে।

আকাশ ও আত্মা এই দ্রব্যদ্বয়ের সাধর্ম্যবর্ণনায় পরমমূলকার ক্ষণিক এবং একদেশবৃত্তি, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তি যে বিশেষগুণ তদ্বত্ত্বকে উহাদের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। ক্ষণিক এবং অব্যাপ্যবৃত্তি বলিতে শব্দকে পাওয়া যায়। উহা আকাশে আছে। অতএব, ক্ষণিক ও অব্যাপ্যবৃত্তি যে বিশেষগুণ সেই বিশেষ-গুণবত্ত্ব আকাশে থাকায় উক্ত সাধর্ম্যের সমন্বয় হয়। শব্দের ন্যায় জ্ঞান, ইচ্ছা, কৃতি প্রভৃতি বিশেষগুণগুলিকেও আমরা ক্ষণিক ও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। ঐ সকল গুণ আত্মাতে থাকায় আত্মাতেও লক্ষণের সমন্বয় হয়। স্বদ্বিতীয়ক্ষণোৎপন্ন এবং স্বসমানাধিকরণ যে সবিষয়ক বস্তু জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি, তাহাদের দ্বারা পূর্বোৎপন্ন জ্ঞানাদি সবিষয়ক বস্তুগুলি বিনাশ-প্রাপ্ত হওয়ায় উহারা ক্ষণিক হইয়া থাকে। আর ঐ গুণগুলি বিভু আত্মদ্রব্যে আশ্রিত হইলেও শরীরাবচ্ছেদেই আশ্রিত হওয়ায় একদেশবৃত্তি, অর্থাৎ অব্যাপ্যবৃত্তিও হইয়া থাকে।

ইহাতে অবশ্যই আপত্তি হইতে পারে যে, উক্ত বিশেষগুণবত্ত্বকে কখনই আকাশ ও আত্মা এই দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলা যায় না। কারণ, আত্ম-পদের দ্বারা জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মাও গৃহীত হয়। পরমাত্মাতে বা ঈশ্বরে যে জ্ঞান, ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষগুণগুলি থাকে তাহারা ক্ষণিকও নহে, অব্যাপ্যবৃত্তিও নহে। ঈশ্বরের শরীর না থাকায় জ্ঞানাদি কোনও বিশেষগুণ ঈশ্বরে উৎপন্ন হয় না এবং এই কারণেই ঈশ্বরীয় জ্ঞান অব্যাপ্যবৃত্তিও নহে। অতএব, ঈশ্বরীয় জ্ঞানাদি-রূপ বিশেষগুণগুলি নিত্য ও ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং,

অব্যাপ্ত হওয়ায় উক্ত বিশেষগুণবত্ত্বকে কখনই আকাশ ও আত্মার সমানধর্ম বলা যায় না। ইহার সমাধানে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, ক্ষণিকবিশেষগুণবদ্‌বৃত্তি যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তাদৃশ উপাধিমত্ত্বই আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্য হইবে।[১] এক্ষণে আর পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ক্ষণিকবিশেষগুণবদ্, অর্থাৎ ক্ষণিক বিশেষগুণের আশ্রয় জীবাত্মা হইবে। তাহাতে আশ্রিত দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণ হইবে। উহা পরমেশ্বর-সাধারণ হওয়ায় আত্মদ্রব্যে লক্ষণের সঙ্গতি হইল। পুনরায় তাদৃশ বিশেষগুণের আশ্রয়-রূপে আকাশ গৃহীত হইবে। তদাশ্রিত দ্রব্যবিভাজক উপাধি হইবে আকাশত্ব। উহা আকাশে থাকায় লক্ষণের সঙ্গতি হইল।

কিন্তু, আমরা প্রকাশকারের উক্ত সমর্থনকে অভিনন্দিত করিতে পারি না। প্রথমতঃ উক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা মূলের অভিপ্রায় রক্ষিত হয় নাই। মূলে বিশেষ-গুণকে সমানধর্ম বলা হইয়াছে; কিন্তু, প্রকাশকার তাহার স্থলে দ্রব্যবিভাজক উপাধিকে সমানধর্ম বলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ঘটাদির অন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। কারণ, পার্থিব রূপগুলি সবই অনিত্য হওয়ায় কোন রূপব্যক্তিবিশেষের উৎপত্তির তৃতীয় ক্ষণে উহার নাশের কল্পনা করা যাইতে পারে। এইরূপ হইলে উক্ত রূপব্যক্তিটিকে ক্ষণিকবিশেষগুণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। চিত্ররূপের অস্বীকার-পক্ষে রূপকে অব্যাপ্যবৃত্তিও বলা যায়। বিশেষতঃ উক্ত মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় উহাকে বিভক্ত করিয়া দুইটি সাধর্ম্যে পর্যবসিত করা হইয়াছে। তাহাতে একটি ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব, অপরটি অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্ব হইবে। ইহাতে প্রথমকল্পে অব্যাপ্যবৃত্তিত্বের প্রবেশ না থাকায় রূপের ব্যাপ্যবৃত্তিত্ব-পক্ষেও অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, উক্ত ক্ষণিক বিশেষগুণের আশ্রয় যে ঘটব্যক্তিবিশেষ তাহাতে আশ্রিত দ্রব্যবিভাজক উপাধি-রূপে পৃথিবীত্বের গ্রহণ হইবে। উক্ত পৃথিবীত্ব পৃথিবীতে থাকায় অতিব্যাপ্তি সুস্পষ্টই থাকিবে।

ইহার সমাধানে আমরা বলিতে পারি যে, ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী যে জন্য-পদার্থ তাহাতে অনাশ্রিত জাতির আশ্রয়ীভূত বিশেষগুণবত্ত্বকেই আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। আমাদের এই ব্যাখ্যা মূলানুগ; কারণ, আমাদের এই ব্যাখ্যায় মূলের ন্যায় বিশেষগুণকেই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে।

১ ক্ষণিকবিশেষগুণবদ্‌ বৃত্তিদ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৭

ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী জন্যপদার্থগুলির মধ্যে ঘটীয় রূপও থাকিবে। রূপত্ব-রূপ জাতি উক্ত ঘটীয় রূপে বিদ্যমান হওয়ায় উহাকে আর ক্ষণচতুষ্টয়াবৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ করা যাইবে না। অতএব, রূপ-ব্যক্তিবিশেষ ক্ষণিক হইলেও কথিত ব্যাখ্যায় তাহার গ্রহণ সম্ভবপর না হওয়ায় পার্থিব পদার্থের অন্তর্ভাবে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা রহিল না। বৈশেষিকমতানুসারে কোন শব্দই চতুঃক্ষণপর্যন্ত স্থায়ী হয় না। সুতরাং, চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তি জাতি-রূপে শব্দত্বের গ্রহণ হইবে। ঐ জাতির আশ্রয়ীভূত শব্দ-রূপ বিশেষগুণের দ্বারা আকাশে লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। এইরূপ জ্ঞানত্ব-জাতির গ্রহণে জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়ত্রই লক্ষণের সঙ্গতি হইবে। অপেক্ষাবুদ্ধি-রূপ জন্যজ্ঞান ত্রিক্ষণস্থায়ী হইলেও কোন জন্যজ্ঞানই ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী হয় না। জ্ঞান ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী হইলে উহা নিত্যই যাইবে। উক্ত জ্ঞানত্বের আশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ-রূপে জন্য ও নিত্য এই উভয়বিধ হইয়া জ্ঞানকেই পাওয়া যাইবে। উহাদের মধ্যে জন্যজ্ঞানের দ্বারা জীবাত্মায় এবং নিত্যজ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরে লক্ষণের সমন্বয় বুঝিতে হইবে।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা হইতে জন্য-পদটিকে তুলিয়া দিলে ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী পদার্থে অনাশ্রিত (অর্থাৎ চতুঃক্ষণবৃত্ত্যবৃত্তি) যে জাতি তাহার আশ্রয়ীভূত বিশেষ-গুণবত্ত্বকে আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হয়। কিন্তু, ইহাতে ঈশ্বরে অব্যাপ্তি থাকিয়াই যাইবে। কারণ, নিত্য জ্ঞান ও নিত্য ইচ্ছা ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী হওয়ায় জ্ঞানত্ব বা ইচ্ছাত্বরূপ জাতি চতুঃক্ষণবৃত্ত্যবৃত্তি জাতি-রূপে গৃহীত হইবে না। ঐরূপ জাতি-রূপে সুখত্ব, দুঃখত্ব প্রভৃতির গ্রহণ হইবে। তদাশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ হইবে সুখদুঃখাদি। উহা জীবাত্মায় থাকে; কিন্তু, ঈশ্বরে থাকে না। এই অব্যাপ্তি পরিহারের জন্যই ব্যাখ্যায় জন্য-পদটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ফলে আমরা জ্ঞানত্ব বা ইচ্ছাত্ব-রূপ জাতির গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, ক্ষণচতুষ্টয় পর্যন্ত স্থায়ী জন্যপদার্থ-রূপে ইচ্ছা বা জ্ঞানের গ্রহণ হইবে না। যাহারা তাদৃশ জন্য-পদার্থ বলিয়া গৃহীত হইবে তাহাতেও উক্ত জাতিদ্বয় না থাকায় চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্যা-বৃত্তি জাতি-রূপে জ্ঞানত্ব বা ইচ্ছাত্বের গ্রহণ হইবে। তদাশ্রয়ীভূত বিশেষগুণ নিত্য জ্ঞান বা নিত্য ইচ্ছা ঈশ্বরে থাকায় তাহাতে অব্যাপ্তি হইবে না। জন্যপদার্থে চতুঃক্ষণবৃত্তিত্ব-রূপ বিশেষণটি প্রদত্ত না হইলে আকাশে লক্ষণের সমন্বয় হইবে না। কারণ, ঐরূপ হইলে ঐ অংশকে পরিত্যাগ করিয়া জন্যাবৃত্তিজাতিমদ্‌বিশেষ-গুণবত্ত্বকেই আকাশ ও আত্মার সাধর্ম্য বলিতে হয়। শব্দ জন্যপদার্থের অন্তর্গত হওয়ায় শব্দত্ব-জাতি জন্যাবৃত্তিজাতি-রূপে গৃহীত হইবে না। শব্দের গ্রহণ না

হইলে আকাশে লক্ষণের সমন্বয় হইবে না। কারণ, শব্দভিন্ন অন্য কোন বিশেষগুণ আকাশে থাকে না। উক্ত বিশেষণটি প্রযুক্ত হইলে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, কোন শব্দই ক্ষণচতুষ্টয়পর্যন্ত স্থায়ী না হওয়ায় এবং শব্দত্ব-জাতি শব্দভিন্ন পদার্থান্তরে না থাকায় ঐ জাতিটিকে চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্য পদার্থে অনাশ্রিত জাতি-রূপে গ্রহণ করা যাইবে। অতএব, উক্ত জাতির আশ্রয়ীভূত শব্দ-রূপ বিশেষগুণের গ্রহণে আকাশে লক্ষণের সমন্বয় হইবে। গুণের বিশেষণ-রূপে প্রযুক্ত বিশেষ-পদটিকে পরিহার করিলে ঘট-পটাদি পার্থিব দ্রব্যে উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যাইবে। বিশেষ-পদটি পরিহৃত হইলে চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তি যে জাতি তদাশ্রয়ীভূত গুণবত্ত্বকেই আকাশ ও আত্মার সমানধর্মী বলিতে হইবে। কোন দ্বিত্ব-সংখ্যাই চতুঃক্ষণস্থায়ী হয় না। অতএব, উক্ত সংখ্যাগত দ্বিত্বত্ব-জাতিটিকেও চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তি জাতি-রূপে গ্রহণ করা যায়। উক্ত জাতির আশ্রয়ীভূত গুণ-রূপে ঘট ও আকাশগত দ্বিত্ব-সংখ্যাকেও পাওয়া যাইবে। ঐ সংখ্যা আকাশের ন্যায় ঘটেও থাকায় ঘটে অতিব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, বিশেষ-পদটির প্রয়োগ করিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, দ্বিত্বত্ব-জাতির আশ্রয়ীভূত গুণগুলি বিশেষগুণের অন্তর্গত না হওয়ায় উহা লক্ষণের বহির্ভূত হইয়া যাইবে।

যথাশ্রুত ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব-রূপ সাধর্ম্যের দ্বারা ক্ষণিক রূপাদির গ্রহণে যে ঘটাদি বস্তুতে অতিব্যাপ্তি হয় তাহার পরিহার করিতে যাইয়া রহস্যকার বলিয়াছেন যে ক্ষণিকমাত্রবৃত্তি যে জাতি তদাশ্রয়ীভূতবিশেষগুণবত্ত্ব আকাশ ও আত্মার সমানধর্ম।[১] এক্ষণে আর তাদৃশ বিশেষগুণ-রূপে রূপাদি গৃহীত হইবে না। ঐরূপ জাতি-রূপে শব্দত্বাদিরই গ্রহণ হইবে। কিন্তু, ঐ সমাধানও আমরা সমর্থন করিতে পারি না। কারণ উক্ত ব্যাখ্যায় সুখত্ব, দুঃখত্ব প্রভৃতি জাতির আশ্রয়ীভূত সুখদুঃখাদি বিশেষগুণের দ্বারা জীবাত্মগত দ্রব্যে লক্ষণের সঙ্গতি হইলেও পরমেশ্বরে অব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। ঈশ্বরে সুখদুঃখাদি না থাকায় ঐ সকল বিশেষগুণের দ্বারা ঈশ্বরে লক্ষণের সমন্বয় হয় না। জ্ঞান, ইচ্ছা, অথবা কৃতি-রূপ বিশেষগুণের গ্রহণ হইলে ঈশ্বরে লক্ষণের সমন্বয় সম্ভবপর হইবে। কিন্তু তাহা হয় না। কারণ, নিত্য জ্ঞান, ইচ্ছা ও কৃতিতে জ্ঞানত্ব,

---

১ তথাপি ক্ষণিকমাত্রবৃত্তিজাতিমদ্‌বিশেষগুণবদ্‌বৃত্তিদ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বস্য বিবক্ষিতত্বাদ-দোষঃ। রহস্য, পৃঃ ১৯৬

ইচ্ছাত্ব ও কৃতিত্ব এই জাতিত্রয় থাকায় ঐগুলিকে ক্ষণিকমাত্র-বৃত্তি জাতি বলা যায় না।

উক্ত পরমমূলস্থ গ্রন্থের ব্যাখ্যায় সূক্তিটীকাকার পরমাত্মাকে অলক্ষ্য বলিয়াছেন। সুতরাং, তাঁহার মতে ঈশ্বরান্তর্ভাবে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইবে না।[১] কিন্তু, যথাশ্রুত ক্ষণিক রূপাদির গ্রহণে ঘটাদি পার্থিব বস্তুতে অতিব্যাপ্তি হইবে। যদি অবশ্য ক্ষণিকমাত্রবৃত্তি যে জাতি তদাশ্রয়ীভূত বিশেষ-গুণের সমানাধিকরণ দ্রব্যবিভাজক-উপাধি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কথিত দ্রব্যবিভাজক-উপাধি-রূপে আত্মত্বের গ্রহণ হইবে এবং ঈশ্বরেও ঐ উপাধি থাকায় অব্যাপ্তি পরিহৃত হইবে। কিন্তু, এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, ঐরূপ ব্যাখ্যায় অব্যাপ্তির পরিহার হইলেও ব্যাখ্যাটি মূলানুগ হয় নাই বলিয়া সমর্থনযোগ্য হইবে না।

যথাশ্রুতমূলানুসারে ইহাই মনে হয় যে, ক্ষণিকত্ব ও একদেশবৃত্তিত্ব এই বিশেষণদ্বয়বিশিষ্ট যে বিশেষগুণ তদ্বত্ত্বকে আকাশ ও আত্মার একটি বিশিষ্ট সমানধর্ম বলা হইয়াছে। কিন্তু, বাস্তবিকপক্ষে দুইটি বিশেষণের পৃথক্ পৃথগ্-ভাবে কোন প্রয়োজন নাই। এই কারণেই কিরণাবলীকার পরমমূলগ্রন্থে বর্ণিত সাধর্ম্যদ্বয়ের তাৎপর্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত্ব আকাশ ও আত্মার একটি সাধর্ম্য এবং একদেশবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত্বটি অপর সাধর্ম্য।

দিক্‌কালয়োঃ পঞ্চগুণবত্ত্বম্।[২] সংখ্যাপরিমাণ-পৃথক্ত্বসংযোগবিভাগাঃ পঞ্চৈব গুণা দিশি কালে চ।

'দিক্‌কালয়োঃ পঞ্চগুণবত্ত্বম্' এই পরমমূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পাঁচটি গুণকেই দিক্ ও কালের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই পঞ্চবিধ-গুণবত্ত্বকে দিক্ ও কালের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। দিক্ ও কালের ন্যায় পৃথিব্যাদি দ্রব্যেও ঐ গুণগুলি আশ্রিত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি-দোষের আপত্তি হইতে পারে। এই

১ ন চেশ্বরাত্মন্যব্যাপ্তিস্তস্য পূর্ববদলক্ষ্যত্বাৎ। সূক্তি, পৃঃ ১৬৬

২ প্রশস্তপাদ

অভিপ্রায়েই কিরণাবলীকার পরমমূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় 'এব' কারের যোগ করিয়াছেন। উহার দ্বারা উক্ত পঞ্চবিধগুণাতিরিক্তগুণাভাববত্ত্ববিশিষ্ট পঞ্চবিধগুণবত্ত্বকে দিক্ ও কালের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এক্ষণে আর অতিব্যাপ্তি থাকিবে না। কারণ, উক্ত পঞ্চবিধ গুণ হইতে ভিন্ন যে রূপ, রস অথবা বুদ্ধি প্রভৃতি গুণগুলি তাহাদের অভাববত্ত্ব পার্থিবাদি দ্রব্যে থাকে না। অতএব, ঐ বিশিষ্ট পঞ্চবিধ-গুণবত্ত্বকে দিক্ ও কালের সমানধর্ম বলিতে কোন বাধা হইবে না। এস্থলে আপত্তি হইতে পারে যে, বিশেষ্যাংশে পঞ্চবিধত্বের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ, উক্ত পঞ্চবিধগুণভিন্ন কোনও-না-কোনও গুণ পৃথিবী প্রভৃতি দ্রব্যে বিদ্যমান থাকায় তাদৃশগুণাভাববত্ত্বের দ্বারাই উহাদের ব্যাবৃত্তি হইয়া যায়। দ্রব্যাতিরিক্ত গুণাদি পদার্থেও তাদৃশগুণভিন্নগুণাভাববত্ত্ব বিদ্যমান থাকায় গুণাদি পদার্থে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বিশেষ্যাংশে 'গুণবত্ত্ব' মাত্রের উল্লেখেই প্রয়োজনসিদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং, কথিত পঞ্চবিধগুণাতিরিক্তগুণাভাববত্ত্ববিশিষ্ট গুণবত্ত্বকে দিক্ ও কালের সমানধর্ম বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, বিশেষ্যাংশে যে-পঞ্চবিধত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার অভিপ্রায় দিক্ ও কালে কোন্ গুণগুলি থাকে তাহা বুঝাইয়া দেওয়া; ব্যাবৃত্তির জন্য ইহা উল্লিখিত হয় নাই। এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার স্বতন্ত্রভাবেই বিশেষগুণ-শূন্যত্ববিশিষ্ট বিভুত্বকেই দিক্ ও কালের সাধর্ম্য বলিয়াছেন।[১] 'বিভু' বলিতে দিক্, কাল, আত্মা ও আকাশকে বুঝায়। সুতরাং, বিশেষগুণশূন্যত্ববিশিষ্ট বিভুত্ব দিক্ ও কালে থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হইল।

সর্বোৎপত্তিমতাং নিমিত্তকারণত্বঞ্চ[২]। তৎসমবেতদ্বিত্বপৃথক্ত্বাদি সংযোগবিভাগবর্জং সর্বাণ্যুৎপত্তিমন্তি গৃহ্যন্তে। তেষাং নিমিত্তকারণং দিক্কালৌ। ন হি দিক্কালানপেক্ষং কিঞ্চিদুৎপদ্যতে। তথা চ ব্যপদিশ্যতে ইহেদানীং জাত ইতি। গেহে জাতো গোষ্ঠে জাত ইত্যনিমিত্তমপি গেহাদি ব্যপদিশ্যত ইতি চেন্ন। তস্যাপ্যধিকরণতয়া নিমিত্তত্বাৎ। ন

---

১ বিশেষগুণশূন্যবিভুত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৭৭

২ প্রশস্তপাদ। এস্থলে সোসাইটি পুস্তকে 'চ'কার নাই। কিন্তু, আচার্য স্বকীয় ব্যাখ্যায় তাহার উল্লেখপূর্বক অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন।

হ্যধিকরণমকারণমিতি। যদ্যেবং সম্প্রদানত্বে-নাদৃষ্টদ্বারাধিষ্ঠাতৃতয়া চাত্মনামপি সর্বোৎপত্তিনিমিত্তকারণত্বমপ্যস্তি তৎ কথমনয়োরেবোপন্যাস ইতি চেৎ, সত্যম্। অধিকরণতয়া তু সর্বোৎপত্তি-নিমিত্তং বিবক্ষিতম্। যথা হি দিক্কালোপাধ্যধি-করণা সর্বস্যোৎপত্তির্নৈবমাত্মোপাধ্যধিকরণেতি। পরত্বাপরত্বানুমেয়ত্বঞ্চেতি চার্থঃ।

'সর্বোৎপত্তিমতাং নিমিত্তকারণত্বঞ্চ' এই অংশের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। (সর্বোৎপত্তিমৎ-পদের দ্বারা) দিক্ ও কালে সমবেত দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা, পৃথক্ত্ব প্রভৃতি গুণ এবং সংযোগ ও বিভাগ ব্যতীত যে যাবতীয় জন্য (ভাব) পদার্থ উহাদের গ্রহণ হইবে। ঐ সকল জন্য-বস্তুর নিমিত্তকারণত্ব দিক্ ও কালের সমানধর্ম। দিক্ ও কালকে অপেক্ষা না করিয়া কোনও বস্তুই উৎপন্ন হয় না। এই কারণেই এই দেশে ও এই কালে ইহা উৎপন্ন হইয়াছে এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। (যদি আপত্তি করা যায় যে) যাহা নিমিত্তকারণ নহে এরূপ গৃহ, গোষ্ঠ প্রভৃতি দেশগুলিকে অবলম্বন করিয়াও 'ইহা গৃহে উৎপন্ন', 'ইহা গোষ্ঠে উৎপন্ন' এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে (অতএব, ইহা কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে যে, 'ইহা ইদানীং জাত' এইরূপ ব্যবহারের দ্বারা দেশ ও কালের নিমিত্তকারণতা প্রমাণিত হয়) (তাহা হইলে উত্তরে বলা যায় যে) না, (অর্থাৎ ঐরূপ আপত্তি সমীচান নহে); কারণ, ঐ গুলিরও (অর্থাৎ গৃহগোষ্ঠাদি-রূপ দেশগুলিরও উৎপন্ন বস্তুর প্রতি) অধিকরণতা-প্রযুক্ত নিমিত্তকারণতা আছে। ইহা কখনই হইতে পারে না যে, কোনও কিছু (জন্য-বস্তুর) অধিকরণ হইয়াছে অথচ কারণ হয় নাই। যদি এইরূপ হয় (স্থলবিশেষে) সম্প্রদানত্ব, (স্থলান্তরে) অদৃষ্ট, (কোথাও বা) অধিষ্ঠাতৃত্ব-নিবন্ধন আত্মাও সকল জন্য-বস্তুর নিমিত্তকারণ হইয়া থাকে; অতএব, ইহা কিরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে যে উক্ত দুইটিরই (অর্থাৎ দিক্ ও কালেরই) নিমিত্তকারণত্ব

সমানধর্ম। তথাপি উত্তরে বলা যায় যে, উহা যথার্থ হইলেও (অর্থাৎ কথিতরূপে আত্মার নিমিত্তকারণত্ব থাকিলেও) প্রকৃতস্থলে অধিকরণত্বপ্রযুক্ত যে সকল উৎপত্তিমান্ বস্তুর নিমিত্তকারণতা তাহাই বিবক্ষিত হইয়াছে। যেভাবে দিক্ ও কাল-রূপ উপাধিকে অধিকরণ করিয়া সকল বস্তুর উৎপত্তি হয় সেইভাবে আত্ম-রূপ উপাধিকে অধিকরণ করিয়া উহা হয় না (অতএব, আত্মাতে অব্যাপ্তির অবসর নাই)।

মূলস্থ 'চ' কারের দ্বারা পরত্ব, অপরত্ব ও অনুমেয়ত্বও দিক্ ও কালের সমানধর্ম-রূপে বিবক্ষিত হইয়াছে।

সকল জন্য-বস্তুর নিমিত্তকারণত্বকে দিক্ ও কালের অপর একটি সমানধর্ম বলা হইয়াছে। উৎপন্ন বস্তুমাত্রই কোন বিশেষ সময়ে কোন বিশেষ দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব, দিক্ ও কালকে কার্যমাত্রের প্রতি সামান্যতঃ কারণ বলিতে হয়। কিন্তু, কারণ হইলেও উক্ত দ্রব্যদ্বয় সমবায়িকারণ বা অসমবায়িকারণ হইতে পারে না। ঘটপটাদ্যাত্মক কার্য বস্তুকে গ্রহণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে উহাদের অবয়ব যে কপাল বা তন্তু তাহাই সমবায়িকারণ এবং উহাদের সংযোগ অসমবায়িকারণ হইয়া থাকে। সুতরাং, পরিশেষতঃ দিক্ ও কালের কারণত্ব নিমিত্তকারণত্বে পর্যবসিত হইবে। শাস্ত্রে সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নকার্যতানিরূপিত-তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্নকারণতাকে সমবায়িকারণতা এবং সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-কার্যতানিরূপিত যে সমবায় ও স্বসমবায়িসমবেতত্ব এতদন্যতরসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-জ্ঞানাদিভিন্ননিষ্ঠকারণতাকে অসমবায়িকারণতা বলা হইয়াছে। এই কারণতাদ্বয়-ভিন্ন যে কারণতা তাহাই নিমিত্তকারণতা। প্রকারান্তরে নিমিত্তকারণতার সামান্য-লক্ষণ সম্ভবপর হয় না বলিয়াই এইভাবে সামান্যলক্ষণ করিতে হয়। জন্য-বস্তুর মধ্যে দিগাশ্রিত বা কালাশ্রিত দ্বিত্বাদি-সংখ্যা, পৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এইগুলিই গৃহীত হইবে। কাল ও দিক্ ইহাদের সমবায়িকারণ হইয়া থাকে। অতএব, জন্য-বস্তুমাত্রের প্রতি উহাদিগকে নিমিত্তকারণ বলা যায় না। এই কারণে কিরণাবলীকার ঐগুলিকে পরিহার করিয়া অবশিষ্ট জন্যমাত্রের প্রতি নিমিত্তকারণত্বকে দিক্ ও কালের সাধর্ম্য বলিয়াছেন। ঘট ও কালগত যে দ্বিত্ব-সংখ্যা তাহার প্রতি উভয়েরই সমবায়িকারণতা স্বীকৃত আছে। এইরূপ পৃথক্ত্বাদি সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। যদিও ঈশ্বরেও এইরূপ নিমিত্তকারণত্ব

বিদ্যমান থাকায় উহা অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়, তথাপি প্রকৃতস্থলে আশ্রয়-রূপে নিমিত্তকারণত্ব বিবক্ষিত হওয়ায় অতিব্যাপ্তি হইবে না। ঈশ্বর ঘটাদি কার্যের প্রতি আশ্রয়-রূপে নিমিত্তকারণ নহে। 'ঈশ্বরে ঘটঃ' এইরূপ প্রতীতি হয় না। কিন্তু, 'ইহ ঘটঃ', 'ইদানীং ঘটঃ' এইরূপ প্রতীতিই আমাদের হইয়া থাকে এবং ঐরূপ প্রতীতি কদাচ বাধাপ্রাপ্ত হয় না। অতএব, দিক্ ও কাল ব্যতিরিক্ত অপর কেহ আশ্রয়-রূপে নিমিত্তকারণ হয় না।

যদি বলা যায় যে, 'ইহ ইদানীং জাতঃ' এইরূপ আধারাধেয়-প্রতীতি হয় ইহা সত্য, কিন্তু, এইরূপ প্রতীতির দ্বারা দেশ ও কাল যে জন্য-বস্তুর কারণ তাহা প্রমাণিত হয় না। 'ইহ গবি গোত্বম্' এই ভাবে শাস্ত্রীয় প্রতীতি আমাদের হইয়া থাকে ; কিন্তু, তাহাতে গোত্বের কারণ-রূপে 'গো'-কে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, গোত্ব নিত্য বলিয়াই স্বীকৃত আছে। যদি বলা যায় যে, 'ইহ গবি গোত্বম্' আর 'ইহ ইদানীং জাতঃ' এই প্রতীতিদ্বয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য আছে ; কারণ, প্রথম প্রতীতিতে উৎপত্তির উল্লেখ নাই, দ্বিতীয় প্রতীতিতে 'জাতঃ' এই পদের দ্বারা উহা উল্লিখিত আছে ; আর, এই উৎপত্তি-প্রতীতি বাধিত হয় না। অতএব, ঐ প্রতীতির দ্বারা উৎপত্তির কারণ-রূপে দিক্ ও কাল গৃহীত হইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধেও যদি বলা যায় যে, 'গৃহে জাতঃ', 'গোষ্ঠে জাতঃ' এইরূপ প্রতীতিও ত আমাদের হইয়া থাকে এবং ঐ প্রতীতিতে উৎপত্তির উল্লেখ থাকে। কিন্তু, ঐরূপ হইলেও আমরা গৃহ বা গোষ্ঠকে 'আধার' বলিয়াই মনে করি, 'কারণ' বলিয়া মনে করি না। তুল্যভাবে 'ইহ ইদানীং জাতঃ' এই প্রতীতির দ্বারাও উৎপন্ন বস্তুর আধারতামাত্র দেশ ও কালে সিদ্ধ হয়, নিমিত্তকারণতা নহে। তাহা হইলেও উত্তরে কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, 'ইহ কপালে ঘটো জাতঃ' ইত্যাদি আধারতা-প্রতীতির দ্বারা যেমন কপালে ঘটকারণতা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ 'গৃহে জাতঃ', 'গোষ্ঠে জাতঃ' ইত্যাদি আধারতা-প্রতীতির দ্বারাও তত্তৎস্থানে উৎপন্ন বস্তুর নিমিত্তকারণতা তত্তদ্দেশে প্রমাণিত হইবে। বাধা না থাকিলে আধারতা-প্রতীতির দ্বারা অবশ্যই নিমিত্তকারণতা সিদ্ধ হইবে। 'গবি গোত্বম্' ইত্যাদি স্থলে বাধা থাকায় গোপিণ্ড গোত্বের আধারই হইবে, নিমিত্তকারণ হইবে না। অতএব, উৎপন্ন বস্তুর নিমিত্তকারণত্বকে যে দেশ ও কালের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহা অসঙ্গত হয় নাই।

পরমমূলস্থ 'নিমিত্তকারণত্বঞ্চ' এই 'চ'-কারকে কিরণাবলীকার অনুক্ত-

সমুচ্চয়ার্থে গ্রহণ করিয়া উহার দ্বারা পরত্বানুমেয়ত্ব ও অপরত্বানুমেয়ত্বকে দিক্ ও কালের অন্য দুইটি সাধর্ম্য বলিয়াছেন। কিন্তু, কিরণাবলীকার যাহা বলিয়াছেন তাহাকে সাক্ষাদ্ভাবে গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় না। কারণ, উহাতে অতিব্যাপ্তি হয়। কার্যের দ্বারা কারণের অনুমান হয় ইহা প্রসিদ্ধ আছে। পরত্ব ও অপরত্ব কার্য। অতএব, উহাদের দ্বারা কারণের অনুমান হইবে। অপেক্ষাবুদ্ধির ফলে পরত্ব ও অপরত্ব গুণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। দেশ ও কালের সহিত পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ীভূত ঘটপটাদি দ্রব্যের যে সংযোগ তাহাও পরত্ব ও অপরত্বের অন্যতম কারণ। অতএব, কারণ-রূপে দিক্ বা কাল যদি পরত্ব ও অপরত্বের দ্বারা অনুমেয় হয়, তাহা হইলে তুল্যযুক্তিতে অপেক্ষাবুদ্ধিও উক্ত সংযোগগত কারণ বলিয়াই উহা পরত্ব-অপরত্বের দ্বারা অনুমেয় হইবে। এইরূপ হইলে দিক্ ও কালের ন্যায় দিক্‌পিণ্ডসংযোগ বা কালপিণ্ডসংযোগের পরত্বাপরত্বানুমেয়ত্ব অবশ্যই থাকিবে এবং ঐ সকল সংযোগাদির অন্তর্ভাবে উহা অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যাইবে। এই কারণে যথাশ্রুত অর্থে পরত্বাপরত্বানুমেয়ত্বকে দিক্ ও কালের সমানধর্ম বলা যায় না। উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহারে প্রকাশকার পরত্বের অসমবায়িকারণ যে দিক্‌পিণ্ডাদিসংযোগ তদাশ্রয়ত্ববিশিষ্ট বিভুত্ব এবং অপরত্বের অসমবায়িকারণ যে সংযোগ তদাশ্রয়ত্ববিশিষ্ট বিভুত্ব এই দুইটিকে দিক্ ও কালের সাধর্ম্য বলিয়াছেন।[১] ইহাতে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, বিশেষ্যাংশ যে বিভুত্ব তাহা সংযোগ বা অপেক্ষাবুদ্ধিতে নাই।

ক্ষিতিতেজসো নৈমিত্তিকদ্রবত্বযোগঃ।[২] অগ্নিসংযোগনিমিত্তাদুৎপদ্যতে যদ্ দ্রবত্বং তৎসমবায়ঃ সুবর্ণাদৌ তৈজসে ঘৃতাদৌ পার্থিবে।

'ক্ষিতিতেজসোর্নৈমিত্তিকদ্রবত্বযোগঃ' এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলিতে অগ্নিসংযোগ-রূপ নিমিত্ত হইতে যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকে বুঝিতে হইবে। এইরূপ দ্রবত্বের যে সমবায় তাহাই দ্রবত্বের যোগ এবং উহাকেই পৃথিবী ও তেজের

---

১ পরত্বাসমবায়িকারণসংযোগাশ্রয়বিভুত্বম্। প্রকাশ, পৃঃ ১৮০

২ প্রশস্তপাদ

সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। সুবর্ণ প্রভৃতি তৈজস বস্তুতে এবং ঘৃত প্রভৃতি পার্থিব বস্তুতে উক্ত দ্রবত্ব বিদ্যমান আছে।

এস্থলে ব্যোমবতীকার নৈমিত্তিক-পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে যাহা নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয় উহাই নৈমিত্তিক অর্থাৎ সকারণ।[১] কিন্তু, এইরূপ হইলেও অর্থাৎ নিমিত্ত-শব্দ সামান্যভাবে কারণ-রূপ অর্থের বোধক হইলেও প্রকৃতস্থলে ইহা অগ্নিসংযোগ-রূপ কারণবিশেষকে বুঝাইতেছে।[২] এইজন্য সেতুকার বলিয়াছেন যে নৈমিত্তিকত্ব যদি সকারণত্বই হয় তাহা হইলে জলদ্রবত্বও সকারণ হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দুর্বার হইবে।[৩] এজন্য এস্থলে তেজঃসংযোগজন্যত্বকেই নৈমিত্তিকত্ব বলিতে হইবে। তেজঃসংযোগজন্য দ্রবত্বের যোগ ক্ষিতি ও তেজের সাধর্ম্য হইয়া থাকে। এস্থলে যোগশব্দের অর্থ সমবায়।[৪] প্রকাশকারও বলিয়াছেন যে, নৈমিত্তিক-পদে সকারণ-রূপ অর্থ গৃহীত হইলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বও নৈমিত্তিক হইবে। তাদৃশ দ্রবত্ববত্ত্ব জলে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। এজন্য কিরণাবলীকার প্রকারান্তরে নৈমিত্তিক-পদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[৫] এস্থলে অগ্নি-পদের তেজোরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। অগ্নিসংযোগ অর্থাৎ তেজঃ-সংযোগরূপ কারণ হইতে ঘৃতাদির এবং সুবর্ণাদির দ্রবত্ব উৎপন্ন হয়; সেই দ্রবত্বের সমবায় ঘৃতাদি পৃথিবীতে এবং সুবর্ণাদি তেজে বিদ্যমান থাকে। জলে যে দ্রবত্ব থাকে উহা স্বাভাবিক হওয়ায় এবং তেজঃসংযোগজন্য না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

কিরণাবলীকারের অভিপ্রায় বর্ণনা করিতে যাইয়া প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, 'তেজঃসংযোগাসমবায়িকারণদ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব' পৃথিবী ও তেজের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। ঘৃতে বা সুবর্ণাদিতে তেজঃ-সংযোগ হইলে উক্ত তেজঃসংযোগ-রূপ অসমবায়িকারণ হইতে ঘৃতে বা সুবর্ণাদিতে দ্রবত্ব উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং, তাদৃশ-দ্রবত্ববৎ বলিতে ঘৃতাদি পৃথিবী এবং সুবর্ণাদি তেজ হইবে। উক্ত পৃথিবী ও তেজে দ্রব্যত্বের

---

১ নিমিত্তাদুপজাতং নৈমিত্তিকমিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৬৮

২ নিমিত্তশব্দঃ সামান্যশব্দোঽপ্যর্থাদগ্নিসংযোগে বর্ততে। ঐ

৩ নৈমিত্তিকত্বং যদি সকারণকত্বং তদা জলদ্রবত্বমপি তথেত্যতিব্যাপ্তিঃ। সেতু, পৃঃ ১৬৮

৪ নৈমিত্তিকঞ্চ তদ্দ্রবত্বঞ্চেত্যেকেন যোগঃ সমবায়ঃ সাধর্ম্যমিতি। ব্যোমবতী পৃঃ ১৬৮

৫ নৈমিত্তিকং যদি সকারণমুচ্যেত তদা সাংসিদ্ধিকমপি দ্রবত্বং তথেত্যন্যথা ব্যাচষ্টে অগ্নীতি। প্রকাশ, পৃঃ ১৮০

সাক্ষাদ্ব্যাপ্য পৃথিবীত্ব এবং তেজস্ত্ব জাতি থাকায় সাধর্ম্যলক্ষণটি পৃথিবী ও তেজে সমন্বিত হইবে। সমস্ত পৃথিবী এবং সমস্ত তেজে উক্ত লক্ষণটি থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না এবং তাদৃশ দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি যে পৃথিবীত্ব বা তেজস্ত্ব তাহা জলে না থাকায় অতিব্যাপ্তিও হয় না।

প্রকাশকারের পূর্বোক্ত লক্ষণের আলোচনায় বিবৃতিকার বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ মনে করেন যে প্রকাশকারীয় লক্ষণে 'তেজঃ-সংযোগ' পদটি ব্যর্থ।[১] তাঁহাদের মতে 'অসমবায়িকারণদ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব' এইরূপ বলিলেই লক্ষণসমন্বয় হইতে পারে। ঘৃত প্রভৃতিতে বা সুবর্ণ প্রভৃতিতে যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহা অসমবায়িকারণ অর্থাৎ তেজঃসংযোগ প্রভৃতি অসমবায়িকারণ হইতে উৎপন্ন হয়। এমন কি, ঘৃত-পরমাণু বা সুবর্ণাদি-পরমাণুতেও যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাও তেজঃসংযোগাদিরূপ অসমবায়িকারণ-জন্য। পরমাণুজলে যে দ্রবত্ব থাকে তাহা নিত্য হওয়ায় উক্ত দ্রবত্বের কোন কারণ না থাকায় উহা অসমবায়িকারণক হইবে না। এই জন্য জলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নাই। বিবৃতিকার এস্থলে মতান্তরের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তেজঃসংযোগ-রূপ-অসমবায়িকারণজন্য যে নৈমিত্তিকদ্রবত্ব উহাতে নৈমিত্তিক দ্রবত্বত্ব-রূপ জাতি বিদ্যমান আছে; উক্ত জাতি তেজঃসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণপ্রযোজ্য। জাতি জন্য-পদার্থ না হওয়ায় উহাকে তাদৃশ-অসমবায়িকারণপ্রযোজ্য বলা হইয়াছে। ঐরূপ জাতিই এস্থলে উপলক্ষিত হইয়াছে।[২]

বিবৃতিকার মনে করেন যে 'অসমবায়িকারণদ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্-ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব' মাত্রকেই পৃথিবী ও তেজের সাধর্ম্য বলিলেই সমীচীন হইবে। ঐ লক্ষণে 'অসমবায়ি' পদের প্রবেশ না থাকিলে অদৃষ্টবান্ যে আত্মা সেই আত্মার সংযোগ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বের প্রতি কারণ হওয়ায় তাদৃশ আত্ম-সংযোগরূপ-কারণজন্য সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ববৎ জলে দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজলত্ব-জাতিমত্ত্ব থাকায় অতিব্যাপ্তি দুষ্পরিহর হইয়া যায়।[৩] এই জন্য 'অসমবায়ি' পদটি নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে আর অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

১ অত্র তেজঃপদং ব্যর্থমিত্যেকে। বিবৃতি, পৃঃ ১৮১

২ তেজঃসংযোগাসমবায়িকারণত্বেন তৎপ্রযোজ্যজাতিরেবোপলক্ষিতেত্যন্যে। ঐ

৩ অদৃষ্টবদাত্মসংযোগকারণকং সাংসিদ্ধিকদ্রবত্বেহপীত্যতিব্যাপ্তিবারণায়াসমবায়ীতি। ঐ

কারণ, উক্ত আত্মসংযোগ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বের প্রতি কারণ হইলেও উহা নিমিত্তকারণই হইয়া থাকে, অসমবায়িকারণ হয় না। বিবৃতিকার আরও বলিয়াছেন যে, প্রকাশকারীয় লক্ষণে 'তেজঃ' পদটি প্রবিষ্ট থাকিলে 'অসমবায়ি' পদের প্রক্ষেপ আবশ্যক হয় না।[১] অর্থাৎ, এইরূপ হইলে লক্ষণটির স্বরূপ হইবে, তেজঃসংযোগকারণদ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব। ইহার দ্বারাও পৃথিবী ও তেজের সাধর্ম্য সিদ্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, ঐরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে জলে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, জলের সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বটি তেজঃসংযোগরূপ-কারণজন্য নহে। ফল কথা এই যে, বিবৃতিকার মনে করেন যে, প্রকাশকারীয় প্রকৃত গ্রন্থের তাৎপর্য দুইটি লক্ষণে[২] ; যথা, (১) তেজঃ-সংযোগকারণদ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব (২) অসমবায়িকারণ-দ্রবত্ববদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব। এজন্য তিনি মনে করেন যে, 'তেজঃসংযোগ' ও 'অসমবায়ি' এই দুইটি পদের যুগপৎ প্রবেশে উহাদের অন্যতরটি ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আরও কথা এই যে, দ্বিতীয় লক্ষণে 'দ্রবত্ব' পদটির নিবেশের প্রয়োজন বর্ণনা করিতে যাইয়া বিবৃতিকার বলিয়াছেন যে উক্ত পদটির নিবেশ না করিলে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকিবে। বৃক্ষের সহিত শরীরাবয়ব যে হস্তাদি তাহার সংযোগ হইতে বৃক্ষের সহিত শরীর-রূপ অবয়বীর যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, সেই সংযোগজ-সংযোগটি বৃক্ষ ও অবয়বসংযোগ-রূপ অসমবায়িকারণজন্য হওয়ায় অসমবায়িকারণক যে সংযোগজ-সংযোগ, অর্থাৎ বৃক্ষশরীরসংযোগ 'তদ্বৎ' হইবে শরীর তাহাতে 'বৃত্তি' হইতে দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্ব হইবে; আর সেই পৃথিবীত্ববত্ত্ব যেরূপ পৃথিবীতে থাকিবে, সেইরূপ বৃক্ষাদির সহিত জলের বা বায়ুর অবয়বসংযোগজন্য উহার সহিত অবয়বী জলের বা অবয়বী বায়ুর যে সংযোগ তদ্বদ্বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতি যে জলত্ব বা বায়ুত্ব তাহা জল বা বায়ুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। কিন্তু, দ্রবত্ব এই পদটি প্রদত্ত হইলে আর উক্ত অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, অসমবায়িকারণ-জন্য যে দ্রবত্ব উহা সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব হইবে না, উহা নৈমিত্তিক দ্রবত্বই হইবে। তাদৃশ দ্রবত্ববৎ হইবে পৃথিবী ও তেজ। পৃথিবী বা তেজোবৃত্তি দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি হইবে পৃথিবীত্ব বা তেজস্ত্ব।[৩] বিবৃতিকার

---

১ যদি তেজঃপদপ্রবেশস্তদাসমবায়ীতি ন দেয়ম্। বিবৃতি, পৃঃ ১৮১

২ এবঞ্চ লক্ষণদ্বয়ে তাৎপর্যম্। ঐ

৩ সংযোগজসংযোগমাদায়াতিব্যাপ্তিবারণায় দ্রবত্বেতি। ঐ

'সাক্ষাৎ' পদেরও সার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। অর্থাৎ 'সাক্ষাৎ' পদটি না থাকিলে লক্ষণের আকার হইবে 'অসমবায়িকারণদ্রবত্ববদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বব্যাপ্য-জাতিমত্ত্বম্'। এইরূপ হইলে অসমবায়িকারণ অর্থাৎ তেজঃসংযোগ তজ্জন্য দ্রবত্ববদ্ যে ঘৃত, স্বর্ণাদি তদ্‌বৃত্তি দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি-রূপে ঘৃতত্ব, স্বর্ণত্ব প্রভৃতির গ্রহণ হইবে। ঘৃতত্বজাতিমত্ত্ব ঘৃতরূপ পৃথিবীতে থাকিলেও লাক্ষা বা ঘট প্রভৃতিতে না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ স্বর্ণত্ব জাতি লৌহাদিতে বা অগ্নি প্রভৃতি তেজঃপদার্থে না থাকায় অব্যাপ্তি হইবে। এইরূপ 'সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য' না বলিয়া কেবল ব্যাপ্য বলিলে তাদৃশদ্রবত্ববদ্ যে ঘৃতাদি তাহাতে আশ্রিত যে দ্রব্যত্ব তাহার ব্যাপ্য অর্থাৎ দ্রব্যত্বের সমানাধিকরণ যে জলত্ব বা বায়ুত্ব জাতি তদ্বত্ব জল বা বায়ুতে থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে। এস্থলে 'সাক্ষাৎ' বলিতে ভেদঘটিত ব্যাপ্যত্ব বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ স্বসামানাধিকরণ্য ও স্বসমানাধিকরণভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয় সম্বন্ধে দ্রব্যত্বসমানাধিকরণ-ভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদেন জাতিবিশিষ্টান্যত্বই হইবে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্‌ব্যাপ্যত্ব। দ্রব্যত্বের সমানাধিকরণ 'জলে পৃথিবী ন' এইরূপ যে ভেদ সেই ভেদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে পৃথিবীত্ব। ইহাই স্ব-পদের দ্বারা গ্রাহ্য হইবে। উহার সামানাধিকরণ্য ঘৃতত্ব, লাক্ষাত্ব প্রভৃতিতে আছে। আর, স্বসমানাধিকরণভেদ বলিতে পৃথিবীত্বের অধিকরণ ঘটাদিতে 'ঘৃতত্ববৎ ন' 'লাক্ষাত্ববৎ ন' ইত্যাদি যে ভেদ তাহাই বুদ্ধিস্থ হইবে। উক্ত ভেদের প্রতিযোগিতাব-চ্ছেদকত্ব থাকিবে ঘৃতত্ব, লাক্ষাত্ব প্রভৃতিতে। সুতরাং, স্বসামানাধিকরণ্য ও স্বসমানাধিকরণভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব এই উভয় সম্বন্ধে দ্রব্যত্বসমানাধিকরণ-ভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইবে পৃথিবীত্ব জাতি ; আর তদ্‌বিশিষ্ট হইবে ঘৃতত্ব, লাক্ষাত্ব প্রভৃতি। পৃথিবীত্বে তদন্যত্ব থাকায় লক্ষণের সমন্বয় হয়। তুল্যভাবে তেজস্ত্বের সম্বন্ধেও বুঝিতে হইবে। এইরূপ দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য জাতিটি ভেদঘটিত হওয়ায় এবং তাহা পৃথিবীত্ব এবং তেজস্ত্বে থাকায় অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি হইবে না।[১]

বিবৃতিকার লক্ষণটিকে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করিয়া, অর্থাৎ অসমবায়িকারণ-দ্রবত্ববত্ত্ব এইরূপে গ্রহণ করিলে কোনও আপত্তি হইতে পারে কিনা তাহারও বিচার করিয়াছেন। অসমবায়িকারণ যে তেজঃসংযোগ তজ্জন্য যে দ্রবত্ব অর্থাৎ

১ সাক্ষাৎপদং যত্ত্বস্তি তদা ভেদেন ব্যাপ্যত্ববোধনায়াতো নাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তী ইতি। বিবৃতি, পৃঃ ১৮১

ঘৃতাদির নৈমিত্তিকদ্রবত্ব সেই দ্রবত্ববত্ত্ব ঘৃতাদি পৃথিবীতে আছে বটে কিন্তু ঘটাদি পৃথিবীতে উহা না থাকায় ঘটাদিতে অব্যাপ্তি হইবে।[১] এজন্য তিনি বলিয়াছেন যে, তাদৃশদ্রবত্ববদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্‌ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব পর্যন্ত অনুসরণ করা আবশ্যক হইবে।

বিবৃতিকার আরও বলিয়াছেন যে, 'অসমবায়িকারণ' এই অংশটিকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দ্রবত্ববদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য জাতিমত্ত্বকে পৃথিবী ও তেজের সাধর্ম্য বলিলে জলে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে।[২] কারণ দ্রবত্ব বলিতে জলেরও দ্রবত্ব গৃহীত হয়। উক্ত দ্রবত্ববৎ যে জল তাহাতে আশ্রিত যে দ্রবত্বসাক্ষাদ্‌ব্যাপ্যজাতি জলত্ব উক্ত জাতিমত্ত্ব জলে থাকায় জলে অতিব্যাপ্তি নিশ্চিত হইয়া যায়। সুতরাং, অসমবায়িকারণদ্রবত্ববদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্‌ব্যাপ্য-জাতিমত্ত্ব অথবা তেজঃসংযোগকারণদ্রবত্ববদ্‌বৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্‌ব্যাপ্যজাতিমত্ত্ব ইহাদের অন্যতরকে পৃথিবী ও তেজের সমানধর্ম বলিলে অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

'এবং সর্বত্র বিপর্যয়াৎ সাধর্ম্যং বৈধর্ম্যঞ্চ বাচ্য-মিতি।[৩] এবমনেন ন্যায়েন সাধর্ম্যং যৎ তদেব বিপর্যয়াদ্ ব্যাবৃত্তের্বৈধর্ম্যং, বৈধর্ম্যং যৎ তদেব বিপর্যয়াদনুবৃত্তেঃ সাধর্ম্যম্। অথবা সাধর্ম্যবিপর্য-য়োঽপ্যন্যস্মাৎ সাধর্ম্যম্। বৈধর্ম্যবিপর্যয়োঽপ্যন্যস্মাদ্ বৈধর্ম্যম্। স্বয়মূহিত্বা বাচ্যমধ্যাপকেন গ্রাহ্যং শিষ্যৈ-রিতি।

'এবং সর্বত্র বিপর্যয়াৎ...' ইত্যাদি পরমমূলগ্রন্থের ব্যাখ্যা করা যাইতেছে। 'এবম্' অর্থাৎ এই রীতিতে (সর্বক্ষেত্রে) যাহা সাধর্ম্য তাহাই বিপর্যয়বশতঃ অর্থাৎ (পদার্থান্তর হইতে) ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য (অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম) হইবে এবং যাহা বৈধর্ম্য (ব্যাবর্তক অর্থাৎ

---

১ যদি তাদৃশদ্রবত্ববত্ত্বমুচ্যতে তদা ঘটাদ্যব্যাপ্তিঃ স্যাৎ। বিবৃতি, পৃঃ ১৮১

২ যদি চ দ্রবত্ববদ্‌বৃত্তীত্যাদিকমেব ক্রিয়েত তদা জলেঽতিব্যাপ্তিঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ঐ

৩ প্রশস্তপাদ। এস্থলে কোনও কোনও মুদ্রিত পুস্তকে 'দ্রব্যাসঙ্করঃ' এইরূপ অধিক পাঠ দৃষ্ট হয়।

অসাধারণ ধর্ম) তাহাই বিপর্যয়বশতঃ অর্থাৎ অনুবৃত্ত হওয়ায় সাধর্ম্য হইবে। অথবা (উক্ত পরম মূলগ্রন্থের এইভাবে ব্যাখ্যা হইতে পারে), যাহা সাধর্ম্যবিপর্যয় (অর্থাৎ সাধর্ম্যের অভাব) তাহা অন্যকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য (এবং নিজের পক্ষে বৈধর্ম্য) এবং যাহা বৈধর্ম্যবিপর্যয় (অর্থাৎ বৈধর্ম্যের অভাব) তাহা অন্যকে প্রাপ্ত হইয়া অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য (এবং নিজের পক্ষে বৈধর্ম্য)। এইভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অধ্যাপক স্বয়ং বিতর্ক করিয়া সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বলিবেন এবং শিষ্যগণ তাহা গ্রহণ করিবেন।

'এবং সর্বত্র বিপর্যয়াৎ' ইত্যাদি পরমমূলগ্রন্থে সকল স্থলের নিমিত্ত সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য-সম্বন্ধে ইহাই বলা হইয়াছে যে, যতগুলি পদার্থের সম্বন্ধে যাহাকে সাধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহাকেই বিপর্যয়নিবন্ধন অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ীভূত পদার্থভিন্ন অপরাপর পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। পুনরায়, যতগুলি পদার্থের সম্বন্ধে যাহা বৈধর্ম্য হইবে তাহাই বিপর্যয়বশতঃ অর্থাৎ নিজের আশ্রয়ে অনুগত হওয়ায় নিজের আশ্রয়-সম্বন্ধে সাধর্ম্য হইবে।

এই গ্রন্থের ইহাই তাৎপর্য বলিয়া মনে হয় যে, যে ধর্মগুলি সাধর্ম্য বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে তাহাদের সকলগুলিই নিজেদের সম্বন্ধেও বৈধর্ম্য, অর্থাৎ ব্যাবর্তক বা অসাধারণ ধর্ম হইবে। কিন্তু, ইহা সঙ্গত হয় না। কারণ, মূলগ্রন্থে জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতিকে সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। ঐগুলি কোন পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত না হওয়ায় উহাদিগকে আর বৈধর্ম্য বা অসাধারণ ধর্ম বলা যায় না। এই দোষের সম্ভাবনা বুঝিয়াই কিরণাবলীকার 'বিপর্যয়' পদের 'ব্যাবৃত্তি' অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা যে সাধর্ম্যগুলির ব্যাবৃত্তি হয় তাহাদের সম্বন্ধেই বৈধর্ম্যের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে আর পূর্বোক্ত দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ, জ্ঞেয়ত্ব, বাচ্যত্ব প্রভৃতি সাধর্ম্যগুলি কেবলান্বয়ী বলিয়া ব্যাবৃত্ত না হওয়ায় উহাদের বৈধর্ম্য কথিত হয় নাই। যাহা বৈধর্ম্য তাহা সকল সময়ে বৈধর্ম্যই হইবে অর্থাৎ কখনও সাধর্ম্য হইবে না এইরূপ ভ্রম যাহাতে না হয় তাহার জন্য কিরণাবলীকার বলিয়াছেন যে, যাহা বৈধর্ম্য, অর্থাৎ পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় কোন-না-কোন পদার্থের অসাধারণ ধর্ম, তাহাই আবার বিপর্যয়-নিবন্ধন

অর্থাৎ সেই সেই পদার্থে অনুবৃত্ত হওয়ায় তাহাদের সম্বন্ধে সাধর্ম্যও হইবে। এই ক্ষেত্রে পরমমূলস্থ 'বিপর্যয়' পদটিকে অনুবৃত্তি-রূপ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।[১]

পূর্বের ব্যাখ্যায় পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় যে-যে ধর্মগুলিকে যে-যে পদার্থের বৈধর্ম্য অর্থাৎ ইতরব্যাবর্তক বা অসাধারণ ধর্ম বলা হইয়াছে সেই-সেই ধর্মগুলিকেই আবার অনুবৃত্তি-নিবন্ধন সেই-সেই পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। অর্থাৎ যে-ধর্মকে যে-পদার্থের বৈধর্ম্য বলা হইয়াছে তাহাকেই আবার সেই-পদার্থেরই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। একই ধর্ম একই পদার্থসম্বন্ধে ব্যাবৃত্তি ও অনু-বৃত্তিনিবন্ধন বৈধর্ম্য ও সাধর্ম্য হইতে পারে বলিয়াই ঐ ব্যাখ্যার তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। কিন্তু, এস্থলে বক্তব্য এই যে, সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য বিষয়ে লোকের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত আছে, এই ব্যাখ্যায় তাহা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুণ্ণ হইবারই কথা। কারণ, যে-যে পদার্থের সম্বন্ধে যাহা সাধর্ম্য পদার্থান্তরের সম্বন্ধে তাহাই বৈধর্ম্য বলিয়াই লোকে মনে করে। কিন্তু, পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় যে পদার্থের সম্বন্ধে যাহা বৈধর্ম্য সেই পদার্থের সম্বন্ধেই তাহা সাধর্ম্য বলায় উক্ত ধারণার উপর আঘাত করা হইয়াছে। আরও কথা এই যে, পরমমূলস্থ সকৃদুচ্চরিত 'বিপর্যয়' পদটিকে পরস্পরবিরুদ্ধ ব্যাবৃত্তি এবং অনুবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করিবার ফলে শব্দন্যায়ের মর্যাদাও অতিক্রান্ত হইয়াছে। এই কারণেই বোধ হয় কিরণাবলীকার দ্বিতীয় ব্যাখ্যার আশ্রয় লইয়াছেন। এই ব্যাখ্যাতে পরমমূলস্থ 'বিপর্যয়াৎ' এই পঞ্চম্যন্ত পদটিকে 'বিপর্যয়:' এইরূপ প্রথমান্তে বিপরিবর্তিত করা হইয়াছে। পঞ্চম্যন্ত পদকে প্রথমান্ত-রূপে বিপরিবর্তিত করিবার রীতি ব্যাখ্যাতৃগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কারণ, 'তদ্বিপর্যয়াদ্ নির্গন্ধত্বমি'ত্যাদি অগ্রিম কিরণাবলীগ্রন্থের ব্যাখ্যায়[২] ভাস্করকার 'তদ্বিপর্যয়াৎ' এই পঞ্চম্যন্ত পদটিকে 'তদ্বিপর্যয়' এইরূপ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।[৩] কিরণাবলীকারও পরমমূলস্থ 'বিপর্যয়াৎ' পদটিকে 'বিপর্যয়' এই অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং, এইরূপ বিভক্তিবিপরিণাম শাস্ত্রবাসিতবুদ্ধির নিকট উদ্বেগ সঞ্চার করিবে না। এই ব্যাখ্যায় 'অন্যস্মাৎ' এই পদে পঞ্চমীটি ল্যব্‌লোপে

---

১ নম্বভিধেয়ত্বাদেঃ সাধর্ম্যস্থ কেবলান্বয়িত্বান্ন বিপর্যয় ইত্যত আহ ব্যাবৃত্তেরিতি। যদন্যতো ব্যাবৃত্তং সাধর্ম্যং তদেব স্বাশ্রয়াব্যাবৃত্তধীহেতুত্বাদ্ বৈধর্ম্যং বাচ্যমতো নোক্তদোষ ইত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৮১

২ কিরণাবলী, পৃঃ ১৮২

৩ তদ্বিপর্যয়াৎ তদ্‌বিপর্যয় ইত্যর্থঃ। ভাস্কর, পৃঃ ৬৪

পঞ্চমী বলিয়া বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা 'অন্যকে গ্রহণ করিয়া' এইরূপ অর্থ-বিবক্ষিত হইয়াছে।[১] এই ব্যাখ্যার দ্বারা পরমমূলগ্রন্থের তাৎপর্য এইরূপ হইবে। কথিত সাধর্ম্যগুলির যে বিপর্যয়, অর্থাৎ অভাব তাহা অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য হইবে এবং বৈধর্ম্যের যে বিপর্যয় তাহা অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য হইবে। এস্থলে প্রকাশকার অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, সাধর্ম্যের বিপর্যয় যেমন অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য হইবে তেমন নিজের পক্ষে বৈধর্ম্যও হইবে এবং বৈধর্ম্যের বিপর্যয় যেমন অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য হইবে তেমন নিজের পক্ষে সাধর্ম্যও হইবে।[২]

তদ্ যথা গন্ধবতী পৃথিবী বৈধর্ম্যং বক্ষ্যতি। তদ্বিপর্যয়ান্নির্গন্ধত্বমবাদীনাং সাধর্ম্যমুক্তম্। জল-ভূম্যোঃ সাধর্ম্যং গুরুত্বং রসবত্ত্বঞ্চ। তদ্বিপর্যয়াদি-তরেভ্যো বৈধর্ম্যম্। বিপর্যয়স্তিৃতরেষাং তেজঃ-প্রভৃতীনাং সাধর্ম্যং গুরুত্বং নীরসত্বঞ্চ।

উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, 'গন্ধবতী পৃথিবী' এই গ্রন্থের দ্বারা বৈধর্ম্য (অর্থাৎ পৃথিবীর অসাধারণ ধর্ম) বলা হইবে। তাহার বিপর্যয়বশতঃ নির্গন্ধত্ব অর্থাৎ গন্ধাভাব জলাদি পদার্থের সমানধর্ম হইবে। গুরুত্ব ও রসবত্ত্বকে জল ও পৃথিবীর সমানধর্ম বলা হইয়াছে। তাহা পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য এবং (তাহার) বিপর্যয় যে অগুরুত্ব ও নীরসত্ব (অর্থাৎ গুরুত্ব ও রসবত্ত্বের অভাব) তাহা তেজ প্রভৃতি পদার্থের সমানধর্ম হইবে।

'তদ্ যথা গন্ধবতী' ইত্যাদি 'অগুরুত্বং নীরসত্বঞ্চ' ইত্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা পূর্বে যে সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্য সম্বন্ধে চারিটি কল্পের কথা বলা হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। এইস্থলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উদাহরণগুলি যথাক্রমে উপন্যস্ত হয় নাই। সর্বপ্রথম উদাহরণটি প্রথম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্প, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্প, তৃতীয়টি প্রথম ব্যাখ্যার

১ অন্যস্মাদিতি ল্যব্ লোপে পঞ্চমী। অন্যং প্রাপ্য সাধর্ম্যমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৮২

২ সাধর্ম্যবিপর্যয়োঽপ্যন্যস্মাৎ সাধর্ম্যমিত্যত্র বৈধর্ম্যঞ্চেত্যপি দ্রষ্টব্যম্। ঐ

প্রথম কল্প ও চতুর্থটি দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রথম কল্প সম্বন্ধে নিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পে বলা হইয়াছে, যাহা যাহার পক্ষে বৈধর্ম্য, অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম তাহাই তাহার পক্ষে সাধর্ম্য। 'তদ্বিপর্যয়াৎ…সাধর্ম্যম্' এই গ্রন্থকেই উক্ত কল্পের উদাহরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'ইহেদানীমেকৈকশো বৈধর্ম্যমুচ্যতে'[১] ইত্যাদি অগ্রিম গ্রন্থের দ্বারা পরমমূলকার পৃথিব্যাদি এক একটি দ্রব্যের সম্বন্ধে বৈধর্ম্য বলিয়াছেন। 'রূপরসগন্ধ' ইত্যাদি 'সংস্কারবতী' পর্যন্ত গ্রন্থের দ্বারা[২] তিনি পৃথিবীর বৈধর্ম্যের কথা বলিয়াছেন। অতএব, ঐ স্থলে বৈধর্ম্য বলিতে বিরুদ্ধ ধর্মকে বলা হয় নাই। কারণ, উল্লিখিত ধর্মগুলি পৃথিবীর পক্ষে বিরুদ্ধ ধর্ম নহে। অতএব, ইহা বুঝিতে হইবে যে, ঐ সকল গ্রন্থের দ্বারা যাহা যাহার পক্ষে ইতর-ব্যাবর্তক, অর্থাৎ অসাধারণ ধর্ম তাহাকেই তাহার পক্ষে বৈধর্ম্য বলা হইয়াছে। এইরূপ হইলে গন্ধবত্বটি পৃথিবীর পক্ষে অসাধারণ ধর্ম হওয়ায় বৈধর্ম্যই হইল। এই ধর্মটি বিপর্যয়বশতঃ অর্থাৎ অনুবৃত্ত হওয়ায় ঘটপটাদি সকল পৃথিবীর পক্ষেই সাধর্ম্যও হইবে। অতএব, ইহা বুঝা যাইতেছে যে, প্রথম উদাহরণটি প্রথম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পের সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে।

'নির্গন্ধত্বম্' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পের উদাহরণ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কল্পে যাহা যাহার পক্ষে বিরুদ্ধ ধর্ম তাহাকে তাহার পক্ষে বৈধর্ম্য ও তাহার বিপর্যয়কে অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য বলা হইয়াছে। এস্থলে জলাদিতে বিপর্যয়বশতঃ অর্থাৎ থাকে না বলিয়া গন্ধবত্বকে জলাদির বৈধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। উক্ত গন্ধবত্বের বিপর্যয় যে নির্গন্ধত্ব তাহাকে অন্যের পক্ষে অর্থাৎ জলাদিব্যতিরিক্ত যে পার্থিববস্তু তাহার পক্ষে বৈধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। এ বিষয়ে প্রকাশকারের ব্যাখ্যা আমাদের ব্যাখ্যার অনুকূল।[৩] কিন্তু উক্ত উদাহরণগ্রন্থের ব্যাখ্যায় তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে কিরণাবলী-গ্রন্থের সহিত সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই মনে হয়। কারণ, তিনি যদিও দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পস্থ বৈধর্ম্য-পদটিকে বিরুদ্ধধর্ম-রূপ যথাযথ অর্থে গ্রহণ করিয়া নির্গন্ধত্বকে পৃথিবীর বৈধর্ম্য-রূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাহা হইলেও

---

১ প্রশস্তপাদ

২ রূপরসগন্ধস্পর্শসংখ্যাপরিমাণপৃথক্ত্বসংযোগবিভাগপরত্বাপরত্বগুরুত্বদ্রবত্বসংস্কারবতী। ঐ

৩ বিপর্যয়াৎ পৃথিবীতো ব্যাবৃত্তেঃ। তদপেক্ষয়া বৈধর্ম্যমেব নির্গন্ধবত্বং জলাদীনাং সাধর্ম্য-মিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৮২

তিনি ঐ নির্গন্ধত্বকে পৃথিবী অপেক্ষায় অন্য বস্তু যে জলাদি তাহাদের সাধর্ম্য-রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই স্থলের মূল কিরণাবলীগ্রন্থে যদি বৈধর্ম্যকে অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য বলা হইত, তাহা হইলে ঐরূপ ব্যাখ্যায় কোন দোষ হইত না। কিন্তু, কিরণাবলীকার তাহা বলেন নাই। তিনি এখানে বৈধর্ম্যের বিপর্যয়কেই, অর্থাৎ অভাবকেই অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে পৃথিবীর পক্ষে যাহা বৈধর্ম্য অর্থাৎ নির্গন্ধত্ব তাহার অভাব যে গন্ধবত্ত্ব তাহাকেই জলাদির বৈধর্ম্য বলিতে হয়। আরও কথা এই যে, যদিও 'বৈধর্ম্যবিপর্যয়োঽপ্যন্যস্মাদ্ বৈধর্ম্যম্' এই মূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় প্রকাশকার সাধর্ম্যকেও উহার সহিত যোজনা করিয়া ঐ মূলগ্রন্থের 'বৈধর্ম্যবিপর্যয়োঽপ্যন্যস্মাদ্ বৈধর্ম্যং সাধর্ম্যমিত্যপি দ্রষ্টব্যম্' এইভাবে পর্যবসান করিয়াছেন ইহা সত্য, তথাপি প্রকাশ-ব্যাখ্যার সঙ্গতি পাওয়া যায় না। প্রথম কথা এই যে, যাহা মূলকার বলেন নাই অথচ ব্যাখ্যাকার যোজনা করিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে উদাহরণ মূলকারের বিবক্ষিত না হওয়াই স্বাভাবিক। দ্বিতীয় কথা এই যে, যোজিত অংশের উদাহরণ-রূপেও আমরা এই অংশটি গ্রহণ করিতে পারি না। কারণ, যোজনানুসারে উক্ত মূলগ্রন্থের ইহাই ব্যাখ্যা হইবে যে, বৈধর্ম্যের যাহা বিপর্যয় তাহা অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য -ও সাধর্ম্য দুই-ই হইবে। এইরূপ হইলে পৃথিবীর বৈধর্ম্য অর্থাৎ বিরুদ্ধ ধর্ম-রূপে যদি নির্গন্ধত্বের গ্রহণ হয় তাহা হইলে তাহার অভাব যে গন্ধবত্ত্ব তাহাকে অন্যের পক্ষে অর্থাৎ পৃথিবীভিন্ন যে জলাদি বস্তু তাহার পক্ষে সাধর্ম্য বলিতে হইবে; কিন্তু, তাহা হইতে পারে না। কারণ, গন্ধবত্ত্ব কখনও জলাদির সাধর্ম্য হয় না। আমরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছি তাহাতে দ্বিতীয় ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পের সহিত উদাহরণের ব্যাখ্যা সামঞ্জস্যপূর্ণ হইলেও উহা মূলগ্রন্থস্থ পাঠের সংবাদী হয় নাই। কারণ, মূলগ্রন্থে ঐ উদাহরণে সাধর্ম্য-পদেরই উল্লেখ রহিয়াছে, বৈধর্ম্য-পদের নহে। এইরূপ হইলেও আমরা নিতান্ত অগতিকগতি হইয়াই সাধর্ম্যের স্থানে বৈধর্ম্যের সংযোজনা করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। ঐ মূলগ্রন্থে সাধর্ম্য-পদটিরও সমাবেশ থাকা আবশ্যক। অন্যথা, প্রথম ব্যাখ্যার দ্বিতীয় কল্পের উদাহরণ-রূপে 'তদ্বিপর্যয়াৎ···' ইত্যাদি গ্রন্থ উপন্যস্ত হইতে পারে না। কারণ, ঐ কল্পে বৈধর্ম্যকে, অর্থাৎ অসাধারণ-ধর্মকে নিজের পক্ষেই সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। অতএব, সাধর্ম্য-পদের যোগ না থাকিলে ঐ গ্রন্থকে কখনই ঐ কল্পের উদাহরণ-রূপে গ্রহণ করা যায় না। আরও কথা এই যে, আমরা এই স্থলে মূলের পাঠটিকে সংশোধন না করিয়াই যথাযথভাবে গ্রহণ করিলাম। কারণ, পাঠের সংশোধন করিতে হইলে প্রাপ্ত

পাঠের সহিত সংশোধিত পাঠের অত্যন্ত বৈষম্য উপস্থিত হয়। মুদ্রিত পুস্তকের ন্যায় হস্তলিখিত পুস্তকেও আমরা পাঠের বৈষম্য পাই নাই।[১]

'উক্তং জলভূম্যোঃ সাধর্ম্যম্' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা প্রথম ব্যাখ্যার প্রথমকল্পের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ কল্পে যাহা যাহার পক্ষে সাধর্ম্য তাহাকেই তাহার পক্ষে বৈধর্ম্য অর্থাৎ বিশেষ ধর্ম বলা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যায় বৈধর্ম্য-পদটি যে বিরুদ্ধ-ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু, ব্যাবর্তক, অর্থাৎ অসাধারণ-ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। সুতরাং, ঐ কল্পের উদাহরণ-রূপে প্রযুক্ত পূর্বোক্ত গ্রন্থের নিম্নোক্ত রূপ তাৎপর্য বুঝিতে হইবে। গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব যে জল ও পৃথিবীর সমানধর্ম তাহা পরমমূলকার পূর্বেই বলিয়াছেন। উহাদের ঐ সাধর্ম্যগুলিই পুনরায় উহাদের পক্ষে বৈধর্ম্য অর্থাৎ বিশেষ-ধর্ম হইবে। কারণ, ঐ দুইটি ধর্ম জল ও পৃথিবী ব্যতিরিক্ত অপর সকল পদার্থ হইতেই ব্যাবৃত্ত হওয়ায় উহারা জল ও পৃথিবী এতদুভয়ের পক্ষে বৈধর্ম্য বা অসাধারণ-ধর্মও হইবে। এই উদাহরণটির ব্যাখ্যায় প্রকাশকার প্রকারান্তরের আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি প্রথম ব্যাখ্যার প্রথম কল্পস্থ বৈধর্ম্য-পদটিকে বিরুদ্ধ ধর্ম অর্থে গ্রহণ করিয়া উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, জল ও পৃথিবীর পক্ষে সমানধর্ম যে গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব তাহা উক্ত দ্বিবিধ পদার্থ ভিন্ন অপরাপর সকল পদার্থ হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় অপরাপর পদার্থের সম্বন্ধে বৈধর্ম্য, অর্থাৎ বিরুদ্ধ-ধর্ম হইবে। কিন্তু, আমরা এই ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারি না। কারণ, প্রথম ব্যাখ্যায় কথিত বৈধর্ম্য-পদ যে বিরুদ্ধ ধর্ম অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই, প্রত্যুত অসাধারণ-ধর্ম এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহা গ্রন্থকার স্বয়ং 'গন্ধবতী পৃথিবীতি বৈধর্ম্যং বক্ষ্যতি' এই গ্রন্থের দ্বারা বলিয়াছেন। গন্ধবত্ত্ব পৃথিবীর বৈধর্ম্য হইলে উহা যে বিরুদ্ধ-ধর্ম-রূপে পৃথিবীর বৈধর্ম্য হয় নাই এবং ইতর-ব্যাবর্তক বা অসাধারণ-ধর্ম-রূপেই বৈধর্ম্য হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকিতে পারে না। আরও কথা এই যে, গ্রন্থকার যাহাকে যাহার সাধর্ম্য বলিয়াছেন তাহাকে অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য অথবা যাহাকে যাহার বৈধর্ম্য বলিয়াছেন তাহাকে অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য বলেন নাই। অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য-বৈধর্ম্যের কথা তিনি 'অথবা...' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা দ্বিতীয় ব্যাখ্যাতেই

১ তদ্‌বিপর্যয়াৎ (পৃথিব্যাদীনাং সাধর্ম্যং) ; নির্গন্ধত্বমবাদীনাং বৈধর্ম্যম্—এইরূপ পাঠ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

উপস্থাপিত করিয়াছেন। অতএব, প্রথম ব্যাখ্যায় যাহা যাহার সাধর্ম্য তাহা অন্যের পক্ষে বৈধর্ম্য এবং যাহা যাহার বৈধর্ম্য তাহা অন্যের পক্ষে সাধর্ম্য হইবে ইহা বলা হয় নাই বলিয়াই আমরা মনে করি।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রথম কল্পের উদাহরণ-স্বরূপে 'বিপর্যয়স্থিতরেষাং…' ইত্যাদি গ্রন্থের অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বোক্ত জলাদির সাধর্ম্য যে গুরুত্ব ও রসবত্ত্ব তাহাদের বিপর্যয় যে গুরুত্বাভাব ও রসবত্ত্বাভাব তাহা জল ও পৃথিবী হইতে পৃথক্ যে তেজ প্রভৃতি বস্তু তাহাদের সমান-ধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১]

উক্ত পরমমূলগ্রন্থের ব্যাখ্যায় সূক্তিকার বলিয়াছেন যে, সমস্ত লক্ষ্যস্থলের নিমিত্তই ইহা বুঝিতে হইবে যে, যাহা সাধর্ম্য তাহাই অন্য লক্ষ্য হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য হইয়া থাকে। কাহার পক্ষে এই বৈধর্ম্য হইবে তাহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন যে, যাহা যাহার পক্ষে সাধর্ম্য তাহাই তাহার পক্ষে বৈধর্ম্য হইবে এইরূপ নহে, প্রত্যুত যাহা হইতে ব্যাবৃত্ত হইবে তাহার পক্ষেই বৈধর্ম্য হইবে।[২] এই ব্যাখ্যার সহিত আমাদের প্রথম ব্যাখ্যার সামঞ্জস্য নাই। কারণ, ঐ ব্যাখ্যায় আমরা যাহা যাহার পক্ষে সাধর্ম্য তাহাকে তাহার পক্ষেই বৈধর্ম্য বলিয়াছি। এইরূপ বলিবার কারণও আমরা পূর্বে সেই স্থলে বিবৃত করিয়াছি।

উক্ত গ্রন্থের ব্যাখ্যায় ব্যোমবতীকার বলিয়াছেন যে, সকলস্থানে যাহা সাধর্ম্য তাহাই পদার্থান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হওয়ায় বৈধর্ম্য হইবে। 'সকলস্থলে' এইরূপ বলার তাৎপর্য এই যে, যাহা যাহার পক্ষে সাধর্ম্য তাহা তাহার পক্ষেও বৈধর্ম্য অর্থাৎ বিশেষধর্ম হইবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, 'সাধর্ম্যং ব্যাখ্যাতম্' এইভাবে উপসংহার করিয়া 'বিপর্যয়াদ্ বৈধর্ম্যং বক্ষ্যমাণম্' এইভাবে অবশিষ্ট অংশের যোজনা করিতে হইবে। অগ্রে পরমমূলগ্রন্থে বিশেষধর্ম-রূপেই বৈধর্ম্যের কথা বলা হইয়াছে। অতএব, সাধর্ম্যগুলি বিশেষধর্ম-রূপে নিজের পক্ষেও বৈধর্ম্য হইবে বলিয়া ব্যোমবতীকারের তাৎপর্য বুঝা যায়।[৩]

---

১ গুরুত্বাদেরুক্তসাধর্ম্যস্য বিপর্যয়ো যদগুরুত্বাদিকং তদেবেতরেষাং জলভূম্যপেক্ষয়া বৈধর্ম্যং বাচ্যমিত্যর্থঃ। প্রকাশ. পৃঃ ১৮২-৩

২ উক্তক্রমেণ সর্বত্র লক্ষ্যেষু যৎ সাধর্ম্যং তদেব বিপর্যয়াল্লক্ষ্যেতরব্যাবৃত্তত্বাদ্ বৈধর্ম্যং বৈধর্ম্যমপি বোধ্যম্। ন তু যদ্ যস্য সাধর্ম্যং তদেব তস্য বৈধর্ম্যতয়া গ্রাহ্যমিত্যর্থঃ। সূক্তি, পৃঃ ১৬৮

৩ যদেতদ্ব্যাখ্যাতং ময়া সাধর্ম্যং তদেব সর্বত্র বিপর্যয়াদ্ ব্যাবৃত্তং ভেদান্তরাদ্ বৈধর্ম্যং বাচ্যমিতি। যদি বা সাধর্ম্যং ব্যাখ্যাতমিত্যুপসংহারঃ। বিপর্যয়াদ্ বৈধর্ম্যং বক্ষ্যমাণমিত্যনাগতার্থসূচনমিতি। ব্যোমবতী, পৃঃ ১৭০

এবমাত্মানং বিহায় পরার্থত্বমচেতনত্বম্। মনো বিহায়ানন্তঃকরণত্বমনণুকরণত্বঞ্চ। অন্তো বিহায় নিঃস্নেহত্বমক্লেদত্বঞ্চ। তেজো বিহায়ানুষ্ণত্বমদাহকত্বঞ্চ। জলজ্যোতিরনিলানামপাকজস্পর্শবত্ত্বম্। জলজ্যোতিষোরপাকজরূপবত্ত্বম্। দিক্‌কালমনসাং বৈশেষিকগুণবিরহঃ। বায়্বাকাশদিক্‌কালমনসামতীন্দ্রিয়ত্বম্। আত্মমনসোঃ শরীরাবচ্ছেদেনৈব বৃত্তিলাভঃ। বায়্বাদীনাং নীরূপত্বম্। আকাশাদীনাং স্পর্শশূন্যত্বম্। কালাদীনামভূতত্বমিত্যাদি।

এইরূপ পরার্থত্ব ও অচেতনত্ব আত্মব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থগুলির সমানধর্ম হইবে। অন্তঃকরণভিন্নত্ব ও অণুকরণভিন্নত্ব ইহারা মনোভিন্ন অপর সকল পদার্থের সাধর্ম্য হইবে। স্নেহাভাব ও অক্লেদত্ব (অর্থাৎ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বের অভাব) জলভিন্ন অন্য পদার্থের সাধর্ম্য হইবে। উষ্ণস্পর্শের অভাব ও অদাহকত্ব (অর্থাৎ দাহজনকত্বের অভাব) ইহারা তেজোব্যতিরিক্ত পদার্থের সাধর্ম্য হইবে। জল, তেজ ও বায়ু এই ত্রিবিধ দ্রব্যের অপাকজস্পর্শত্ব সাধর্ম্য হইবে। পাকজ-রূপবত্ত্ব জল ও তেজ এই দ্বিবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে। দিক্, কাল ও মন এই ত্রিবিধ দ্রব্যের বিশেষগুণাভাব সাধর্ম্য হইবে। অতীন্দ্রিয়ত্ব বায়ু, আকাশ, দিক্, কাল ও মন এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম হইবে। শরীরাবচ্ছেদে বৃত্তিলাভ (অর্থাৎ ভোগজনকত্ব) আত্মা ও মনের সাধর্ম্য হইবে। রূপরহিতত্ব বায়ু প্রভৃতি ষড়্‌বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে। স্পর্শশূন্যত্বকে আকাশাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। অভূতত্ব (অর্থাৎ ভূতত্বের অভাব) কালাদি চতুর্বিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে।

'অধ্যাপক নিজে উহ করিয়া বলিবেন'—এই বিষয়ে 'এবমাত্মানং বিহায়' ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা উদাহরণগুলি প্রদর্শিত হইতেছে। পরমমূলগ্রন্থে এইগুলি উল্লিখিত হয় নাই। কিরণাবলীকার স্বয়ং এইগুলি কল্পনা করিয়াছেন। আত্মা ভিন্ন অপরাপর দ্রব্যের সাধর্ম্য হইবে পরার্থত্ব ও অচেতনত্ব।

এখানে পরার্থত্ব বলিতে যদি পরপ্রয়োজনত্বকে অথবা পরপ্রয়োজনহেতুত্বকে বুঝা যায় তাহা হইলে প্রথমপক্ষে কালাদিতে অব্যাপ্তি এবং দ্বিতীয়পক্ষে আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হইবে। কারণ, কাল আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থে অন্তর্নিবিষ্ট আছে; অতএব, ইহা লক্ষ্য; অথচ ইহাতে প্রয়োজনত্ব নাই। কাল স্বয়ং কাহারও প্রয়োজন হয় না। প্রয়োজন বলিতে ভোগকে বুঝায়। যদি প্রয়োজন-হেতুত্বকে পরার্থত্ব বলা যায়, তাহা হইলে কালে অব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, কাল নিজে প্রয়োজনাত্মক না হইলেও উহা অপরের পক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহার কারণ হইয়া থাকে। বৈশেষিকশাস্ত্রে জন্যমাত্রের প্রতি কালের কারণত্ব স্বীকৃত আছে। কিন্তু, পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি পরিহৃত হইলেও আমরা প্রকৃতস্থলে পর-প্রয়োজনহেতুত্বকে পরার্থত্ব বলিতে পারি না। কারণ, তাদৃশ পরার্থত্ব আত্মাতে অতিব্যাপ্ত হইয়া যায়। ভোগাত্মক প্রয়োজনের হেতুত্ব আত্মাতে স্বীকৃত আছে।[১] অতএব, প্রকৃতস্থলে ভোগানধিকরণত্ব, অর্থাৎ ভোগাসমবায়িত্বই পরার্থত্ব হইবে।[২] আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রই অচেতন বলিয়া তাহাতে স্বীয় সুখদুঃখের সাক্ষাৎ-কার-রূপ যে ভোগ তৎসমবায়িত্ব থাকিতে পারে না। অতএব, ভোগাসমবায়িত্ব-রূপ পরার্থত্বের আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থে অব্যাপ্তি হইবে না। যদি জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরও আত্মপদার্থের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে ঈশ্বরও অলক্ষ্যের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এইরূপ হইলে ভোগের সমবায়িত্ব ঈশ্বরেও থাকায় উহাতে পরার্থত্বের অতিব্যাপ্তি থাকিয়া যাইবে। উত্তরে ইহা বলা যায় যে, এইস্থলে স্বীয় সুখ-দুঃখের সাক্ষাৎকারকে ভোগ না বলিয়া যদি স্বীয় বা পরকীয় যে-কোন সুখদুঃখের সাক্ষাৎকারকে ভোগ বলা যায় এবং এতাদৃশ ভোগের অনধিকরণত্বকে আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থের সাধর্ম্য বলা হয় তাহা হইলে আর অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ঈশ্বরের স্বীয় সুখদুঃখ না থাকিলেও তিনি পরকীয় সুখদুঃখের সাক্ষাৎকার করেন। পরবিষয়ক নিত্য সাক্ষাৎকার ঈশ্বরে স্বীকৃত আছে। অতএব, সুখ-দুঃখসাক্ষাৎকারাত্মক ভোগের অধিকরণত্ব জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরের থাকায় উহাতে অতিব্যাপ্তি-দোষ হইবে না। কেহ কেহ ভোগাধিকরণবৃত্তি যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি তদনধিকরণত্বকেই পরার্থত্ব বলিয়াছেন। এই মতে স্বকীয় সুখদুঃখের

---

১ নন্থ পরার্থত্বং পরপ্রয়োজনত্বং যদি তদা কালাদাবব্যাপ্তিঃ। পরপ্রয়োজনহেতুত্বঞ্চেৎ তদাত্মন্যতিব্যাপ্তিরিত্যন্যথা ব্যাচষ্টে। বিবৃতিঃ পৃঃ ১৮৩

২ পরার্থত্বং ভোগানধিকরণত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৮৩

সাক্ষাৎকারকে ভোগ বলিয়া বুঝিতে হইবে। এইরূপ হইলে ঈশ্বরে অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, ভোগাধিকরণ বলিতে জীবাত্মাকে পাওয়া যায় ; তাহাতে থাকে এমন যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য জাতি তাহা আত্মত্বই হইবে। ঐ আত্মত্বের অনধিকরণত্ব ঈশ্বরে না থাকায় এবং আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রে থাকায় অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। আত্মব্যতিরিক্ত পদার্থমাত্রই অচেতন ইহা আমরা জানি। অতএব, আত্মজাতীয় পদার্থে না থাকায় এবং তদ্ভিন্ন পদার্থমাত্রে থাকায় অচেতনত্বকে আত্মব্যতিরিক্ত সকল পদার্থের সাধর্ম্য বলিতে বাধা থাকিতে পারে না।

মনোভিন্ন অপরাপর পদার্থের সমানধর্ম-রূপে অনন্তঃকরণত্বের উল্লেখ হইবে। আত্মগ্রাহক ইন্দ্রিয়ভিন্ন যে দ্রব্যত্ব তাহাকেই অনন্তঃকরণত্ব বলিয়া বুঝিতে হইবে। আত্মগ্রাহক-ইন্দ্রিয়-ভিন্নত্ব মনে না থাকায় উক্তবিশেষণবিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব তাহা মনে অতিব্যাপ্ত বা মনোভিন্ন দ্রব্যে অব্যাপ্ত হইবে না।

স্নেহাভাব ও ক্লেদত্বের অভাব অর্থাৎ সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বকে জলব্যতিরিক্ত দ্রব্যমাত্রের সমানধর্ম বলিয়া বুঝিতে হইবে। এস্থলে প্রকাশকার সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বাভাববিশিষ্ট দ্রব্যত্বকেই অক্লেদত্ব বলিয়াছেন।[১]

বায়ু, আকাশ, দিক্, কাল ও মন এই পঞ্চবিধ দ্রব্যের সাধর্ম্য-রূপে অতীন্দ্রিয়ত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় অতীন্দ্রিয়ত্ব উহাদের সাধর্ম্য হইবে। কিন্তু, অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট না হইলেও যথাশ্রুতভাবে উহা অতিব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। কারণ, পার্থিবাদি পরমাণুগুলি উক্ত পঞ্চবিধ দ্রব্যের অন্তর্গত না হওয়ায় অলক্ষ্য হইয়াছে অথচ শাস্ত্রে উহাদের অতীন্দ্রিয়ত্ব প্রসিদ্ধ আছে। ইহার সমাধানে প্রকাশকার বলিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ দ্রব্যে আশ্রিত নহে এমন যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্-ব্যাপ্য জাতি তদ্বত্ত্বকেই অতীন্দ্রিয়ত্ব-পদের দ্বারা বায়ু প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলা হয়।[২] দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি বলিতে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব, বায়ুত্ব, মনস্ত্ব ও আত্মত্ব এই ছয়টিকে বুঝায়। একব্যক্তিবৃত্তিত্ব-নিবন্ধন আকাশত্ব, কালত্ব ও দিক্ত্ব ইহারা জাতি হইবে না। উক্ত ছয়টি জাতির মধ্যে পৃথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব ও

---

১ অক্লেদত্বমিতি সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ববিরহিদ্রব্যত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, পৃঃ ১৮৩

২ প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তিদ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিমত্ত্বমিত্যর্থঃ। ঐ

আত্মত্ব এই চারিটি প্রত্যক্ষবিষয়ীভূত বস্তুতে থাকায় ইহারা প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অবশিষ্ট যে বায়ুত্ব ও মনস্ত্ব ইহারাই প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তি এবং দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি-রূপে গৃহীত হইবে। ঐ জাতি পার্থিব পরমাণুতে না থাকায় অতিব্যাপ্তি হইবে না বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, ইহাতেও পার্থিবাদি পরমাণুতে অতিব্যাপ্তি পরিহৃত হয় না। কারণ, প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তি দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি-রূপে পরমাণুত্ব গৃহীত হইবে। চতুর্বিধ পরমাণুতে বিদ্যমান হওয়ায় পরমাণুত্ব-জাতি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য যে পৃথিবীত্বাদি জাতি তাহাদের ব্যাপ্য না হওয়ায় এবং দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হওয়ায় উহা দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতি-রূপে গৃহীত হইবে এবং উহা পার্থিবাদি পরমাণুতে থাকায় পূর্বের ন্যায় অতিব্যাপ্তি থাকিয়াই যায়। ইহার সমাধানে বলা যায় যে, প্রকাশকার ফলতঃ দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য জাতিমত্ত্বকেই আকাশাদি পঞ্চবিধ দ্রব্যের সমানধর্ম বলিয়াছেন।[১] কিন্তু, তাহা যথাশ্রুতভাবে গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ কোনও জাতি আকাশ, কাল ও দিকে না থাকায় উহা অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া যায়। অতএব, প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তি যে দ্রব্যবিভাজক উপাধি তদ্বত্ত্বকেই উক্ত দ্রব্যগুলির সমানধর্ম বলিতে হয়। এক্ষণে আর অব্যাপ্তি হয় না। ঐরূপ পদার্থবিভাজক উপাধি-রূপে আকাশত্ব, কালত্ব ও দিক্ত্বের গ্রহণ হওয়ায় লক্ষণের সমন্বয় হইবে। এক্ষণে আর পরমাণুত্বকে গ্রহণ করিয়া অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ, পরমাণুত্ব দ্রব্যবিভাজক উপাধি নহে। প্রত্যক্ষদ্রব্যাবৃত্তি এই স্থলে দ্রব্যত্ব-রূপে দ্রব্য বিবক্ষিত নহে। কারণ, প্রত্যক্ষাবৃত্তি এই মাত্র বলিলেই অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়ায় দ্রব্যত্ব-রূপে দ্রব্যের প্রবেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। অতএব, উক্তস্থলে প্রত্যক্ষাবৃত্তিদ্রব্যবিভাজকোপাধিমত্ত্বকেই বায়ু প্রভৃতি পঞ্চবিধ পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।[২]

শরীরাবচ্ছেদে বৃত্তিলাভকে আত্মা ও মনের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে। বিশেষ প্রকারের শরীরসংযোগকেই শরীরাবচ্ছেদ বলিয়া বুঝিতে হইবে এবং ভোগাসমবায়িকারণত্বকেই বৃত্তিলাভ বলা হইয়াছে। ইহার দ্বারা শরীরসংযোগবিশেষাবচ্ছিন্ন যে ভোগাসমবায়িকারণত্ব তাহাকেই আত্মা ও মনের সাধর্ম্য বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু, ইহা হইতে পারে না। কারণ, ভোগের

১ প্রত্যক্ষাবৃত্তীত্যেব বিবক্ষিতম্। বিবৃতি ১৮৪

২ অত্র দ্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্যজাতিপদং দ্রব্যসাক্ষাদ্বিভাজকোপাধিপরম্। ঐ

অসমবায়িকারণ মনে না থাকায় ইহা অব্যাপ্তি-দোষে দুষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব, এস্থলে ভোগের অসমবায়িকারণ যে সংযোগ তদাশ্রয়ত্বকে আত্মা ও মনের সাধর্ম্য বলিয়া বুঝিতে হইবে।[১] শরীরাবচ্ছেদে আত্মা ও মনের যে সংযোগ তাহা ভোগের অসমবায়িকারণ হওয়ায় এবং দ্বিষ্ঠত্ব-নিবন্ধন ঐরূপ সংযোগ আত্মা ও মন উভয়ত্র থাকায় অব্যাপ্তি হইবে না। এস্থলে কারণের বিশেষণ-রূপে অসমবায়িত্বের নিবেশ না হইলে ভোগকারণ সংযোগাশ্রয়ত্বকেই আত্মা ও মনের সমানধর্ম বলিতে হয়। কিন্তু, ইহা হইতে পারে না। কারণ, শরীরের সহিত আত্মার যে অবচ্ছেদকতাখ্য বিশেষ-সংযোগ আছে তাহা ভোগের কারণ হওয়ায় এবং ঐ সংযোগ শরীরে বর্তমান থাকায় শরীরে অতিব্যাপ্তি হইয়া যায়। অসমবায়িত্ব-রূপ বিশেষণের প্রয়োগে উক্ত অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইবে। কারণ, উক্ত অবচ্ছেদকতাখ্য সংযোগ ভোগের নিমিত্তকারণ হইলেও অসমবায়িকারণ হয় না। অবশ্য, নিরবয়বত্ববিশিষ্ট ভোগকারণ-সংযোগাশ্রয়ত্বকে শরীরাবচ্ছেদে বৃত্তিলাভ বলিলে আর কোনও অসুবিধা উপস্থিত হয় না।[২] জ্ঞানজনক সংযোগ-রূপে অবচ্ছেদকতাখ্য সংযোগের গ্রহণ হইলেও শরীরে নিরবয়বত্ব না থাকায় অতি-ব্যাপ্তি হইবে না; এবং তাদৃশ সংযোগ-রূপে আত্মমনঃসংযোগের গ্রহণ হইবে। নিরবয়বত্ব এবং ঐ সংযোগ আত্মা ও মন উভয়ত্র থাকায় লক্ষণের সমন্বয়ও হইবে।

---

১ ভোগাসমবায়িকারণসংযোগাশ্রয়ত্বমিত্যর্থঃ। প্রকাশ, ১৮৪

২ নিরবয়বত্বে সতি জ্ঞানহেতুশরীরসংযোগবত্ত্বমিত্যর্থঃ। ঐ